অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ-জগতের ভাষা ও শব্দকোষ

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৩
স্বত্ব : লেখক

সত্তর টাকা

ISBN-81-7079-239-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

শব্দ-গ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেসন্স
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী

ভবঘুরে চার্লি চ্যাপলিনের

উদ্দেশে—

"We ain't burglars—

We're Hungry."

Modern Times

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

পরিচায়িকা	৯
অপরাধ-জগতের ভাষা	১-১১২
সূচনা	৫
ক্ষেত্রসমীক্ষা	১৪
পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ	২৮
নিষেধ ও কুসংস্কার	৪০
ইঙ্গিত	৪২
ভাষার কারিকুরি	৪৫
ধ্বনিতত্ত্ব	৭৫
রূপতত্ত্ব	৯১
শব্দার্থতত্ত্ব	১০৫
অপরাধ-জগতের শব্দকোষ	১১৩-২৪২
সারণী	২৪৩
গ্রন্থপঞ্জী	২৫০
পরিশিষ্ট	২৫১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচায়িকা

১৯৬০ সালে শুরু করে একাদিক্রমে প্রায় দশ বছর পশ্চিমবাঙলা ও বিহারের জেলখানা ও পুলিশ ফাঁড়িগুলি ঘুরে ঘুরে অপরাধ-জগতের ভাষার তথ্য সংগ্রহ করেছি । আমাদের দেশে পাতালপুরীর ভাষার কোন তথ্য এযাবৎ সংগৃহীত না হওয়ায় আর সংকলনের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকায় অপরাধ-জগতের বাসিন্দাদেরই শরণ নিতে হয়েছে । এইভাবে তথ্য সংগ্রহের যথেষ্ট অসুবিধা । গ্রন্থের সূচনায় তার কিছু উল্লেখ আছে ।

পশ্চিমবাঙলা তথা কলকাতার অপরাধ-জগতের ভাষাই গ্রন্থখানির আলোচনার বিষয় । তাছাড়া ওখানকার লোকাচার নিষেধ কুসংস্কার ও অর্থবহ ইঙ্গিত সম্পর্কে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই বইয়ে লেখা রইল । এ বই সমাজবিজ্ঞানীদের কিছু তথ্য পরিবেশন করবে বলে আশা করি । কৌতূহলী পাঠকের মনে বইখানি পড়ে যে সব ভাবনার উদয় হবে তা ভবিষ্যতে এই ধরনের তথ্যানুসন্ধানের যথার্থ মূল্যায়নের নির্দেশ দেবে । অপরাধ জগতের ভাষা সম্পর্কে বেশি জানতে হলে 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ' অংশটিও দেখতে হবে । এই জগতের মানুষের উচ্চারণ অনুযায়ী ভাষাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।

শব্দকোষে ধ্বনির বিন্যাস হয়েছে এই মতো :

অ আ ই উ এ এ্যা ও (এবং দ্বিস্বর)

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ

ট ঠ ড ঢ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

র (ড়) ল স হ

ধ্বনিগুলি বাঙালি ও অবাঙালির উচ্চারণে পাওয়া গেছে । অবাঙালি হিন্দিভাষীদের একাংশের (বিশেষত উত্তরপ্রদেশাগত) উচ্চারণে কয়েকটি ধ্বনি যেমন, শ ষ ণ-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি । অভিধানে কোথাও কোথাও তা উল্লেখ করেছি । বাঙলা ও বাঙলা-প্রভাবিত অবাঙালির বাঙলা উচ্চারণ সর্বত্র অনুসরণ করা সঙ্গত বলে মনে করেছি । এটি হলো পশ্চিম-বাঙলার পাতালপুরীর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য । পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন স্থানীয় উপভাষা, বিভাষা ও এই রাজ্যের পাতালপুরীর অবাঙালিদের ভাষার মিলিত প্রভাবে অপরাধ-জগতের ভাষার সৃষ্টি । বাঙলা ভাষায় (সর্বজন সম্মত) 'শ' একটি বিশিষ্ট ধ্বনি, 'স' কেবলমাত্র বিশেষ পরিবেশে শোনা যায় । কিন্তু অপরাধ-জগতের ভাষায় 'স' বিশিষ্ট ধ্বনি ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিধানের শেষে শব্দের পরিসংখ্যা বা ভূরি-প্রয়োগ (frequency) তালিকা যোগ করা হলো । অনুরূপ গবেষণায় আগ্রহীকে তালিকাটি ভাবীকালে তুলনামূলক আলোচনায় সাহায্য করবে । গ্রন্থে উল্লিখিত শব্দের ব্যবহার ও অব্যবহারের ধারা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হবেন ।

অভিধানে যে সব শব্দের উল্লেখ রয়েছে ভবিষ্যতে তাদের অনেকের প্রচার কমবে, অনেকের বাড়বে, তেমনি অজস্র শব্দ হয়তো হারিয়ে যাবে, কত নতুন শব্দ আবার জন্ম নেবে । এম্প্‌টিহাউস (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা), পুলিপলাম, পুলিপিলাং, পুলিপিনাং, পুলিপোলাও যাওয়া (= Port Blair, দ্বীপান্তর যাওয়া—স্বর্ণলতা ; আলালের ঘরের দুলাল), হরিণবাড়ি (= জেলখানা—আলালের ঘরের দুলাল ; হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা) প্রভৃতি শব্দ একদিন সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল । এম্প্‌টিহাউস বা খালিকুঠি আজও প্রচলিত, কিন্তু অন্য শব্দগুলি নয় । 'হুঁকো বানানো' (= বোকা বানানো) বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি ছাত্রবুলি, শব্দটি এখনও পাতালপুরীতে একই অর্থে বেঁচে রয়েছে । ঠগীদের ব্যবহৃত বুলি অপ্রচলিত, তাদের ব্যবহারের কিছু কিছু শব্দ, যেমন, ঠোলা, ধুর্, সিট্, গনা প্রভৃতি প্রাচীন অর্থসহ আজও পাতালপুরী ও অন্যত্র বিচরণ করছে ।

শব্দকোষের অন্তর্গত সমগ্র তথ্য ও আলোচনা ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ-জগৎ ও তৎসহ পশ্চিমবাঙলার সমাজ জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবে বলে আশা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ।

তথ্যসরবরাহকারীর (informant) ভূমিকা যারা নিয়েছিল, যারা মুখের ভাষা জুগিয়েছে তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাই ।

আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন আচার্য সুকুমার সেন । জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু নিয়ত উৎসাহ দান করেছেন—সেজন্য কৃতার্থ বোধ করছি ।

অধ্যাপক ড. অমলেন্দু বসু, অধ্যাপক রঙ্গিন হালদার, জার্মানদেশীয় বন্ধু অধ্যাপক ড. হেরমান্ বেরগের ও জাপানদেশীয় বন্ধু অধ্যাপক ড. টি. নারা, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, ড. করুণাসিন্ধু দাশ, ড. পঞ্চানন ঘটকের নামও উল্লেখযোগ্য । শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন ।

পশ্চিমবাংলার কারাবিভাগের তৎকালীন প্রধান, বিভিন্ন জেলখানা বিশেষত প্রেসিডেন্সী জেলের জেলার যেভাবে সাহায্য করেছিলেন তা আদৌ ভোলার নয় । সর্বাধিক তথ্য আমার সংগৃহীত হয়েছে জেলখানাগুলি থেকে । পুলিশবিভাগ বিশেষত ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট তথ্য সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করে । এই বিভাগ থেকেই আমার তথ্য সংগ্রহের হাতেখড়ি । একাজে আমাকে সাহায্য করেছিলেন তৎকালীন ডি সি (ডি ডি) শ্রী গোলক মজুমদার (পরবর্তীকালের ডি জি পশ্চিমবাঙলা) । তাছাড়া শ্রী ইন্দু চক্রবর্তী জেলে কয়েদীদের সাক্ষাৎকার নেবার প্রশ্নটা আমার মাথায় প্রথম ঢুকিয়েছিলেন । সেই সূত্রে আমার জেল পরিক্রমা । শ্রী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী পুলিশ কমিশনার) যেভাবে আমাকে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ পুলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহলের ভেতর ও বাইরের স্থূল চক্রান্ত থেকে তাদের উদার মানসিকতা দিয়ে আমায় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছিলেন, সেই সাহায্যটুকু না পেলে গোয়েন্দাবিভাগ থেকে আমার পক্ষে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না । হয়তো ওখানে সংগৃহীত তথ্য ওখানেই কারো হাতে চলে যেত বলে মনে করি । সে কারণে সর্বশ্রী মজুমদার, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী আমাকে ঋণী করে রেখেছেন ।

পশ্চিমবাঙলা ও বিহারের কারাবিভাগ ও পুলিশবিভাগকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

১৯৬০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য গৌরীনাথ । এটি একটি সরকারি কলেজ । কলেজের বাইরে ক্ষেত্র-সমীক্ষা করতে হলে অধ্যক্ষের লিখিত অনুমতি একান্ত প্রয়োজন ছিল । শাস্ত্রীজী এককথায় আমাকে কারাবিভাগ, পুলিশবিভাগ এবং অন্যত্র ঘোরাঘুরি করে ক্ষেত্র-সমীক্ষার অনুমতি দেন । সেজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ ।

সংখ্যাতাত্ত্বিক স্তম্ভচিত্র, সারণী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী আরতি পাল, শম্ভুরঞ্জন দত্ত, প্রশান্ত পাঠক (রাশিবিজ্ঞান) সাহায্য করেছেন ।

দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রী সুধাংশুশেখর দে এই অবাণিজ্যিক গ্রন্থটি প্রকাশ করার আগ্রহ ও সাহস দেখিয়েছেন—তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

কলকাতা, ১৩৯৯

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ-জগতের ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কেত-অক্ষর ও চিহ্ন

অ.	অসমীয়া
অ. ভা.	অপরাধ-জগতের ভাষা
আ./আর.	আরবী
ইং.	ইংরেজি
উ.	উত্তর
ক্রি.	ক্রিয়া
চ. প	চলিত পঞ্জাবী
তু.	তুলনীয়
দ.	দক্ষিণ
দ্র.	দ্রষ্টব্য
দ্রা.	দ্রাবিড় ভাষা
পূ.	পূর্ব
ফা.	ফারসী
বাং.	বাংলা
বি.	বিশেষ্য
বিণ.	বিশেষণ
মা.	মারাঠী
সর্ব.	সর্বনাম
হি.	হিন্দী
E.	English slang
F.	French slang
G.	German slang
J.	Japanese slang

< ক < খ অর্থাৎ খ হতে ক সিদ্ধ হলো বা সম্ভাব্য পরিবর্তন

> ক > খ অর্থাৎ ক হতে খ সিদ্ধ হলো বা সম্ভাব্য পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচনা

অপরাধ-জগতের ভাষা জানতে হলে অপরাধ-জগৎ, তার অধিবাসী এবং তাদের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই । ভাষা মানব সভ্যতার মানচিত্র । বক্তার ভাষা তার পরিবেশ, মানসিক গঠন, শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে অবহিত করে । ভাষাবিজ্ঞানের অনুবীক্ষণে ভাষাগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপ ধরা যায় অথবা এই রূপটির সঙ্গে পরিচিতির জন্য ভাষা অন্যতম অবলম্বন বলে বিবেচিত হতে পারে ।

সমাজজীবনের একটি অঙ্গ তমসাচ্ছন্ন থাকলে অর্থাৎ অপরাধ এবং অপরাধ-প্রবণতায় ঢাকা পড়লে সেদিকে না তাকালে দায়িত্ব আমাদের ফুরিয়ে যায় না । বাস্তব সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে । জানতে হবে—মানুষ কেন অপরাধ করে ? তার অপরাধের জন্য দায়ী কে ? যে সমাজব্যবস্থা মানুষের অপরাধ-প্রবণতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলে সেই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে অপরাধ-প্রবণতার কী লয় হবে ? এমনি কত শত প্রশ্ন রয়েছে । প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন নিশ্চয়ই ।

আশা করবো সুস্থ মানবসমাজ একদিন জন্ম নেবে । 'অপরাধ-জগৎ' নামের কোনো ক্যানসার গ্ল্যাণ্ড আগামী দিনের সমাজ সযত্নে লালন করবে না । অপরাধ-জগৎ এবং অপসংস্কৃতি আগামী দিন অতীতের ইতিহাস হতে বাধ্য হবে । সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস মেনে নিলে তাইতো হওয়া উচিত । তবে একথা সত্য যে পরিবর্তন রাতারাতি আসবে না । একটি জীবন্ত সমাজে দীর্ঘকাল ধরে চলবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যেমন চলছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রগতিশীল দেশ অধুনালুপ্ত সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে । সে-দেশে এখনো অপরাধ রয়েছে, এখনো তা মুছে যায়নি । মাত্র সত্তর বছরে হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত পাপ লোপ পাবার নয় । সেখানেও ভুলত্রুটি হচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সংশোধনের ব্যবস্থাও হচ্ছে এবং হবে ।

অপরাধ-জগতের ভাষার মাধ্যমে অপরাধী, অপরাধ-জগৎ এবং তার বাইরে যে বৃহত্তর সমাজ রয়েছে, যে-সমাজ এই অকল্যাণকর জগতের স্রষ্টা তাকেও জানার সুবিধা হবে । পাতালপুরীর রহস্য ভেদের একটি উপায় সন্ধ্যা ভাষার সঙ্গে পরিচিতি । সুতরাং সন্ধ্যা ভাষা-চর্চা দুটি জগৎকে চিনিয়ে দেবে : (ক) অপরাধ-জগৎ এবং (খ) তথাকথিত সাধু সমাজ অর্থাৎ যে সমাজব্যবস্থা এই বিকলাঙ্গ মানসিকতার জন্মদাতা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদা বন্য মানুষ ভাব প্রকাশের জন্য পেলো ভাষা, শিখলো দুটি হাতের ব্যবহার। শিখলো অগ্নিকে করতলগত করতে ; বৈদিক ঋষি অগ্নিকে বিশেষিত করেছেন, 'রত্ন-ধাতম' (ঋগ্বেদ ১.১.১) ব'লে। বস্তুজগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা অগ্নি। দুটি হাত, ভাষা এবং আগুন—তিনের সমন্বয় মানুষকে পশু জীবন থেকে মুক্তির আহ্বান জানালো।

ভাষা একটি হাতিয়ার, যার সাহায্যে মনের গোপন কথা মুখর হলো। আর পৃথিবী উদ্বেলিত হলো সভ্যতার আলোকচ্ছটায়।

আদিম মানুষ পশুপালন ও চাষবাস পদ্ধতি আবিষ্কার করলো। কালক্রমে উৎপাদনের উপায়গুলি (means of production) গোষ্ঠীপতিরা দখল করে নিলো। গোষ্ঠীসম্পত্তি বেমালুম ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেলো। স্ত্রীজাতি তার স্বাধীনতা হারালো, হলো পুরুষের ভোগের উপচার। পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থা চালু হলো।

দিনের পর দিন যায়। জন্ম নিলো দাসপ্রথা, গণিকাবৃত্তি, যুদ্ধ, অপহরণ। সমাজ ভাগ হলো দুটি শ্রেণীতে—শোষক আর শোষিত। কালে মাথা চাড়া দিলো সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি।

অবশ্য সব কিছুরই বিকাশ ঘটেছে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সূত্রে বিবর্তনের পথে, বহু সহস্র বর্ষ সময় লেগেছে পথ পরিক্রমা করতে।

এখন প্রশ্ন, কেন এই অপসংস্কৃতি ? কেন এর বিস্তার এবং মূল সূত্রটি কোথায় লুকানো রয়েছে ?

সামন্ততান্ত্রিক যুগেও যৌন ও হিংসাবৃত্তি বেশ খানিকটা অনাবৃতই ছিল। বুর্জোয়া সমাজের শুরুতেও যৌন ও হিংসাবৃত্তি ছিল। তখন অপরাধবোধ ও অপরাধপ্রবণতা তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। অধোগতির সময়ে অপরাধপ্রবণতা ভেতরে ভেতরে অনুপ্রবেশ করলো। অপসংস্কৃতি বলতে বর্তমানে সাধারণত বিকৃত যৌন ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপকেই বোঝানো হয়। লেনিনের 'glass of water' তত্ত্ব অপসংস্কৃতির চরম পর্যায়। আবার রাতের ন্যুইয়র্ক শহর হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় সেখানে মুহূর্তে পাতালপুরী জন্ম নিল। বড়ো বড়ো নামী দোকান ভেঙে দামী সামগ্রী সব লুঠ হয়ে গেল। মুহূর্তে শতসহস্র পাপ মাথাচাড়া দিল। শুধুমাত্র যৌন ও হিংস্র প্রবৃত্তিকেই কি আমরা অপসংস্কৃতি বলবো ? অপসংস্কৃতি ভারতীয় সমাজজীবনের এক সামাজিক ব্যাধি। বটবৃক্ষের শেকড়ের মতো কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের সমাজদেহের কাঠামোকে যা জর্জরিত করে রেখেছে তাকে অপসংস্কৃতি (anticulture) বলে বিবেচনা করা কি অন্যায় হবে ? জাতি-উপজাতি, বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষাগোষ্ঠী এবং জাতপাত নীতি নিয়ে বিভেদপন্থী প্রগতিবিরোধী শক্তির ক্রিয়াকলাপও অপসংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি সমাজ ও জনগণের প্রগতির প্রতিকূল তা অপসংস্কৃতি। সুস্থ যৌন জীবন যেমন অপসংস্কৃতি নয় তেমনি হিংসা মাত্রেই অপসংস্কৃতি নয়—যেমন মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের সংজ্ঞা হবে ভিন্ন। আবার অসংখ্য চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও রুচির হেরফের, যেমন 'ঝি চাকর' ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের যে মনোভাব যা দাসপ্রথা ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির জের টেনে চলেছে তা কি অপসংস্কৃতি নয় ? লাগামহীন অপসংস্কৃতি ও তার বিস্তারকে কড়া শাসনে কেবল চাপা দেওয়া যায় ; মুছে ফেলতে চাই অন্য ব্যবস্থা । 'মুনাফা, আরো মুনাফা' যে সমাজের মূলমন্ত্র তার হাতে বিকৃত যৌন ও হিংসাত্মক মানসিকতার প্রচার সব থেকে বড়ো অস্ত্র । মুনাফার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার নাড়ীর যোগ । সম্পর্ক মাতাপুত্রীর । অপসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রথম দুটি রিপুর ভূমিকা সর্বগ্রাসী । মুষ্টিমেয় মানুষ যতবেশি মুনাফা চাইবে সমাজের সাধারণ মানুষের একাংশকে ততটা অপরাধপ্রবণ করে তোলার প্রস্তুতি থাকবে । বড়োমাছ ছোটমাছ খাবে । কোন সমাজব্যবস্থায় 'মহাজনী সভ্যতা' শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আবার কোথাও বা এই সভ্যতার প্রবক্তারা মহামান্য কুলপতি !

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে : কুড়ি কোটি শিশু আমাদের এই পৃথিবীতে শিশু-শ্রমিকের কাজ করে । ভারতবর্ষে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ, (children have been maimed in India to become beggars ...

—*The Statesman,* December 3, 1979

India has the largest child labour force in the world, with 16.5 million children working for long hours in dangerous conditions for little pay, the Anti-Slavery Society reported.

—*The Statesman,* December 5, 1979

সমাজে শিশুঘাতী মোহন্তদের সম্পর্কে কবি সুকান্তর প্রার্থনা : 'এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি— ।' কিন্তু পৃথিবী আজও শিশুর বাসোপযোগী হয়ে ওঠেনি ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক (ইউনিসেফ) 'বিশ্বে শিশুদের অবস্থা—১৯৯২' যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে শিশু-সংহারের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার কিছু কিছু অংশ প্রয়োজনবোধে আমরা এখানে উল্লেখ করছি । এতে বলা হয়েছে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে ১৪ বছর বয়সের নীচের মোট শিশুদের ২০ শতাংশের বেশি শিশু-শ্রমিক । ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালে সাড়ে সাত কোটিরও বেশি শিশু-শ্রমিক । এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এই প্রতিবেদন লিখেছে ২৫ কোটি মানুষের এই দেশে হাজার হাজার শিশু আছে—খেলাধূলা করা, বিদ্যালয়ে যাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ করার সুযোগ জীবনে যাদের আসেনি—খাটুনি খেটে পেটের ভাত সংগ্রহ করতে হয় । বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বের পারিবারিক মোট আয়ের ২২ শতাংশ উপার্জন করে শিশুরা ।

ভারতে ৬-১৪ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা ২১ কোটি । এর মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ শিশু-শ্রমিক । বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের মোট শ্রমজীবী মানুষের ২৬ শতাংশ শিশু । তাছাড়া ভারতে ১০ লক্ষ দাস-শ্রমিক (Slave-Labour) রয়েছে । দেশের অতি জঘন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দরিদ্র পিতামাতারা টিকে থাকার তাগিদে প্রাণের অধিক প্রিয় শিশুদের নারকীয় পরিবেশে কাজ করতে দিতে বাধ্য হন । বিনিময়ে এইসব হতভাগ্য শিশুরা কঠোর পরিশ্রমের মূল্য হিসেবে কিঞ্চিৎ অর্থ পেয়ে থাকে আর যৌবন সাধারণত তারা দেখতে পায় না । তার পূর্বেই এদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় । তামিলনাড়ু, শিবকাশী এলাকায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়াশলাই ও বাজির কারখানায় কাজ করে লক্ষাধিক শিশু-শ্রমিক। এ শুধু একটি উদাহরণ মাত্র। এমনি করেই ধনী মহাজনরা আমাদের দেশে শিশু জীবনকে লোভ দেখিয়ে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

(আন্তর্জাতিক রিপোর্টটি শ্রী কান্তি বিশ্বাসের নিবন্ধ থেকে গৃহীত। 'গণশক্তি', ২৫ জুলাই, ১৯৯২)।

এইসব হতভাগ্য শিশুদের একাংশকে পাতালপুরী গ্রাস করতে বাধ্য এবং করছেও। এমনি করেই অপরাধ-জগতের শ্রীবৃদ্ধি !

আমরা জানি লোধা বা অন্য যাযাবর জাতিকে চাষবাসে না বসিয়ে অপরাধী-উপজাতি (criminal tribes) রূপে গণ্য করা হলো। এটা সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ঔপনিবেশিক চিন্তা ও তার কুফল আজও সমাজে জড়িয়ে রয়েছে। আজও বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতি-উপজাতি লড়াই, ধর্মীয় সংঘর্ষ, এক বর্ণের ওপর অন্য বর্ণের হামলা রয়েছে—এসবই তো অপসংস্কৃতি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। বিংশ শতাব্দীর প্রান্তিক কাল। চুনি কোটাল ভারতের প্রথম মহিলা লোধা গ্র্যাজুয়েট। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আত্মঘাতী হলো। পৌরাণিক যুগে রামরাজ্যে রাম স্বহস্তে শম্বুকের মাথাটি কেটে ফেলেন। কারণ সাধনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ বর্ণের অধিকার শূদ্র শম্বুক অর্জন করতে চাইল। তাইতো হত্যা ! পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতির পদক্ষেপ কতটুকু হয়েছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে শম্বুক চুনি কোটালরা।[১]

মানব সভ্যতার আদিতে অপরাধ-জগতের অস্তিত্ব ছিলো না। অপরাধ-প্রবণতা সমাজ জীবনের উপর-কাঠামোর (super-structure) সঙ্গে জড়িত। একটি ভাষাগোষ্ঠীর (speech community) মুখের ভাষা উপর-কাঠামো নয় সত্যি, তবে যখন কোনো ভাষা, বিশেষত শব্দভাণ্ডার কোনো বিশেষ সংস্কৃতির নির্দেশক হয়, তখন সেই সংস্কৃতির প্রসার, পরিবর্তন বা অবলুপ্তির ওপর বিশেষ ভাষাটির অস্তিত্ব অথবা অবলুপ্তি নির্ভরশীল। যেমন lingo, cant, jargon, argot, antilanguage প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, উপর-কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে এদেরও পরিবর্তন হবে, ক্ষয় হবে, লয় হবে। কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর-কাঠামো। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে খুবই ধীর পদক্ষেপে। প্রতিটি সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক সংস্কৃতি পরবর্তীকালের সমাজে জায়গা করে নেয়। দাসপ্রথার অবদান গ্রীক সভ্যতার ৮০/৯০ শতাংশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

১। বাল্মীকিরামায়ণম্

উত্তরকাণ্ডম্ — ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্ /
নিষ্কষ্য কোশাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ // ৭/৭৬/৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বয়ং মার্কস্‌ও নানাভাবে তা স্বীকার করেছেন । বুর্জোয়া সমাজের গোড়ার দিকে বলিষ্ঠতা ছিল, সেক্‌স্‌পীয়রের মতো প্রতিভাও ছিল । সেক্‌স্‌পীয়রের ফলিতরূপ নাটকের ভিতর দিয়ে যতটুকু পৌঁছালো পরবর্তী যুগে তা শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই থেকে গেল । জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হলো । শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যোগ রইল না । ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের যুগে শিল্প সাহিত্য মার্গসংগীত নবকলেবরে জন্ম নিল যা আজও আদৃত হচ্ছে । রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা তো পরাধীন ভারত পেয়েছে ! স্বাধীনতার পর রবীন্দ্রনাথের সমাদর কী এতটুকু কমেছে ? মনে হয়, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মর্যাদা ক্রমশ আমাদের দেশে বৃদ্ধি পাবে । Sophocles, Aeschylus-এর সৃষ্টি মূলগ্রীক ভাষায় পাঠ করে মার্কস্‌ আনন্দ পেতেন । দাসপ্রথার গোড়ায় গলদ সত্ত্বেও তার যে ইতিবাচক সত্তা রয়েছে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার মূল্য অনস্বীকার্য । দাসপ্রথা সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্র উপনিবেশবাদ নয়া-উপনিবেশবাদ প্রতিটি ব্যবস্থায় কিছু না কিছু ইতিবাচক সত্তা রয়েছে । যদি কেউ একটি ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ ইতিবাচক সত্তার পক্ষ নিয়ে প্রমাণ করতে চান যে ব্যবস্থাটি কল্যাণকর তবে তিনি মঞ্চে এ প্রমাণও করবেন যে তাঁর চিন্তাধারা প্রগতিবিরোধী, বিপরীতমুখী ।

সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বেদি-ভূমিতে অপরাধ-প্রবণতার জন্ম । সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটলে অপরাধ-জগৎও ক্রমশ লোপ পাবে ।

যদি কোনোদিন অপরাধ-জগতের বিলুপ্তি ঘটে সেদিন অপরাধ পদ্ধতির গোষ্ঠীভাষাও (Social dialect) লোপ পাবে । যে-অংশ থেকে যাবে তা প্রতিদিনের সাধারণ ভাষার সঙ্গে মিশে যাবে । সাধারণ ভাষা যা গ্রহণ করছে, করছে ঐতিহাসিক পরিবেশের সহায়তায় । তখন এ জাতীয় ভাষা আর উপর-কাঠামোর অঙ্গ বলে গণ্য হচ্ছে না । উপর-কাঠামোর স্থিতিশীলতা সর্বকালীন নয় । পাতালপুরীর সংস্কৃতির একটি বাহন তার শব্দভাণ্ডার ; সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং পুরনো অপ্রচলিত শব্দগুলি বাতিল হবে ।

এ-ভাষার বিস্তৃত আলোচনা সামাজিক অর্থবিন্যাস বুঝতে সাহায্য করে ।

বিভিন্ন কালের পাতালপুরীর সন্ধ্যা ভাষা অনুশীলনের দ্বারা অপরাধ-জগতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে ।

আমরা দেখি, প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয় (পরের শ্রম অপহরণ ?) প্রবৃত্তি অপরাধ-প্রবণতা ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটালো সমাজজীবনে । সমাজ নানা দল উপদলে ভাগ হলো। অনেকে নাম লেখালো অপসংস্কৃতির খাতায়, হুহু করে অপসংস্কৃতির বিস্তার হলো । একটি বিশেষ বুদ্ধিমান শ্রেণী অপসংস্কৃতির ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে উঠলো । পৃথিবীর বৃহদংশ জুড়ে অপসংস্কৃতির ফলাও ব্যবসা । নয়া-উপনিবেশবাদ-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞরা জানেন, কিভাবে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শিল্প সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি থেকে শুরু করে জীবনের সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবাধ গতিতে সূক্ষ্মতর পথে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে । মানবমনকে তার হিংস্র পাশবিক কামড় জর্জরিত করে রেখেছে । চেতনশীল মানবজাতির একাংশ অপরাধবৃত্তির নারকীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোস খুলে দিতে যুগ যুগ ধরে চেষ্টা করছে । আশা করবো, আগামী দিনের মানুষ পাপাচার ও অপসংস্কৃতিমুক্ত অমলিন জীবনের স্বাদ পাবে ।

অনেকে জানতে চান, কেন এ জাতীয় বিচিত্র গবেষণায় হাত দিলাম—?

গরমের ছুটি । যাবো কলেজ স্ট্রীট । উঠবো ট্রামে, দেখি, ট্রামের ভেতর থেকে হিড়হিড় করে বার করে আনা হচ্ছে একটি ছেলেকে । রাস্তায় লোকের ভিড় । ছেলেটার ওপর জোর জুলুম মারধর শুরু হলো । যে-মানুষকে দেখলে মনে হয় অতি ভীরু কাপুরুষ, জীবনে মুখ ফুটে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনি কোনোদিন, তেমনতরো এক বীরপুরুষ সদর্পে এগিয়ে গেলো, উঁচিয়ে হাত তুললো, তারপর ছেলেটাকে পিটিয়ে দিলো দুদ্দাড়িয়ে । ছেলেটা পকেটমার । সুচলো জুতো ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার-পরা সুদর্শন যুবক । ধরা পড়েছে মনিব্যাগ টানতে গিয়ে । বেচারা । লাইনের ছুটকোদ্ (নতুন চোর), ওস্তাদের হাতে ট্রেনিং জুতসই হয়নি তখনো ।

কলেজে পৌঁছে একতলার ক্ষুদ্রতম ঘরখানা খোলালাম । নিরিবিলি ঘরে বসে আছি চুপচাপ—দূরে একটা কাক অনবরত ডেকে চলেছে, সে ডাকে যেন কোনো অজানা বেদনার ভাপ ছড়াচ্ছে দিকে দিকে । ফটকের পাশের কাঁঠাল গাছটিকে ঘর থেকে দেখা যায় । সেদিন বৈশাখ মাস, গাছটি পাতায় পাতায় ছিল ভরে । একটা দমকা বাতাস দুপুরের গুমোট গরমের গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিল, পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠলো ; গাছের পাতা একদিন ঝরে যাবে, ঝরে যাবে তার অপরূপ শোভা, নগ্ন ডালপালা আঁকড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে, কিন্তু কিসের প্রত্যাশায় ? সে জানে, আবার বসন্ত আসবে । সেদিন নতুন করে ভরিয়ে তুলবে নিজেকে লতায় পাতায় ।

... ওই যে পকেটমার ছেলে, যার জীবনে পাতা-ঝরার খেলা চলেছে সে কি কোনোদিন সুস্থ জীবনের স্বাদ পাবে না ! তার যে দিনগুলো গেল সে কি একেবারেই গেল ! ভাবলাম, কে এদের জীবনের জয়গান শোনাবে ? এদের বাঁচাবে কে, কি করে এরা জীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে !

বাঁচাবার ক্ষমতা নেই তবে এদের জানবার বোঝবার জন্যে মন কৌতূহলী হলো — ভাবছি কেমন করে প্রবেশ করা যায় ওদের রাজ্যে ? ভাষাবিজ্ঞানী যখন, স্থির করলাম অপরাধ-জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণা করবো । অপরাধ-জগতের ভাষার গবেষণায় অপরাধী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে না, তবে তাদের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় এ ভাষা হয়তো পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করতে পারে ।

যে-পকেটমার ছেলেটাকে কেন্দ্র করে গবেষণা শুরু করি, ঘটনার বছর দুই পরে জেনেছিলাম, সে একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের ছেলে, সঙ্গদোষে পকেটমারের পেশা বেছে নিয়েছে । বাড়ি থেকে পালিয়েছে । বাবার মুখোমুখি হতে সাহস পায় না । কালে-ভদ্রে লুকিয়ে-চুরিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় । প্রশ্ন করেছিলাম,— মার সঙ্গে তোমার কী কথা হয় ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা শুধু কাঁদতে থাকে । কথা কটা বলে মুখ নত করেছিলো ।

জেরার মুখে এমনি কত কথাই বললো । বেডটি (মদ) না খেলে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না !

সমাজ-জীবনের 'অসংস্কৃত' অংশে পাই অপরাধ-জগৎকে । তথাকথিত অতি-সংস্কৃত সমাজের মধ্যেও অপরাধ-জগতের সন্ধান পাওয়া যায় অহরহ । তবে এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে অন্য আলোচনা থেকে বিরত থাকতে চাই । অতীতের ভারতবর্ষে অ-সংস্কৃত জগৎ সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছিল সে ধারা আজও অটুট রয়েছে ।

সমাজ হলো সভ্যভব্য সাক্ষর নিরক্ষর ধনী দরিদ্র সর্বহারা অগণিত মানুষকে নিয়ে । অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণ মানুষ থাকলে (বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যা থাকতে বাধ্য) তাদেরও সমাজের অঙ্গবিশেষ বলে স্বীকার করতে হবে । দুর্বল অঙ্গটির প্রতি ইচ্ছে করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি, তবে ইতিহাসের পটভূমিকায় তাকে অস্বীকার করি কেমন করে ?

আমাদের দেশে পাতালপুরীর ভাষা পাতালেই থেকে গেছে । ওপর-তলার মানুষ কখনো কোনোদিন তা জানবার আগ্রহ দেখালো না ।

গত দুশো বছরের ব্যবহৃত স্ল্যাং শব্দগুলি ধরে রাখতে পারলে দেখা যেতো কত শব্দ অপরাধ-জগতের প্রাচীর টপকে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত আধুনিক চলিত ভাষার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে গেছে । এ জাতীয় সংকলনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । ইংলণ্ডে, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে, আমেরিকায় এবং জাপানে লঘু শব্দ সংকলিত হয়েছে । এসব শব্দভাণ্ডার থেকে বহু শব্দ সাহিত্যিক-সাংবাদিকের হাতে পড়ে লৌকিক শব্দভাণ্ডারের পুঁজি বৃদ্ধি করেছে । Eric Partridge ইংরেজি স্ল্যাং ও হালকা শব্দ *(A Dictionary of the Underworld ; A Dictionary of Slang and Unconventional English)* সংকলন করে পৃথিবী-বিখ্যাত । বিলাতের বিখ্যাত *New Statesman* পত্রিকায় Eric Partridge-এর অভিধান সম্পর্কে মতামতের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না —'It is a really epoch-making, monumental piece of work, carried out with astonishing industry and learning.'

অপরাধ-জগতের ভাষাকে আমরা বলতে পারি একটি গোষ্ঠীভাষা (social dialect)। জেলে, জোলা, মুচি, মেথর, কামার, কুমোর প্রভৃতির ভাষাও গোষ্ঠীভাষার অন্তর্গত । এ জাতীয় ভাষার অপর নাম বর্ণভিত্তিক ভাষা (caste dialect) ।

শান্তিনিকেতনের বাচনভঙ্গিও গোষ্ঠীভাষার দৃষ্টান্ত, এখানের বৈশিষ্ট্য বোলপুরের আঞ্চলিক ভাষার অন্তর্গত নয় । গোষ্ঠীভাষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়তে পারে, সোশ্যাল ড্যায়লেক্‌ট লোকাল ড্যায়লেক্‌টের ধর্ম সর্বত্র হুবহু মেনে চলে না । নারীর ভাষাও গোষ্ঠী-ভাষার অন্তর্গত ।

পশ্চিমবাঙলার সমাজবিরোধীরা আসে নানা জায়গা থেকে, কথা বলে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় । কোলকাতার অপরাধীদের ভাষা খাস কোলকাতার সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা নয় । অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের একটি অংশ মাত্র কোলকাতার বাসিন্দা । তাদের অনেকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা কোলকাতা-ককনি জাতীয় । বাগবাজার, আহিরীটোলা, কুমারটুলি, বউবাজার, জেলেটোলা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষরদের অনেকের মুখের ভাষায় (উত্তর) কোলকাতার প্রাচীন ককনির রেশ কানে ধরা পড়ে ।

পশ্চিমবাঙলার অপরাধ-জগতের অন্যেরা আসে বাঙলার জেলাগুলো থেকে, আসে বাঙলাদেশ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে । শেষোক্ত দুই রাজ্য থেকে আসা অপরাধীর সংখ্যা অগুনতি । ভারতবর্ষে এমন কোনো রাজ্য নেই যেখানকার বনেদী অপরাধীরা একবার কোলকাতা ঘুরে না গেছে । কোলকাতা বোম্বাই অপরাধ-জগতের স্বর্গভূমি । পশ্চিমবাঙলার অপরাধ-জগতের ভাষা বাঙলা, হিন্দি, ভোজপুরী, মগহী, উর্দু সবমিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি। এই জগাখিচুড়ি ভাষা অপরাধীদের বড়ো প্রিয়—তাদের জীবনবেদ । এ ভাষা বুদ্ধিবিহারীর ধ্রুপদী ভাষা নয় । মানুষকে জানতে ভাষা সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন । সে ভাষা সাধারণ, মিশ্র অথবা কৃত্রিম যাই হোক তাতে কিছু আসে যায় না । অপরাধ-জগতের মানুষকে জানতে হলে যেমন তাদের ভাষা জানা চাই, তেমনি তাদের নিষেধ লোকাচার এবং কুসংস্কারও জানার প্রয়োজন রয়েছে । এগুলি জানতে পারলে সমাজবিরোধীদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ সম্ভব। যদি তাদের ভাষা আমরা বুঝতে না পারি তবে কেমন করে তাদের সুস্থ জীবনের পথে পোঁছে দেবার কথা ভাবতে পারি ?

বিপরীত ভাষায় (antilanguage)[২] সাধারণ ভাষার সূত্রগুলি প্রায় হুবহু কার্যকরী হতে দেখা যায় । অপরাধ-জগতের ভাষার দুই দিক থেকে বিস্তার ঘটেছে : একটি হলো পেশাদার অপরাধীদের ভাষা । তারা নানা জাতের অপরাধমূলক কাজ করে থাকে—চুরি, পকেটমারি,

AMARBOI.COM

২. অপরাধ-জগতের ভাষা বা বিভিন্ন গোষ্ঠীভাষাকে হ্যালিডে বলেছেন, antilanguages ; বাংলায় 'বিপরীত ভাষা' বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না । বিভাষা, সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ । সন্ধা ভাষা, ঠারের ভাষা বা লঘুবুলিও কোনো কোনো গোষ্ঠীভাষাকে বলা হয়ে থাকে । এদের ইতর ভাষা বলে ব্যক্ত করা সঙ্গত হবে না । ইতর ভাষা হচ্ছে vulgar tongue, ঝগড়ার ভাষা ; হালকা বা অপ্রচলিত বা অজানা বুলিকে ইতর ভাষা বলা বিজ্ঞানসম্মত নয় ; slang কি ইতর প্রয়োগ ? আমাদের দেশের কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী স্ল্যাংকে বলেছেন, ইতর ভাষা । স্ল্যাং এবং vulgar tongue-কে তাঁরা এক করে বুঝেছেন । Shakespearean slang নিশ্চয়ই ইতর প্রয়োগ নয় । এঁরা একবার অন্তত আলস্য ত্যাগ করে *Encyclopaedia Britannica* দেখে কলম ধরলে ভালো করতেন । তাছাড়া antilanguage-এর অর্থ ইতর ভাষা হবে কেন ? এই গ্রন্থে অপরাধ-জগতের ভাষাকে প্রয়োজনবোধে বিভাষা, প্রতিভাষা নামে উল্লেখ করা হবে ।

ভাষার সজীবতা থাকলে স্ল্যাংও থাকবে । স্ল্যাং জীবন্ত ভাষার অঙ্গ । হ্যালিডে তাঁর আলোচনায় ভাষার কোনো রূপকেই 'ইতর' নামে পরিচিত করেননি । অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিভাষার সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন । বি (নয়) বা (দল) দী (নেশ) বাগ—ইহা কি ইতর প্রয়োগ ? অমলেন্দু বসুর মতে, 'ছাত্রসমাজের বুলী দীর্ঘকালীন । অক্সফোর্ডে যখন Tut, Prep, Digs ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করে তখন কেউ অবাক হয় না, কিন্তু আমাদের বাঙলাদেশে যখন অপরাধীর বুলির ছোঁওয়া লাগে ছাত্রসমাজে আর সেই বুলি অচিরেই মস্তানী বুলিতে পরিণত হয়, তখন ভাষাতাত্ত্বিকের দায়িত্ব সমাজশাস্ত্রীর দায়িত্বের সমধর্মী হয়ে যায় ।' ("অপরাধীবুলি" ; অমলেন্দু বসু : 'পরিচয়', মে-জুন ১৯৭২) যাঁরা অপরাধ-জগতের ভাষার সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে চান তাঁরা হ্যালিডের "Antilanguages" নিবন্ধটি পড়লে উপকৃত হবেন এবং এ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁদের ধারণা জন্মাবে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাহাজানি, মদ চোলাই, মেয়ে বেচাকেনা, চোরাইমাল কেনাবেচা ইত্যাদি। অপরটি হলো বয়ে-যাওয়া যুবক, উঠতি গুণ্ডা ও মস্তানদের ভাষা। এই দলে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর সকল রকমের যুবকেরই সন্ধান মেলে। পেশাদার অপরাধীরা তাদের ব্যবহারের ভাষাকে (উল্‌টি বাতোলা, ঘুন্‌ ইত্যাদিও বলে থাকে) পুলিশ ও জনসাধারণের কাছে গোপন করে রাখে। দুটি ভিন্ন ধরনের অপরাধী গোষ্ঠীর অপরাধের পদ্ধতি যেমন এক ধরনের নয় তেমনি তাদের সৃষ্ট ও ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্যেও দুস্তর প্রভেদ রয়েছে। পকেটমারের ভাষা জুয়াচোর বা প্রতারকের ভাষা থেকে হবে ভিন্ন ধাঁচের। ভিন্ন ভিন্ন দল বা গোষ্ঠীর শব্দ সংকলন নিয়ে আলোচনা করলে বিভিন্ন দলের কর্মপদ্ধতি এমন-কি অপরাধপ্রবণ মনের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অপরাধ-জগতের ভাষা জানতে অপরাধ পদ্ধতিও জানা চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রসমীক্ষা

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে অপরাধীদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করেছি। কেতাবী বিদ্যা আশ্রয় করে সর্বত্র কাজ করা সম্ভব হয়নি। নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে ওদের মনে বিশ্বাস আনতে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এ ধরনের গবেষণা না হওয়ায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে অপরাধী এবং সমাজবিরোধীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। Linguistic field work (ক্ষেত্রসমীক্ষা)-এর জ্ঞানকে তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োগ করতে না পারলে প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ ভাষার তথ্য সংগ্রহে জনকয়েক নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহকারী (informant) পেলে ভাষাতাত্ত্বিক কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। ভাষা বা উপভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা যায়। জেল বা থানায় টেপরেকর্ডার ব্যবহারের সুযোগ পাইনি। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহে বিরাট ভূমিকা রয়েছে টেপ-রেকর্ডারের। অধুনা টেপ-রেকর্ডার ছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষা বেশ কঠিন কাজ। তবে এখন হয়তো বর্তমান লেখকের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কেউ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে কারাগারের মধ্যে প্রবেশে বাধা পাবেন না। কারণ ব্যাপক আকারে বর্তমানে অপরাধ-জগতের ভাষা-গবেষণা কর্তৃপক্ষের মন থেকে হয়তো অহেতুক সন্দেহ দূর করে দিতে পারবে।

AMARBOI.COM

তাছাড়া অপরাধীরা গবেষককে অতিমাত্রায় সন্দেহের চোখে দেখে। তাদের ধারণা গবেষক একজন ছদ্মবেশী পুলিশ কর্মচারী। অতএব গোপন শব্দভাণ্ডার প্রকাশ করার অর্থ নিজেকে ধরা দেওয়া, ফলে শাস্তির মাত্রাও হয়তো বেড়ে যেতে পারে। অপরাধীর কাল্পনিক ভীতি ও সন্দেহ তথ্য সংগ্রহের পথে বড়ো বাধা। দু'চারজন যখন সহযোগিতা করেছে, বেশ কিছু শব্দ বাক্য সংগ্রহ করেছি হঠাৎ একজন এসে হাজির হলো এবং সকলকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, গোপন শব্দভাণ্ডারের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। চোখে মুখে ভয়মিশ্রিত সন্দেহ। বসে রইলাম চুপচাপ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধ্য-সাধনায় ওদের মন গলাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত উঠে পড়েছি। কোনো জেলখানায় এমনতরো মনোভাব একবার গড়ে উঠলে সেখানে দিনের পর দিন শত চেষ্টা করেও কোনো ফল ফলে না। ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে আসতে হয়। হতাশ হলে এ জাতীয় গবেষণায় এগুনো যায় না, ধৈর্য ধরে লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করা চাই। পূর্বেই বলেছি, অপরাধীদের মন বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সহানুভূতির সঙ্গে এগুতে না পারলে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায় শূন্যের ঘরে। যদিও বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে তথ্য সংগ্রহের জন্য, সংগৃহীত তথ্যের পরিমাণ সে তুলনায় যৎসামান্য। হয়তো কয়েকজন গবেষক মিলে একত্রে সর্বত্র ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে তথ্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়। একাকী তথ্য সংগ্রহ করার অসুবিধা প্রচুর।

ইংরেজিতে যাকে field methods বলে তা কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না। আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভাষা ও সংস্কৃতি বা অন্যান্য গবেষণার ক্ষেত্রে আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের নৃবিজ্ঞানীরা নিজেদের সুবিধামতো বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং সেই উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে অজানা ভাষা গবেষণার কাজে তাঁরা বিস্ময়কর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। একাজে Sapir, Nida, Gleason, Malinowski, Lévi-Strauss, Pike, ইত্যাদিরা পথপ্রদর্শক। Freud, Jung, Russell, Chapline এঁরা বিজ্ঞানকে জানার মাঝে নিজেদের জীবনের অন্তরতম বার্তার স্পর্শ রেখে যেতেও কোনো কুণ্ঠা বোধ-ই করেননি। বরং সেই স্পর্শ তাঁদের বিজ্ঞান-দর্শনকে অধিকতর প্রাণবন্ত করে তুলেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় বা গবেষণার কাজ যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, তখন Samarin-এর *Field Linguistics* বইটি হাতে এল (১৯৬৭)। বইটি আদ্যন্ত পড়ে ফেললাম। কিন্তু বুঝলাম আলোচ্য গবেষণায় এ বইটি প্রত্যক্ষ সাহায্য করবে না। তবে নিশ্চয়ই গবেষকদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উপকরণ যোগাবে। যা কিছু পদ্ধতি তা আমাকেই অনেক ভেবেচিন্তে উদ্ভাবন করতে হয়েছে। কোনো পদ্ধতি বাতিল করতে হয়েছে; কোনো পদ্ধতি উল্টেপাল্টে নিতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। যেমন, পতিতাদের ভাষা সংগ্রহ করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছি, যথা—এতটুকু সময় অপচয় না করে শুধুমাত্র তাদের জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনার মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। পতিতাদের ভাষার বড়ো সরবরাহকারী হচ্ছে দালালরা (Pimp)। পতিতারা তাদের জীবনের সুখদুঃখের কথা কিছু বলতে চায় অবশ্য বুঝে। কিন্তু প্রতিভাষা প্রকাশ করতে প্রায় নারাজ বা কেমন একধরনের অস্বস্তিতে ভোগে।

তরুণ অপরাধীরা তাদের ব্যবহারের প্রতিভাষা জানাতে পারলে বেশ গর্ব বোধ করে। তবে তাদের সঙ্গে ভাষা-সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে একটি সিচুয়েশন তৈরি করা অবশ্য প্রয়োজন। সিচুয়েশনই তাদের আলোচনার মেজাজ তৈরি করতে সাহায্য করে। পূর্বেই বলেছি, অপরাধপ্রবণ মানুষ যারা, তারা সাধারণত বেশ মেজাজী হয়ে থাকে। তাদের এই মেজাজকে ঠিক সময়ে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়। নচেৎ অ-কবির কাব্যরচনার মতো নিরর্থক একটা জোলো ব্যাপারের সৃষ্টি হয়।

বৃদ্ধদের কথা বলি। তারা আবার ভিন্ন মুডের মানুষ। সেখানে তরুণ অপরাধীদের জীবনের সজীবতা দুমড়ে মুচড়ে শুকিয়ে গেছে। চোখের সামনে যেন ফসিল ভাসছে। তখন এদের ছেলেবেয়েসের স্মৃতিতে সুড়সুড়ি দিলে বিষাদমিশ্রিত এক ধরনের Nostalgic অনুভূতির স্রোত বইতে থাকে। স্রোতের মুখে সারবদ্ধ প্রতিভাষা আনাগোনা করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, আগামী দিনের গবেষক যাঁরা এই-বিষয়ে গবেষণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে আসবেন ; মেলামেশায়, কথাবার্তায়, আচরণে ওরা (সমাজবিরোধীরা) যে আমাদের থেকে খাটো, 'তলিয়ে যাওয়া মানুষ'— এ বোধ কোনোভাবেই যেন প্রকাশ না পায় । তা হলে ঝুলি শূন্য থাকবেই । যে কথা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'মানব-প্রেমী' হতে হবে গবেষককে প্রথমেই । অর্থাৎ মানবপ্রেম ছাড়া বয়ে-যাওয়া মানুষ নিয়ে গবেষণা করা সহজ কাজ নয় । গবেষক যতবড়ো Scholar-ই হোন না কেন, মনে করতে হবে অপরাধীর কাছে শিখতে এসেছেন, তাঁর ভূমিকা ছাত্রের ; শ্রদ্ধাবান হতে হবে ।

তাছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে (field linguistics বা field methods) কৌতূহল বা মজাদার মেজাজের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । যাকে Samarin সাহেব fun বলে উল্লেখ করেছেন । ক্ষেত্রসমীক্ষায় বা গবেষণায় যদি মজা না পাওয়া যায়, তবে কাজটা হবে নীরস ছোবড়া তুল্য । বিশেষ করে অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের ভাষা, চরিত্র, মানসিকতা, বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যা কিছু বলা কওয়া হোক না, তার পেছনে একটা মহৎ জিজ্ঞাসা থাকা একান্ত প্রয়োজন । এবং এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে গবেষণার মজাটি ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অপরাধী বা সমাজবিরোধী ইত্যাদিদের ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি গবেষণার সময় যতদূর সম্ভব গবেষক এবং তথ্য-সরবরাহকারীদের মধ্যে মানসিক নৈকট্য স্থাপন করা সম্ভব, না হলে এসব কাজে ভালো ফল পাওয়া কঠিন । এদের সঙ্গে কারণে অকারণে গল্প করতে হবে, হাসি-ঠাট্টা-তামাশার মাধ্যমে ওদের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে, তা সে যেভাবেই হোক । হাসি-ঠাট্টা-তামাশার মাধ্যমে অর্থাৎ মনঃসমীক্ষার ভাষায় যাকে বলে 'transference' এবং 'counter-transference' । কেবলমাত্র প্রশ্ন করা আর তার উত্তর খোঁজা যেন মূল লক্ষ্য না হয়। এটাই একমাত্র 'লক্ষ্য' তা বুঝতে পারলে তথ্য-সরবরাহকারীরা ঔদাসীন্য প্রকাশ করবেই । তবে সব কিছু সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে মূল লক্ষ্যটি কি ? নতুন নতুন তথ্য যেমন যেমন হাতে এসে পড়বে, তখন কি উল্লাসে মনে হবে না যে আমার যেন পুনর্জন্ম হলো !

যে কৌতূহল বা মজার পরশ-পাওয়া গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার কথা বললাম, বিশেষ করে আমার জীবনের প্রথম গবেষণা কার্যটি ঘিরে ছিল বিপদসঙ্কুল পথ, নানা ধরনের জানা-অজানা হাতছানি, যেমন, শুয়োরের পাঁকে লোটা আর ময়ূরের পেখম নৃত্য দুই-ই প্রকৃতিসিদ্ধ, দুই-এর আবেদন এক তবে নন্দনতত্ত্ব ভিন্ন । প্রথমটি হচ্ছে পঙ্কিল, পরেরটি রূপকাত্মক । যতদূর সম্ভব অতি সাবধানে রূপকধর্মী আবেদনটিই শ্রেয় মনে হয়েছিল । সামাজিক দৃষ্টিতে যথার্থ বিবেচনা করে তাকেই বাছতে পেরেছিলাম । অর্থাৎ সু আর কু দুই যখন হাত ধরাধরি করে চলছে, সাধারণে 'কু'-এর দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশে বোঝাতে চাইত আমার চলার পথ বিভ্রান্তিকর । আচার্য সুনীতিকুমার, পুণের এস. এম. কাত্রের মতো দ্রষ্টারা বলতেন অন্য কথা অর্থাৎ 'ভক্তি একটা কাজের মতো কাজ করছে' । যারা সেদিনের 'ব্রাহ্মণের কাঁধে কুকুর' এই প্রবঞ্চনায় অথবা বুঝতে না পারার ত্রুটিতে আমাকে ভুল বুঝেছিলো, সেদিন আমি কিন্তু ছাগকে কুকুর জ্ঞানে ত্যাগ করিনি । দেশের মহান আচার্যদের দূরদৃষ্টি যথার্থ—তা শিরোধার্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে এগিয়ে যাই। এ কথাগুলো বলার একটিমাত্রই উদ্দেশ্য। আজকে যারা তরুণ গবেষক আশপাশে অহরহ ঘুরছে, আগামী দিনে যাদের অনেকের মধ্যে আমরা পাওয়ার প্রত্যাশা করি জ্ঞানের এক একটি স্তম্ভকে, তাদের বিচ্যুতি, অবসাদ, অনীহা সত্যি মনকে নাড়া দেয়। যদি আমার এই সামান্য কণ্টকাকীর্ণ পথ-চলার গবেষণালব্ধ আহরণ আজকে বা আগামী দিনে দু-একজন গবেষককেও প্রেরণা যোগায়, তবে তা হবে আমার জীবনের সব থেকে বড়ো পাওয়া।

আজ আমি ষাট দশকের ঘরে চলাফেরা করছি অর্থাৎ পেছনে পড়ে রইল ছটি দশক। এতগুলো দশক সুখেদুঃখে জীবনের সোনাঝরা অভিজ্ঞতায় ভরে আছে। কেন এই জাতীয় গবেষণায় এলাম—এ জিজ্ঞাসার উত্তর একভাবে দিয়েছি। এবার জীবনের কয়েকটা মূল্যবান পৃষ্ঠা যা অতীত কিন্তু মৃত হয়ে যায়নি তার থেকে কয়েকটা কথার সংক্ষেপে উদ্ধৃতি বোধ-হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমার বয়স যখন আঠারো, কবি সুকান্তের ভাষায় —

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ ..... পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,

তখন আমাকে ধরল সেদিনের শিবের-অসাধ্য ব্যাধি ক্ষয়রোগে যা আজকের ক্যানসারের সঙ্গে তুলনীয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর — ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শয্যাশায়ী হয়ে রইলাম। গান্ধীজীর ভারতছাড়ো আন্দোলন, '৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, জাপানী বোমা, স্তালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক লড়াই, হিটলারের পতন, হিরোশিমা-নাগাসাকি আণবিক বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস, নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনী, নৌবিদ্রোহ ও দেশবিভাগ — পৃথিবী কাঁপানো ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আকাশবাণীতে শুনছি, কাগজে পড়ছি। এদেশের নেতারা যখন জেল খাটছেন দেশের বিভিন্ন কয়েদখানায় তখন আমি বাড়ির একটি আধো-অন্ধকার ঘরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি। অনেক সময়ে মনে হয়েছে মৃত্যু সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। তবে আমার রোগাক্রান্ত জীর্ণ যৌবন সব কিছুই তামাশার ভঙ্গি নিয়ে দেখেছিল সেই দিনগুলিকে। ডাক্তাররা এবং শুভার্থীরা বলেছিলেন, 'বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।' কেমন করে বাঁচলাম তা তাঁদের কাছে রহস্যে ঢাকা থেকে গেল। কিন্তু কেন জানি না আমি শুধুমাত্র মজাই পেয়েছি। নিজেকে মজার যাদুকাঠির পরশ দিয়ে স্বাভাবিক করে রাখতে পেরেছিলাম, যার প্রমাণ আমি নিজে। এ হলো আমার জীবনের সব থেকে বড়ো মাপের প্রথম মজার কাহিনী।

দ্বিতীয় মজাটি হলো অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে আমি। রোগমুক্ত হলাম, তবে একটি পা মারাত্মক দুর্বল হয়ে গেল, একটি ফুসফুস হারিয়ে ফেলতে হয়েছে, সর্ব অঙ্গ ঘিরে থেকেছে ক্লান্তি, তবুও সেদিন ভেঙে পড়িনি। তবুও ১৯৪৭ সালে দুশো বছর পর দেশের স্বাধীনতার পুরো স্বাদ গ্রহণ করতে বাধেনি। যদিও দাঙ্গা-বিধ্বস্ত দেশে কালো মেঘে আকাশ গিয়েছিল ছেয়ে। আমাকে ঘিরেও কালো মেঘের শুধু আসা-যাওয়া। তথাপি সব কিছু বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে 'নিরাশ্বাস, আলস্য, সংশয়'-কে তালাক জানিয়ে চরৈবেতি মন্ত্রে এগিয়ে যেতে চাইলাম। এ হলো জীবনের দ্বিতীয় মজা।

তৃতীয় মজা, যার মধ্যে পরবর্তীকালে ডুব দিলাম তা হলো অপরাধ-জগতের ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণা ।

আত্মজীবনীমূলক আখ্যান বর্তমান সংস্করণে কিছু রাখতে মন চাইল । নৃবিজ্ঞান গবেষকরা Malinowski, Lévi-Strauss, Labov প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতরা গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে জীবন-কথার কিছু কিছু নজির রেখেছেন গবেষণারই অঙ্গ হিসেবে । তাঁদের এই জাতীয় নজিরগুলি গবেষণা কার্য, পদ্ধতি এসব বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে । মহাজ্ঞানীদের পথ শুধুমাত্র অনুসরণ করে বোঝাতে চেয়েছি, আমার জীবনের দুঃখকষ্ট, রোগ যন্ত্রণা, প্রায়-মৃত্যু এবং গবেষণা প্রায় সমধর্মী । পাঠকরা ভুল না বুঝে একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়গুলো বিবেচনা করলে আনন্দ পাব ।

অপরাধ-জগতের ভাষা গবেষণা করতে কত প্রতিকূল ঘটনা কত অজানা অচেনা সংস্কৃতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার কিছু বৃত্তান্ত এখানে সংক্ষেপে রাখতে চাইলাম । অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় জানলাম এ-ভাষা সংগ্রহ করতে হবে যাদের কাছ থেকে তাদের মনের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে । এ হলো একধরনের দর্শনতত্ত্ব । সেই অভিজ্ঞতা-প্রসূত ফল থেকে সাধারণত চেষ্টা করেছি খুঁজে-পেতে বার করতে এমন একজন অপরাধী যে জীবনে অল্পদিনের জন্যও স্কুলে গেছে । দেখেছি, ফেলে-আসা স্কুল-জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে অনেকেই আনমনা হয়ে পড়ে । আঁকুপাঁকু করে অতীতের মধুর স্মৃতিকে আঁকড়িয়ে থাকবার জন্যে । যখন জানতে পেরেছে, আমি একজন শিক্ষক তখন দু'-একজন সহজে বশ্যতা স্বীকার করেছে । প্রশ্নগুলির সম্ভবপর উত্তর জুগিয়ে গেছে ; আর নিজে যে প্রশ্নের উত্তর যোগাতে পারেনি তা অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছে । এরাই আমার নির্ভরযোগ্য তথ্য-সরবরাহকারী । এইভাবে সংগৃহীত তথ্য যাচাই করে তবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে । অনেকে আবার ভুল তথ্য দিয়ে ঠকাতে চেয়েছে । সন্দেহ প্রকাশ না করে তাও গ্রহণ করেছি এবং অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে সন্দেহমুক্ত হয়ে ঝাঁপিতে তুলেছি । কোনো উক্তির ব্যবহারের সত্যতা যাচাইয়ের একটি উপায় শব্দের ভূরি-(পরিসংখ্যান) প্রয়োগ (frequency) তালিকা প্রস্তুত করার মধ্যে ।

তথ্য সংগ্রহের কাজে নামী দাগী কয়েদীর সাহায্য পেয়েছি অল্প । তবে খানদানী অপরাধী একবার মুখ খুললে সে মুখ সহজে বন্ধ হতে চায় না । অপরাধীরা অতিমাত্রায় মেজাজী, ভালো লাগলে সহজে আপনজন করে নেয় । ছিনতাইকারী, গব্বাবাজ (burglar), সাধারণ চোর, তোলনবাজ (luggage-lifter), মালগাড়ি-ভঙ্গকারী (wagon breaker), কোটনা কোটনী (pimp)কে সহজে তথ্য-সরবরাহকারীর ভূমিকায় নামানো যায় । আবার ডাকাত, জালিয়াৎ, চোরাইমালের ক্রেতা, ছেলেধরা, ঠগ (cheat), গণিকা, হিজড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করতে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয় । এরা সহজে মুখ খুলতে চায় না । সর্বদা সন্দেহ করতে থাকে, হয়তো ভাষার তথ্য সংগ্রহের সুযোগে গোপন তথ্য বের করে নেবার চেষ্টা হচ্ছে । যার ফল তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে ।

অপরাধ-জগতের ভাষার তথ্য সংগ্রহের বহু অসুবিধার একটি হলো কর্তৃপক্ষের গবেষকের নিরাপত্তা সম্পর্কে অতি সাবধানতা । পশ্চিম বাঙলার জেলখানাগুলিতে অবাধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোরাফেরার সুযোগ পাইনি । জেল কর্তৃপক্ষের মতে, জেলের যত্রতত্র ঘুরে কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেলে হয়তো বহিরাগত গবেষককে হঠাৎ কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হবে কোনো সময়ে । বহিরাগত গবেষকের জেলের মধ্যে আক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয় । আমাকে প্রায়ই জেল অফিসে কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হয়েছে । ফলে সময়ে সময়ে আমার সম্পর্কে কয়েদীদের ভয়ের মাত্রা গেছে বেড়ে । পশ্চিম বাঙলা থেকে বিহার রাজ্যের জেল কর্তৃপক্ষের সাহস বোধহয় কিঞ্চিৎ বেশি । বিহারের যে-কোনো জেলখানায় কয়েদীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি । ওখানকার জেলখানাগুলিতে কোনোদিন কোনো বিপদের আশঙ্কা করিনি এবং নির্ভয়ে চলাফেরা করেছি । কয়েদীদের হাতে নির্যাতনের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি, কোনোদিন এতটুকু অসম্মানজনক ব্যবহার পর্যন্ত পেতে হয়নি ।

নিষিদ্ধপল্লীর শিকার তাদের জগতের খোঁজখবর আদৌ দিতে চায় না—ভাষা তো অনেক দূর ! পতিতাদের বৃত্তিতে পতিতাই প্রধান । যার সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যবসায়িক । যে (পুরুষ) তার অনুগ্রহপ্রার্থী । এইটাই সাধারণ নিয়ম । এই রকম অবস্থার সঙ্গে পতিতারা পরিচিত । এই অবস্থায় পতিতা নিজের মাহাত্ম্যে অবস্থিত ।

আমার সঙ্গে পতিতার যে transaction সেখানে পতিতা তার স্বধর্মে তথা স্ববলে নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত নয় । তাই সে দুর্বল, সন্দিহান ও অব্যবস্থিতচিত্ত । তাই তার ব্যবহার ও বাক্যব্যবহারও জড়িত, অস্পষ্ট । সে তো এখন তার স্বভূমিতে স্ববৃত্তিতে উপস্থিত থাকছে না ! পতিতাদের মধ্যে ক'টি সামাজিক স্তর রয়েছে । সর্বনিম্ন স্তর অর্থাৎ অতি দরিদ্র শ্রেণীর যারা তারা যতটা সাহায্য করতে চায় 'অভিজাত' শ্রেণী তার শতাংশের একাংশ সাহায্য করতেও নারাজ । তাদের অনেকে ঘৃণামিশ্রিত সন্দেহের চোখে দেখেছে, জেগেছে চোখে-মুখে প্রশ্ন, — গবেষণা উন্নতির চাবিকাঠি ; এ তাদের জীবনে কোন্ কাজে লাগবে — ? অতএব সময়ের এতটুকুও গবেষকের গবেষণার প্রয়োজনে ব্যয় করা চলবে না । 'তফাত যাও ।'

কঠিনতম পরীক্ষা হিজড়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । ওদের বস্তিতে ধাওয়া করলাম । কয়েকজন হিজড়ার সাক্ষাৎও মিললো, কপালে জুটলো শুধুই গালাগাল ! আশা ছাড়লাম না যদিও ধৈর্য রাখা কঠিন । এদের ব্যবহার অতিমাত্রায় অশোভন অমার্জিত । এদের সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করাও অস্বস্তিকর । হিজড়াদের নাচগানের সময়ে অজান্তে ওদের গানগুলো রেকর্ড করতে হয়েছে । ভাষা সংগ্রহের সুবর্ণ সুযোগ মেলে হিজড়ারা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বচসায় মেতে ওঠে । বচসার সময়ে ওদের ভাষা উচ্চারণ অনুযায়ী সংগ্রহ করার সুযোগ পেলাম । হিজড়ারা ভারতবর্ষে একটি সামাজিক গোষ্ঠী । পৃথিবীর অন্যত্র কোনো সভ্যদেশে বিশেষত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে হিজড়াদের নিজস্ব কোনো গোষ্ঠী নেই । হিজড়াদের ভাষা ওদের জীবনের মতোই বৈচিত্র্যময় । ওদের বিকৃত ভাবভঙ্গি আচরণ গবেষণার খাতিরেও বেশিক্ষণ লক্ষ্য করা কঠিন ।

অপরাধ-জগতের ভাষা সংগ্রহ করতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে যথেষ্ট । অপরাধীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে। যক্ষ্মা, যৌনব্যাধি, কুষ্ঠ ইত্যাদি ভয়াবহ রোগ অপরাধ জগতে ছড়িয়ে রয়েছে। অনেক সময়ে নিশ্চিন্ত মনে আলাপ করছি, পরে হয়তো জেনেছি আমার তথ্য-সরবরাহকারী একজন যক্ষ্মা বা অনুরূপ কোনো রোগে পঙ্গু। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে, ক্ষণিকের জন্যে ভয় পেয়েছি। তাদের ত্যাগ করে আবার নতুন কোনো লোকের সন্ধানে ফিরতে হয়েছে।

কোলকাতার একটি অঞ্চলে চোলাই মদ পাচারের জন্য ধরা পড়ে দু-পাঁচজন কুষ্ঠরোগী। চোলাই মদ চালানের সাঙ্কেতিক শব্দাবলী সংগ্রহের জন্য এদের সঙ্গে আলাপ করতে দ্বিধা করিনি। আলাপের মাধ্যমে একটি কুষ্ঠরোগীর জীবনের এক করুণ ইতিহাস জানা গেল।

এছাড়া আরও কিছু আছে। খুন জখম ইত্যাদির মুখোমুখিও হতে হয়েছে। সত্তরের দশকে পশ্চিম বাঙলার পথে পথে বোমা ছুরি ইঁট বর্শা বন্দুক রিভলবার ইত্যাদির ব্যবহার সাধারণ ব্যাপার। হয়ত জনসাধারণের গা সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু যে সময়ে অপরাধ-জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু করি অর্থাৎ ১৯৬০ সাল এবং তার পরের বছরগুলো — তখন রক্তপাত চোখের পাতা-পড়ার মতো এড়িয়ে যাবার বিষয় ছিল না। ১৯৬৫ সালে একটি মদ চোলাই-এর ডেরা থেকে বার হচ্ছি এমন সময়ে আমার পাশের একটি লোক ছুরিকাহত হলো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, অল্পের জন্যে আমার জামাকাপড় রক্তের স্পর্শ থেকে বেঁচে গেল। আহত ব্যক্তি মাটিতে বসে পড়লো, আমিও আতঙ্কে ছিট্‌কে দূরে নিজেকে নিক্ষেপ করলাম নিজের অজ্ঞাতে।

অধুনা রাজনীতি ও অপরাধ-জগৎ বড়ো কাছাকাছি এসে গেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। রাজনৈতিক মূলধন সংগ্রহ করতে কাজে লাগানো হচ্ছে অপরাধী ও সমাজ-বিরোধীদের। ফলে দেশের যুবসম্প্রদায়ের একাংশ চরম সামাজিক ধ্বসের আবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে। এ হলো পশ্চিম বাঙলার সত্তরের দশকের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশের গ্লানিময় ইতিহাস। পরীক্ষায় গণটোকাটুকি (খাসি নামানো) তারই একটি প্রত্যক্ষ ফল। সমাজবিরোধী ও যুবসমাজের নৈকট্য অপরাধ-জগতের ভাষার বহুল প্রচার ঘটিয়েছে সাধারণের মধ্যে, ষাটের দশকে যা ছিল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমায়িত। তাছাড়া সত্তর দশকের অপরাধের চরিত্র রাজ্য স্বরাষ্ট্র বিভাগের মতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।[১]

---

১. The recent spurt in crime in Calcutta and the apparent inability of the police to deal with the situation are being attributed largely to the Government's wrong handling of the city police in the past.

Home Department officials feel it was a mistake to engage the Detective Department solely in the task of combating political opponents of previous State Governments, first the Naxalites and then factions within the Congress ...

The Naxalites in particular needed so much attention that Detective Department officials had little time left for ordinary crime. Slowly, the process of losing contact with the underworld began. Without such contacts, sources explain, no police force can function effectively in any metropolitan area.

There used to be a time in Calcutta when the Detective Department could, if it wanted, produce stolen goods within hours of the theft. Officials admit that today this may not always be possible.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার নিষিদ্ধপল্লীর একটি ঘরে ওই অঞ্চলের এক ডাক্তার আমাকে বসিয়ে দিয়ে তার নিজের প্রয়োজনীয় কাজ সারতে গেছেন । নির্ভাবনায় কাগজে তুলছি একটি মেয়ের মুখের নানা কথা এমন সময়ে ঘরের মধ্যে দুই মাতালের আবির্ভাব, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মারামারি । মেয়েটি নীরব দর্শকের মতো বসে রইলো, চোখ মুখ একেবারেই স্বাভাবিক । বিচলিত হবার কারণ নেই ভাবটা এমনতরো । আমি কিন্তু ডাক্তারটির অপেক্ষায় না থেকে ভয় পেয়ে চম্পট দিতে বাধ্য হলাম ।

চণ্ডুর আড্ডা । ছোট্ট ঘর । ছোট দরজা । মাথা হেঁট করে কোমর ভেঙে ঘরে ঢুকতে হয় । নোংরা আবর্জনাময় দুর্গন্ধভরা ঘর । দু-তিনজন চণ্ডুখোর বসে আছে । একজন নেশায় মজে আছে । আগন্তুক দেখামাত্র নেশাখোরের দল ঘর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করলো । একজনের পায়ের ধাক্কায় ঘরের মধ্যে রাখা জ্বলন্ত উনুনটা উল্টে পড়লো । আগুনের স্ফুলিঙ্গ আমার কাপড়ের একাংশ পুড়িয়ে দিলো । সেদিনের মতো ছেদ টানতে হলো । এমনিতরো বহু প্রতিকূল ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তথ্য সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতে হয়েছে ।

ষাটের দশকে ড্রাগের এদেশে সাধারণ্যে এমন-কি অপরাধ-জগতেও প্রাদুর্ভাব ঘটেনি । সেই কারণে ড্রাগ সম্পর্কে কোনো তথ্য এবং সে সংক্রান্ত প্রতিভাষা সংগ্রহ করার প্রশ্ন ওঠেনি । **এই গবেষণা মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য এনে দিল যে ড্রাগ ঐ সময় অর্থাৎ আমার ক্ষেত্রসমীক্ষার যুগে প্রায় অজানা বস্তু ছিল ।**

তাছাড়া সীমান্ত চোরাচালান ষাটের দশকে আজকের মতো ব্যাপক আকারে ব্যবসা বা শিল্পের কালা চেহারা নেয়নি । তাই চোরাচালানের প্রতিভাষাও অতি সামান্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম ।

নানা জাতের অপরাধী দেখার সুযোগ ঘটেছে কয়েদখানার বাইরে ও ভেতরে । কি বিচিত্র এদের জীবন ! এদের জীবনে আছে বৈচিত্র্য, আছে হাসিকান্না, অভাব শুধুমাত্র গতির ।

It is felt that during the last decade the contact of the police with the underworld has not only eroded to a large extent, but the police are often unaware of new operators. In recent years, a new set of gangsters, largely teenagers, has been active in the city of whom the police do not have much knowledge.

In dealing with the Naxalites, the police had adopted tactics which were totally arbitrary: long periods of detention without trial or plain shooting. While the police seek to justify these methods by referring to the desperate nature of their opponents, the fact remains that the Detective Department staff slowly became allergic to the conventional methods of dealing with crime which involve painstaking investigation and preparation of foolproof cases. It is thus common to find these days courts releasing the accused for want of proper evidence. After some time this often leads to the case itself being forgotten.

During the Naxalite trouble, the police had evolved a novel method of paying young men in the slums to spy for them. Little attention was given to the fact that by making themselves indispensable to the police, these people, in their turn, were taken to ordinary crime with little fear of getting hauled up. Very little watch was kept on them and today the situation, to quite some extent, has gone out of control.

Home Department officials feel that the wide-ranging powers enjoyed by the police between 1970 and 1977, particularly during the emergency, harmed the force ...

—*The Statesman*, May 30 1980.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাকে গতি বলে মনে হয় তা থেকে জন্ম নেয় অধোগতি । এ পর্যন্ত দু' হাজারের ওপর সমাজ-বিরোধী এবং অপরাধীদের দেখেছি । কুখ্যাত অপরাধীদেরও দেখলাম । তাদেরও বড়ো কর্মবিমুখ আয়েসপ্রিয় বলে মনে হয়েছে ।

অপরাধের অনেক কারণের মধ্যে একটি বোধহয় কর্মবিমুখতা । এরা অপরাধ করে কখনো বাধ্য হয়ে কখনো বা আবেগপ্রবণতার তাগিদে । এদের মসিমাখা জীবন ক্লেদাক্ত পথে ঠাঁই নিয়েছে । আলোর সন্ধান পায়নি, যদিও মাঝে-মধ্যে আলোর ক্ষীণরেখা হাতছানি দেয়, তবে তা আলেয়ার মতো ছলনায় ভরা । নারী-পুরুষ অপরাধীদের অনেকে তাদের সুখ-দুঃখের কথা উজাড় করে দিয়েছে আমার কাছে । এদের বেশিরভাগ পুলিশকে ভয় করে, অন্তর থেকে ঘৃণা করে ।

এবার কতকগুলো সাধারণ কথা জানানো দরকার । যেমন, তথ্য সংগ্রহের জন্য বাঁধানো খাতা ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন । খাতাটি যখন ক্রমে ক্রমে তথ্যের যাদুঘর হয়ে উঠবে, তখন তাকে সযত্নে রক্ষা করা চাই । অর্থাৎ খাতাটি যদি কোনোক্রমে হারিয়ে যায় বা অপরের হাতে চলে যায়, তখন তা ফিরিয়ে আনার জন্য অন্য কোনো পথ আর থাকবে না । সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যায় গবেষকের কাছে সংগৃহীত তথ্য অর্থের থেকেও অনেক অনেক বেশি মূল্যবান । এমনতর মানসিকতা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন ।

গবেষণার বিষয়কে এমনভাবে বিবৃত করা উচিত যা নিছক গবেষণার কচকচানি না হয় । একজন দায়বদ্ধ (committed) গবেষকের পক্ষে যা আদৌ সম্ভবপর নয় । লেবভের ভাষায় 'অপরাধী' শব্দটি বিশেষ মূল্যবোধযুক্ত (value loaded) । সুতরাং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পরিত্যাজ্য ।

'সেই সঙ্গে এও অনুভব করি যে গবেষক অনন্যোপায়, কারণ তাঁর গবেষণা মূলত ভাষাবিজ্ঞানভিত্তিক হলেও, তাঁর অধ্যয়নলব্ধ ফল শুধু ভাষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক এটা তিনি চাননি, তিনি তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সর্বসাধারণের কাছে—বিশেষ করে যাঁরা সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনীতি করেন—অর্থাৎ যাঁরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষমতা ধরেন । মানবিকতাই এই গবেষণার প্রথম অনুপ্রেরণা । যেহেতু গবেষকের লক্ষ্য বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলী, তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়কে এমনভাবে বিবৃত করেছেন যাতে তাঁর বক্তব্য সর্বজনবোধ্য হয় । ফলত প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধকে সর্বদা পরিহার করা সম্ভব হয়নি ।' (দীপঙ্কর দাশগুপ্ত : 'প্রমা', এপ্রিল ১৯৮৩) ।

অপরাধীদের জীবন একটি চক্রের পাকে ধরা পড়েছে । মনে করা যাক, একজন একটা অপরাধ করলো এবং ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হলো । পুলিশ হাজির করলো আদালতে, হাকিমের বিচারে হলো সশ্রম কারাদণ্ড । জেলখানায় আসামীকে কায়িক শ্রম করতে হচ্ছে, বিনিময়ে সামান্য অর্থও উপার্জন করছে । উপার্জনের সব টাকাগুলো আসামীর হাতে তুলে দেওয়া হলো না, একটা অংশ জেল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রইলো । ছাড়া পাবার দিন সঞ্চিত টাকাকড়ি পৌঁছালো আসামীর হাতে । সদ্যমুক্ত কয়েদীর একমাত্র সহায় সম্বল অর্জিত টাকা ক'টি । আত্মীয়-স্বজন তাকে অনেক দিন ত্যাগ করেছে, সেও তাদের ছেড়ে গিয়েছে, তবু জেল গেটে দাঁড়িয়ে তার মন চাইছে ওই সামান্য পুঁজি নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে । মন খুঁজছে আর একটি দরদী মন । যার হাতের কোমল পরশ তাকে সোজা সড়কের সন্ধান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবে। আর পাঁচজনের মতো সেও গৃহসুখের সন্ধানী। জেল ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে বুঝলো, পৃথিবীটা বড়ো অকরুণ, যে পথে সে চলে সে পথের দরজা জানলা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। সে অপরাধী, ক্ষমার অযোগ্য। পথের আলো মিলিয়ে আসছে, অন্ধকারে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—এমন সময়ে তার মনে হলো দূর থেকে কারা যেন জোর কদমে এগিয়ে আসছে। একটু পরে বুঝতে পারলো, এরা অন্ধকারের জীব মধুপায়ী অলিকুল, পুরনো দোস্তের দল।

তারা তাকে জড়িয়ে ধরলো, আদর করলো। সদ্যমুক্ত আসামী। হাতে আছে টাকা, ইয়াররা তাকে জেলখানার কাছাকাছি এক মদের দোকানে বসালো। আকণ্ঠ মদ্যপান করলো। নেশার রঙ মাখিয়ে নিজের চির পরিচিত জগৎকে নতুন করে বরণ করে নিলো। বন্ধুদের চাপে অর্জিত টাকাগুলো তরল আমোদের নর্দমায় ঢেলে দিলো।

হাত খালি, মহামুস্কিল, এখন করা যায় কি! বন্ধুরা তার পিঠে হাত রেখে ইশারা করলো —ভয় পাস্‌নে, একটা কাজের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কাজটা ঠিকঠিক করে ফেল্‌লে মোটা সওদা মিলবে। ফূর্তির ফোয়ারা বইবে, রঙের ঝরনা ঝরবে।

এমনি করে ঘৃণ্য জীবনে অপরাধের যোগফলের সংখ্যার হবে বৃদ্ধি। আবার ধরা পড়বে; অতি পরিচিত অতি নির্মম চক্রের মধ্যে পাক খেতে থাকবে। কেটে যাবে কতদিন কত রাত! জমে উঠবে মেঘের পরে মেঘ।

এ হলো অপরাধীদের সত্যকার জীবন আলেখ্য।

একটি কুখ্যাত সাজাওয়ালা (অপরাধী) তাদের জীবনের এমনতরো করুণ কাহিনী একদিন শুনিয়েছিল একটি জেলের মধ্যে কাঠফাটা দুপুর রোদ্দুরে। কামনা করি ভাবীদিনের মানুষকে যেন কোনো নির্যাতিত মানবপুত্রের মুখে এমনতরো বেদনাতুর কাহিনী আর শুনতে না হয়।

AMARBOI.COM

উপরিউক্ত অপরাধীর মুখে শোনা কাহিনীটির সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক দেশের ১৯৭৪ সালের মস্কোয় দেখা একটি ছায়াছবির কাহিনীর হুবহু মিল সম্পর্কে উল্লেখ করেন চিন্মোহন সেহানবীশ। ছবিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে: এক তরুণ যুবক কোনো অপরাধী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়। খুনজখম ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকে। কিছুদিন পর সে এ জগতের বাইরে স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরতে চাইল। শুরু হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। বার হবার রাস্তা অতি বিপজ্জনক। পাতালপুরীতে প্রবেশ করা যায় কিন্তু বার হওয়া প্রায় অসম্ভব। অবস্থা শেষ পর্যন্ত চরমে পৌঁছায়। শেষ অবধি সে দলের সঙ্গীদের হাতেই খুন হলো।

যাদের মুখ থেকে ভাষা সংগ্রহ করেছি তাদের কয়েকজনের জীবনের সংক্ষিপ্তসার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করলাম। মানুষগুলিকে ক, খ, গ, ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছি, নিশ্চয়ই সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী এবং অপরাধ-বিজ্ঞানীরা এর কারণ বুঝবেন। তবে সাধারণের জন্য হয়তো সামান্য একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এদের নামহীন রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য কোনো অপরাধী সারাজীবন অপরাধী থাকবে এমন কথা নেই। নাম প্রকাশ করার অর্থ মানুষটিকে আমৃত্যু চিহ্নিত করে রাখা তার অপরাধের কম্বলে মুড়ে। এছাড়াও কথা আছে, কাজটা হতো দেশের সম্পূর্ণ আইনবিরোধী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.

নাম : ক*

বয়েস : কুড়ি ।

পরিচয় : বাঙালি । নিম্নমধ্যবিত্ত ।

বর্তমান : দাগী চোর ।

দেখা মেলে : পশ্চিম বাঙলার জেলখানায় ।

তারিখ : ৪.৭.৬১

বাবার মিষ্টির দোকান । মাসতুতো দাদা বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসা বেহাত করে । ছেলে হলো বঞ্চিত । ছেলেটি মার্জিত রুচির, স্কুলে পড়তো, কবিতা লিখতো । স্কুলের পত্রিকায় তার কবিতা নিয়মিত ছাপা হতো । দোকানের স্বত্ব নিয়ে মারামারির ফল—মাসতুতো ভাই ছেলেটিকে কায়দা করে জেলে পুরে দিল । জেলের মধ্যে কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশা করে চরিত্র পাল্টে গেলো । সমাজ পেল একটি সমাজবিরোধী অপরাধীকে । মৃত্যু হলো সম্ভাবনাময় শিক্ষিতজনের এক কবির ।

২.

নাম : খ

বয়েস : বারো।

পরিচয় : বাঙালি ।

বর্তমান : ভিখিরী ।

দেখা মেলে : ওদের ডেরাতে ।

তারিখ : ১৫.৯.৬১

AMARBOI.COM

একবছর বয়েসের মেয়ে, চুরি করে আনা । বয়েস বাড়লে এক অন্ধ 'বাবাকে' (পাতানো) নিয়ে ভিক্ষেয় বেরুতে হয় । ভিক্ষের একটি পয়সাও সরিয়ে রাখার উপায় নেই। ধরা পড়লে আহার বন্ধ হবে, সারাদিন চলবে প্রহার । ভিক্ষে করা পেশা নয়, ভিক্ষে করে পয়সা আনলে তবেই দালাল খেতে দেবে । ক'বছর ভিক্ষে করার পর একদিন অন্ধ 'বাবা'কে গঙ্গায় স্নান করাতে গিয়ে মেয়েটা ডুবে মারা গেল ।

৩.

নাম : গ

বয়েস : ষাট ।

পরিচয় : বাঙালি ।

---

* নীতিগত ও আইনগত কারণে অপরাধীদের প্রকৃত নাম ঠিকানা ও জেলখানা বা পুলিশ ফাঁড়ির নাম গোপন রাখা হলো । যদিও গ্রন্থকারের কাছে তাদের যাবতীয় পরিচয়ের রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা আছে । এদের কেউ কেউ হয়তো সুস্থ সমাজজীবনে ফিরে গেছে । এই মনে করে এ ব্যবস্থা নেওয়া ও এদের কাল্পনিক নামে পরিচিত করা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান : ভিখিরি সর্দার ।

দেখা মেলে : ওর ডেরাতে ।

তারিখ : ১৫.৯.৬১

লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি নির্মম । বাহ্যত মনে হয়, অতি বিনয়ী তবে আসলে ভিজে বেড়াল । সামাজিক পেশা মুদীর দোকান । কানা খোঁড়া বিকলাঙ্গ জড় শিশু কুষ্ঠরোগী বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু কিশোর প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি প্রাণীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাপুরুষ । এরা সবাই দালালের নিজস্ব সম্পত্তি । জীবগুলিকে নানাভাবে খাটিয়ে প্রচুর উপার্জন করে । অনেকের ধারণা লোকটা ফুলের মতো কচি-কচি পবিত্র নিষ্পাপ শিশুদের বিকলাঙ্গ করার দায়িত্ব নিজেই নিত ।

৪.

নাম : ঘ

বয়েস : পঞ্চাশ / পঞ্চান্ন ।

পরিচয় : বিহারবাসী দরিদ্র ।

বর্তমান : কুষ্ঠরোগী । চোলাই মদ চালানকারী ।

দেখা মেলে : পূর্ব কলকাতার একটি থানায় ।

তারিখ : ৫.৫.৬২

দশ বছর বয়সে এর মা মারা গেলে বাবা আবার বিয়ে করে । সৎমা'র অত্যাচারে বাড়ি-ছাড়া হতে হয় । চোরেরা তাকে দলে ভর্তি করে নেয় । যৌবনের পাকা চোর বহুবার জেলখাটা দলের সর্দার, এক গৃহস্থ কন্যাকে বিয়ে করল । কালে চুরি ছেড়ে শুরু করে চায়ের ব্যবসা । প্রৌঢ়ত্বে জানতে পারল যে তার কুষ্ঠ হয়েছে । মহাব্যাধির সংক্রমণ থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে গোপনে গৃহত্যাগ করল ।

৫.

নাম : ঙ

বয়েস : দশ ।

পরিচয় : বাঙালি । দীন-দরিদ্র ।

বর্তমান : পকেটমার ।

দেখা মেলে : লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টারে ।

তারিখ : ৪.৬.৬৪

বাচ্চা ছেলে । কানে দুল পরনে ফ্রক ঝাঁকড়া চুল । মেয়ে সেজে ট্রামে-বাসে পকেট মারে । ছেলেটার দিদিও পকেটমার । দিদি স্কুলে পড়েছে । বাবা পঙ্গু, মা ঠিকে-ঝি । পকেটমারির রোজগারে সংসার ও অসুস্থ বাবার চিকিৎসা চলে । ধরা প'ড়ে ভাই-বোন পুলিস-হাজতে জমা পড়ল । সংসার অচল । রুগ্ন বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল ।

৬.

নাম : চ

বয়েস : দশ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় : বিহারী । দীন-দরিদ্র ।

বর্তমান : চুরির অপরাধী ।

দেখা মেলে : বিহারের জেলখানা ।

তারিখ : ২৭.১০.৬৪

মা রেল-স্টেশনে খড়ম বিক্রি করে । থাকার বস্তি চোর বদমাশের আড্ডা । মায়ের শাসন ছেলেকে ওপথে যেতে বাধা দেয় । মা হঠাৎ অসুস্থ হলো । দিন কাটে অনাহারে । ছেলেকে পেটের জ্বালায় পাহারাওলার জুতো চুরি করে জেলে ঢুকতে হলো । শিশু-অপরাধীদের আস্তানায় শিশুটি ছিল । অতি নিরীহ, স্কুলে পড়ার তীব্র ইচ্ছা । শিশুর করুণ আবেদন—স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যেমন করেই হোক ।

৭.

নাম : ছ

বয়েস : প্রায় সাতাশ ।

পরিচয় : বাঙালি । মধ্যবিত্ত ।

বর্তমান : পতিতা ।

দেখা মেলে : কলকাতা নিষিদ্ধপল্লীতে ।

তারিখ : ২৩. ১১. ৬৬

বাবা উকিল । বড়ো মেয়ে সুশ্রী ও সুগায়িকা । অল্পবয়সে বিয়ের ব্যবস্থা হলো । পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে তবে দাবিও প্রচুর । বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে সবকিছু ওলোটপালট হয়ে গেলো । সংসার চালাতে সঞ্চিত টাকা খরচা হয়ে গেছে । মেয়েটি নার্সের চাকরি নেয় । বড়োলোকের একটি ছেলেকে রোগমুক্ত করল শুশ্রূষা করে । ছেলেটি বিয়ের প্রস্তাব আনে (শুধু বঞ্চনা করতে) । কুমারী অথচ সন্তান-সম্ভবা মেয়েটিকে ধনীপুত্র তুলল কলকাতার কুখ্যাত এক পল্লীতে । দ্রুততালে মেয়েটি অতলে তলিয়ে গেলো । ঝড়ো-জীবনে একদিন হঠাৎ দেখা 'মেয়ে দেখতে আসা' পাত্রটির সঙ্গে । ছেলেটি তখনো বিয়ে করেনি । মেয়েটিকে খুঁজছে সর্বত্র । বিবাহের প্রস্তাব রাখল । মেয়েটি তার পঙ্কিল জীবনের পাঁচালি ব্যক্ত করে । তবুও ছেলেটি চাইল বিয়ে করতে । মেয়েটি জানায় যে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়া ছেলেখেলা মাত্র । অপর পাঁচজনের স্ত্রীদের দেখে ছেলেটির মনে কি কখনো ভাবান্তর ঘটবে না !

৮.

নাম : জ

বয়েস : পনেরো ।

পরিচয় : বাঙালি । বাবা ডাক্তার । জীবিত । দুই ভাই—বড়ো ভাই ডাক্তার ।

বর্তমান : পাকা পকেটমার ।

দেখা মেলে : পশ্চিম বাঙলার একটি জেলখানায় ।

তারিখ : ২২.২.৬৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের ছোট ছেলে । খুব আদুরে । সুদর্শন ও বুদ্ধিমান । স্কুলে লেখাপড়ায় মোটেই মন্দ ছিল না । ভাবুক প্রকৃতির ছেলে । ছবি আঁকার হাত বেশ পাকা । অল্পবয়সে অসৎ-সঙ্গ বেছে নিল । এই বয়সেই মদ-গাঁজায় অভ্যস্ত ।

বিজ্ঞানী এইচ. জে. ভাবার হুবহু প্রতিকৃতি এঁকেছে । সাহায্য নিয়েছে জেলখানার পথে কুড়িয়ে পাওয়া খবরের কাগজের একটুকরো ছবি থেকে—বিমান দুর্ঘটনায় বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর যে প্রতিকৃতিটি সংবাদপত্রে ছাপা হয় ।

অপরাধ-জগৎ অ-সংস্কৃতরূপে থাকলেও দেশের জনসমষ্টির অংশ । অপরাধীদের অধিকাংশের ধারণা, তাদের জীবনের ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী বর্তমান সমাজ । সভ্যভব্য সমাজের ওপর এদের কল্পনাতীত অভিমান । সভ্যভব্যরা ওদের জীবনে উৎপীড়ক ছাড়া আর কিছুই নয় নাকি !

অপরাধ-জগৎ একদিন হবে ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তু যেদিন মানুষের প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা আসবে মানুষের ঘরে ঘরে । যেদিন শোষক ও শোষিত শ্রেণী লোপ পাবে—সেদিনই অপরাধের সত্যিকারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন হবে । তখন সত্য-শুভ-সুন্দর অসত্য-অশুভ-অসুন্দরের ওপর বিরাজ করবে ।

আগামী দিনের মুক্ত মানুষের হাতে সমকালের বহু সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের ভাষার চিত্র তুলে দেবার এ এক সামান্য প্রয়াসমাত্র ।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তা গল্প বলার প্রবণতায় ; যদি পাঠককে আলোচনার মাধ্যমে ধরে রাখা যায় । পণ্ডিতীয়ানা বোধহয় অনেক সহজ কাজ । ভাষাকে গুরুগম্ভীর করে রেখে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় পাঠককে লক্ষ্য করে বলা আমার উদ্দেশ্য নয় ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ

অপরাধের প্রবৃত্তি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে । তবে অপরাধের ধারা এবং পদ্ধতি সর্বকালে সর্বযুগে কখনো একপ্রকারের নয় । এমনও দেখা যায় যে, এক ধরনের অপরাধ শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘটে আসছে, কিন্তু পদ্ধতি ক্রমাগত উলটে-পালটে যাচ্ছে । মানুষের জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধ-পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটছে ।

পাতালপুরীর অন্তর্দেশ সম্পর্কে সচেতন হলে সেখানের মানুষের অনেক কথাই জানা যায় । George Macmunn তাঁর *The Underworld of India* গ্রন্থে বলেছেন, 'Underworlds of any age and any continent are the most pathetic, the most fascinating, and the most abstruse of studies. They have many different facets, economic, criminal, religious and racial, and each touches often enough the very acme of tragedy and *lacrymae rerum.*'

অবশ্য জর্জ ম্যাকমুন-এর আলোচনার মধ্যে কোথাও পাতালপুরীর ভাষা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই । একথা বলতে বাধা নেই যে মানুষের জীবনধারা এবং তার মানসিক গঠন জানতে হলে তার মুখের ভাষার সঙ্গে পরিচিতির একান্ত প্রয়োজন ।

অপরাধ-প্রবণতার সঙ্গে সমাজজীবনের গভীর যোগ রয়েছে । তাই কোনো একটি জাতির জীবনের অপরাধ-প্রবণতার ইতিহাস বা ধারাকে তার সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না । অপরাধ-বিজ্ঞানীরা জানেন যে বর্তমানকালে অপরাধের বৃত্তি এবং পদ্ধতি বহুমুখী আর তার প্রভেদ নির্ভর করছে দেশ-কালের ওপর । আমাদের দেশে ঠগীরা কারুর কিছু অপহরণের পূর্বে তাকে খুন করে ফেলতো । পরবর্তীকালে হত্যাকাণ্ড যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে চাইলো, কারণ তাতে পদে-পদে বিপদের আশঙ্কা, যে-কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ।

শিক্ষা এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে অপরাধের ধারাও যায় পালটে । আমাদের দেশেও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার অপরাধ-পদ্ধতির পরিবর্তন এনে দিয়েছে । পল্লী-অঞ্চলের অপরাধ-পদ্ধতি থেকে শহর ও শিল্পাঞ্চলের পদ্ধতি অনেক সময়ে ভিন্ন ধারায় বইতে থাকে ।

পল্লীতে ছিঁচকে চুরির ঢেউ । গোরু-ছাগল-ধান-চাল-বাসন ইত্যাদি চুরি যাওয়া নিত্যকার ঘটনা ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধের দুই পক্ষ—বুদ্ধিবৃত্তি এবং দৈহিক শক্তি । বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা একালের অপরাধ-জগতের সহায় সম্বল । পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত অপরাধীরা অপরাধ করে থাকে বুদ্ধিকে আশ্রয় করে । ভদ্রবেশী *white collar* অপরাধীদের পুঁজি হলো ধারালো বুদ্ধি, ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার ।

অপরাধীদের জীবনে বয়েসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । বয়েসের ওঠা-নামার ওপর অপরাধের প্রকৃতি নির্ভরশীল । অপরাধপ্রবণতা মানসিক ব্যাধি । সুস্থ পরিবেশের অভাব অপরাধপ্রবণতার জন্মদাতা । সাধারণত কিশোর বয়েসের ছেলে অপরাধপ্রবণতার আওতায় এসে যেতে পারে । অপরিণত বুদ্ধি পাপের শিকার হয়ে যায় অতি সহজে । চায়ের দোকান, রক, রাস্তার কোণ অপরাধের বীজাণুতে থৈ থৈ করছে । এসব জায়গায় সময়ে সময়ে অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ লোকেরাও আড্ডা জমায় এবং তাদের সংস্পর্শে যখন সাধারণ ছেলেরা এসে পড়ে, হামেশা দেখা গিয়েছে যে, পাপদষ্ট ছেলেরা কৌশলে নিষ্পাপ ছেলেদের দু-একটিকে প্রলুব্ধ ক'রে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে । এমনি করে অপরাধ-জগতের দলবৃদ্ধি হচ্ছে । সন্ন্যাসী ও অপরাধী এই দুই গোষ্ঠীর বৃদ্ধি ঘটে সংগ্রহের মাধ্যমে । সন্ন্যাসী চিরকুমার । অপরাধীর পিতা কদাচিৎ অপরাধী হয় । সন্ন্যাসধর্ম ও অপরাধতত্ত্ব দুয়ের শিক্ষাই সচরাচর হয়ে থাকে ঘরের বাইরে । আলো ও আঁধার দুটি গুণের মধ্যে একটি বিচিত্র মিল লক্ষ্য করা যায় । দলভুক্ত না হয়েও অপরাধীদের নোংরা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বিচিত্র নয় । এমনি করে আজকের সমাজজীবনে অসুস্থতার বীজাণু প্রবেশ করছে হু-হু করে ।

বয়েসের সঙ্গে অপরাধের যে কি চমৎকার সম্পর্ক, তা জানা যায় নানান ধরনের অপরাধ এবং অপরাধীদের বয়েস নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে । সচরাচর দেখা যায় যে, যৌবনে যে লোক হিংসাত্মক অপরাধে লিপ্ত থাকে, প্রৌঢ়ত্বে বা বার্ধক্যে সে 'অহিংস' অপরাধ বেছে নিয়েছে । সাধারণত খুন জখম মারামারি কাটাকাটির সঙ্গে যুক্ত থাকে তরুণ অপরাধীরা। এরাই ছিনতাই, ডাকাতি, মালগাড়ি-ভাঙা প্রভৃতিকে পেশা করে নিয়েছে । বৃদ্ধ বয়সে দেহের শক্তি কমে যায়, মনোবল হ্রাস পায়, হিংসাত্মক অপরাধে মত্ত অতীত দিনের তরুণ অপরাধী বার্ধক্যে কিঞ্চিৎ 'ঠাণ্ডা' অপরাধে গা ঢেলে দেয় । জালিয়াতি, মদ চোলাই ইত্যাদিতে মন মাতে । অনেক অপরাধী প্রকাশ করেছে, যৌবনে ভয়াবহ রোমহর্ষক অপরাধে লিপ্ত থেকেছে তবে বৃদ্ধবয়সে ও-রাস্তায় পা বাড়াতে আর সাহস হয় না ।

এ ছাড়া নির্ঝঞ্ঝাট 'অহিংস' অপরাধে হাতেখড়ি হয়েছে এবং জীবন শেষ করেছে এমন অপরাধীর সংখ্যাও নগণ্য নয় । এই শ্রেণীর অপরাধীরা সচরাচর দুর্বল স্বভাবের এবং ঠাণ্ডা মেজাজের হয়ে থাকে ।

সংগৃহীত তথ্য থেকে উল্লেখ করে বলতে পারি, আমার দেখা সর্বকনিষ্ঠ অপরাধীর বয়েস মাত্র সাত, একটি বাঙালি শিশু-পকেটমার । ছেলেটার বাবাও একজন পাকা অপরাধী ।

আর সর্বজ্যেষ্ঠ, আটষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ, বাড়ি খয়রাবাদে, পেশা গব্বাবাজী (burglary)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ-জগতের ভাষা সংগ্রহে কিশোর ও তরুণ অপরাধীরাই তথ্য-সরবরাহকারী হিসেবে বেশি সাহায্য করেছে । এরাই হলো হালকা বা লঘুভাষা ব্যবহারের এবং সৃষ্টির কাণ্ডারী।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মানসিক এবং যৌন বিকৃতির কারণ — যা অপরাধপ্রবণতাকে ইন্ধন যোগায় ; সুতরাং অপরাধীদের জানতে হলে তাদের বর্তমান এবং অতীত জীবনের পরিবেশকেও জানা চাই ।

অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়কে স্তর হিসেবে এইভাবে দেখানো যেতে পারে : (১) অপরাধীদের সন্তান (২) জারজ সন্তান (৩) কৃষক বা শ্রমিক সন্তান (৪) উচ্চ-নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ।

শেষোক্ত শ্রেণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করার কারণ রয়েছে । এই সম্প্রদায় বর্তমানের শিক্ষিত ধোপ-দুরস্ত সমাজের জন্মদাতা এবং অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। বহুদিন ধরে সমাজ ও সভ্যতাকে এরাই কখনো এগিয়ে কখনো পিছিয়ে দিয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজই তো দেশকে শিক্ষিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপহার দিয়েছে । এরাই তো শিক্ষাদীক্ষায় বলীয়ান হয়ে সমাজের অন্য স্তরকে জানার চেষ্টা করেছে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবহেলা করা যায় না । সেজন্য এই স্তরের ছেলেদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ধরা পড়লে হৈ চৈ হয় বেশি মাত্রায় । সরষের ভেতরে ভূত, ভূতের কারণ বৈকি ! সমাজপতিদের মাথা ঘোরে, টান ধরে নিজেদের অন্দরমহলে ।

যাদের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার ঘটেছে যদিও তাদের তিন-চতুর্থাংশ কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত । এদের অপরাধ-মুক্ত করতে কে-ই বা মাথা ঘামায় ! দুঃখের কথা হলো, এদের আত্মীয়-স্বজন অপরাধী নয়। বাপ-দাদারা খেটে খাওয়া মানুষ । এদের অপরাধের সঙ্গে রক্তের প্রত্যক্ষ যোগ নেই । এরা আক্রান্ত হয়েছে ঘরের বাইরে । ঘরে অভাব আছে, অপরাধ নেই । অপরাধ পঙ্গু করলো তখন যখন ছুটি পেলো খেত খামার আবাদ কারখানা থেকে ।

বর্তমানে দোকানদারি ইত্যাদি পেশার লোকের ছেলেদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা আশ্রয় নিয়েছে খুব বেশি করে । আর্থিক অসচ্ছলতাই হয়তো মূল কারণ ।

বিবাহিত বা অবিবাহিত অল্প মাইনের কর্মীরা সুদূর পল্লী থেকে শহরে বা শিল্পাঞ্চলে চাকরি করতে আসে। বাস করে বস্তি অঞ্চলে ; বস্তির আবহাওয়া সর্বদা সুস্থ হয় না । কারখানা এবং বস্তিকে কেন্দ্র করে গজিয়ে ওঠে মদের দোকান আর পতিতালয় ।

দরিদ্র কর্মীদের অজান্তে পাঁকে পা দেওয়া বিচিত্র নয় । দেশে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অনেকে নতুন করে সংসার পাতে । অনেকে আবার স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে । যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ সমাজের হাতে তুলে দেয় কতকগুলি অপোগণ্ড অপ্রয়োজনীয় জীবন । যাদের মানুষ করে তোলার কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছে অথবা সামর্থ্য কিছুই এ-জগতের 'বাপ-মায়ের' থাকে না ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা ক্রমশ অপরাধপ্রবণতায় আকৃষ্ট হয় । স্নেহ-মমতা বঞ্চিত ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত হতভাগ্যের দল কালে পাকা অপরাধীর ভূমিকা নেয় ।

এমনি করে চোর, ডাকাত, পকেটমার, আরও কতো রকমের অপরাধীর জন্ম হচ্ছে। দেশের লোকসংখ্যার একাংশ হলো এরা । সরকারী পরিবার-পরিকল্পনা এখানে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু করতে পারলে দেশ সত্যই উপকৃত হবে ।

এমনও দেখা গিয়েছে, এসব ছেলেমেয়েদের অনেককে শিশুকাল থেকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে সুপটু করে তোলা হয়েছে । শোনা যায় যে, পেশাদার দালালরা, মানুষের সহজাত সহানুভূতি আকর্ষণ করতে কতো-না শিশুর অঙ্গহানি ঘটিয়ে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করাচ্ছে। পঙ্গু ছেলেমেয়েদের ভাড়া খাটানো হয় । তাদের উপার্জনে দালালরা হয় পুষ্ট ! এবার ভেবে দেখলে ক্ষতি কী, আমরা যে ভিক্ষে দিই, তা পুণ্য সঞ্চয় করতে না সমাজ-জীবনে পাপকে প্রশ্রয় দিতে !

বাঙালি অপরাধীদের অধিকাংশ আসে চাষী, শ্রমিক, বেকার এবং পূর্ব বাঙলা আগত উদ্বাস্তুশ্রেণীর মানুষের ঘর থেকে । মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘর থেকে যারা আসে, তারা কোলকাতা এবং অন্যান্য শহরে উঠতি গুণ্ডার ভূমিকা নেয় । উঠতিদের সঙ্গে অনেক সময় অপরাধীদের আঁতাত গড়ে ওঠে ।

এদের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে, অপরাধপ্রবণতার দিকে বেশি ঝুঁকলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা কঠিন । একটির পর একটি অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়, তখন অপরাধের সঙ্গী-সাথীরা হয় একমাত্র বন্ধু । এইসব বয়ে-যাওয়া ছেলেরা শুধু তাদের অভিভাবকদের নয়, সমাজ বা জাতির জীবনে মহা চিন্তার কারণ হতে বাধ্য। যদিও এদের অনেকের মনে অহরহ দ্বন্দ্ব চলে, মনোহারী ইন্দ্রজাল ভেদ করে মন ছুটে বার হয়ে আসতে চায়—তবে প্রলোভন ভুলিয়ে রাখতে সাহায্য করে শেষ পর্যন্ত ।

অনেকে স্বীকার করেছে, এপথে সহজে কাঁচা টাকাপয়সা মেলে । তাছাড়া আছে নেশার লোভ আর নারী-সঙ্গ । একথাও এরা মনে করে, যে-সমাজ ত্যাগ করে তারা চলে এসেছে সেখানে খোলা মন নিয়ে ফিরতে চাইলে অন্তর থেকে কখনো তাদের আপনজন বলে মেনে নেওয়া হবে না ।

শিক্ষিত পরিবারেও সমাজবিরোধী অপরাধী ছেলের অভাব নেই ।

শিক্ষিত এবং অর্ধ-শিক্ষিত পরিবার থেকে যারা অপরাধ জগতে এসেছে তাদের অধিকাংশের মনের কথা হচ্ছে—দুটো জগৎকে হারিয়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকার মধ্যে কি আনন্দ আছে !

বাঙালি মধ্যম শ্রেণীর ঘরের ছেলে যখন এ জগতে আসে, তার চাল-চলন কথাবার্তার ধরন-ধারণ এমন-কি টানটোন (intonation) সবই পালটে যায় নিজের অজ্ঞাতে । পাঁচমিশালি আচার ও ভাষা রপ্ত করে ফেলে । ত্বরিতে অপরাধ-জগতের শব্দ চয়ন করে নেয় এবং নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে ফেলে ; এইভাবে অপরাধ-জগতের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে।

অর্থনৈতিক চাপে আজ মধ্যম এবং নিম্ন-মধ্যম শ্রেণীর মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে। বাসস্থানের অভাব । চাকরি নেই । জীবনের প্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রী নেই । ধনী ও ধনহীনের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতার মাত্রা বেড়ে চলেছে । ফলে সমাজবিরোধী মনোভাব ও অপরাধপ্রবণতার ইঙ্গিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই থেকে গেছে ।

শতকরা প্রায় কুড়িজন অপরাধী স্বীকার করেছে যে, তারা স্নেহ-মমতার স্পর্শ কোনোদিন পায়নি । কারু-কারুর বাবা-মা পুজো-আচ্চা ইত্যাদিতে এত মসগুল যে, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার অবসর পাননি ; তাছাড়া পারিবারিক অভাব-অনটন ঝগড়া-অশান্তি বিড়ম্বনাময় স্কুলজীবন ইত্যাদির প্রভাব তাদের গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত করেছে । বহির্মুখী মন ভুল রাস্তায় পা ফেলেছে । পতঙ্গের মতো নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ।

অপরাধপ্রবণতাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে হয়েছে : (ক) পেশাগত অপরাধ (খ) সমাজবিরোধিতা বা অ-পেশাগত অপরাধ । পেশাদার-অপরাধীদের মধ্যে পেশাদারী ঠারের ভাষার (professional code) চলন । অ-পেশাদার অপরাধীদের পেশাদার অপরাধী ব্যবহৃত সন্ধাভাষার ব্যবহার করতে দেখা যায় কম । তবে সন্ধাভাষার শব্দগুলির গুপ্ত অর্থ লুপ্ত হ'লে তা পেশাদার অ-পেশাদার সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয় । এইভাবে অ-পেশাদার অপরাধীরা লঘুভাষার (non-professional) সঙ্গে সন্ধাভাষারও ব্যবহার করে থাকে । এমনতরো বহু শব্দ আমাদের জগতেও হানা দেয় ।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনে শুধুমাত্র সেই সকল অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধিতার আলোচনা করবো যা কেন্দ্র ক'রে পাতালপুরীর ভাষার সৃষ্টি ।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য অপরাধ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : * (১) ডাকাত, (২) তস্কর (robber), (৩) ছিনতাইকারী (snatcher)—২১৬, (৪) গব্বাবাজ—২২০, (৫) চোর—৩২৭, (৬) পকেটমার—৩০৭, (৭) চোরাইমালের ক্রেতা—৪৫, (৮) তোলনবাজ—২২৭, (৯) ছেলেধরা—৫, (১০) ঠগ—২০, (১১) জালিয়াৎ (forger)—১৮, (১২) পতিতা—১১, (১৩) পতিতাদের বাড়িওলা—১৯, (১৪) পতিতাদের দালাল—১৮৭, (১৫) চোরাই কারবারী (smuggler) —৭৭, (১৬) সমাজবিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন)—২৭৬, (১৭) মেয়েদের পথেঘাটে যারা বিরক্ত করে (eve-teaser)—১৪০, (১৮) হিজড়া—২৬, (১৯) ভিখিরী ও তাদের দালাল—৫২, (২০) রেলগাড়ি ভঙ্গকারী—২২ ।

উল্লিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হচ্ছে ।

সমাজবিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন)

এই শ্রেণীটি পুলিসের কাছে 'রাফ' নামে অভিহিত । এরা সাধারণত বয়সে ১৬/১৭ থেকে

---

* প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে সংখ্যা দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে মোট কতজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়েছে । ডাকাত এবং তস্করের মিলিত সংখ্যা হচ্ছে ২০৫ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫/২৬-এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই দলের সমাজবিরোধী যুবকদের অনেকে সময়ে সময়ে হিংসাত্মক অপরাধে মেতে ওঠে এবং কালে ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদির মতো জঘন্য ঘৃণিত অপরাধকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। জুয়া, মদ-চোলাই প্রভৃতিও এদের নেশা-পেশা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং বহু সময়ে 'শিক্ষিত' যুবকদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

পশ্চিম বাঙলায় সমাজবিরোধী যুবকদের শতকরা প্রায় নব্বুইজন হচ্ছে বাঙালি। বর্তমানে বাঙলা দেশে এই জাতীয় তরুণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এই দুষ্টব্রণের জন্য রাজ্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা মূলত দায়ী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক মারামারি-কাটাকাটি, বেকার জীবন, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজার এমনিতরো অনেক কিছু পশ্চিম বাঙলার সমাজ-জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছে। লুমপেন প্রলেতারিয়েৎ সমাজ-জীবনের মারাত্মক ব্যাধি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তরুণ সমাজবিরোধীদের সাহায্যে ('মহাজনী সভ্যতা' যার নায়ক) সমাজ-জীবনকে একটি নরক-বিশেষে রূপান্তরিত করতে চায়। যার জের চলে বহুকাল এবং সুযোগ পেলে যে-কোনো মুহূর্তে বীভৎস রূপ নেয়। এ সমাজব্যবস্থা যতকাল টিকে থাকবে ততদিন এইরকম জোয়ার-ভাটা খেলবে —লুমপেন প্রলেতারিয়েৎরা ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ করবে। বর্তমানের তরুণ সমাজের একাংশ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা হারিয়েছে। শ্রদ্ধাবান নয় অভিভাবকদের সম্পর্কেও। তরুণদের মানসিক বিপর্যয়ের জন্য দেশের শাসক এবং অভিভাবক শ্রেণীও কম দায়ী নন। হতাশা এবং উত্তেজনা এদের ভুল রাস্তায় টানছে। হতাশা বর্তমানকালের তরুণ সমাজকে পঙ্গু করেছে; এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পুলিশী দণ্ডবিধি বা দেশের আইন কতটুকু সাহায্য করতে পারে।

AMARBOI.COM

অনেক সময়ে দেখা গেছে, অতি কাঁচা বয়েসের ছেলে হয়তো ভুল করে বিপথগামী হয়ে পড়েছে, কোনো দাগী বদমায়েসের হাতে পড়ে গেছে, তখন তার অবস্থা হয় মর্মান্তিক —না ঘরকা না ঘাটকা। কিশোর ছেলেটির ফিরে যাবার রাস্তাগুলো একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনতরো বহু হতভাগ্য ছেলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল। এদের অনেকে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, পদস্থ সরকারী চাকুরের সন্তান। উচ্চমানের শিক্ষা বা আর্থিক সচ্ছলতা অপরাধপ্রবণতাকে ঠেকিয়ে রাখার ফুল-প্রুফ নয়। তা যদি হতো তবে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধপ্রবণতা এত প্রকট রূপধারণ করতো না।

তরুণ অপরাধীরা স্বল্পায়াসে উপার্জনের স্বাদ পেয়ে গেছে, কঠিন শ্রমের মধ্যে যেতে মন সরে না। তা ছাড়া, মদ গাঁজা অন্যান্য নেশা এবং নারী-সঙ্গ তাদের সহজ সাধারণ গৃহস্থজীবনে ফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দিনে দিনে দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মানসিক অবসাদ গলা টিপে ধরে, তার হাত ছাড়িয়ে নিতে দ্বিগুণ উৎসাহে পাঁক মাখামাখিতে মেতে ওঠে।

এইসব অ-পেশাদার সমাজবিরোধী যুবকদের বড়ো অংশ বাঙলা ভাষার সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড ও অন্যান্য উপভাষা-ভাষী। এদের কথাবার্তা থেকে সন্ধা এবং লঘুভাষার ভূরি ভূরি তথ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রহ করা হয়েছে । এদের বেশিরভাগই শহর ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে ।

পকেটমার

বাঙালি অপরাধীদের মধ্যে পকেটমারের সংখ্যা অসংখ্য । পকেটমার নানান জাতের নানান মর্যাদার । অপরাধ-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল অনেকগুলি শ্রেণী রয়েছে ; এখানেও স্পেশালাইজেশন কাজ করছে । যেমন, ছেচকিবাজ হচ্ছে, যারা শুধু রেজকি অর্থাৎ খুচরো পয়সাকড়ি তুলে থাকে । এরা সাধারণত অতি অল্পবয়েসের শিক্ষানবীশ ।

পকেটমার তার শ্রেণী ও এলাকা চট করে ত্যাগ করে না । প্রতিটি দলের নিজস্ব একটি অঞ্চল থাকে । নিজের অঞ্চলের বাইরে সচরাচর যাবে না । যেমন, কোনো পকেটমার উত্তর কলকাতার বিধান সরণীর ওপর গ্রে স্ট্রিট থেকে বিডন স্ট্রিটের মধ্যে যদি ঘোরাফেরা করে তবে এর বাইরের এলাকা আইনত পকেটমারটির কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল । এলাকার বাইরে পকেট মারতে যাওয়ার অর্থ অন্যদের অধিকারে হাত দেওয়া ।

পকেটমারদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যাদের 'রাজাবাবু' বলা হয় । এদের মাসিক আয় কখনো কখনো পনেরো কুড়ি হাজারও হয়ে থাকে । পকেটমারি-ই সংসার চালাবার একমাত্র পেশা এমন কথাও অনেকের মুখে শোনা গেছে !

পুরুষ-পকেটমারদের বেশিরভাগ অবিবাহিত । শুধু পকেটমার কেন, অপরাধীদের শতকরা পঁচানব্বই জন অবিবাহিত । তবে বয়স্কদের প্রায় সকলেই বেশ্যাসক্ত । কিছু সংখ্যক মেয়ে-পকেটমারও পশ্চিম বাঙলায় আছে । এদের প্রায় সকলে প্রাক্তন উদ্বাস্তু পরিবারের এবং অবাঙালি । এরা ট্রেনে ট্রামে বাসে এবং মেলা প্রভৃতি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকে । ধরা পড়বো-পড়বো করেও চট করে ধরা পড়ে না । কারণ হচ্ছে, একজন মেয়ে যে পকেটমার হতে পারে মন সহজে তা বিশ্বাস করতে চায় না ।

যেসব অপরাধীরা চণ্ডু ইত্যাদির নেশা করে তারা ব'লে থাকে যে, পকেটে কারেন্সি নোট না কাগজ আছে, আঙুলের স্পর্শে সহজে বোঝা যায় । নেশার কৃপায় আঙুল নাকি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে ।

ছিনতাই ইত্যাদিতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় যথেষ্ট, পকেটমারিতে বিপদের আশঙ্কা কম । 'অহিংস' অপরাধ বলে পকেটমারিতে সাজাও হালকা মতো । এসব নানা কারণে পকেটমারি অনেক অপরাধীকে আকৃষ্ট করেছে ।

ঘাওবাজ (blade-user)

এরা পাকাপোক্ত সেয়ানা (চোর) । এদের সঙ্গে থাকে একটুকরো ব্লেড । জিভের তলায় তা রাখে, সুবিধেমতো বার করে চালিয়ে দেয় । পকেট, কোমর বা গাঁটের কাপড় কেটে টাকাকড়ি বার করে নিতে এরা ওস্তাদ । ঘাওবাজ সহজে চেন টানবে না । এদের বয়েস সচরাচর আঠারো বা তদূর্ধ্ব ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেনটানা পার্টি

এরা সাধারণত গলার বোতাম খুলে নেয় । বিশেষ করে পাঞ্জাবি শার্ট থেকে বোতাম খুলে নিতে এদের জুড়ি মেলা ভার । বেমালুম হাতের ঘড়ির চেন কেটে তাক লাগাতে ওস্তাদ।

পতিতার দালাল

দালালদের অধিকাংশ অ-বাঙালি । এরা আসে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে । সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, বাঙলা দেশের পতিতাদের অধিকাংশ বাঙালি, তবে বাঙালি দালালের সংখ্যা সেই অনুপাতে বেশি নয় । দালালদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান সর্বধর্মের সমন্বয় হয়েছে । বাঙালি দালালের অনেকে বাড়িওলা । বাড়িওলাদের অনেকে যৌবনে নোংরা জীবিকা গ্রহণ করে এ জগতে চলে এসেছে । তাদের সন্তানরা পরে উত্তরাধিকারসূত্রে বাড়িওলা হয়েছে । পতিতাদের অনেকে বৃদ্ধবয়সে বাড়িওয়ালীর ভূমিকা নেয় ; অনেকে পতিতা মেয়ের অভিভাবিকা সেজে তাদের উপার্জনের ভাগীদার হয় । দালালরা খরিদ্দার সংগ্রহ করে দিলে হতভাগ্য মেয়েদের উপার্জনের এক চতুর্থাংশের অংশীদার হয় । অনেক সময়ে পতিতার চাকর দালালের কাজ করে এবং কালে পূর্বতন মনিবের মনিব হয়ে বসে।

গব্বাবাজ

এরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসে । অবশ্য এখানেও হিন্দিভাষীদের সংখ্যাধিক্য। গব্বাবাজরা সচরাচর বাড়ির চাকর, দরোয়ান, মালী প্রভৃতির কাছ থেকে সাহায্য পায় । এরা ঘরবাড়ি দোকান কারখানা যেখানেই সুযোগ পায় চুরি করে থাকে ।

AMARboi.COM

ছেলে-ধরা [১]

প্রায়ই পতিতা, দালাল, ভবঘুরে জাতীয় লোক ছেলে-ধরার কাজ করে । এদের অনেকে সময়ে জটাধারী সন্ন্যাসী সেজে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে চুরি করতে সাহায্য করে । চোরাই ছেলে-মেয়ে চড়া দামে বিক্রি হয় । কালে তাদের অপরাধী, ভিখিরি বা পতিতার জীবন বরণ করতে বাধ্য করা হয় ।

ডাকাত ও তস্কর [২]

ডাকাত ও তস্করদের বেশির ভাগ হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি থেকে পশ্চিম বাঙলায় চুরি-ডাকাতি করতে আসে । এরা সকলেই নিরক্ষর ।

---

১. Kidnappers have been defined by Sec. 361 I.P.C. as "Whoever takes or entices any minor under sixteen years of age if a male, or under eighteen years of age if a female or any person of unsound mind, out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of unsound mind, without the consent of such guardian, is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship."

২. আওরংজেবের মৃত্যুর পর দেশের শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে । তখন থেকে বলা যায় দল বেঁধে লুঠতরাজ ব্যাপক আকার নেয় । পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি চুরিতে একসঙ্গে যুক্ত থাকলে ভারতীয় দণ্ডবিধি তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবু-চোর (White-Collar)

এরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অপরাধী-গোষ্ঠী । বাবু-চোরের অপরাধ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র । এরা জাল-জালিয়াতিতে মেতে থাকে । আচারে ব্যবহারে নম্র বিনয়ী সভ্য । অপরাধ-জগতের ভাষা খুব কম ব্যবহার করে । ওদের নিজস্ব পেশাগত যৎকিঞ্চিৎ সাঙ্কেতিক শব্দ আছে যা সাধারণত জানাজানি হয় কম । বাবু-চোরেরা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং নিরক্ষর হয়ে থাকে ।

ভিখিরি

এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে : (ক) দরিদ্র মানুষ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে । বার্ধক্য, অসুস্থতা, বৈধব্য এমনি কতো কি কারণ থাকতে পারে । (খ) দালালের চাপে ভিক্ষে করতে হয় । ভিক্ষের একটা মোটা অংশ দালালকে দিতে হয় । বিনিময়ে আধপেটা খাওয়া-দাওয়া আর বাসের সুবিধেটুকু পায় । (গ) পেশাদার অপরাধীরা অনেক সময়ে ভিখিরিদের নিয়োগ করে । কোনো বাড়িতে বা দোকানে চুরির পূর্বে গোপনে ঘোরাঘুরি করে খবরাখবর সংগ্রহ করে । অনেক সময়ে চোলাই মদ চালানের কাজও করে থাকে । স্ত্রীলোক ভিখিরি কখনো বা কোলে ছেলে এবং হাতে থলির মধ্যে বোতলে বা ব্লাডারে মদ নিয়ে বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয় । ভিখিরি অবশ্য ভবঘুরের নয়, কারণ ভিখিরির ঘর ও দেশ দুই-ই থাকতে পারে কিন্তু ভবঘুরের নির্দিষ্ট ঘর বা পেশার কোনো বালাই নেই।

AMARboi.com

চোরাইমালের ক্রেতা

এরা সচরাচর ছোটখাটো দোকানদার শ্রেণীর মানুষ । ধনী ব্যবসায়ী অনেক সময়ে

ডাকাতি বলে ব্যাখ্যা করেছে । এ সম্পর্কে পাঠকের জ্ঞাতার্থে Indian Penal Code-এর অংশ বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন :

Dacoity has been defined by the Indian Penal Code, Sec. 391 as, 'When five or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery, and persons present and aiding such commission or attempt, amount to five or more, every person so committing, or aiding is said to commit *dacoity*'.

Robbery needs the following ingredients under Sec. 390 I.P.C. as 'In all robbery there is either theft or extortion. Theft is 'robbery' if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender, for that end, voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, or fear of instant death or of instant hurt, or of instant wrongful restraint.

Extortion is 'robbery' if the offender, at the time of committing the extortion, is in the presence of the person put in fear, and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, or instant hurt, or of instant wrongful restraint to that person, or to some other persons, and, by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোরাইমালের বিক্রেতা হয়ে থাকে । চোরাইমালের বিক্রেতারা সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসে—শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-নির্ধন শহুরে-গ্রাম্য সব একাকার হয়ে আছে । লুণ্ঠিত মাল কেনাবেচার ব্যবসা করে থাকে । অনেকে গোপনে আমদানি করা মালের ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে ।

পতিতা

এই শ্রেণীটিকে 'অপরাধী' এই সংজ্ঞা দিতে পারি না । অপরাধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও অন্যান্য কারণে এই গোষ্ঠীটি আলোচনার বহির্ভূত নয় । অপরাধের সঙ্গে এদের অনেকের পরোক্ষ যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয় । অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অপরাধের অকুস্থলে রয়েছে এই শ্রেণীর একটি নারী । তাছাড়া, একজন অপরাধী একটি কুকর্মের পর হয়তো বেশ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে । ডাকাতি, চুরি বা লুঠের টাকা অপরাধীরা দুহাতে ওড়াতে থাকে এইসব জায়গায় আশ্রয় নিয়ে । সদ্য কোনো মানুষের প্রাণ নিয়েছে এমন যে খুনী, খুনের অল্পক্ষণ পরে সে প্রবেশ করে তার অতি পরিচিত স্ত্রীলোকের গৃহে —যেখানে নেশাভাঙ ক'রে স্ত্রীলোক সংস্পর্শে মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইবে । অনেক সময় ভাবী-অপরাধের পরিকল্পনা জন্ম নেয় এসব স্থানে ।

কিছু সংখ্যায় হিন্দু তরুণী নিরুপায় হয়ে এই ঘৃণ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে বাধ্য হয়ে, এরা পূর্ব-বাঙলা থেকে নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে এসেছিল । এদের সকলেই একদিন ভদ্র পরিবারভুক্ত ছিল । তাছাড়া রয়েছে এক একদল মহিলা—যারা দেহদানের উপার্জনে ঘর সংসার চালাচ্ছে । এরা শহরের বুকে খালি কুঠি'র সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে । সেখানে বেসাতি শুরু হয় সন্ধ্যার পর এবং সারাদিন ঘরগুলি শূন্য পড়ে থাকে ।

বাঙলা দেশের পতিতাদের একটা বড়ো অংশ নিরক্ষর ও অর্ধ-শিক্ষিতা, তবে কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্তা কয়েকজন যে নেই তা নয় । নিরক্ষরতা নিকৃষ্টতম অভিশাপ ! নিরক্ষরতার সুযোগে পাপাচারীরা নিষ্পাপ মেয়েদের পাপের পথে টেনে আনে ।

আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পতিতার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি । ধনী এবং নির্ধনের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ । সমাজের নামী-মানী ব্যক্তিদের কাউকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেলে বুঝতে হবে নিজের সমাজে তার সামাজিক মান উঁচুতে । উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্পর্শে যারা আসে তারা সাধারণত 'উচ্চবর্ণের' ।

বাঙালি পতিতা নারীদের অনেকে তাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে চায় । ছেলেমেয়েদের নোংরা আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখে । বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে । নিজের জীবনের বিনিময়ে এদের গড়ে তুলতে চায় । এমনও শোনা যায় যে, ছেলে বা মেয়েকে খুব অল্পবয়সে দূষিত আবহাওয়া থেকে চিরকালের জন্য সরিয়ে রেখেছে । সন্তান তার মাকে চেনে না, জানে না, মা দূর থেকে তাকে দেখাশোনা করে । সন্তানের কাছে মায়ের আত্মপরিচয় মুছে গেল, উদ্দেশ্য—সন্তানের জারজত্ব যেন তার স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু না করে । কোনো এক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর হিসাব অনুসারে সমগ্র ভারতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোট দেহপসারিনীদের ২০ শতাংশই ১৪ বছর বয়সের নিচের শিশু । একমাত্র বোম্বাই শহরেই ২০,০০০ শিশু পতিতাবৃত্তি করে ।

হিজড়া [৩]

ভারতবর্ষের হিজড়ারা একটি গোষ্ঠীভুক্ত । পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এরা গোষ্ঠীবদ্ধ নয়। য়ুরোপ আমেরিকাতে এরা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো কাজকর্ম করে থাকে । এদেশের হিজড়ারা স্বশ্রেণীর মধ্যে আটকে আছে । অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া মানুষ ।

হিজড়াদের ক'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে । জন্মসূত্রে যারা হিজড়া তারা নারীপুরুষের মাঝামাঝি ; আচরণে এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে অত্যন্ত বিকৃত । এমন হিজড়াও রয়েছে যারা লিঙ্গ ছেদন করিয়েছে । লিঙ্গ ছেদন হিজড়া সমাজে একটি উৎসব-বিশেষ । ছেদন সম্পর্কীয় রীতিনীতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের । ছেদনকার্য সচরাচর দলপতি করে থাকে । ছেদক দু'টি হাত পেতে ধরে, হাতে একমুঠো টাকাকড়ি দিতে হবে — সেই সঙ্গে একশো টাকা মজুরী । লিঙ্গ অপসারণের পর রুগীকে চব্বিশ ঘণ্টা জাগিয়ে রাখা হয়। আড্ডায় তখন গান বাজনা হৈ-চৈ হতে থাকে । ঘা শুকোতে কাটা জায়গায় একতাল খয়ের চাপা দেওয়া হয় । কর্তন সম্পন্ন হয় বীভৎস উপায়ে । অনেক সময়ে মৃত্যুও ঘটে । আবার অনেকের শিশুকাল থেকে এদের সঙ্গে থাকার ফলে আচারে ব্যবহারে হিজড়াসুলভ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে ।

বিবাহাদি এবং হিন্দু-মুসলমানের নানান উৎসবে এরা নাচগান করে অর্থোপার্জন করে । তবে বাঙালি সমাজে এসব রীতি অচল । কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল প্রভৃতি শহরে অবাঙালি শ্রমিকদের হোলি উৎসবে হিজড়ারা নাচগান করে । সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে এদের দর্শন মেলে । এদেশের প্রচলিত প্রবাদ হলো হিজড়া দর্শন অমঙ্গলের প্রতীক । উপার্জনের এলাকা ভাগ করা থাকে, একে অপরের এলাকায় ভিক্ষে করতে যাবে না ।

এরা বিকৃত যৌন সম্ভোগের ভাগীদার । বিকৃত যৌনরুচিসম্পন্ন মানুষের কেউ কেউ হিজড়াসঙ্গ কামনা করে । জর্জ ম্যাকমুন তাঁর *The Underworld of India* গ্রন্থে বলেছেন :

"The making of eunuchs has happily largely disappeared, but by no means entirely, for they are still in respect for the guardianship of the larger harems. Parents as rule select this career for their children and the operation is performed by a barber of experience. That parent should do so is a matter of wonder to Western ideas, but in this connection we should remember that is how the

---

৩. গোয়েন্দা বিভাগ, কলকাতা পুলিশ : ২৫. ৭. ৫৬ তারিখে পুলিশ খবর পায় যে মানিকতলা মেন রোডের এক জায়গায় একটি থলির মধ্যে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন, পুং-জননেন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন । কোনো পুরুষ হিজড়াদের সঙ্গে মেলামেশা করতো এবং হিজড়া হবার বাসনাও ছিল ।

পুলিশ এইরূপ অনুমানের ওপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালায় । পরে জানা যায় হিজড়াদের সর্দার মৃতের সম্মতি নিয়েই জননেন্দ্রিয় ছেদন করে । কিন্তু পরে তার মৃত্যু ঘটে । এই প্রসঙ্গে অপর একটি হিজড়া স্বীকার করে যে মদ্যপ অবস্থার মধ্যে একইভাবে তাকে হিজড়া বানানো হয়েছে ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

wonderful boy-voices were secured in days gone by for the Vatican choir. To this day, parents of a boy with a wonderful voice in Italy will sometimes secure for him the certainty for career by having this operation performed. In India it is usually done under opium..."

পশ্চিম বাঙলার হিজড়ারা সাধারণত এসেছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যগুলো থেকে। তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে হয়েছে তারা এলাহাবাদ, কাশী, লখনউ প্রভৃতি জায়গা থেকে এসেছে। হিন্দু এবং মুসলমান হিজড়া একত্রে হোলি, ঈদ প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

মৃত্যুর পর এদের সাধারণত কবর দেওয়া হয়। কবর দেওয়ার কারণ জানা নেই, তবে মনে হয়, ভারতবর্ষে হিজড়ারা বহুকাল মুসলিম সংস্পর্শে থাকার জন্যও হতে পারে।

দলের নেতাকে গুরু-মা বলা হয়। এরা প্রায়ই একটি দুধের বাটিতে দুজনে একত্রে চুমুক দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করে! গুরু-মার মৃত্যুর পর যে পরবর্তী নেতা হবে তার হাতে গুরু-মার যাবতীয় টাকাকড়ি জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হবে।

হিজড়াদের মধ্যে যতদূর শোনা গেছে কোনো বাঙালি নেই। অথবা অতি অল্পবয়সে যারা বঙ্গসমাজ ত্যাগ করে এদের দলে ভিড়ে গেছে তাদের বাঙালিত্ব মুছে গেছে অথবা বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষেধ ও কুসংস্কার

অপরাধ-জগতে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে, তন্মধ্যে কালী, নারায়ণ, কার্তিক, চণ্ডী এবং শীতলার প্রাধান্য লক্ষণীয় । গব্বাবাজরা কালীভক্ত । বেশ্যারা সাধারণত শীতলা, কালী ও কার্তিকের পূজা করে ।

পশ্চিম বাঙলার পাতালপুরীতে মজার মজার বিধি-নিষেধ ও কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। পেশাগতভাবে অপরাধীদের নিষেধ ও কুসংস্কারের তারতম্য ঘটে থাকে ।

কয়েকশ্রেণীর অপরাধীর নিষেধ ও কুসংস্কারের যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে তা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম ।

রাতের চোর

রাতে চুরিতে বার হবার সময়ে কুকুরের ডাক শুনলে অনেকে ভয় পায় । হিজড়া দর্শন বিপদসূচক । মগহী (বিহার) চোরেরা চুরির জায়গায় পোড়া বিড়ির টুকরো ফেলে রাখে । অনেকে আবার মলত্যাগ করে । পুলিশের কাছে এই প্রতীকগুলো চোর ধরার সহায়ক । কাছেপিঠে কালীমন্দির থাকলে পুজো-মানত করে ।

পকেটমার

পিছুডাক অমঙ্গলসূচক । ট্রামে বা বাসে উঠতে যদি পা পিছলে যায় তবে সে-গাড়িতে আর উঠবে না । বিবাহিতা মহিলা দেখে 'কাজে' বার হওয়া শুভ লক্ষণ । তিনজন লোক একত্র থাকলে তাদের একজনের পকেট মারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে !

জুয়াড়ী, জুয়াচোর ও গব্বাবাজ

জুয়াড়ীদের দুটি কুসংস্কার খুবই জোরদার । তাসের জুয়াখেলায় বসবার পূর্বে তাসের বাণ্ডিল কপালে ঠেকাবে । অনেকে তাস কেনার পর প্যাকেটের ওপর ঝাঁটা পেটাও করে থাকে।

গব্বাবাজ চুরিতে বার হবার সময়ে শূন্যপাত্র চোখে পড়লে তাকে আড়াল করে চলবে। চুরির অকুস্থলে 'ত্রিকোণ' তালা বিপদের সংকেত ঘোষণা করে । তালা ভাঙবার পূর্বে তালার গায়ে খানিকটা থুতু মাখিয়ে দেয় ।

বেশ্যা

বেশ্যাদের কয়েকটি কুসংস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একটি হলো দরজার চৌকাঠে পানপাতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্পূর জ্বালানো । এর দ্বারা ঘরের অমঙ্গল দূর হয় । দুর্দিনে চৌকাঠ গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেলার ও পাকানো-কাগজ জ্বালিয়ে দরজায় দেখানোর রীতি আছে । দরজার মাথায় ঘোড়ার খুর আটকে রাখা মঙ্গলসূচক । অনেক সময়ে দরজার পাশে লবঙ্গ রাখা হয় ঘরের কল্যাণ কামনায় ।

হিজড়া

সকালে ঘুম ভাঙার পর দরজায় ঝাঁটা পেটা করে এবং পাকানো-কাপড় পুড়িয়ে দরজার পাশে রাখে । উদ্দেশ্য ঘরের অপদেবতা তাড়ানো । ঢোলে সিঁদুর লেপন রোজগারের সহায়ক ।

দরজার মাথায় পুরনো জুতো, কাঁটাতার টাঙিয়ে ভূত তাড়ানো হয় । ভূত বা ডাইনী কয়েকটি বিশেষ দিনে প্রবল হয়ে ওঠে, যেমন, কালীপুজো, নবরাত্রি ইত্যাদি ।

অপরাধী বা সমাজবিরোধীরা গোষ্ঠীগতভাবে আলোচ্য বিধিনিষেধ এবং কুসংস্কারগুলি মেনে চলে একথা বলা চলে না । তবে পাতালপুরীর একটি বড়ো অংশ এইসব সাধারণ কুসংস্কার এবং নিষেধের ডোরে বাঁধা পড়েছে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গিত

পাতালপুরী বা অপরাধ-জগতের ইঙ্গিত নিয়ে কিছু বলতে হলে সাধারণভাবে ইঙ্গিতের রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। ইঙ্গিত ভাবের আদান-প্রদানের আদিম পদ্ধতি —এ হলো গীতিময় কাব্য, জীবন নাটকের নীরব দূতী। পণ্ডিতদের অনেকের মতে, ইঙ্গিত-ইশারা হলো মানুষের মুখের ভাষার পিতামহ। একদিন ভাষা ছিল বড়ো দুর্বল, মনের যে কোনো ভাবকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার ছিল না। সেদিনের মানুষ হাতমুখ নেড়েচেড়ে মনের ভাবকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতো। ক্রমশ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত আবেগে-অনুরাগে ভরে উঠলো, মানবসংস্কৃতি উপকৃত হলো। অনেক সময়ে জীবনে অকৃত্রিম ছন্দ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ইঙ্গিতাশ্রয়ী হয়ে। এর ব্যঞ্জনায় রয়েছে ছন্দ, সৌন্দর্য, প্রহেলিকা। মুখের ভাষা কানের ভিতর দিয়ে প্রিয়জনের মরমে হানা দেয়। সঙ্কেতের ভাষা চোখে চোখে ইশারায় কাজ করে যায়। অনেক সময়ে চোখের ভাষা মুখের ভাষা থেকে অধিকতর তাৎপর্যদ্যোতক এবং সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

ইঙ্গিত এক জাতের প্যারাল্যাঙ্গুয়েজ। মনুষ্যসমাজে ইঙ্গিত খুবই অর্থবহ। ভাষা ইঙ্গিতের আশ্রয় না নিয়ে নড়াচড়া করতে পারে না। মনুষ্যেতর জগতে মনে হয় ইঙ্গিতের হয়তো কিছু ভূমিকা আছে। তার হদিশ দিতে পারবেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা।

ইঙ্গিত দৃষ্টিকেন্দ্রিক। ইঙ্গিত এবং মুখের নানান অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট শক্তি ধরে যদিও অবশ্য সে শক্তি সীমিত। আঁধার নয়, আলো এর প্রিয় বন্ধু। অবশ্য অন্ধকারে গায়ে চাপ দিয়েও অনেক কিছু বোঝানো যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সিচ্যুয়েশন সম্পর্কে আগেভাগে কিছু ধারণা থাকা চাই। ইঙ্গিতে রয়েছে নীরবতার জাদু—ভাবের আদানপ্রদান হয় নিঃশব্দে। সকলের মাঝে অথচ সকলকে ফাঁকি দিয়ে চোখের ইশারায়, হাতের ইঙ্গিতে মনের কথা কতো সহজে জানিয়ে দেওয়া যায়। চোখের টানে, ভুরুর ভঙ্গিমায়, ঠোঁটের বঙ্কিমতায়, কখনো বা নিচের ঠোঁট অল্প একটু উলটে মনকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ করে তুলে ধরা যায়—কোনো কথা বলার কোনো আয়োজন না রেখে।

জাতিতে জাতিতে নারীতে পুরুষে শিক্ষিতে নিরক্ষরে ইঙ্গিতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত মানুষের চেয়ে নিরক্ষর সাধারণ মানুষের মধ্যে ইঙ্গিতের ব্যবহার বেশি করে দেখা যায়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতের প্রকৃতি সময়ে সময়ে পালটে যেতে পারে। বাঙালি জাতি কিছু বেশি ইঙ্গিতপ্রবণ। এদিক দিয়ে ফরাসি চরিত্রের সঙ্গে আমাদের বেশ মিল থেকে গেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষ আজ পাশ্চাত্যের ইঙ্গিত কিছু কিছু আয়ত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ফেলেছে । শহুরে শিক্ষিত মানুষের ইঙ্গিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রতীক নয় । নানা জাতি ও সংস্কৃতির প্রভাব তার ওপর পড়েছে ।

ইঙ্গিত অর্থবোধক । যেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন বা ভঙ্গি বর্তমান অথচ তার দ্বারা কোনো অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে না— ইঙ্গিত-ইশারার অভিধানে তার কোনো স্থান থাকবে না । নাচে আমরা যেসব মুদ্রা লক্ষ্য করি তার আদিতে রয়েছে ইঙ্গিত । নৃত্য যেমন ছন্দানুসারী, শিল্পীর চোখে ইঙ্গিত-ও তেমনি সময়ে সময়ে কাব্যমুখর বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয় । স্বাভাবিক গতিশীল ইঙ্গিত কাব্যের রূপান্তর মাত্র । ইঙ্গিতের প্রকাশে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে । চোখ, ভুরু, চোয়াল, ঠোঁট, ঘাড়, হাত এমন-কি পায়ের কোনো কোনো অংশও কখনো কখনো ইঙ্গিত-ইশারার ডাকে সাড়া দিতে চায় —ইঙ্গিতের সোনার কাঠি প্রতিটি অঙ্গকে স্পর্শ করে ।

অধুনা ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইঙ্গিত সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জানি না । তবে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মুখে শুনেছিলাম যে, অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর বসু একসময়ে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থার অঙ্গভঙ্গি (posture) সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা শুরুতেই থেমে গিয়েছিল । ইদানিংকালে অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন লক্ষ্য করেছিলেন যে, এদেশের কুকুরের শোয়া-বসার ভঙ্গি য়ুরোপের কুকুরের থেকে ভিন্ন ধরনের । এ সম্পর্কে কাজ শুরু করার পূর্বেই বিজ্ঞানীর মৃত্যু ঘটলো । অবশ্য দুই বিজ্ঞানীর চিন্তাধারার বিষয়বস্তু ছিল মূলত অবস্থা পরিবেশে অঙ্গভঙ্গি (posture) নিয়ে, যা মনোভাব-প্রকাশক ইঙ্গিত বা gesturcএর আওতায় সম্পূর্ণরূপে আসবে না ।

ইঙ্গিতের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত । এ কেবল মানুষের মুখের ভাষার পরিপূরক নয়, তাকে শক্তি ও সুষমা জুগিয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে চরম দুর্যোগের দিনে ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল দুই আঙুলের ফাঁকে ইংরেজি V (victory) অক্ষরের সঙ্কেত দেখিয়ে তাঁর দেশবাসীকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন । তাঁর এই ইঙ্গিত ইংরেজদের মনে সেদিন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করেছিল । কোনো অভিমানিনী যখন কপালের ওপর একটি বা দুটি হাতের আড়াল দিয়ে গাড়িবারান্দা খাড়া ক'রে নিজের মুখের খানিকটা অপরের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে তখন বুঝে নিতে হবে যে—যার জন্যে গাড়িবারান্দার সৃষ্টি তার প্রতি অভিমানিনী রাগ বা অভিমান প্রকাশ করছে এইভাবে । ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইঙ্গিত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, এক সিন্ধি মহিলা স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুই উরু চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন । এ থেকে বোঝা যায় যে উরু চাপড়ানোর সঙ্গে অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত জড়িয়ে রয়েছে । এই ইঙ্গিতটি বাঙালিসংস্কৃতি-বহির্ভূত ।

ইঙ্গিতের রূপরেখা নিয়ে দু'চার কথা বলা হলো । এবার অপরাধ-জগতে ইঙ্গিতের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন । অপরাধ-জগতের ভাষার কিছু অংশ হলো কৃত্রিম । কৃত্রিমতার মূল কারণ হচ্ছে সাধারণের থেকে গোপন করার প্রবৃত্তি । এ জগতে কৃত্রিম ইঙ্গিতের ব্যবহার-ও রয়েছে । এক শ্রেণীর অপরাধীর ইঙ্গিত অপর শ্রেণীর থেকে হবে ভিন্ন ধরনের ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোলকাতার অপরাধীদের ইঙ্গিত-ইশারার কিছু উল্লেখ করছি । কে বলতে পারে, জানা থাকলে হয়তো কোনোদিন বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারবেন । বিশেষ করে ভিড়ের ট্রামেবাসে মনিব্যাগ প্রভৃতি রক্ষা করার বিষয়ে একটু বেশি সজাগ থাকতে পারা যাবে ।

চোরের ইঙ্গিত

করতল দেখানোর অর্থ তালাভাঙার যন্ত্র চাওয়া । হাত দুখানা দেহের পেছনে রাখলে বুঝতে হবে যে চুরির স্থান একখানা কাপড় বা কোনো কিছু দিয়ে আড়াল করা চাই । কোলকাতার একটি বিখ্যাত ঘড়ির দোকানে দিন দুপুরে চুরির সময়ে এমনি এক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল । করতল মাথার সুমুখ থেকে পেছনে ঘষার অর্থ বাড়ির মধ্যে প্রবেশের আহ্বানের ইঙ্গিত । মাথার ওপর রাখা দুহাত পেছন থেকে সুমুখপানে আনলে বুঝতে হবে যে পুলিশ বা কোনো লোক আসছে । ট্যাক্সির প্রয়োজন হলে সর্দার বিড়ি খাবে । ফাউন্টেন পেন দেখানোর অর্থ 'চাবি চাই' । ফাউন্টেন পেনের দুই অংশ আলাদা করে ধরলে বুঝতে হবে, তালাচাবির প্রয়োজন ।

পকেটমারের ইঙ্গিত

পকেটমারদের একজন আপন কাঁধের যেদিকে হাতের চাপ দেবে তাতে বোঝাবে যে সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তির পকেটে টাকা আছে । পকেটমারদের একজন যদি একটি চোখের ভুরু নাচায়, তবে অপর পকেটমার বুঝবে যে প্রতারিত ব্যক্তির সেইদিকের পকেটে বা পেটকাপড়ে টাকা আছে । ধুরকে (প্রতারিত ব্যক্তি) বোকা বোধ হলে ঘনঘন তুড়ি দেবে। নেমে পড়বার দরকার হলে ঘনঘন হাই তুলতে থাকবে । বিপদের আশঙ্কায় কাশবে এবং ডান হাত ওপরে তুলে দেখতে থাকবে ।

জুয়াড়ীর ইঙ্গিত

চোখের ইশারার অর্থ হচ্ছে তাসের বাজিতে প্রতারিত ব্যক্তিকে হারিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। দলের লোকদের বাঁ-হাত লম্বা করে দেখানোর অর্থ বাজিমাৎ হতে দেরি নেই ।

চোরাই মালের কারবারীর ইঙ্গিত

যারা চোরাই মাল কেনাবেচা করে তারা কাউকে সন্দেহজনক মনে করলে রুমাল নাড়তে থাকবে । দর মনোমাফিক না হলে আঙুল কামড়াবে, তাতে করে দলের লোকেরা সর্দারের নির্দেশে সাবধান হবে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার কারিকুরি

আচার্য সুকুমার সেনের মতে, কোলকাতার ভাষার আদিতে রয়েছে কোলকাতা এবং তার আশপাশ অঞ্চলের অপরাধ-জগতের ভাষা ।

আচার্য সুকুমার সেনের নারীর ভাষা এবং Women's language পুরুষের ভাষার বিকল্প। জাপানী ভাষায় নারী ও পুরুষ, সম্মানিক ব্যক্তি ও সাধারণের মধ্যে ভাষাগত কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, যা হ্যালিডের সংজ্ঞানুযায়ী অ্যানটি বলে চিহ্নিত হতে পারে । পুত্রবধূর ভাষা শাশুড়ির ভাষার বিভাষা ; সাহিত্যের ভাষা প্রতিদিনের কথ্যভাষার বিভাষা । বা উল্টোরূপটিও একইভাবে বিভাষা বলে চিহ্নিত হবে। মৃত ভাষাগুলির বিভাষা বা প্রতিভাষাও লুপ্ত হয়ে গেছে । ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে সন্ধি, স্বর, ধ্বনি, উপসর্গ প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা বা হ্যালিডের সংজ্ঞানুযায়ী অ্যানটি ল্যাঙ্গুয়েজ । এই অর্থে একটি অপরের অ্যানটি অর্থাৎ বিকল্প। 'বিধ্বংসী' কখনও নয় ।

ভাষার গঠনমূলক (structural) দিক এবং তার কার্যকারিতার দিক অর্থাৎ functional— এই দুই-এর মধ্যে হ্যালিডে ভাষা কি করে তার উপরই বেশি জোর দিয়েছেন । সেজন্য তিনি তাঁর 'সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব—ভাষার সামাজিক প্রতীকতার (social semiotic) দিকটি বিশেষভাবে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন । — অর্থাৎ প্রতিভাষার বিশ্বজনীনতা (universal featurc) হ্যালিডের তাত্ত্বিক গবেষণা বিভিন্ন তথ্যের পরিবেশনায় এটি প্রমাণ করতে পেরেছে ।' অপরাধ-জগতের ভাষাবিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত । হ্যালিডে এলিজাবেথীয় যুগের ইংল্যাণ্ড, ঊনবিংশ শতাব্দীর পোল্যাণ্ড এবং অত্যাধুনিক কোলকাতার অপরাধ-জগতের ভাষা অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী থেকে বর্তমান শতাব্দীর আমাদের কালের প্রতিভাষার ইতিহাস থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মূলত এই ভাষাগুলির প্রয়োগ এবং সৃষ্টি ও তার পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই ।

প্রতিভাষা গবেষণার সূত্র, দেখাতে চেয়েছেন উইলিয়ম লেবভ্ যে, এই ভাষার শব্দসম্ভার এত বিপুল এবং তথাকথিত মিল ও অমিলের স্রোত একই সঙ্গে প্রবহমান, যে কারণে সংগঠনমূলক বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ লেবভের মতে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে এই ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটতে পারে । ভাষা বিশ্লেষণ আমাদের সামনে একটি বিপরীতধর্মী সত্যকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর ক্ষমতা রাখে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সমাজবিরোধীরা আসে, যেমন,

১) (ক) কৃষিভিত্তিক সমাজ,
(খ) শহর এবং শিল্প প্রধান অঞ্চল,

২) উচ্চ থেকে নিম্ন পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ।

সমাজবিরোধীদের মধ্যে এ ভাষা এসপেরান্তোর কাজ করে ।

পূর্বে বলেছি অপরাধ-জগতের ভাষাকে আমরা এক শ্রেণীর jargon, argot বা antilanguage বলবো । কামার, কুমোর, মুচি, নাপিত, দর্জিদের নিজ নিজ পেশাগত ভাষা রয়েছে ; যেমন রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার নানা পরিভাষা । ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে সন্ধি স্বর প্রভৃতি যেমন ভাষাতাত্ত্বিক jargon । লঘু বা হাল্কা শব্দ-ও (slang) এই জাতীয় । সাধারণ্যে ব্যবহৃত লঘুভাষার (lingo) সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে । পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষাতেই লঘু শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । লঘু রূপটি নদীর জলধারার সঙ্গে তুলনীয়, এ রূপটি প্রমাণ করে যে, ভাষার মধ্যে একটি সজীব দ্যোতনা বর্তমান । মৃত ভাষাগুলির (যে ভাষার কথ্যরূপ লোপ পেয়েছে) লঘু রূপটিও মৃত । কোনো ভাষার লঘু শব্দের ইতিহাস জানতে হলে শব্দগুলির প্রয়োগের কারণ জানার প্রয়োজন করে ।

লঘু বুলি, উল্টি বাতোলা, প্রতিভাষা, বিপরীত ভাষা (বিভাষা), ঠার তাছাড়া আচার্য সুকুমার সেন এই ভাষাকে 'disguiscd languagc' বলেছেন, আবার 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'অপার্থ ভাষা' বা 'সংকেত ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন । সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতি-সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিভাষা বা বিপরীত ভাষা (বিভাষা) সীমাবদ্ধ রয়েছে ।

লঘু ভাষাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে । সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের হাতে তার নানান রূপ দেখতে পাই, যেমন, সর্বসাধারণের ব্যবহৃত শব্দাবলী, পেশাদারী এবং ছাত্রগোষ্ঠীর ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি । পেশাদারী ভাষাকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে : বহির্জগতের পেশাদারী ভাষা (professional codes) এবং অপরাধ-জগতের পেশাদারী ভাষা ।

অপরাধ-জগতের ভাষার রূপ দুটি—পেশাদারী ও অ-পেশাদারী । দুটি রূপেরই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন । অপরাধ-জগতের ভাষাকে জানা শুধুমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে নয় ; নৃতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অপরাধ-বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞাতিবিদ্যাগুলিকে লঘু-ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাজাত ফল প্রভূত সাহায্য করতে পারে ।

ভারতবর্ষের অপরাধ-জগতের ভাষার রীতিনীতি তো দূরের কথা, সামান্য শব্দতালিকাও আমাদের হাতে নেই । সে কারণে যিনি অপরাধ-জগতের ভাষা জানতে উৎসুক হবেন তাঁকে এই জগতের মুখোমুখি হতে হবে । অপরাধীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এদের ব্যবহৃত লঘুশব্দ ও ভাষার গঠনপ্রকৃতির (structure) হদিশ মিলবে । প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে, যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'ভুল' তথ্য হাতে তুলে দিয়ে মজা করতে চেয়েছে । নানাভাবে যাচাই করে বুঝতে হবে কোন্ তথ্য ভুল এবং কোন্‌টি নির্ভুল । যখন একই তথ্য বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে একাধিকবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছি তখনই মাত্র তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছি । যে তথ্য একবার মাত্র পাওয়া গিয়েছে তাও তালিকাভুক্ত করতে বাধেনি যখন তথ্য সরবরাহকারীর কাছ থেকে পাওয়া অন্যান্য উক্তি নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল বলে মনে হয়েছে ।

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের অধিবাসী কারা ? এখানে হিন্দিভাষীদের প্রাধান্য । অবাঙালিদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর । অবাঙালি হিন্দিভাষীদের শতকরা নব্বইজন বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা । বাঙালিদের মধ্যে নিরক্ষর এবং বেশকিছু সংখ্যার অর্ধশিক্ষিত (জনকয়েক উচ্চশিক্ষিতেরও সন্ধান পাওয়া গেছে) রয়েছে ।

অশিক্ষিত বাঙালি এবং অবাঙালিদের ব্যবহারের শব্দভাণ্ডার অভিন্ন । তবে উচ্চারণভঙ্গি ও ব্যবহৃত বাক্যগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের পীঠস্থান কোলকাতায় বাঙলা হিন্দির মিশ্ররূপ পাওয়া যায় । বাঙলাদেশের জেলাগুলিতে যেখানে অবাঙালি অপরাধীদের সংখ্যা কম সেখানে মিশ্র রূপটি কোলকাতার মতো প্রকট হয়ে ওঠেনি । মেদিনীপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অপরাধীদের একটি বড়ো অংশ বাঙালি সুতরাং তাদের ভাষাও বিশুদ্ধ বাঙলা ।

শহর ও গ্রামের অপরাধ এক ধরনের নয়, অপরাধ-পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য ভাষারও বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ-পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলিতে অপরাধের ধরনধারণের সঙ্গে গ্রাম-বাঙলার অপরাধের সঙ্গতি সর্বদা খুঁজে পাওয়া যায় না । কোলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের অপরাধ প্রায়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটে থাকে । এই ধরনের অপরাধের পেছনে সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক কাজ করে । সে কারণে বিভাষার একাংশ বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে ।

নিরক্ষর ও সাক্ষরদের ভাষার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট । নিরক্ষর বাঙালি ও হিন্দিভাষীর লঘু ভাষার মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানও সুস্পষ্ট । শুধু কি তাই, বাঙালি অপরাধীরা হিন্দিভাষীদের উচ্চারণ নকল করায় উচ্চারণে বাঙলাপেক্ষা হিন্দির প্রভাব বেশি । এর ফলে উচ্চারণে একটি মিশ্ররূপ ফুটে ওঠে । আচার-ব্যবহারে পোশাক-পরিচ্ছদে সর্বত্র একটি মিশ্ররূপের ছাপ । এ ধারার আমদানী পশ্চিমভারত থেকে, যার দৌড় পঞ্জাব পর্যন্ত ।

এই মিশ্ররূপটি হিপি ঢঙ-এর । শুধুমাত্র অপরাধ-জগৎ কেন, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের শহরগুলিতে হালকা হিপি কালচার বিরাজ করছে । রুচিহীন সস্তার দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র হিপি কালচার ও অপরাধাত্মক ক্রিয়াকলাপ শিক্ষার ল্যাবরেটরি ।

পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলখানা, থানা ও নানা অঞ্চল ঘুরে অপরাধী, অপরাধপ্রবণ এবং নানা জাতের মানুষের সঙ্গে মিশে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারই আলোচনা হবে এই অধ্যায়ে ।

পূর্বে বলা হয়েছে, হিন্দিভাষীরা বিহার ও উত্তরপ্রদেশবাসী । উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম-বাসীদের অনেকে বহু উর্দূ শব্দ আমদানী করছে । বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অপরাধীরা ভোজপুরী ও মগহী শব্দ এনেছে ।

অজমানা জানা <ফা. পরীক্ষা করা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারুয়া	পুলিশের ইনফরমার, তু. আ. বরী—মুক্ত মানুষ ।
মাসুক্	ছেলে বা মেয়ে বন্ধু, তু.ফা. প্রেমাস্পদ ।
রসিদ্	প্রকাশ করা, তু. ফা. খবর ।
কতিল্	মৃত্যুদণ্ড রহিত, তু. আ. ঘাতক, খুনী ।
কাফি	মোটা টাকা, তু. আ. প্রচুর ।
রিস্তা	বন্ধুত্ব, তু. ফা. আত্মীয়তার সম্পর্ক ।
ঢোঁড়া	মেয়েদের তলপেট, তু. ভোজপুরী ঢোঁরহী— তলপেট ।
কিচাইন্	প্রকাশ করা ; চেঁচামেচি করা, তু. ভোজপুরী ।
আলদ্	দড়ি, তু. আ. আলাৎ—যন্ত্রপাতি ।
উণ্ডা	সুন্দরী ; তু. আ. সুন্দর, মহৎ ।
থুররি	চণ্ডু, তু. ভোজপুরী তালী ।

ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু সংখ্যক অপরাধী পশ্চিম বাঙলায় আসে ; এদের সংখ্যা এই রাজ্যের অপরাধীদের শতকরা পাঁচ শতাংশের মতো হয়তো হতে পারে । এরা হিন্দি ও ভাঙা বাঙলায় কথা বলে ।

বাঙালি, হিন্দিভাষী এবং অন্যান্য ভাষাভাষীদের বাচনভঙ্গি এবং শব্দচয়ন প্রভৃতি পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত না হওয়ায় পরস্পরের সমন্বয়ে একটি মিশ্রভাষা ও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ।

অপরাধ-জগতের ভাষার বাক্যরীতির (syntax) নিজস্ব কোনো পদ্ধতি নেই । পশ্চিম বাঙলার ভাষায় বাঙলা ও হিন্দি বাক্যরীতির প্রভাব রয়েছে ।

বিভাষা মৌখিক ভাষাভিত্তিক (spoken dialect) ; নানা সাংস্কৃতিক প্রভাবযুক্ত এই লোকভাষার ওপর মার্জিত ভাষার প্রভাবও রয়েছে । বেশ কিছু মার্জিত শব্দ পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে রুচির মান যাচাই করা যেতে পারে ।

আতপ্	বিধবা, তু. আতপ চাল ।
ওভিসার্ আএনা	চটুল চোখ, তু. অভিসার ; আএনা = আয়না ।
ওভিসার্-ঝারি	চটুল চাহনি । ঝিল্লির ওভিসার-ঝারি ছান্‌কোআকে মহুআ বানিএছে —মেয়েটার চটুল চাহনি ছেলেটাকে পাগল করেছে ।
কাঁকন্	হাতকড়া, তু. বালা ।
কুলিন্	উঁচুদরের বেশ্যা, তু. কুলীন ।
ত্রিভুজ	রেলিংঘেরা পার্ক ।
থর্ নামা	মোটা মেয়ে । থরনামা চামর—মোটা অথচ সুন্দরী ।
দরসোন্	দাড়ি, তু. দর্শন ।
দ্রিস্টি	চোখ, তু. দৃষ্টি ।
পঙ্‌গত্	ভবঘুরের দল, তু. পঙ্গত ।
মালাজোড়া	বিয়ে করা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখি বন্‌ধন্‌	ফাঁসির দড়ি ।
রাখি বন্‌ধন্‌ উৎসব	জেলের মধ্যে কোনো আসামীর যেদিন ফাঁসি হয় ।
শ্রিরিতি	মূল্যবান পাথর, তু. শ্রী-ঐশ্বর্য ।
সিরিঙ্‌গার্‌	চটকদার বেআব্রু পোশাক পরিচ্ছদ < শৃঙ্গার ।
পালি	নোটের তাড়া, তু. পালি—রাশি ।

লঘুবুলির উদ্ভব সাধারণত দুটি কারণে ঘটতে পারে—(১) ব্যক্তিগত ; (২) অবস্থা ও পরিবেশ নির্ভর । J. Vendryes বলেন, 'individual fantasy contributes toward the creation of new words'[১] । কথাগুলি অপভাষা সম্পর্কেও প্রযোজ্য ।

অপরাধীদের ভাষা গবেষণা করলে জানা যেতে পারে কিরূপে এবং কেন লঘু শব্দের সৃষ্টি হয় । Julian Franklyn এ সম্পর্কে বলেছেন, The evolution of slang words, or phrases, or systems of usage, is as mysterious as is that of standard language.[২]

চলিত ভাষা থেকে এদের সৃষ্টি, সুতরাং ব্যুৎপত্তির সন্ধান করতে হবে এইসব ভাষার মধ্যে । সাধুভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে চলিত বুলির উৎপত্তির সন্ধান হবে অবৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ।

অপশব্দ সৃষ্টি হয় এইভাবে : (১) অর্থান্তর ঘটিয়ে । (২) শব্দের ভাঙা-গড়ার মাধ্যমে। (৩) সম্পূর্ণ নতুন শব্দসৃষ্টির দ্বারা ।

নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপে স্ল্যাং শব্দের ঝুড়ি-ঝুড়ি ব্যবহার হয় । অপরাধের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুলি অহরহ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, বহির্জগতে প্রকাশের আশঙ্কায় এই পরিবর্তন ও পরিবর্জন । সে কারণে অনেক সময়েই ব্যবহৃত শব্দ হঠাৎ ফেলে দিতে হয়। *কোনো শব্দে কখনো-বা নতুন অর্থ যোজনা করা হয়, এই আরোপিত অর্থটির সঙ্গে শব্দটির মূল অর্থের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে ।* কয়েকটি উদাহরণ থেকে এই ধারাটি বুঝতে সুবিধা হবে ।

কাপা	১। ইঁট নির্মিত < পাকা । কাপা গব্‌বা—পাকা বাড়ি । ২। ছুরি ।
কাঁইচি	১। বাগানের মালি । ২। তালা ।
ঘেউআ	১। কুকুর । ২। ঘর ।
ঘোড়া	১। রিভলভার । ২। দেশলাই কাঠি । ৩। তাসের রাজা ও রানী । ৪। মোটরপাম্প ।
চর্‌কা, চর্‌কি, চর্‌খা, চর্‌খি	১। হাতঘড়ি ২। গ্রামোফোন রেকর্ড । ৩। সাইকেল । ৪। দরজা গর্ত করার যন্ত্র । ৫। জানলার কাচ ।

---

১. *Language* : J. Vendryes : Routledge and Kegan Paul, London, 1952, p. 253 .
২. *A Dictionary of Rhyming Slang* : Julian Franklyn : Routledge and Kegan Paul, London, 1960, p. 5.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকা, চাক্কা	১। গাড়ি । ২। বোমা । ৩। গিনি । ৪। গাঁজা ।
ছক্কা	১। জুয়া ; তু. ছয় । ২। চুরি, তু. হি. জুয়াচুরি ।
	৩। ছ'টাকা । ৪। হিজড়া ।
ছাব্কা	১। ছেলে । ২। দোকান ।
জুঁই	১। মেয়েবন্ধু । জুঁইফোটানো—কোনো মেয়ের মন রাখা ।
	২। লাঠি । মেরে জুঁইফুল দেখানো—লাঠি মেরে কাৎ করা ।
পাখি	১। আংটি তু. অ. ভা. পাক্কি—সোনা । ২। মেয়ে ।
	৩। প্রতারিত ব্যক্তি ।
বাঁধাকোপি	১। শিখ । ২। বুদ্ধি । ৩। হাবাতে ।

প্রতিটি শব্দের সর্বশেষ অর্থটির সঙ্গে শব্দটির মূল অর্থের কোনো ন্যায়সঙ্গত যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না ।

"পলিসেমি" বা বহুঅর্থকতার সমস্যা খুবই পরিষ্কার । একটি শব্দে বা পদে একাধিক অর্থের যোজনা হচ্ছে । কয়েকটি অর্থের হয়তো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় । আবার কয়েকটি অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয় । এই জাতীয় অর্থযোজনা জরুরীকালীন অবস্থায় ঘটে থাকে । ভয়, অস্থিরতা ইত্যাদি মানসিক ও পারিবেশিক অবস্থার চাপে অর্থ ব্যুৎপত্তি মেনে চলে না । সে সময়ে প্রতিভাষা তার মৌলিক চরিত্র লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয় । এটিও প্রতিভাষার একটি বিশেষ চরিত্র । শব্দের সঙ্গে অর্থের যেখানে ভাষাতাত্ত্বিক যোগসূত্রের একান্ত অভাব তা ভাষাতত্ত্বের ফ্রেমে বাঁধা যাবে কি না জানি না । প্রতিভাষা যারা ব্যবহার করে তাদের অধিকাংশ নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত বা (কেতাদুরস্ত) সংস্কৃতিসম্পন্ন নয় । অর্থনির্বাচন, বলেছি, একান্তভাবে পরিবেশধর্মী । পরিবেশ বাধ্য করে অর্থ গ্রহণ বা বর্জন করতে বা একই শব্দের বহু অর্থ বহুতর চাপের সৃষ্টির ফলও বলা যায় । যেখানে অর্থ অনর্থ ঘটাচ্ছে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এ এক নতুন চিন্তা । কেবলমাত্র "পলিসেমি"-চর্চা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে নতুন কোনো পথ দেখালেও দেখাতে পারে ।

স্ল্যাং সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সমীক্ষায় ধরা পড়েছে । ওই রাজ্যের লোকের সঙ্গে আলাপ করে যা জানা গেছে তার মর্মার্থ হবে এইমতো :

১। ভয়
২। ঝগড়া বিবাদ অবিশ্বাস
৩। হাসি ঠাট্টা
৪। পুরাতন উক্তির প্রতি অনীহা

উল্লিখিত কারণগুলি পাতালপুরীর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উক্তিগুলির পরিবর্তন ঘটায়।

ঠাট্টা তামাসার মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দাবলী খুবই কৌতুকপ্রদ । উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি রসবোধের পরিচায়ক ।

বেঙ্গল্ পুলিস্	বিড়ি । < বাঙলা পুলিসের পোশাক খাকি রঙ-এর ।
ক্যাল্কাটা পুলিস্	সিগারেট ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠানডা-গরমি বুড়ো বর ও যুবতী স্ত্রী ।

'The continual use of new words as the old lose freshness and color, the need for constant additions and subtractions to which it is subject, make the process of revision unending'. [৩]

পুরনো শব্দাবলী ক্রমশ সজীবতা হারিয়ে ফেলে, বারবার ব্যবহারের ফলে তার আলঙ্কারিক রূপের আকর্ষণ আসে কমে । প্রয়োজন হয় নতুন শব্দের । এইভাবে একাধিক রসাত্মক শব্দের সৃষ্টি ও ব্যবহার দেখা যায় । একটি ধারণার বহু প্রতিশব্দ থাকতে পারে। নিম্নে কয়েকটি ধারণার অসংখ্য প্রতিশব্দের উল্লেখ করা হলো ।

মেয়ে গোরা । চামর । চিছা । ঝিল্লি । ট্যাপারি । ডাটিভাতি (ভাতি—অ. ভা. বেশ্যা > মেয়ে) । তানুক্ (তু. তনু) । তার্ । তার্ মাল্ । পউনি (তুঃ স. ভা. পুনর্ভূ—পতিতা) । ফানটুস্ । বাঁটুল্ । বোচা (তু. বোঁচা—চ্যাপটা নাক অর্থাৎ কুৎসিত) । ভাতি । ভুতি । মাকড়ি । মস্তিদার্ । মাল্ । মিচরি। লাঠিম্ । লিগোর্ । সাকরি (তু. লড়কি > সড়কি > সকরি) । সিট । সুড়ডি (তু. বুড়ডী) । হরিনঘাটা (পশ্চিম বাঙলার সরকারী ডেয়ারী) ।

বোমা অন্ডা (তু. অণ্ডা) । আম্ । আলু । কদ্মা । কোউটো । গন্ধা । গুল্গুলিআ । গেন্ডা (তু. গন্ধা) । গেদা । গেনা (বল্) । গ্যানা । গিনি (ইং guinea)। চাকা । ছাতু । ছোট খোকা (মাঝারি জাতের বোমা) ডিমা । ডিমু (তু. ডিম)। নাড়ু । পাঁউরুটি । পেটো । পেটা । পেটোআ (তু. পাট) । পোলা । বোড়ি । রুটি । লাড়ডু । লেবু ।

পুলিশ কর্করো । কোঠারি । কুত্তা । খোচর্ । খোচোর্ । খিল্লোচর্ । খোমোচোর্। খেটখেল্ । খেটকেল্ । খ্যাঁটকেল্ । খ্যাঁক্সেআল । চাঁদিআ। গোরমেনট টুপি । চুসা (< চোষা) । চোক্ (রাতে যে পুলিশের হাতে টর্চবাতি থাকে) । জুম্লি । ঝুড়ি । ঝাঁকাওলা । ঝাঁকামুটে । টিক্টিকি । ঠোলা । ডিঙ্গুর্ । ঢেলা । পপি । পপা । পোপা । ফাউআ । বিলা । বুদ্দা । মাছি । ম্যালেরিআ । মাচর্ । চামার্ । মুটিআ । রাজামার্কা । রাজার ছেলে । রাবোন্-বিভিসোন্ । লোঠা (< ঠোলা) । লেপাই । লাল্জি । লাল্মিআ । লাঠি। লুপিস্ । সম্ভু । সুক্কম্ । হরমা । হুসহুস্ ।

মদ কিটা । খাটটু । খিটা । খিরুআ । গিনাই । চারু । চিনা । চিনে বম্ । চিলোআ। জিগর্ (তু. <jigger)। জিবি । টিটা । থর্রা । দাওআই । পাগ্লি । ভাজি । মোধু । লিটো । লিডা । লিডো । সাম্সু । গ্যাসোলিন্ । পেট্রোল্ । ভ্যাট্ সেভেন্টি ।

---

৩. *The American Thesaurus of Slang*; L. V. Berrey and Melvin Van Den Bark : Thomas Y. Crowell, N. York, 1947, p. V.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিশব্দের সৃষ্টি দুভাবে । (ক) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দদ্বারা একটি বিশেষ অর্থ বোঝানো। (খ) একটি শব্দ থেকে একাধিক শব্দ বানানো । যেমন, খোচর শব্দ থেকে খিল্‌লোচর, খোমোচর, খোচোর, খোচুর প্রভৃতি শব্দ পাই ।

পশ্চিম বাঙলার পাতালপুরীর ভাষাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে (১) অপরাধীদের ব্যবহৃত গোপন শব্দাবলী যা চুরি প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত; (২) সমাজবিরোধীরা (anti-social elements) যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার করে । যদিও দুটি শ্রেণীই লঘুবুলির অন্তর্গত ।

শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত তরুণরা শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত এবং নিরক্ষর সব কিছুই হতে পারে। স্ল্যাং শব্দ তরুণদের অধিকতর প্রিয় । এরা গোপন বুলির সঙ্গে সাধারণ লঘু বুলিও অনর্গল ব্যবহার করে থাকে । যেমন,

অক্‌কা	মৃত্যু ।
লক্‌কা	বাবু ছেলে ।
খচা	বিরক্তি ।
তাপ্‌পি	ধাপ্পা ।
আন্‌তাব্‌রি	এলোমেলো ।
এ্যাওলা স্যাওলা	অপচয় ।
গ্যাস, গুল্‌, চুক্‌কি, ভক্‌কি, মিটার	ধাপ্পা ।
চামচা	তোষামুদে ।
বোম্‌কে জাওআ	বিগড়ে যাওয়া, ঠকানো ।
ভট্‌টা করা	মারা ।
মদ্‌না	বোকা ।
মাক্‌ড়া	বোকা ।
গাদা	দেশি বন্দুক ।

সমাজবিরোধীদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রগোষ্ঠীর একাংশের আলাপ পরিচয় থাকে, এইসব সমাজবিরোধী সাধারণত অপরাধগোষ্ঠী এবং ছাত্রদের একাংশের যোগাযোগের সেতুস্বরূপ। এরা রাস্তার মোড়, চায়ের দোকান, ক্লাব বা অন্যত্র একত্র মিলিত হয় এবং এই মিলনের ফলে অপসংস্কৃতির বিস্তার ঘটা বিচিত্র নয় । এই বিস্তার ভাষার ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করে । এর চাক্ষুষ প্রমাণ যখন একই শব্দের অপরাধ-জগৎ এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

(ক) একাধিক শব্দ একই অর্থে অপরাধী, সমাজবিরোধী এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

গলতা	গলি, আড্ডার জায়গা ।
ঠেক্‌	আশ্রয়, আড্ডার জায়গা । রামের গলতাএ শাম (শ্যাম) ঠেক্‌

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	নিএছে —রামের ডেরায় শ্যাম আশ্রয় নিয়েছে ।
পাট্‌সালা, পাট্‌শালা	শিক্ষা । টিঙের কাজ কোরিনা, আমি গব্‌বাবাজ টিঙের পাট্‌সালাতে পোড়িনি—আমি পকেটমারের কাজ করি না, আমি সিঁদেল চোর, পকেটমারের শিক্ষা রপ্ত করিনি ।
ধুম্‌কি	নেশায় মৌজ, তু. ধুম্‌ ।
বাঙ্‌লাবাজার	ধাপ্পা ।
বার্‌খসানো	লাভের আশায় মিথ্যাস্তুতি ।
বিলা	কুৎসিত ; জানাজানি ।
লক্‌কর্‌	ছুরি, তু. লোহালক্কর ।
সুড্‌ডা	বুড়ো, তু. হি. বুড়্‌ঢা ।
সুড্‌ডি	বুড়ি ।

এইরূপ বহু শব্দ রয়েছে যাদের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক । পূর্বে ছাত্রবুলি ও অপরাধ-জগতের বুলির মধ্যে দুস্তর প্রভেদ ছিল । বর্তমানে সে প্রভেদ ক্রমশ লোপ পেতে চলেছে।

(খ) একই শব্দের ভিন্ন অর্থ

	অপরাধী	ছাত্র
আওআজ্‌	ছুরি ।	বিরক্ত করা ; বাড়িয়ে বলা ।
কম্‌লি	ধর্ষণ ।	মেয়ে ।
কান্‌কি	চোখ ।	চোখের টানে বা ইশারায় কোনো মেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ।
গোটো	বিনা নিমন্ত্রণে যে খেয়ে বেড়ায় ।	১। নির্বোধ । ২। কৃপণ ।
ঝারিকরা ;		
ঝারিকসা	জানা, অনুসন্ধান করা ।	কোনো ছেলে বা মেয়ের পানে তাকানো ।
পাগ্‌লি	জেলের বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা ।	চটুল মেয়ে ।
ভিত্‌তর্‌	জেলখানা ।	বেদম মার ।
ভেড়ুআ	বেশ্যার প্রিয়জন ।	গ্রাম্যলোক ।

যদিও এসব শব্দের উভয় জগতে চল রয়েছে তথাপি উচ্চারণ ভঙ্গি দুরাজ্যে এক ধরনের নয় । অপরাধীরা যে ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে ছাত্র বা সাধারণ লোকের উচ্চারণ স্বতন্ত্র, তারা সাধারণভাবে উচ্চারণ করে থাকে ।

ছাত্র-বুলি যা পাতালপুরীতেও চলে তাদের অর্থ মোটামুটি এক ধরনের ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র-বুলির আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

কে. পি.—কেটে পড়ো । কামাল্ করা—চমকে দেওয়া । টুস্—গালাগাল । ডবোল্-গেম্—এক জোড়া ছেলে-মেয়ে । তিলুআ—বদমাস । দেঁতো—নামকরা মস্তান । দেঁতো পুঁটি-খুদে মস্তান । পাটি—মেয়ে । পিঙ্খাড়্—রোগা লোক । ফিক্লু—মস্তান । ফেরেম্বাজ্—ধাপ্পাবাজ । বিধোবা—যে-ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই । ভেরানো—প্রাক্তন প্রেমিক যখন বর্তমান প্রেমিককে বাধা দেয় । মাল্—বাজে । মেল্ চরানো—বাজে কাজ । সেল্—সদ্য-নামা গ্রাম্য লোক । ল্যাঙমারা—প্রেম করে বিয়ে । এল্ .এম্.—প্রেম করে বিয়ে (love marriage)। health officer—রোগা মানুষ । voice-change—কিশোরের যৌবনপ্রাপ্তি । টি. সি. ম্যানেজার —ভবঘুরে (= টোটো কোম্পানি) । মেল—যে-মেয়ে জোর কদমে হাঁটে ।[৪]

ছাত্র-ছাত্রী বুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত (১৯৮০ সালের)

অক্কাপটাঙ—উল্টেপড়া । আঁতিখোঁজা—জায়গাখোঁজা । আওয়াজ দেআ—ইঙ্গিত করা। ইকিড়ি নিকিড়ি কথাবার্তা— বাজে কথা বলা । উরধুর—নতুনধুর । এক থাবড়া—৫০০ টাকা । এগ্‌গি—১ টাকা । কিচাইন—কাঁচিয়ে দেওয়া । কান-পাড়াক্কা—প্রহার করা । কাঁওতালি —গোলমাল । কেরোশেডিং—কেরোসিনের অভাব । কেলো করা—ফাঁস করা । কেলুআ —বোকা । খিচাল—ঝগড়া । খাঙারি—চুরি । খেটে যা—শুতে যা । খোপে যা—অবজ্ঞা প্রকাশ করা । থোবর—মুখ । গ্যারাজ—জমা করা । ঝুল—বাজে । ঝুল মেয়ে (ছেলে)—হালকা মেয়ে (ছেলে) । চামচার হ্যানডেল—চামচার চামচা । চন্দ্রবিন্দু হওয়া—মরে যাওয়া। ছোবি কোরে ফ্যালা—মেরে ফেলা । ছাও—সুন্দর মেয়ে । টোকো—সুন্দর । টর্চলাইট—ভুট্টা (পোড়া) । ঢুড়্ডা-ঢুড়্ডি—প্রেমিকা । টিনু—তরুণছেলে । জালি—খারাপ । জনতোর—অল্প বয়সী পাকা ছেলে । ঢপের কেত্তোন—আজগুবি গল্প । printed—পাছা < ছাপা । পানসি —মোটা মেয়ে । পেঁপেচোর—প্রোফেসর । পালিস করা—মেরে ফেলা । fanta—fantastic । ফোআরা—প্রেমের প্রথম ধাপ । fried rice—প্রেমে ভরপুর । mod—modern । missile—cigarette। loadshedding—কালো অর্থে । skylab—হঠাৎ কোনো বস্তুর মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া । বানান দেয়া—মার দেওয়া । বেন্চি ভাড়া— স্কুল কলেজের মাহিনা । বাদাম পার্টি —সস্তা দরের মেয়ে । বাদাম চিবোনো— প্রেম করা । ভিয়েটনাম—লালপল্লী । ভাঙা বেহালা —প্যানপ্যানে গান । এম্. বি. বি. এস্—মা বাবার বেকার সন্তান । মাথাফাটা—বিবাহিতা । মিনিদা—মিনিবাস । রটটা—মুখস্ত । রামখেলুড়ে—যে অনেক প্রেম করে । লাইসেনসধারি —বিবাহিতা । লালবাতি—বিবাহিতা । লাটটু—আদুরে ছেলে । শোততোনাশ —সর্বনাশ । স্কুলেজ—উচ্চমাধ্যমিক । হাপপু—উচিত শিক্ষা দেওয়া । হোস্ পাইপ—প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয়জনের থাকা । হ্যাটা করা—মেরে ফেলা । বক্রেশ্বর চা—দুধ ছাড়া চা অর্থাৎ Raw

৪. শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য (গ্রন্থকারের প্রাক্তন ছাত্র) পশ্চিম বাঙলার তিনটি জেলার (কলকাতা, বর্ধমান ও হাওড়া) কয়েকটি ছাত্র-বুলি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Tea। গজা, আলু—অকর্মণ্য । সুরমা—এলাকার দাদা, মস্তান । চাঁদনি—চটকদার মেয়ে । সাইজ করা—সায়েস্তা করা । ডি.আই.জি.—Double income group ।

শব্দের ব্যবহার পরিবেশধর্মী । যে সময়ে ট্রামে বাসে বিড়ি সিগারেট খাওয়ার কোনো বাধা ছিল না তখন পকেটমারদের একজন অপরজনকে 'বিড়িলাগা' বলে ইঙ্গিত করতো অর্থাৎ এবার পকেট মার । কিন্তু আইন করে ধূমপান বন্ধ করায় এই উক্তিরও ব্যবহার লোপ পেয়েছে । 'নিচু-চাক্কা' বলতে বোঝায় ট্রাম বা বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে পকেট মারা । যদি পাদানিতে দাঁড়ানো কোনোদিন বন্ধ হয় তবে শব্দটির চলও না থাকার সম্ভাবনা ।

তাছাড়া তিব্বতী দালাইলামা ভারতে আসার পর বাঙলাদেশের একটি জেলখানায় 'দালাইলামা' বলতে 'গাঁজা' বোঝালো । বহু শব্দের এইভাবে সৃষ্টি ও ব্যবহার দেখা যায় ।

পতিতা ও হিজড়া ভিন্ন অপরাধ-জগতের ভাষা মূলত পুরুষের মুখের বুলি ।

এ ভাষা অনাঞ্চলিক (non-local) সমাজী উপভাষা । হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা বুলি নয় । বিশেষ উদ্দেশ্য মেটাতে এর সৃষ্টি ।

যুগ যুগ ধরে এর প্রবাহ বয়ে চলেছে । স্থান কাল পাত্র ভেদে এ ভাষার রূপের পরিবর্তন হয়ে থাকে । অপরাধ-জগতে একজনের মুখের ভাষা থেকে তার অপরাধের ধারা ও ঝোঁকের সন্ধান পাওয়া যাবে, এমন-কি সে কোন জাতীয় অপরাধ করতে পছন্দ করে, যেমন, গাঁজা, মদ, চণ্ডু প্রভৃতি সেবন এবং কি পরিমাণে বেশ্যাসক্ত তাও বুঝে নেওয়া যায় কেবলমাত্র তার মুখের ভাষার মৌলিক গবেষণার দ্বারা । প্রত্যক্ষ গবেষণা চালিয়ে দেখেছি যে, অপরাধীদের কোনো বিশেষ বস্তু, চিন্তা প্রভৃতি সম্পর্কে আকর্ষণ বা অনীহার লক্ষণ ধরা গেছে তার ব্যবহৃত শব্দচয়নের প্রকৃতি অনুসন্ধান করে । একজন অপরাধীকে মেয়ের প্রতিশব্দ জিজ্ঞাসা করায় সে সাত-আটটি শব্দের উল্লেখ করে এবং অধিকাংশ শব্দাবলীর অর্থ হলো 'কালো মেয়ে' । ওই লোকটিকে প্রশ্ন করে জানলাম যে—কালো মেয়ের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে ! স্বাভাবিক জীবনে তার স্ত্রীর রঙ ছিল কালো, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে ধীরে ধীরে অপরাধীর জীবনযাত্রা বেছে নেয় এবং বর্তমানে সে লোকটি পতিতাসঙ্গ পছন্দ করে, তবে যার গায়ের রঙ কালো তার প্রতি লোকটির আকর্ষণ অতি উগ্র । তেমনি যে গাঁজার কড়া ভক্ত সে গাঁজার প্রতিশব্দ যতগুলি জানে অন্য নেশার প্রতিশব্দের প্রতি তেমন আকর্ষণ নাও থাকতে পারে, তাদের নানান নামকরণ জানা না থাকাও বিচিত্র নয় । যে মদচোলাই করে সে পকেটমারের ভাষায় তেমন রপ্ত হবে না এবং পকেটমারীর প্রতি অনীহাও প্রকাশ পায় । সে পকেটমারের পেশা গ্রহণ না করে কেন মদচোলাই-এর দিকে মন দিল তার হদিশও অপরাধীর মুখের ভাষার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে,—সবকিছুই নির্ভর করে ভাষাবিজ্ঞানীর ধৈর্য সহানুভূতি এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতির উৎকর্ষতার ওপর ।

পেশাগত স্ল্যাং এবং অপরাধ-জগতের সাধারণ স্ল্যাংগুলির মধ্যে যাদের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসে বা বন্ধ হয়ে যায় তাদের অনেকে অপরাধ জগতের বাইরে স্থান পেয়ে বেঁচে থেকেছে বহুকাল । আমাদের মুখে ব্যবহৃত বহু স্ল্যাং হয়তো একদা অপরাধ-জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের জগতে আশ্রয় করে নিয়েছে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাব ভিন্ন পেশা ও সংস্কৃতিগত প্রভাবও লক্ষণীয় । একই পেশার কোনো স্থানীয় লোকদের নিজস্ব গোপন বুলি অন্য দলের লোকেরা জানে না । ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ গোষ্ঠীর বিভাষা ভিন্নতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য

এক-একটি বিশেষ অঞ্চলের লোকের ব্যবহৃত শব্দ অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে । আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যে অপরাধীর ভাষায় স্পষ্ট তার আঞ্চলিক সত্তা নির্ধারণে শব্দ-চয়ন প্রণালী প্রকৃত সাহায্য করতে পারে । যেমন বর্ধমান জেলার বাসিন্দার অথবা ঐ জেলায় দীর্ঘকাল অপরাধে লিপ্ত অপরাধীর ভাষা থেকে বর্ধমানের আঞ্চলিক ভাষা ও ওই অঞ্চলে ব্যবহৃত অপরাধীদের লঘুশব্দ সংগ্রহ করা যেতে পারে । সংগৃহীত শব্দাবলী থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে কোনো বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে অপরাধীর কোনো সম্পর্ক ছিল কিনা। এখানে অপরাধীদের ব্যবহৃত কয়েকটি আঞ্চলিক শব্দের উল্লেখ করা হলো :

আলগ্	নানা জায়গার অপরাধী, তু. আলগা (বর্ধমান)
আল্‌গা	বিদেশী, আগন্তুক (বর্ধমান)
আট্‌কাবাজ্	কয়লা চোর (হাওড়া রেল ইয়ার্ড)
উসি	চশমা (দক্ষিণ ভারতীয়)
ককরো	পুলিশ (পূ. বাঙলা)
কুড়ি-চর্‌খা	মেয়ে চোর (উ. ভারত)
কেচুআ	কয়লা চোর (হাওড়া রেল ইয়ার্ড)
খেমট্‌কেল্	লোক (ত্রিপুরা)
গোএনদা	চোর ; যে পথ দেখায় (বর্ধমান)
গ্রহ	যে-দল যখন-তখন চুরি, খুন করে থাকে (পঞ্জাবী)
চিন্, চিনা	কোকেন (কোলকাতাবাসী চীনা অপরাধী)
ছাম্	মেয়ে (কোলকাতার বহুবাজার অঞ্চল)
ঝুল্	ফাঁকা (বর্ধমান)
ডাল্	চোরাইমালের ক্রেতা, তু. ডাল । রাঁধা ডালের রঙের সঙ্গে সোনার রঙের তুলনা করা হয়েছে । (দ. ভারত)
ডুরি	দরোয়ান, তু. দ্বারী (উ. বাঙলা)
পাট্‌কু	'টপকা'-তে যে জাল সোনার তাল মাটি থেকে তুলে নেয় (দ. ভারত)
ফন্‌ডা	জুয়ার আড্ডা (ওড়িশা)
ফুঙ্	কোকেন (চীনা অপরাধী)
ফুঙা	কোকেন (চীনা অপরাধী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেটমারের উক্তি

ছপ্‌পর	বাধা ।
টিঙ্	পকেট, তু. ই. tin অর্থাৎ টিনের কৌটা ।
ঠেক্	বাধা ।
নিমা	জামার পকেট ।
বুক্‌খাল্	বুক পকেট ।
সেটে জাওআ	যে লোক প্রতারিত হবে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো ।

সাক্ষর পকেটমারের কয়েকটি বিশেষ উক্তি

চাদর্-ওড়ানো	বাধা সৃষ্টি করা ।
আগে দাঁড়ান্	যে প্রতারিত হবে তার আগেভাগে দাঁড়িয়ে বাধা সৃষ্টি করা ।

গব্বাবাজের ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ

আখ্‌ড়া	জানলা ভাঙার যন্ত্র ।
কলম্	দরজা-জানলা ভাঙার যন্ত্র ।
কাটি	জাল চাবি কাঠি ।
জিগ্‌গাঁসা	? আকারের লোহার আঁকশি ; এর সাহায্যে পাঁচিল টপকানো হয় ।

গব্বাবাজের দল

গাম্‌ছাবাজ	যে লোক সিঁদ-কাটা যন্তর নিয়ে যায় । যন্তরটি একটি গামছা মোড়া থাকে ।
সুর্‌বাজ্	দলের যে লোক বাইরে থেকে অন্যান্যদের চলাফেরা লক্ষ্য করে ।
ছপ্‌পরবাজ্	যে বাধা সৃষ্টি করে অথবা ঘরের মধ্যে পিচকারি থেকে ওষুধ ছিটিয়ে দেয়, উদ্দেশ্য ঘরের লোকদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা । তু. হি. ছপ্‌কা—ছিটানো ।
চড়্‌বাজ্	যে বাড়ি বা ঘরের মধ্যে ঢুকে দামী সামগ্রী বাইরে বার করে দেয় ।
ঢুক্	সাধারণত দলের মধ্যে যে রোগা লোক সে অথবা কোনো কিশোর 'ঢুক্‌র' কাজ করে । গ্রামাঞ্চলে ঢুক্‌র গায়ে তেল মাখিয়ে দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করানো হয় ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুয়াড়ীর ব্যবহৃত শব্দ

তর্‌কারি	ছয় ।
হাঁড়ি	ছয় ।
পাগ্‌ড়ি	দশ ।
ঘর্‌পার্‌	পাঁচ ।
ছার্‌পোকা	৫০ পয়সা মাত্র ।
বাগ্‌বাজার্‌	শূন্য ।
রসোগোল্‌লা	দশ ।
সিঙারা	তিন < তিনকোনা ।
ছাব্‌বিসিআ	তাসের জুয়াড়ী ।
ছিক-চাকি	এক টাকা
শিক্‌-চাকি	এক টাকা ।
বিস্‌ সের্‌	আশি টাকা ।

জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে চালু শব্দ

কুপিআ	জেলের মধ্যে সেল ।
খাব্‌বুস্‌	জেলের খাবার ।
চিজ্‌	গাঁজা ।
চেআর্‌	নিষ্ক্রিয় সমকামী (catamite) ।
জোগার্‌কা চিজ	জেলের মধ্যে গোপনে আমদানি করা সামগ্রী । জেলে পুলিশকে ঘুষ খাইয়ে ভেতরে বহু কিছু সামগ্রী প্রবেশ করানো হয় ।
জোগারিসাল্‌	দ্র. জোগারকা চিজ্‌ । সাল = মাল ।
দালাইলামা	গাঁজা ।
দোকান্‌	মলদ্বার । অনেক সময়ে মলদ্বারে লুকিয়ে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হয় ।
ময়লাখোর্‌	সক্রিয় সমকামী (sodomite) ।
মাস্‌	জেলখানা ।
রুটিহা	জেলের সেলের কয়েদীকে গোপনে রুটি খাওয়ানো ।
লপ্‌সি	জেলের খাবার, পাতলা জলো ফেন মেশানো তরকারি ।
convalescent	যৌন ক্ষুধা ।

একটি সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর বাচনভঙ্গি ও শব্দসম্ভার অন্য গোষ্ঠী থেকে পৃথক হতে পারে ।

শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত বাঙালি সমাজবিরোধী ও নিরক্ষর বাঙালি অপরাধীদের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ রয়েছে । শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে বেশ কিছু মার্জিত শব্দের ব্যবহারের চলন দেখা যায় । সাক্ষর ও নিরক্ষরের মধ্যে ভাষার পার্থক্য লক্ষণীয় । ভাষাতাত্ত্বিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবেষণা সংস্কৃতিগত পার্থক্য প্রকাশে সাহায্য করে ।

অনেক সময়ে দেখা গেছে যে, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন পেশার অপরাধী ব্যবহার করছে তবে অর্থ সর্বত্র এক থাকছে না । যেমন, পকেটমারের কাছে 'সওদা'র অর্থ 'নোটের তাড়া'; তোলনকারীর (luggage-lifter) নিকট 'মাল বা বাক্স' ; 'তরুণী' বোঝাবে কোটনা-কোটনীর নিকট ; বারাঙ্গনার কাছে 'খদ্দের ।'

কানি	রুমাল ; জামাকাপড় (চোর) ; বিবাহ (মস্তান)
কাঁকন	হাতকড়া (কয়েদি) ; মুঠ (মস্তান)
কুকুর্	ডিটেকটিভ পুলিশ (কোলকাতার অপরাধী) ; পুকুর (পল্লীঅঞ্চলের ডাকাত)
গাছ্	ফাঁসিমঞ্চ (কয়েদি) ; ছাগল চোর < ছাগ ।
ছাপ্, ছাপা	স্ট্যাম্প (গব্বাবাজ) ; স্ত্রীলোকের পাছা ; স্ত্রীলোক (মস্তান)
মাস্	মাল (চোর) ; মাসিক (পতিতা) ; সমাজ (মস্তান)
সোড়্লা	অস্ত্র (মস্তান) ; মোটা টাকা (পকেটমার)

শব্দের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । বহু শব্দের ব্যবহার নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শব্দের প্রচলন রয়েছে । পশ্চিম বাঙলার উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের অপরাধ-জগতের ভাষা হুবহু এক নয় । আবার অজস্র শব্দ পশ্চিম বাঙলার সর্বত্র মুখে মুখে ফিরছে, যেমন,

খোচর্, খোচোর্	পুলিশ ।
চাম্	সুন্দর ; ১৫-২০ বছরের মেয়ে ।
চামর্	সুন্দর ।
চামড়া	১। মানিব্যাগ । ২। শূন্য মানিব্যাগ । ৩। মদের ব্লাডার । ৪। শার্ট ।
ছপ্পর্	১। ঢাকনা । ২। ছাতা ৩। দাড়ি ।
গজ্, গজের পাত্তি, গজের পাতা	১। একশো টাকার নোট । ২। ছুরি । ৩। পিস্তল । ৪। রুটিকাটা ছুরি ।
ঠোলা	১। পুলিশ । ২। থানা । ৩। চশমা ।
ধুর্	প্রতারিত ব্যক্তি ।
নাল্	জেলখানা, তু. লাল অর্থাৎ থানা বা জেলের লাল রঙ-য়ের দেয়াল ।
বিলা	১। খবর । ২। কুৎসিত মহিলা । ৩। দরোয়ান । ৪। ইনফরমার । ৫। পুলিশ । ৬। পলায়ন ।
রেলা	১। অঞ্চল । ২। ধাপ্পা । ৩। মস্তানি । ৪। গোলমাল ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা করা যায়, শব্দাবলীর বৃহদংশ পশ্চিম বাঙলার নিজস্ব ; একাংশ রাজ্যের বাইরে থেকে এসেছে, সর্বভারতীয় শব্দও বহু রয়েছে। পশ্চিম বাঙলায় ব্যবহৃত সর্বভারতীয় শব্দের প্রায় সবগুলিরই কোলকাতার অপরাধ-জগতে চল রয়েছে কারণ সর্বভারতীয় বনেদী অপরাধীরা কোলকাতার মাটি একবার স্পর্শ করে ধন্য হতে চায়।

আঞ্চলিক বিচারে উক্তিগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

(১) পশ্চিম বাঙলার বাঙালি অপরাধীদের হাতে গড়া বা বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া।

(২) পশ্চিম বাঙলায় অবাঙালিদের দ্বারা আমদানী বা সৃষ্ট।

(৩) বহির্বাঙলা থেকে বাঙলায় আমদানী।

(১)	
অনধোকার্	অমাবস্যার রাত।
পনচাস্	জুয়াখেলায় তৃতীয় ব্যক্তি।
পাপড়ি	ঠোঁট।
(২) ও (৩)	
অজমানা	পরিচিত কাজ।
চামু	মদ।
চারসু	চোরাই সোনা-রূপার ক্রেতা।
ঝটাকাদারুসেমা	চোরাইমাল নিয়ে পালা।
ফন্ডা	জুয়ার ডেরা।
বোদ্না	উলকি, তু. গোদনা।
বোইঠি	পালানো, চুরি করা, রমণ করা।

AMARBOI.COM

এই শ্রেণীবিভাগ তখনই সম্ভবপর ও সম্পূর্ণ হতে পারে যখন অন্ততপক্ষে পূর্বাঞ্চলে পাতালপুরীর ভাষার তথ্যসংগ্রহের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হবে।

বাহ্যিক বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থেকে বহু শব্দের জন্ম হয়েছে :

অনড়া	ঘড়ি, তু. অণ্ডা।
আলু	হাত বোমা।
কাটি	ফাউনটেন পেন।
টিআ	দরজা বা জানলা ভাঙার যন্ত্র। যন্ত্রটির চেহারা অনেকটা টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো।
ডাব্	কোমর।
ডিম	ইলেকট্রিক বাল্ব।
ডেকচি	কোমর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরোআলি	রমণীর সরস বিম্বাধর ।
দানা	ছটরা ।

আত্মীয়তার সম্পর্কসূচক নামের দ্বারা সর্দার বা দলের অন্য লোককে বোঝায় :

কাকা	দলের লোক ।
গুরমা	হিজড়াদের সর্দার, তু. গুরুমা ।
জাটঠা	চোরাইমালের ক্রেতা ।
ঠাকুরদা	ছেলেধরা দলের সর্দার ।
দাদা	মস্তান ।
বাবা	১। পরিচিত পুলিশ । ২। দলের সর্দার ।
মামা	১। পুলিশ ইন্‌ফরমার্‌ । ২। দলের মাতাল ব্যক্তি ।

টাকাকড়ি বোঝাতে একজাতীয় শব্দের ব্যবহার

এককি	এক টাকা ।
দুককি, দুগগি	দু টাকা ।
তিগগি	তিন টাকা ।
দসোমিক্‌	দশ টাকা ।
দস্‌ সের্‌	চল্লিশ টাকা ।
পাঁচ সের্‌	কুড়ি টাকা ।
আড়াই সের্‌	দশ টাকা ।
দোকানদারি	এক টাকা (জেলের পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে বেআইনীভাবে কোনো কিছু ভিতরে পাঠানো) ।
পিস্‌তল্‌	সাত টাকা ।
বাবাজি	একশো টাকার নোট ।

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতে কিছু হিন্দি শব্দ ও তাদের আভিধানিক অর্থসহ ব্যবহার দেখা যায় :

কাফি	একতাড়া নোট, তু. হি. কাফী ।
চকমা	ধাপ্পা, তু. হি. ঠকানো ।
চিল্‌লর্‌	খুচরো পয়সা, তু. হি. চিলর ।
ছল্‌লা	আংটি, তু. হি. ।
দোগ্‌লা	জারজ, তু. হি. বাং ।
মাসুক	ছেলে বা মেয়ে বন্ধু, তু. ফা. প্রেমিক ।
লচ্‌ছা	হাতের বা পায়ের গয়না, তু. হি. ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লট্‌কন্	মেয়েদের বুটি বা ব্যাগ, তু. হি. ব্যাগ ।
নিদ্‌না	অপমান করা, তু. হি. ।
ভিম্	ভীষণ, তু. হি. ভীম ।
ভুকুস্	যে লোক মেয়ের পোশাক পরে নাচে, তু. হি. ।
পানা দেআ	আশ্রয় দেওয়া, তু. হি. পন্‌হা—যে চোরাইমালের সন্ধান করে ।
ভার্	বড়ো নৌকো, তু. হি. ভর্—নৌকো ।

কোনো কোনো শব্দের একটি অংশ কেবল অর্থবোধক, বাকী অংশের অর্থ অস্পষ্ট :

গুন্‌ডে-লম্‌বু	তামার জলপাত্র, তু. লমবু = লম্বা পাত্র ।
জার্‌কানো	আসা, তু. আনো < আনা ।
ফাঁকা-চুস্‌তা	গুদাম, তু. ফাঁকা—অর্থাৎ লোক পাহারা নেই ।

প্রত্যয় বা বিভক্তিযুক্ত শব্দের একক শব্দ রূপে ব্যবহার :

ঘোর্‌কা	ঘর ।
ধরের্	পলাতক, তু. ধরা ।
বন্‌কি	হিজড়া, তু. বেস্ ।
বাহার্‌কা	বিদেশী ।
রাস্‌তাকি	যে লোক মাঝে-মধ্যে বেশ্যালয়ে যায় ।

সাদৃশ্যজাত শব্দ ভূরি-ভূরি মেলে :

কেআরি	তিন<অ. ভা. তেআরি ।
চিস্‌নু	চোর<বিসুনি ।
বিসুনি	চোর<ই. business, তু. বিসনি—ঠগী, পকেটমার, চোর ।
Seventy	দেশীমদ, তু. Vat sixtyninc.

শব্দ একটি, অর্থ একাধিক, উৎস একাধিক :

কল্‌লা	১। গলা । ২। গলার হার । ৩। জামার কলার । ৪। বোতাম । ৫। সেলাই কল । ৬। আঙুল । ৭। আঙটি < হি. ছললা ।
কাটা	১। ছুরি । ২। রুমাল < কাটা কাপড় ।
কাটি	১। চাবি । ২। দেশলাই কাঠি । ৩। ছটরা । ৪। বিড়ি । ৫। ছুরি < কাটা । ৬। ধরা পড়া < ই. cut off. । ৭। সিঁদ কাঠি । ৮। কলম ৯। জেলখানা < নং ৬ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্‌তা	১। সরু গোলি < গলি । ২। অপরাধীদের ডেরা, তু. গলানো । ৩। পাশ-পকেট ।
ছিট্, ছিটা, ছিটি	১। মেয়ে । ২। চতু । ৩। বেশ্যা । ৪। রুমাল < ছিট কাপড় । ৫। ছিটকিনি ।
জাল্	১। জেল । ২। স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা ।
তির্	১। কলম (পার্‌কার) । ২। কোলকাতায় গঙ্গার তীর ।
পাতিলি	১। প্লেট, তু. হি. পতীলী—বাসন । ২। পান, তু. পানপাতা ।
ফুটা	১। পলাতক । ২। ঠগ । ৩। স্ত্রীলোক । ৪। ব্রণ । ৫। দরজা ফুটো করার যন্ত্র ।
বিড়ি	১। কলম । ২। সিঁড়ি ।
বেগুন্	১। মালগাড়ি তু. ইং. wagon > বেগন < বেগুন ২। স্তন । ৩। টাকা গোনা < গুনবে ।

কুসংস্কার এবং বিধিনিষেধ অনেক শব্দের অর্থ ও ব্যবহার নির্ধারণ করেছে । এইসব শব্দের আলোচনা থেকে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনার হয়তো কিঞ্চিৎ সাহায্য করবে ।

কপালফাঁটা	আট ।
কালা	যৌনব্যাধি ।
সিঁদুর	টাকা ।

AMARBOI.COM

আঞ্চলিক নামের চল রয়েছে, যদিও সংখ্যায় তারা নগণ্য :

কানপুরি	ছুরি ।
গাছি	কোন খারাপ মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা আমোদ আহ্লাদের সম্পর্ক, তু. সোনাগাছি ।
নাচগোলি	আই. বি. (Intelligence Branch) অফিস । পূর্বে কোলকাতার এই অঞ্চলের নাম নাকি নাচগলি ছিল ।
বাগ্‌বাজার্	শূন্য ।
মেমারি	ট্রাম, বাস, তু. বর্ধমান জেলার একটি অঞ্চল । সম্ভবত ওই অঞ্চল থেকে আসা অপরাধীদের মধ্যে কেউ কেউ এই নামটি চালু করে দিয়েছে ।
হরিন্‌ঘাটা	তরুণী, তু. সরকারি ডেয়ারি হরিণঘাটায় অবস্থিত ।

ব্যক্তিগত নামের ব্যবহার এ ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য :

কালু	যে দরজা জানলা ভাঙার যন্ত্রপাতি তৈরি করে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেআরেলাল্	যে লোক তার স্ত্রীর অসদুপায়ে অর্জিত টাকার ওপর নির্ভর করে, তু. হি. প্যার—প্রেম ।
মাধু	চোরাইমালের ক্রেতা, তু. মধু । সস্তায় চোরাইমাল কেনায় 'মধু' আছে ।
রোসন্‌লাল্	নরঘাতক । রাজা রোশনলাল সিংহ, কাশ্মীরবাসী । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় ডাক্তাররূপে এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মেজরের পদ পায় । বাহিরে লোকটি নম্র বিনয়ী ও ভদ্র, কিন্তু আসলে ছিল বিকৃত যৌন চরিত্রহীন নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ। সরল প্রকৃতির মেয়েদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতো এবং সম্ভোগ চরিতার্থ করে মেয়েটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতো ("From Our Murder Album" by Biren Mukherji, *Calcutta Police Journal*, Vol 1, Jan-Mar '53)।
সম্‌ভু	পুলিশ ।

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ রয়েছে :

এজিদ্	জহ্লাদ ।
চামুন্‌ডা	ভবঘুরেদের মধ্যে যার সাহায্যে চুরির জায়গার খোঁজখবর নেয় ।
বেহুলা	কনে ।
ভোগিরথ্ জনোনি	সমকামী স্ত্রীলোক ।
ভোলানাথ্	গাঁজা ।
মোন্‌সা	খিটখিটে মেয়ে ।
রাবোন্-বিভিসোন্	পুলিশ ।
রাম্-সিতা	প্রেমিক যুগল ।

AMARBOI.COM

অপরাধ-জগতের ভাষার কিছু কিছু শব্দ সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বজনগ্রাহ্য হবার সুযোগ পেয়েছে । মনে হয়, পকেটমার শব্দটি সম্ভবত অপরাধ-জগৎ থেকে এসেছে ।

কেপমারি	চুরির এক বিশেষ পদ্ধতি । দক্ষিণ ভারত থেকে আসা একদল চোর প্রথমে 'কেপমারি' পদ্ধতি চালু করে । পদ্ধতিটি হলো, —হয়তো ব্যাঙ্কে কেউ টাকা আনতে গেছে, টাকা নেওয়া হলে এদের দলের একজন খুচরো পয়সা মাটিতে ফেলে দেয়। যে প্রতারিত হবে তার নিজের পয়সা পড়ে গেছে মনে করে যখন কুড়াতে থাকবে সেই সুযোগে লোকটির টাকাকড়ি নিয়ে চম্পট দেবে । এরা নিত্যনতুন পদ্ধতিতে চুরি করতে থাকে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালিকুটি	সন্ধ্যার পর পতিতার ব্যবহারের ঘর, দিনের বেলা ঘর খালি পড়ে থাকে ।
গব্বা	ঘর, তু. ডব্বা ।
গাদা	বন্দুক, তু. গাদাবন্দুক ।
গাম্‌ছা	দরজা ভাঙার যন্ত্র ।
ছিন্‌তাই	ছিনিয়ে নেওয়া ।
মএদানি	কলকাতার ময়দানে রাতের নোংরামি ।
মাছি	পুলিশ ; পুলিশের গুপ্তচর ।

শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের প্রচলন । এ জাতীয় শব্দ অপরাধ-জগতের তরুণদের মুখে মুখে ঘোরাফেরা করে ।

ক-ব	কতো বধ হ'লো ?
বি. এইচ. এম. এইচ	বড়ো হলে মাল হবে ।
চ	চোট ।
ডি	দালাল ।
বি	যে জমিদার বলে নিজেকে চালিয়ে দেয়, তু. অ. ভা. বোইঠ
সাপ্‌কা, সাপ্‌কি	চাকর, তু. সাফ করে যে ।
মা-প্‌	মানি পকেট ।

নানাভাবে বিদেশী শব্দ এসেছে । ফারসি আরবি ইংরেজি বিভিন্ন ভাষার শব্দ পাওয়া যায় ।

ফারসি শব্দ

আওয়াজ	ছুরি ।
আএনা	চশমা, তু. আয়না ।
কুজা	তামা পিতল ।
কুতো	দেহের পেছন দিক ।
চর্‌সা	দোকান, তু. বাজার ।
চস্‌মা	আট, তু. ইং. '৪' ঘুরিয়ে দেখলে চশমার মতো দেখায় ।
চাদোর্‌	দরজা ফুটো করার যন্ত্র ।
চুলুম্‌	গাঁজার কলকে, তু. চিলম ।
তার্‌	১। পকেটঘড়ির চেন । ২। অন্ধকার ।

আরবি শব্দ

কুল্‌ফি	গব্বাবাজ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালাস্	খুন, মৃত্যু ।
খাব্‌বিস্	বুড়ি, তু. খবিস—দুষ্ট ।
জুম্‌লা	দরজা খোলার যন্ত্র ।
নক্‌সা	১। ধাপ্পা । ২। মতলব । ৩। মিথ্যা । ৪। মেয়ের চেহারা ।
নগ্‌দি	টাকা, তু. নগদ । তু. নক্‌শ্—ছবি ।
নাফা	পাশ পকেট, তু. লাভ ।
নজর্ নেআ	সম্পত্তি পাওয়া, তু. নেকনজর ।

(১) ইংরেজি শব্দ

American door	collapsible door.
বল্	১। বোমা । ২। স্তন । ৩। মদের বোতল ।
সিগারেট	কলম ।
লভ	মেয়েদের ঠোঁট ।
মার্চেনট্	রক্ষিতার ধনী রক্ষক ।
পিস্‌তল্	সাত টাকা, তু. ইং. 7-এর সঙ্গে সাদৃশ্য ।

(২) ইংরেজি শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন

বিসুনি	চোর, তু. ইং. business.
এন্‌টি	চোলাই মদ, তু. ইং. anti.
কচ্	টর্চ, ইং. >টচ >কচ ।
কটউরি	কামড়ানো, তু. ইং. cut.
কল্‌লা	বোতাম, তু. ইং. collar.
কাপ্‌রু	গ্রেপ্তার, তু. ইং. captured.
কেপ্	গাড়ির চাকার ক্যাপ ।
ক্রিচ্	ধারালো ছুরি, তু. ইং. creese.
গিরমিট্	দরজা ভাঙার যন্তর, তু. ইং. gimlet.
গুলডুগ্	কুকুর, তু. ইং. bulldog.
চামের্	গাড়ির তেলের ট্যাঙ্ক, তু. ইং. chamber.
চামিস্	দেশলাই বাক্স, তু. ইং. match.
চিটটা	জোচ্চোর, তু. ইং. cheat.
টম্‌বোলার্	তালা, তু. ইং. tumbler.
টিকি	রেলের জাল টিকিট, তু. ইং. ticket.
ট্যাচিঙ্	হাত বোমা, তু. ইং. touching.
থাহা	স্ত্রীলোকের উরু, তু. ইং. thigh.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বট্‌লি	সোডা বোতলের জল, তু. ইং. bottle.

(৩) মিশ্র শব্দ

বাঙলা ও ইংরেজি

অ্যাক্ নম্‌বরি	একশো টাকা ।
তিন-ফি	তিন টাকা ।
চাকার লাইন	রেলপথ ।
পাঁচ-ফি	৪·৭৫ পয়সা ।

বাঙলা ও হিন্দি

নিচুকা (মাল্)	পাশ পকেটের খুচরো ।

বাঙলা ও ফারসি

তোলন্‌বাজ	পথেঘাটে রেলগাড়িতে যে মাল চুরি করে । বাং. তোলা + ফা. বাজ ।

হিন্দি ও ফারসি

আঙলিদার্	পকেটমার ।
খোপিআখানা	খালিকুঠি ।

ইংরেজি ও বাঙলা

ডাবোল্-টোন্	এক জোড়া ছেলেমেয়ে, তু. টোন < তূণ ।
ব্যান্‌ডেল্ দেআ	ধাপ্পা দেওয়া, তু. ইং. bundle.
টাইমের বাবু	যে লোক কোনো নির্দিষ্ট দিনে বেশ্যালয়ে যায় ।
নম্‌বোরি	একশো টাকার নোট ।

ইংরেজি ও হিন্দি

টিঙওআলা	পকেটমার < টিঙ্ < tin.
ফিড্‌ঠোকর্	নতুন জুতো < ইং. fit ; হি. ঠোকর—পদাঘাত ।

ইংরেজি ও ফারসি

টিঙ্‌বাজ্	পকেটমার ।
জিগর্‌বাজ্	ঠাণ্ডামেজাজের মাতাল ।
টাওএল্‌বাজ্	ভবঘুরে ।
কাট্‌বাজ	যারা গলার হার কাটে ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারসি ও বাঙলা

আসানে কাটা	চুপি চুপি জানলার গরাদ কাটা ।

আরবি ফারসি

নাকাল্ দিস্‌তে	মুঠ, তু. আ. নকাল—শাস্তি ; ফা. হামানদিস্‌তা ।

অনুকার শব্দের প্রভাব অপরাধ-জগতের ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য :

ইপ্‌পে-উপ্‌পে	উপর নীচ ।
খাট্‌টাস্	টাইপ মেসিন<খটখট আওয়াজ ।
খিললি খাওআ	খিলখিল হাসি ।
ঘেউআ	কুকুর ।
ছুম্‌কি	ঘুঙুর ।
ঝনা	তামা বা পিতলের বাসন, তু. ঝঙ্কার ।
ঝাও	কুকুর, তু. ঝাঁ ঝাঁ ।
ঝিরি	বৃষ্টির রাত, তু. ঝির ঝির ।
ঠাক্‌কু	দরোয়ান, তু. যে লাঠি নিয়ে ঠকঠক করে ।
ঢাক্‌কু	কুকুর, তু. ডাকা ।

দ্বিত্বকরণ নানাভাবে হয়ে থাকে :

(১) পূর্ণ দ্বিত্ব

খাম্-খাম্	যে মেয়ে চট করে সাড়া দেয় ।
ঢুন্-ঢুন	গাড়ির গিয়র বাক্স ।
লগ্‌লগ্	মই ।
খাইখাই ; গরম্-গরম্	কামপ্রবণ মেয়ে ।

(২) আংশিক দ্বিত্ব

কিপ্‌পে কুপ্‌পে	উপর নীচ, তু. ইপপে উপপে ।
গাড়্‌ডা গুড়্‌ডা	বিপদ, তু. হি. ডোবা ।
ন্যাকোর-চ্যাকোর্	পোশাক, সাজগোজ ।
খব্‌রাখব্‌রি	টেলিফোন ।

(৩) অনুকরণ (echo)

খানাখিনা	হোটেল ।
জানটান্ আনটান্	যেতে আসতে দেওয়া ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪) অনুকার শব্দ

গড় গড়িআ	রোলিং দরজা ।
ঢক্‌ঢক্‌	গাড়ির গিয়ার বাক্স ।

(৫) সংযোজন (tag words)

ফেরফার	শাস্তি ।
ঘেরঘার	পুলিশ লক-আপ ।
নাচোন-কোঁদোন	বেশ্যালয়ে আমোদ-প্রমোদ ।

(৬) দ্বিত্ব শব্দের দ্বিতীয়াংশ

টাপু	ভদ্দর লোক<বাবুটাবু ।
টুচি	বোমা<লুচিটুচি ।
লক্‌কর্‌	ছুরি<লোহালক্কর ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপরাধীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যোগ রয়েছে । আমাদের দেশের সাধারণ অপরাধীদের সঙ্গে বিদেশী অপরাধীদের যদিও কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই, তথাপি চিন্তাধারায় বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায় । আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের অপরাধীদের মধ্যে মনোগত সংযোগ সম্পর্কে জানা যায় তাদের ব্যবহৃত শব্দমালার আলোচনার মাধ্যমে । এখানে কয়েকটি তুলনামূলক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হলো :

অন্‌ধেরা	অমাবস্যার রাত, E. darks—night.
আখ্‌	চোখ, G. Akh (জার্মানদেশের জীপসীরা ব্যবহার করে থাকে) ।
আগুন্‌	১। বিপদ, E. fire—danger ২। পিস্তল, F. Feu—revolver ; pistol.
উঠাওবাজ্‌	মালতোলনকারী, E. lifter.
নামা	ঘর, G. Absteige—to get down.
কালা, কালি	১। আফিং, E. black silk ; black smoke, black stuff. ২। অন্ধকার রাত, E. black and white—to night. F. la noire— 1. night. 2. opium .
কাঁকন্‌	হাতকড়ি, E. braccelets—handcuffs.
কুপিআ	জেলের সেল, E. can—prison cell.
কোউটো	বোমা, E. can—a bomb.
চাপ্‌	পুলিশী তল্লাসী, E. pressure—investigation by the police.
ছুট্‌কোদ্‌	শিক্ষানবীশ চোর<ছোট চোর । E. kid—apprentice thief.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রিস্‌টি	চোখ<দৃষ্টি, E. sights—eyes.
বাঁধাকোপি	১। মাথা ; পাগড়িযুক্ত শিখের মাথা । ২। বুদ্ধি, F. chou—head, intelligence.
মাছি	পুলিশ, F. mouche, J. hachi—police officer (= a fly).
ঘটক্‌	মেয়ে কেনাবেচায় যে লোক সাহায্য করে ; মেয়ে ধরা, G. Ammenmacher—girl hunter.
কালাকুত্‌তা	পুলিশ, E. blood-hound, bully-dog—policeman.
কুত্‌তা	পুলিশ, J. inu (dog)—policeman.
কাম্‌	চুরিতে বার হওয়া, G. Arbeiten—outing on.
ডিম্‌	১। খুচরো পয়সাকড়ি, G. Eier—coins. ২। হাতঘড়ি, J. nasu (an eggplant)—a pocket watch.
খর্‌চা	গ্রেপ্তার, J. son-o-suru (to sustain a loss)—to be arrested.
জাট্‌ঠা	চোরাইমালের ক্রেতা<জ্যাঠা ; J. shinseki (a relative) — a buyer of stolen goods.
মামার বাড়ি	থানা, J. oisantoko (uncle's house) —police station.
বাবা	পরিচিত পুলিশ, J. chichioya (father) — uniformed policeman.
কাঁটাএ থাকা	গ্রেপ্তার, E. pin—to arrest.
ঘুড়ি	চিঠি, E. kite.
চাকা	গিনি, E. wheel—a dollar.
চাম্‌ড়া	মনিব্যাগ, E. leather—purse.
খাঁচা	জেল, E. cage—prison.
ছ-ঘড়া	পিস্তল, E. six-gun—revolver.
গিনি	বোমা, E. guinea—a bomb.
ডাকি	কুকুর, E. barker—a dog.
তার	পকেটঘড়ির চেন, E. cable—a pocket-watch-chain.
তেল্‌	টাকা, E. grease—money.
তোলন্‌বাজ্‌	মাল তোলনকারী, E. lifter ; booster—a shop-lifter.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধোঁআ	আগ্নেয়াস্ত্র, E. smoke—a fircarm.
পাখি	আগন্তুক ; নবাগত, E. bird—a stranger.
পিচ্ছল্	পাছা, E. behind—buttocks.
বোড়ি	বোমা, E. pill—a bomb.
ভিতর্, ভিত্তর্	জেলখানা, E. inside—in prison.
মরা	যে লোক চুরি ডাকাতি ত্যাগ করেছে, E. dead one—a reformed criminal.
মহুয়া	প্রেমিক, E. honeyman—lover.
ভারি-আঁখ্	স্তন, E. (big) brown eyes—breasts.
মিছ্রি	১। প্রিয়দর্শিনী । ২। টাকা, E. honey—1. an attractive young woman. 2. money.
সাদা	রূপা, E. white—silver.
ঝাঁটাকাটি	লম্বা রোগা মেয়ে, E. broomstick—tall lanky person.

অতীতে ঠগী বা অন্যান্য অপরাধীরা যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করতো তারও কিছু নজির মেলে পশ্চিম বাঙলার অপরাধীদের ভাষায় ।

বর্তমানের শব্দাবলী	অতীতের শব্দাবলী
চাউক্নু—চোর্	চউকনা—দেখা, পরীক্ষা করা ।
কালি—অন্ধকার রাত্	কালী—রাত ।
মাহিল্—সর্দার	মোহিল্—সর্দার ।
ঠোলা—পুলিশ	ঠল্লা—পুলিশ অফিসার ।
ধূর—প্রতারিত ব্যক্তি	কোন ব্যক্তি ।
সিট—মেয়ে	সীট—স্ত্রীলোক ।
খুম্বা—খাওয়া	খোব্রা—গোমাংস, পাঁঠার মাংস অথবা যে-কোনো মাংস ।
থাবা—১। ছেলে । ২। নিষ্ক্রিয় সমকামী	ছাবা—১০।১২ বছরের কম বয়সের ছেলে ।
দম্রি—টাকা	টাকা ।
টিন্—পকেট	টিন্ত্—পকেট ।
গনা,গউনা—গলার থলি	গনা, গৌনা—গলার মধ্যে লুকানো পকেট, যেখানে টাকাকড়ি, সোনা প্রভৃতি লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর । অনেকের গলার থলি এত লম্বা হয় যে তার মধ্যে ৭০/৮০ টাকা পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা যায় । যাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলায় এই জাতীয় থলি আছে তাদের মুখে শোনা গেছে যে, গলার মধ্যে সীসার ছোট গুলি রেখে থলি বানানো হয় । অনেকে নাকি থলি তৈরির ব্যাপারে কলকাতার চীনা দন্ত চিকিৎসকদেরও সাহায্য নিয়েছে ।

মাঙ্‌ঘি—দরজা ভাঙার যন্ত্র	মাঙ্‌ঘী—সিঁধ ।
ককরো—পুলিস	পুলিশ ।
ছপ্‌পোকি—লুকাবার স্থান ।	লুকাবার স্থান ।
চাম্‌— ১। ঘুষ ২। ভাগ । ৩। ছিনতাই ।	চান্‌ লেনা—ছিনিয়ে নেওয়া বা গ্রেপ্তার করা ।
থাপা—আড্ডার স্থান ।	থাপাস্‌—বিশ্রামস্থল ।
থুম্‌বা গেয়া—ধরা পড়া ।	থুম্‌বা গ্যা—গ্রেপ্তার ।
বইটি—পালানো ।	বইটি খা যা—পালা ।

পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতে বাঙলা এবং হিন্দি ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের ব্যবহারও রয়েছে :

ইন্‌ধার্‌	অমাবস্যার রাত, ভু. ওড়িয়া অনধার—অন্ধকার ।
সা	জীবন্ত মানুষ<দ্রা. মৃত ।
খট্‌	কোনো লোককে ঘিরে ফেলা, চ.প. দ্রুত ।
তাগ্‌	পার্টি<মা.
মেকুরি	মার্জার স্বভাব<অ. মেকুরী—বেড়াল ।

নানা পথ ধরে উক্তিগুলির ব্যবহার দেখা যায় :

(১) অর্থান্তর দ্বারা ।

(২) শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন দ্বারা যেমন,

সোটাম্‌	বোতাম্‌ ।
আলি	কালি ।
আদা	সাদা ।

(৩) ধ্বনি-পরিবর্তিত শব্দ থেকে নতুন শব্দ গঠন, যেমন :

কুল্‌সি	চুরির কাজে বার হওয়া, তু. অ. ভা. কুল্‌ফি ।
ঝাপ্‌	পাছা<অ. ভা. ছাপ, ছাপা<পাছা ।
খমা, খোমা	মুখ<অ. ভা. খমা<মুখ ।
সল্‌লা	গলার হার<অ. ভা. কল্‌লা<ইং collar.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৪) এমনতরো বহু শব্দ রয়েছে যাদের সঠিক ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সম্ভবপর হয়নি :

আচ্‌কি	ইলেকট্রিক পাখা ।
ইগানি	গোরু চোর ।
গোস্‌তি	চোরাইমাল ।
খস্‌কন্‌তু	পালানো ।
চামকুরেতে	সাবধানে চুরি ।
চেকাপোলো	চুরি করে পালানো ।
জার্‌কানো	আসা ।
দামাদা	বাক্স ।
বিগি	তামা, পেতল ।
বিনু	রেডিও ।
বোগ্‌লি	দরজা ভাঙার যন্ত্র ।
বইদা	লক্ষ্য রাখা ।
মন্‌ পট্‌টা	গরীব লোক ।
সবুর্‌সুতি	চুরি ।
সানু	পিতল কাসার বাসন ।
সানোক্‌	তামা বা পিতলের বাসন ।
সান্‌কা	কলকাতার ময়দান ।

(৫) যে সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সম্ভব হয়নি সেখান থেকেও শব্দ এসেছে :

সিগানি	চোর<অ. ভা. ইগানি ।
বাল্‌লি	টাকা—অ.ভা. বালুয়া ।

AMARBOI.COM

একজন অতি বৃদ্ধ দাগী চোরের মুখ থেকে উল্লিখিত শব্দদুটির ব্যুৎপত্তি যা পেয়েছি তারই উল্লেখ করলাম ।

শব্দাবলীর ভূরি প্রয়োগ এক ধরনের নয় । যেমন কতকগুলি শব্দ বহুল প্রচলিত তেমনি কিছু শব্দ স্বল্প প্রচলিত । কিছু শব্দের প্রয়োগ যৎসামান্য ।

সংগৃহীত শব্দাবলীর পরিসংখ্যান তালিকা :

যেসব শব্দের ব্যবহার মাত্র একবার	৪%
২-৫ বার	২১%
৬-১০ বার	২৯%
১১-৪০ বার	৩৬%
৫০ এবং তদূর্ধ	১০%

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন লঘু বুলি ব্যবহার করো ? —

এই প্রশ্ন প্রায় চারশতাধিক অপরাধীকে করা হয় । তাদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তর উল্লিখিত হলো ।

			অপরাধীর হার মোট ৪০৯ জন অপরাধীর মধ্যে
১।	কথাবার্তা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে	৮৫	২০.৯৫
২।	ধরা পড়ার ভয়ে	৭৩	১৭.৮৫
৩।	লঘু বুলি চটকদার এবং সহজে বোঝানো যায়	৭২	১৭.৬০
৪।	ব্যবহারে মজা লাগে	৬৯	১৬.৮৭
৫।	ভাষা থেকে স্ল্যাং বাদ পড়লে কথা বলা কঠিন	৫১	১২.৪৭
৬।	ব্যবহারের কারণ জানা নেই	২৬	৬.৩৬
৭।	মেলামেশার ফলে ব্যবহার	১৮	৪.৪০
৮।	উত্তর মেলেনি	১৫	৩.৬৭
		মোট ৪০৯ জন	

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণে তথ্য-সরবরাহকারীদের বাক্যের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাক্যের মধ্যে নিহিত কোনো শব্দ বা পদ যা উক্ত ভাষায় প্রতিভাষার কাজ করে, তারই কেবলমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এবং বিশ্লেষিত তথ্য (corpus) দেখা গেল একটা রুলভিত্তিক চেহারা নিচ্ছে । বিশ্লেষণের পূর্বে এই ভাষা কোনো নিয়ম নির্ভর কি না তা বোঝার উপায় ছিল না । বিশ্লেষণের ভঙ্গিটি অতি সন্তর্পনে এবং সজাগ হয়ে না করতে পারলে প্রতি পদে ভুল করে ফেলার সম্ভাবনা থেকে যায় । ফলে সে বিশ্লেষণের মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হয়তো গ্রাহ্য হবার যোগ্যতা রাখে না । বিশ্লেষণের কাজ কি ? ভাষার ভিতরের রূপটিকে স্বচ্ছ, ঝকঝকে অবস্থায় পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরা ।

অপরাধ-জগতের ভাষায় কৃত্রিমতা রয়েছে । একে মিশ্র ভাষা বলা হয়েছে । যদিও অন্যান্য ভাষার মতো লঘু ভাষাতেও বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে ।

উচ্চারণের সময়ে প্রায়-অস্বাভাবিক লম্বা টান কানে ধরা পড়ে । কোনো কোনো উপভাষাতে এই ভঙ্গিটি লক্ষণীয় । অপরাধ-জগতের লঘুভাষাতে এই প্রভাব একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে ।

বাঙলাদেশের বাঙালি অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণদের বিভাষার বাক্যরীতি বাঙলা ঢঙ-এর । যদিও হিন্দির প্রাধান্য অনস্বীকার্য । এ জগতে বাঙালি এবং হিন্দিভাষীদের মধ্যে ভাষাগত পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রাধান্য কাজ করছে ।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে লঘুভাষীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে । উচ্চারণ পার্থক্য কোথাও কোথাও শ্রেণীগত । প্রায়ই দেখা গেছে, যারা কারেন্সি নোট, খুচরা মুদ্রা জাল করে অর্থাৎ জালিয়াৎ, প্রতারক ইত্যাদি তাদের উচ্চারণ এবং পকেটমার, চোর, গব্বাবাজ, ডাকাত প্রভৃতির উচ্চারণ একেবারে স্বতন্ত্র । জালিয়াতিতে যারা মেতে থাকে তাদের অনেকেই লেখাপড়া জানা মানুষ । জালিয়াতি প্রভৃতিতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, কারিগরী বিদ্যারও সময় সময় দরকার হয় । অপরাধীদের মধ্যে যারা আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত তাদের অধিকাংশের অশিক্ষিত হলে চলে না । তথ্য সংগ্রহকালে অন্তত এমন ক'জন লোকের সন্ধান মেলে যাদের মধ্যে একজন এম. এ. বি. এল. ও অপরজন রসায়ন শাস্ত্রের অনার্স ! দুজনই বাঙালি এবং নোটজালে পারদর্শী ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেটমার, গব্বাবাজ, ডাকাত, কোটনা (pimp)-জাতীয় অপরাধীরা নিরক্ষর অথবা অসংস্কৃত সমাজের একেবারে নীচের তলার মানুষ। সচরাচর দরিদ্র ঘরের সন্তান। লৌকিক উচ্চারণ ভিন্নরূপে পাতালপুরীর উচ্চারণভঙ্গির রূপ পেয়েছে। এদের শিক্ষাদীক্ষার কোনো বালাই নেই।

'আধুনিক' ডাকাতদের অনেকে ডাকাতিতে নতুন নতুন 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং মনে হয়, অধীত বিদ্যা ছাড়া এ সমস্ত আয়ত্ত করা সহজ নয়। জালিয়াৎ বা ঠগদের কৌশল চমকপ্রদ ; নিত্য পরিবর্তনশীল—নানান মুখোশ আর নানান ঢঙ-এ আত্মগোপন ক'রে এরা নিজেদের কাজ হাসিল করে। এদের বাহ্যিক ব্যবহার এতই সাংস্কৃতিক যে মানুষকে সহজে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব।

সাধারণ জগতের মতো অপরাধজগতেও শ্রেণীবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন মনের রুচির এবং শিক্ষার মানুষ নিয়ে অপরাধজগতের সৃষ্টি। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মানুষগুলির মনের সৃজনীশক্তির ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

সভ্যজগতের সঙ্গে যেসব অপরাধের যোগ রয়েছে, সেখানে অপরাধীদের সভ্য আচরণ এবং সর্বসম্মত ভাষা ব্যবহার করতে হয়। জাল-জুয়াচুরির কাজ করতে গেলে সভ্য সাজতে হয়, সর্বদা সভ্যসমাজের সংস্পর্শে থাকার প্রয়োজন। তখন উচ্চারণ হয় বৈচিত্র্যহীন অর্থাৎ তাতে অপরাধজগতের স্পর্শ থাকে না বললেই চলে। 'শিক্ষিত' অপরাধীদের উচ্চারণ সমাজের শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মতো হয়ে থাকে।

যে সমস্ত বাঙালি যুবক গব্বাবাজি, চুরি, ছিনতাই-কে পেশা করে নিয়েছে, তাদের অনেকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের ছেলেরা যখন অপরাধজগতে নাম লেখায়, তখন তাদের চারিত্রিক অবনতির সঙ্গে মুখের ভাষারও অবনতি ঘটে। শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি ধীরে ধীরে পালটাতে থাকে। কালে বোঝা কঠিন হয়, একদা এরাও 'উপরতলার' মানুষ ছিল কি-না।

পতিতাদের ভাষাও লঘুভাষার অন্তর্গত। পতিতাদের বিশেষ ধরনের ভাষা আছে যা সকল অবস্থায় (সচ্ছল এবং দুঃস্থ) সকলে বলে থাকে। তবে সেখানেও ধ্বনিগত এবং অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক বৈষম্য বর্তমান। পতিতাদের বাচনভঙ্গি কতক পরিমাণে সামাজিক-অর্থনীতিক মানের ওপর নির্ভরশীল। একজন পতিতার বাচনভঙ্গি প্রকাশ করে তাদের সমাজের কোন স্তরে সে অবস্থান করছে। সামাজিক মানের ওঠানামার ওপর ভাষার পরিবর্তন নির্ভর করছে। ধ্বনিবৈষম্য নির্ভর করে—জন্মস্থানের ভাষা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি বহু কিছুর ওপর। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের আচার-ব্যবহার এমন-কি বাচনভঙ্গির বহুলাংশ তাদের পুরুষ অতিথি-অভ্যাগতদের শ্রেণীসংস্কৃতি-নির্ভর। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর অপরাধীদের ভাষায় এমনতরো শ্রেণীবিভাগ লক্ষণীয় নয়। বাচনভঙ্গি এবং শব্দচয়নরীতি অপরাধ-জগতের বাসিন্দাদের নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হতে সাহায্য করেছে।

পাতালপুরীর আর-একটি শ্রেণী সম্পর্কে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন আছে। এরা হচ্ছে হিজড়া। হিজড়াদের ভাষা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণায় প্রভূত খোরাক যোগাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবে । বিকৃত উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের যোগ কতটা—তা কে জানে ! ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় এ-কাজ সম্ভবপর ।

কণ্ঠনালীতে রণন, স্পৃষ্টন-এর মাত্রাভেদ নানা পরিবর্তন ঘটায়— ক্রমিক, সাময়িক ও স্থায়ী । নারী পুরুষ ও শিশুর কণ্ঠস্বরে যে পার্থক্য দেখি, তা কণ্ঠনালীর প্রকারভেদের ওপর আংশিকভাবে নির্ভর করে । সঙ্গীতশিল্পে কণ্ঠনালীর গঠন প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে—স্বরোচ্চতা, কম্পন ইত্যাদির প্রাধান্য কে স্বীকার না করবে !

হিজড়াদের কণ্ঠস্বরের বিকৃতির জন্য হয়তো তাদের যৌনবিকৃতি দায়ী । কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য হিজড়াদের পরিচিতি বলা যায় । যৌনবিকৃতি এদের জীবনে এনে দিয়েছে 'যৌন চেতনা'র অভাব । হিজড়াদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বিকৃতির লক্ষণ পরিস্ফুট । এদের চলন বলন ইঙ্গিত ইশারা সব কিছু সাধারণ মানুষ (নারী ও পুরুষ) থেকে স্বতন্ত্র । হিজড়াদের ভাষা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । গবেষণা কিছু সত্য তত্ত্ব উদঘাটন করে একটি গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করতে পারে ।

হিজড়াদের কথাবার্তায় ঘৃষ্ট (affricate) মূর্ধ (retroflex) এবং উষ্মধ্বনি (fricative) 'হ' এর প্রাধান্য লক্ষিত হয় । তাছাড়া কথায় কথায় অনুপ্রাস অলংকার ।

হিজড়াদের ভাষার কিছু উদ্ধৃতি উল্লিখিত হলো :

তুম্‌সি পতো হুম্‌সি হাম্‌সির ঘরে ঠিকছে—তুমি পালাও লোকটি আমার ঘরে আসছে।
হুম্‌সি হাম্‌সিকে খুমুচিস্ করল—লোকটি আমাকে চুমু খেলো ।
নোসের কাছে ঝল্‌কা আছে ঝেড়ে—লোকটার কাছে টাকা আছে কেড়ে নিও ।
আড়িয়াল্ বিলাবিলি —ঝগড়া
কুটনি—কথাবার্তা ।
টোন্‌ছা—গালাগাল ।
ছুবড়ি—স্ত্রীলোক ।
হামসির নোস্ চিছা আছে—আমার লোকটা সুন্দর ।
উন্‌সিকে পরিখ কর্‌ব—আমি লোকটার সঙ্গে থাকবো ।
রঙ্‌গিলি পাতিলি খা, মুল্‌কির দুলা ধামরী হল,
হাম্‌সিলেগাদের টোন্‌ছা ছম্‌কাতে হবে — চা পান খা, বিহারী লোকটার স্ত্রী গর্ভবতী, আমাদের নাচ গান করতে হবে ।
হাম্‌সি হাতে হলাল্ তিন্‌সিকে টাণ্ডি কর্‌ব—আমার হাতে ছুরি আছে, ওকে মারবো।
লিকামটাকে বিলা কর্—পুরুষাঙ্গ ছেদন কর ।
নির্‌খা ঝরা চাপ্—রক্ত পড়া বন্ধ কর ।
মান্‌কি মেরে মড়্‌মড়ি—ভালোবাসা ।
কব্‌জার কল্‌জে কালা—রোগে ভোগা ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ-জগতের ভাষার উক্তিগুলি বেশি সংখ্যায় একাক্ষর, দুই-অক্ষর অথবা তিন-অক্ষর বিশিষ্ট ।

পশ্চিম বাঙলার মিশ্র লঘুভাষার স্বরধ্বনি : অ, আ, ই, এ, ও, এবং অ্যা । 'অ্যা' কোনো উক্তির শেষে মেলে না, 'অ' অন্তে কদাচিৎ পাওয়া যায়, যেমন, চ (চ্ + অ) = চোট্ ।

'শ'-এর ব্যবহার উচ্চারণে নেই বললে চলে । 'ঢ'-কে কোনো উক্তির মধ্য-অংশ রূপে পাওয়া যায় না ।

একই উক্তির উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । যেমন, আক, আঁক—চশমা । কাটি, কাঁটি—ধরা পড়া । অন্ধা, আন্ধা—চোরেদের সর্দার । এণ্টি, এ্যাণ্টি—চোলাই মদ । মক্, মঘ্ < মেয়ে । উচ্চারণবৈচিত্র্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতীক । অ্যা, অনুনাসিক (nasal) এবং মহাপ্রাণহীন (non-aspirate) ধ্বনি পশ্চিম বাঙলার বাঙালিদের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য । পশ্চিম বাঙলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এদেশের অপরাধীদের (বাঙালি-অবাঙালি) উচ্চারণেও থেকে গেছে । পূর্ববঙ্গবাসী ও অবাঙালিদের সংস্পর্শে তা একেবারে লোপ পায়নি ।

সংগৃহীত তথ্যে সর্বসাকুল্যে ১৫১টি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বর্তমান ।

অপরাধ-জগতের মানুষ উচ্চারণ করে বিচিত্র ঢঙ-এ, উচ্চারণে অসংস্কৃত জগতের ছাপ সুস্পষ্ট । কথাবার্তায় স্বরের টান-টোন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ওঠানামা করে —যে ভঙ্গি আমরা সাধারণ চলিতভাষায় কদাচ লক্ষ্য করি ।

মিশ্রণ এবং কৃত্রিমতাযুক্ত লঘুভাষা এক বিশেষ ধরনের ভাষা । পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের লঘুভাষার সঙ্গে এ-রাজ্যের নানান উপভাষার যোগ । আঞ্চলিক ভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা এবং অভিধান-প্রস্তুতপর্ব শেষ হলে লঘুভাষার গবেষণা আরো সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে । পশ্চিম বাঙলার লঘুভাষায় বহু শব্দ এসেছে আঞ্চলিক ও অনাঞ্চলিক ভাষা থেকে । এতগুলি উপভাষা ও বিভাষা থেকে লঘুভাষার সৃষ্টি । গবেষণার মাধ্যমে অন্ধকার জগৎটির শুধুই কি ভাষা, ভাষাকে কেন্দ্র করে মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটিও আমাদের হাতে ধরা দেবে ।

লঘুশব্দ গঠন সম্পর্কে Vendryes বলেছেন "...mutilation are merely extensions of regular phonetic changes" (*Language*, p. 254). লঘুভাষার পরিবর্তন সাধারণ ভাষার মতোই হয়ে থাকে ।

লঘুভাষার বাঙলা, হিন্দী বা মিশ্র শব্দগুলির ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা হলো ।

স্বরধ্বনি লোপ

(ক)	**আদিস্বর**	যখন দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে
	খাড়া	জানলা ভাঙার যন্ত্র < আখাড়া, আখড়া ।
	গুন্	বিপদ < আগুন ।
(খ)	**মধ্যস্বর**	যখন প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে
	গুর্মা	দলের সর্দার < গুরু-মা ।
	চাপ্নি	চাপ, আত্মগোপনের সাজসজ্জা < চাপুনি, চাপানো ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরালি	যুবতীর আকর্ষণীয় ঠোঁট < তরোয়ালি ।
(গ) **অন্তস্বর**	শেষ অক্ষরে শ্বাসাঘাত
আরট্‌আন্	আধুলি < আনা ।
ওতোল্	সেখানে < ওতলা (-তল্লাট)
ওখ্‌রান্	মালগাড়ি থেকে চুরি করতে যে সাহায্য করে < ওপড়ানো, ওগরানো ।

ইচ্ছাকৃত স্বরধ্বনি পরিবর্তন

ইন্ধার্	অন্ধকার রাত < ওড়িয়া অন্ধার : অন্ধকার ।
অ্যাটুলি	তোষামুদে < এটুলি ।
ডলি	মৃত < ডুলি ।
ঝোম	ঘুম ।
জেগেল্ হওয়া	জাগা ।
জসম্	হাতঘড়ি < যশম ।
কর্‌মু	পকেটমার < কর্মী ।
গর্‌মু	মাতাল < গর্মী ।
কাটি	ছুরি ।
চড়ু	ফাঁসিকাঠ < চড়া ।

শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে স্বরধ্বনি সংযোগ

আরেলা	গোলমাল, দাঙ্গাহাঙ্গামা < হি. রেলা ।
আড়িয়া	কোনো মেয়েকে লক্ষ্য করে বাঁকা চাহনি < আড় ।
আন্নামেলানা	চুরিতে বার হওয়া ।
অগ্‌লি-বগ্‌লি	ঘুরে বেড়ানো < হি. অগল-বগল ।

আ > অ, ব্যঞ্জন সংযোগে

কট্‌নি	কাঠের বাক্স < কাঠ ।
কত্‌তি	দরজা ভাঙার যন্ত্র < কাতুরি ।
ছুপ্‌পি	পাছা < ছাপ < পাছ ।

স্বরসঙ্গতি

ঘিড়ি	হাতঘড়ি ।
গিল্‌লি	ফাউনটেন পেন < গিলা < গেলা ।

(ক) **স্বরধ্বনির দ্বিস্বর ধ্বনিতে রূপান্তর**

স্বর > দ্বিস্বর

আড়িআ	কোনো মেয়েকে দেখা < আড়ি ।

(খ) **ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে**

গাঁই, গাঁইআ	কোমর, গেঁজে ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাউ	ব্লেড < ঘাত, ঘা ।

(গ) **দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ'-এর লোপে**

গউনা, গওনা	গলার মধ্যে থলি, যেখানে চোরাই টাকাকড়ি গয়না লুকিয়ে রাখা যায় < গহন ।
দএলা	দশ < দহ্‌লা ।
মইড়া	লড়াই < মহড়া ।

(ঘ) **দুই শব্দের সঙ্কোচনে**

টেনিআ	পতিতালয়ের রাতের চাকর লোকজন < টেনে আনা ।

দ্বিস্বর-ধ্বনির পরিবর্তন

আখেআ	চোখ, দৃষ্টি < হি. আঁখিয়া ।
অওজর্‌	বড়ো ছুরি < আর. অউজর ।
খাউ	দড়ি < খেই ।

স্বরধ্বনি লোপের মতো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপও দ্রষ্টব্য । কয়েকটি ধ্বনি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ।

(ক) **আদি ব্যঞ্জন**

আলি	কালি ।
আদা	সাদা, সুন্দর ।
(সাব্‌রা) উমাকে	নিদ্রারত দারোয়ান < 'উমাকে' < 'ঘুমাতে' ।

(খ) **মধ্য ব্যঞ্জন**

দএলা	< দহ্‌লা ।
থুড়ি	বৃদ্ধমহিলা < থুবড়ি ।

(গ) **অন্ত্য ব্যঞ্জন**

উপু	শুয়ে পড়া < উপুড় ।
চ	ঠকানো < চোট ।
দা	স্তনবৃন্তের চতুর্দিকের গোলাকার অংশ < দাগ ।

ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন

শব্দের আদি ব্যঞ্জন পরিবর্তন বা লোপের ঝোঁক অন্ত্য অপেক্ষা অধিক । যেমন,

ওক্‌লা	দোষ স্বীকার করা < ওগরানো ।
পক্‌	থুথু < কফ ।
কোনা	সোনা ।
কোরা	চোর (= চোরা) ।
খাম্‌	মেয়েদের উরু (= থাম) ।
গালা	বালা ।
ঘোঁট্‌	চুরির সামগ্রী গিলে ফেলা < ঢোঁক ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাম্‌মু	তামা (= তাম্মু) ।
ছুট্‌	ডাকাতি < লুঠ ।
ছেচ্‌কি	রেজকি ।
জিরে	হীরে ।
লাপি	মেয়েদের নাভি ।

ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্তকরণ

কচ্‌চা	গাঁজা < কচ — গাছের কাঁচা শেকড় ।
খাব্‌বিস্‌	বুড়ি < খবিস্‌ ।
খুল্‌লা	উলঙ্গ < খুলা ।
গিল্‌লি	গেলা ।
চিল্‌লর্‌	রেজকি, তু. চিলর্‌—পোকা, মুদ্রা ।
টক্‌কর্‌	মাথা < টিকর্‌, টাকরা ।
তর্‌রা	জামা কাপড় < তাড়া ।
থাব্‌বা	একমুঠো টাকাকড়ি যা গোনা হয়নি < থাবা ।
ফির্‌রি	চটুল মেয়ে, তু. ফিরি করা ।

যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ

কদুকা পানি	কোকাকোলা ও বোতল < হি. কদ্দু ।
গহক্‌	পতিতাদের দালাল < গ্রাহক ।
পতিদার্‌	ধনী < পট্টিদার ।

মহাপ্রাণহীনতা (deaspiration) : প্রভাব খুব বেশি

কাটা	কাজ, সাজা < খাটা (= জেলখাটা) ।
কর্‌কা	অভাব < খরচ ।
টোকর্‌	জুতো < ঠোকর ।
ঢোঁড়া	মেয়েদের পেট < ভোজ. ঢোঁড়হি—পেট ।
তাবড়ি	চড় < থাবড়া ।

ঘোষীভবন (voicing) : প্রভাব অতি বিরল

থাগ্‌	সিঁড়ি < থাক ।
চাগ্‌	মাছের ঝাঁক ।

ধ্বনিবিপর্যয় (metathesis)

আর্‌চা	সিঁধ-কাটা (= চাড়া) ।
কর্‌চা	চাকর ।
কোদান্‌	দোকান ।
ছাপাই	প্যান্‌টের পাশ পকেট < পাছা ।
নাথা	থানা ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুচে নেআ	ছিনতাই < ছিনে = ছিনিয়ে > নেছি > নেচি > নেচে > নুচে ।
মাল্‌বি	চোর < বামাল > বেমাল > মাল্‌বে > মাল্‌বি ।
মাগ্‌লাস্‌	খনিজ ধাতু < গামলা > গাম্‌লাস্‌ > মাগ্‌লাস্‌ ।
মাজা	শার্ট < জামা ।
লোঠা	পুলিশ < অ. ভা. ঠোলা পুলিশ ।

সমীভবন (assimilation)

চড়্‌ডা, চোড়্‌ডা	চোর = চোর + টা > চোর্‌ডা ।
চ্যাল্‌লা	চড়বড় ।
নেত্‌তা	তিন, তু. তিনে নেত্র ।

সকারীভবন (assibilation)

কামাস্‌	কাছে (= কাছ) ।

মিশ্রণ (contamination) এবং **জোড়-কলম** (portmanteau word)

উম্‌রা	ঘর-বাড়ি (= উপর কামরা) ।
খড়্‌পা	চটিজুতো (= খড়ম পা) ।
গুপ্‌টি	সিঁড়ির নিচের ঘর < গুপ্তি এবং ঘাপটি ।
ঘপা	ঘর বা আড্ডাখানা < ঘর এবং গোপা (= গোপন) ।
চুআলা	মদ < চোয়ানো এবং পেয়ালা ।
ঠুঙ্‌কা, ঠুন্‌কা	পতিতালয়ের ছুটকো খদ্দের < ঠুনকো এবং থাউকো ।
দউনি	কোকাকোলা < দওয়াই + পানি ।

স্বরভক্তি (anaptyxis)

আলগ্‌	'বিদেশী' অপরাধী অর্থাৎ নতুন আমদানী < আলগা ।

মূর্ধন্যীভবন (cerebralization)

উণ্ডা	সুন্দরী < আর. উন্দ (হ) ।
টোর্‌	গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়া < হি. তোড়না ।
টাণ্ডি	মারধর < তণ্ডি ।
টানাটল্‌	কোলাপসেবল গেট < টেনে তোল ।
ডল্‌	কাপড়ের ভাঁজ < দল ।
ডুরি	দারোয়ান < দ্বারী ।

মূর্ধন্যীহরণ (loss of cerebralization)

গোথ্‌নি	বোন < গোষ্ঠী
দোলি	খুন < ডুলি ।
নেতি	নর্তকী < নটী ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসিকীভবন (nasalization)

আঁট্‌কাবাজ	কয়লাচোর < আটকা ।
অঁস্‌কি	চোখ < অক্ষি ।
কাঁটি	তালা খোলার চাবি < চাবিকাঠি ।
ঘাঁট্‌	তাঁতের ফাঁস (গলায় পরিয়ে টেনে মেরে ফেলা হয়) < ঘাত ।

নাসিকীহরণ (loss of nasalization)

আখ্‌	চশমা, টর্চ, আলো < আঁখ ।
কাচ্‌চি	রূপো < কাঁচা ।
কোচর্‌	লুকানো < কোঁচর ।
গাটিআ	গেঁজে < গাঁঠিয়া ।
খোচ্‌	যে বলপূর্বক হরণ করে, অপরাধীকে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকাকড়ি আদায় করে < খোঁচা ।
ছাটা	জন্মনিয়ন্ত্রণ < 'ছাঁটা' ।

দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপে পূর্ববর্তী ধ্বনির দীর্ঘিকরণ

আকর্‌	জুয়া < অক্ষর ।
মাক্‌রা	ঠাট্টা < মস্কারা ।

শব্দের উষ্টিভবন

চাপ্‌	পেছন < পাছ ।
ছাম্‌	যুবতী, যুবতী ।
নেপ্‌	কলম < পেন ।
খুম্‌	মুখ ।

শব্দের একাংশ বর্জন

ছোট ছোট শব্দের এ-রাজ্যে চলন খুব বেশি । দীর্ঘ শব্দ এরা পছন্দ করে না । যেমন,

আড়া	সিঁড়ি < আড়কাঠা ।
কুন্‌জি	গাড়ির চাবি < তালা কুঞ্জি ।
গাদা	বন্দুক < গাদা বন্দুক ।
চাকাল্‌লাস্‌	হইহুল্লোড় < চাকবেঁধে উল্লাস ।
ছড়া	গলার হার < হারছড়া ।
জদু	যাদুঘর ।
জালি	জালনোট ।
ঝাড়া	পোশাক, ঝাড়া বলতে সন্ন্যাসীর পোশাক বোঝায় যারা ছেলেমেয়ে চুরি করে < ঝাপ্পা-ঝোপ্পা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাপু	বাবুটাবু ।
টুসি	টি. সি. (ticket collector) ।
ডি	জুয়াচোর, (বেশ্যাপাড়ার) দালাল < ডালাল ।
নোস্	লোক < মানোস = মানুষ ।
তির্	কলকাতায় হুগলী নদীর ধার < নদীর তীর ।
নিচের	নিচের পকেট ।
লক্কর্	ছুরি লোহা লক্কর ।
মারি	আলমারি ।

অক্ষর যোগ (syllabic addition)

আরট্আন্	আট আনা < আট + আন ।
কিমিরে	কি ।
ছিটোবি	ছবি ।
কিমে	কি ।
কোমাথাএ	কোথায় ।
বিটুরি	বুড়ি ।

অনেক সময়ে অপরাধ-জগতে সৃষ্ট শব্দ থেকে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় । যেমন,

আক্	জুয়া < অ. ভা. আকর = জুয়া ।
কুলসি	চুরি করতে বার হওয়া < অ. ভা. কুলফি ।
কোট্	সাকরেদ < কোদ্ = চোর ।
কেআরি	তিন < তেয়ারি = তিন ।
খিল্লোচর্, খোমোচর্	পুলিশ < খোচর্ = পুলিশ ।
গাঁক্	পতিতার খরিদ্দার < গাহাক ।
জুগু	'?' মতো আঁকশি, যার সাহায্যে চোরেরা পাঁচিল টপকায়। আঁকশিতে একটি দড়ি বাঁধে এবং দড়ি ধরে উঠে যায় < জিজ্ঞাসা ।
ঝাপ্	মেয়েদের পাছা < ছাপা > পাছা ।
টিটা	মদ < কিটা ।
টেক্ দেয়া	সাহায্য করা < ঠেক ।

দ্বিস্বর ও দুই-স্বর (diphthong and vowel combination)-এর তালিকা

আদি	মধ্য	অন্ত
ইআ	লাঠিআল্ খোপিআখানা	আড়িআ, আধিআ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এআ	কেআরি, কাঁচা-দেআল	আখেআ
এও	খানেওলা	খেও
এ্যাও	ত্যাওরানো	
আই, আঁই	কাঁইচি, উঠাইগিরো,	উত্‌তাই
আইরন্‌চ্‌	কিচাইন্‌	গিনাই, পাই, গাঁই
আএ আএনা	চগমা-জ্ঞাএগা	কোমাথাএ
আও, আঁও	উঠাওবাজ	উঠাও, খাও, ঝাঁও
আউ, আঁউ	উঠাউবাজ	খাউ, ঘাউ, খাঁউ
উঁই	জুঁই	
উএ		ধুএ
উআ	চুআলা, দু-আরি	আড়ুআ, কেচুআ
ওই	কোইলাস্‌	নোই
ওএ	গোএন্‌দা	
ওআ	তোআজ্‌	আঁড়োআ নোআ
ওউ	চৌউকো	
অএ	কএলা, পএদাগির্‌	
অও অওজর	গওনা	
অউ	কটউরি, কেরউটি	

তিন-স্বর যুক্ত শব্দ

ইআই	সিআইএ	
ইওএ		থিওএ
এওআ	খেওআর্‌, দেওআন্‌	
এউআ		ঘেউআ
আইআ, আঁইআ		ভাইআ, সাঁইআ
আএআ		চাকার-পাএআ
আওআ আওয়াজ		ছাওআ
অএআ	মএআলি	
অওআ	বওআলি	গওআ
অউআ		চউআ
ওউআ		নোউআ

চার-স্বর যুক্ত শব্দ

আওআই		দাওআই, তাওআই

AMARBOI.COM

ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্যে 'ঙ' এবং 'ড়' শব্দের আদিতে থাকে না । 'ঢ' ভিন্ন অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের মধ্যভাগে পাওয়া যায় । শ-ধ্বনির প্রভাব ক্ষীণ ।

লঘুভাষায় রূপান্তরিত ধ্বনির চল খুব বেশি, এমনটি ঘটেছে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার লোকের উচ্চারণ প্রভাবে । যেমন, আখ, আঁখ—চশমা । কাটি, কাঁটি—গ্রেপ্তার । অন্‌ধা, আঁন্‌ধা—গব্বাবাজদের সর্দার । এন্‌টি, এ্যান্‌টি—মদ । মক্, মঘ্—মেয়ে ।

বাঙালিদের উচ্চারণে এ্যা, অনুনাসিক ধ্বনি এবং মহাপ্রাণের স্বল্পতা বা লোপ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।

ক গ ত দ ব স + র-এর সমন্বয় অর্থাৎ দুই ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের আদিতে পাওয়া যায় ।

শব্দের মধ্যভাগে দুই-ব্যঞ্জন (consonantal combination) -এর আদি ধ্বনিরূপে পাই ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ট, ঠ, ড, ন, প, ব, ম, র, ড়, ল এবং স । শব্দের মধ্যভাগে ঘোষ-মহাপ্রাণ দুই-ব্যঞ্জনধ্বনির আদিতে বিরল ।

শব্দের অন্তে মাত্র দুটি যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনি পাওয়া যায় । যেমন, ন্‌ধ—বন্‌ধ, ন্‌ছ—আইরন্‌ছ । শব্দান্তে যুক্তব্যঞ্জনের অভাব বাঙলা প্রভাবজনিত ।

শব্দের মধ্যে দুই বা তিন ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে বাঙালি উচ্চারণে ছেদ লক্ষ্য করা যায় প্রথম ব্যঞ্জনটির পর । যেমন, দন্-দো, ছত্-ত্রিশ, সান্-ত্রাস্, মিস্-ত্রি । কিন্তু হিন্দিভাষীদের উচ্চারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় । দ-নদ্, ছ-ত্রিশ্, সা-নত্রাস্, মি-স্ত্রি । শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন ছেদ বা বিরামযুক্ত নয় । যেমন, ক্রিচ্, গ্রহ, স্ত্রি ।

ক গ চ ট ড ত দ ন প ব ম র এবং ল-এর যুগ্ম উচ্চারণ বর্তমান ; তবে স এবং ড় ধ্বনির যুগ্ম রূপ শোনা না গেলেও এদের দীর্ঘিকরণ লক্ষণীয় । উচ্চারণের দীর্ঘিকরণ এ ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য । গোপন শব্দাবলীর (secret codes) দীর্ঘিকরণ থেকে রসের ভাষা অধিকতর দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে । অনেক সময়ে মেয়েলি ঢঙ-এ টেনে টেনে উচ্চারণ করা হয় এবং এই ভঙ্গিটি অপভাষীদের কাছে একটি স্টাইল বিশেষ ।

বিভাষায় ১৫১ প্রকার যুক্ত-ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমাহার লক্ষ্য করা গেছে ।

শব্দের আদিতে যুক্ত-ব্যঞ্জন	৬
শব্দের মধ্যভাগে দুই-ব্যঞ্জন	১৪০
শব্দের মধ্যভাগে তিন-ব্যঞ্জন	৩
শব্দান্তে যুক্ত-ব্যঞ্জন	২

নিম্নলিখিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি পাওয়া যায় :

	আদি	মধ্য	অন্ত
ক	কচ্, কট্	ককরো	কক্, গসোক্
খ	খদ্‌রা, খমা	খানাখিনা, বাখারি	পারিখ্
গ	গচ্চা, গন্	কাগোজ্, চেগু	

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ	ঘটক, ঘপা	চরাঘি	বাঘ্
ঙ		খাঙালি, খিঙারি	টপঙ
চ	চক্‌মা, চপ্‌পোকি	কাঁচি, খিল্‌লোচর্	কচ্, ক্রিচ্
ছ	ছকানো	চিছা	গাছ্
জ	জোদু	কাজো, কুজা	কাগোজ, কাজ্
ঝ	ঝোলা	বোঝা	
ট	টক্‌কর্	কটউরি, কাটা	কট্, কোট
ঠ	ঠোলা	কোঠারি, চউঠ্	পাঠ্
ড	ডল্	কেডারা, গিডারা	ফিড্
ঢ	ঢুক্‌কু		
ত	তরালি	কুতো, কেতরি	বিলা হলত্
থ	থাক্‌কি	কোমাথাএ, গোথ্‌নি	
দ	দাম্	কোদি, চাদর্	কোদ্
ধ	ধর্‌পা	বিধোবা	বন্‌ধ্
ন	ননা	কানি, কোনা	কান্, কোদান্
প	পর্‌কা	কাপা, কাপি	কেপ্, চাপ্
ফ	ফন্‌ডা	কাফি, নাফোসি	সরিফ
ব	বচোস্	খাবার্, ছাবা	ছাব্
ভ	ভপ্‌পর্	সম্ভু	
ম	মকর্	কামান্, কামাস্	কলম্, গন্‌জাম্
র	রকিঙ্‌বাজি	কটউরি, কটুরারো	খার্, গন্‌দর্
ড়		কড়ি, গাড়ি	কামোড়্, চাড়্
ল	লকা	কালা, কাটালে	কাতিল্, গুল্
স	সক্‌রি ধুর্	চুসি, চউকি, চুসা	কটোস্, চামিস্
হ	হর্‌মা	চাহুদা	

যুক্তব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন-সমন্বয় তালিকা :
শব্দের আদিতে যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনি

	ক্র	ক্রিচ্	দ্র	দ্রিস্‌টি
	গ্র	গ্রহ	ব্র	ব্রিন্‌দাবোন্
	ত্র	ত্রিভুজ্	স্র	স্রিরিতি
ক	কক	এক্‌কা	কব	মোক্‌বার্
	কখ	সুক্‌খা	কম	চক্‌মা
	কচ	ডেক্‌চি	কর	চক্‌রু
	কট	ডাক্‌টা	কড়	মাক্‌ড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	কদ	নক্‌দি	কল	সূক্‌লি
	কন	চমক্‌না	কস	নক্‌সা
খ	খড়	ওখ্‌ড়ান		
গ	গগ	আগ্‌গাল্‌	গর	উগ্‌রানো
	গড	নাগ্‌ডুমাড়ুম্‌	গড়	পাগ্‌ড়ি
	গম	চগ্‌মা	গল	ওগ্‌লানো
ঙ	ঙক	কাঙ্‌কি	ঙট	আঙ্‌টা
	ঙগ	ডুঙ্‌গা	ঙত	রাঙ্‌তা
	ঙঘ	মাঙ্‌ঘি	ঙড়	চিঙ্‌ড়ি
	ঙচ	মাঙ্‌চুঙ্‌	চল	আঙ্‌লি
চ	চক	আচ্‌কা	চছ	নিচ্‌ছল্‌
	চচ	কচ্‌চা	চব	লচ্‌বা
ছ	ছল	পাছ্‌লি		
জ	জক	আজ্‌কা	জম	অজ্‌মানা
	জঝ	বাজ্‌ঝা	জর	মুজ্‌রো
			জল	কাজ্‌লি
ট	টক	ওট্‌কা	টত	উট্‌তাই
	টট	কিট্‌টা	টন	কট্‌নি
	টঠ	জাট্‌ঠা	টর	গাট্‌রি
			টল	কাট্‌লাস্‌
ঠ	ঠত	উঠ্‌তাই, উঠ্‌তি		
ড	ডড	চড়্‌ডা		
ণ	ণট	অণ্‌টি	ণড	উণ্‌ড
ত	তক	কোঁত্‌কা	তথ	নাত্‌থি
	তত	কুত্‌তো	তর	ওত্‌রান
দ	দদ্‌	গদ্‌দর্‌	দন	বোদ্‌না
	দল	বদ্‌লা	দম	কদ্‌মা
ন	নক	কান্‌কি	নধ	অন্‌ধেরা
	নচ	খুন্‌চা	নন	খাজন্‌নাদ
	নজ	খুন্‌জি	নম	মেন্‌মারি
	নট	এন্‌টি	নল	সান্‌লা
	নত	ঘস্‌কন্‌তু	নস	উন্‌সি
	নদ	অন্‌দার	নহ	পিন্‌হা
প	পক	চুপ্‌কি	পপ	খুড়িপ্‌পা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	পট	গুপ্‌টি	পর	কাপ্‌রু
	পত	গুপ্‌তি	পড়	পাপ্‌ড়ি
	পদ	চাপ্‌দা	পল	খেপ্‌লু
	পন	চাপ্‌নি	পস	লপ্‌সি
ব	বক	ছাব্‌কি	বব	গব্‌ব
	বছ	আব্‌ছামেঘ্‌	বর	খুব্‌রি
	বজ	কব্‌জা	বড়	ছোব্‌ড়া
	বন	চাব্‌নিমারা	বল	কোব্‌লে নেআ
ম	মক	চম্‌কুরেতে	মপ	চম্‌পলু
	মচ	চাম্‌চে	মফ	দম্‌ফু
	মছ	গাম্‌ছা	মব	খুম্‌বা
	মজ	জাম্‌জির্‌	মভ	সম্‌ভু
	মট	গুম্‌টি	মর	উম্‌রা
	মত	কম্‌তি	মড়	কুম্‌ড়ো
	মদ	গুম্‌দার্‌	মল	কম্‌লি
	মন	চিম্‌নি	মস	ঘুম্‌সি
র	রক	কর্‌কা	রন	ঘুর্‌নি
	রগ	মুর্‌গা	রপ	সুর্‌পা
	রচ	আর্‌চা	রফ	বোর্‌ফি
	রঠ	কুর্‌ঠেক	রব	কর্‌ক
	রত	ঘুর্‌তি	রম	বেগর্‌মু
	রদ	মুর্‌দা	রস	চর্‌সা
ড়	ড়ক	আড়্‌কানো	ড়ত	ঝাড়্‌তি
	ড়চ	মোড়্‌চা		
ল	লক	কোল্‌কে	লট	উল্‌টি
	লগ	আল্‌গা	লত	গল্‌তা
	লড	গুল্‌ডুগ্‌	লন	গাল্‌না
	লদ	মাল্‌দু	লফ	কুল্‌পি
	লপ	সুল্‌পা	লব	মুল্‌বে
	লল	কল্‌লা	লস	কুল্‌সি
স	সক	ঘস্‌কন্‌তু	সম	চস্‌মা
	সত	গোস্‌সি	সর	উস্‌রি
	সন	চুস্‌নি	সলা	বাস্‌লি

যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দান্তে

নছ	আইরনছ্‌	নধ	বন্‌ধ্‌

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততর	ছত্রিস্	নতর	সান্ত্রা	সতর	মিস্ত্রি

ণ কেবলমাত্র ণট ও ণড যোগে উচ্চারিত হয় ।

অপরাধী এবং সমাজবিরোধীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তার স্বর-(intonation) বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । উচ্চারণ বৈচিত্র্যে অসংস্কৃতির ছাপ থেকে গেছে। যখন অনর্গল কথা বলতে থাকে তখন পদের বিশেষ অক্ষরগুলি উচ্চারণে অতি-মাত্রায় প্রাধান্য লাভ করে ।

সাধারণ ভাষার মতোই অপরাধ-জগতের ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । কেউ যদি মনে করে থাকেন যে মিশ্রভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনার সুযোগ নেই, সে মত ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের সমর্থন পাবে না । মৌখিক ভাষা আংশিক মিশ্র ও কৃত্রিম—যাই হোক, সেখানে ধ্বনির বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে । ধ্বনিবিদ্যা শব্দবিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে অপরাধ-জগতের ভাষার গবেষণা সম্ভবপর ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপতত্ত্ব

The Study of Language গ্রন্থে John B. Carroll বলেছেন, 'Morphology is the study of the manner in which words are constructed' (p. 24). শব্দের গঠনপদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, শব্দের প্রকৃতি ও তার ব্যবহার সর্বত্র এক নয় কারণ শব্দের একটি নিজস্ব রূপ আছে। রূপটি গুণগত এবং প্রয়োগধর্মী। যে-কোনো ভাষার ব্যবহৃত শব্দাবলী গুণগত শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্বের উক্তির পুনরুল্লেখ করে বলা যায়, পাতালপুরীর ভাষাতেও সাধারণ ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ-ভাষার শব্দ গঠনপদ্ধতি বিচিত্র ঢঙের, কারণ অনেক সময়ে শব্দ তৈরি করা হয় নানা প্রয়োজন ও খেয়ালখুশি মেটাতে।

অপরাধ-জগতের শব্দাবলীকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ। বিশেষণ পদের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়, তবে এজাতীয় পদগুলি সচরাচর ক্ষেত্র বিশেষে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ গুণ ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।

অপরাধ-জগতের ভাষার বাক্যে চলিত বিশেষ্য (এবং ক্রিয়া) পদগুলির পরিবর্তে প্রায়ই লঘুবুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

সাধারণ ভাষা	বিভাষা
অন্ধকারে লুকানো।	কালোতে ছপ্‌পর্‌ খাওআ।
চোর গোপনে মাল চুরি করছে।	কোদ্‌ চাপাএ মাল চামাচ্ছে।
পুলিশ সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে চলেছে।	খোচর চল্‌তাই আখেআএ চোলেছে।
মুখ দেখাস না চিনে নেবে।	খোমা দ্যাখাস্‌না চেহারা কোরে নেবে।
ঘরে ঢুকে সাবধানে বাক্স চুরি কর্‌।	গব্বা ঠেলে হুঁসিআর হোএ ঢোল্‌ চামা।
সুন্দরী মেয়েটাকে দলে ভেড়া।	চামর্‌ চাম্‌টাকে চামিএ নে।
বেইমান দলকে ঠকালো পরে খুন হলো।	চোট পার্টি চোড়ে গ্যালো, পরে খালাস হলো।
মেয়েটা সুন্দর ইশারা কর্‌।	ছাবি চামর আড়িআ দে।
লোকটার নীচের পকেটে খুচরো আছে, তুলে নে।	ধুরকা নিচের ছেচকি হ্যায়, ভরলে।
বাজে বকিস না।	বিলা ছলাস্‌ না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ্যপদ গঠিত হয় অন্যান্য যেসব পদ থেকে :

ক্রিয়াপদ

ওখ্‌রান্	মালগাড়ি থেকে চুরি করতে সর্দারকে যে সাহায্য করে, তু. ওপড়ানো ; ওগরানো ।
কাটটুস্	কুকুর < কাটা ।
গিল্‌লি	ফাউনটেন পেন, তু. গেলা । গিল্‌লি চামর—কলমটি সুন্দর ।
ঝাড়ি	চোখের ইশারা < ঝাড়া । ভাতিকে একটা ঝাড়ি দে—মেয়েটাকে ইশারা কর ।
ভোর্	দরজায় দরজায় ঘোরা, তু. হি. ঢুঁঢ় ।
ঢালা	মদের দোকান । ঢালাতে কিটা ভরা—মদের দোকান থেকে মদ কেনা ।
দাইমুলি	যাবজ্জীবন সাজা, তু. সাঁওতালী দমূল—আসামী চালান করা । নালে দাইমুলি খাটছে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে ।
নিলু	চোরাইমাল লুণ্ঠনকারী < নেয়া, নিল । চোরাইমালের ক্রেতা । নিলুর কাছে সওদা বানাও—চোরাইমালের ক্রেতার কাছে চোরাই মাল জমা রাখো ।
ফুল্-তোলোন্	যে ডাক্তার গর্ভপাতে সাহায্য করে ।

ক্রিয়া-বিশেষণ

আগ্‌লি-বাগ্‌লি	গোলমাল, তু. হি. অগল-বগল—নিকটে ।

AMARBOI.COM

বিশেষণ অথবা গুণবাচক শব্দ গঠিত হয় নানাভাবে । বিশেষণ-বিশেষ্য পদ হতে গঠন :

সাদা-সাজ্	১। বোকা । ২। কয়েদীর পোষাক । সাদা-সাজ্ কাজ্—বোকার মতো আচরণ ।
বড়ো-কুত্‌তা	১। রুক্ষ । → ২। জেল পুলিশ । খোচর বড়ো কুত্‌তা—পুলিশ বড়ো রুক্ষ মেজাজের ।
ফুল্-রঙ্	১। ভয়াবহ । → ২। ঘাতক, তু. রঙ > রক্ত । ধুরের ফুল্-রঙ্ হলো—লোকটাকে মেরে ফেলা হলো ।

ধ্বনি বিপর্যয় এবং উপমা (metaphor) বিশেষণ পদ গঠনে :

লোকা	১। কালো । → ২। আফিং । লোকা চামানো—কালো রাত বা অন্ধকারে চুরি ; আফিং চুরি ।
নিগু	চালাক < গুণী ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারি — ১। ধনী। ২। ধনী লোক < ভারী। ভারি ধুর্ ফোটা—বড়োলোকের চুরি কর।

বিশেষ্য

চক্‌মাদারি — রঙ < চকচকে। দাদা চকমাদারি নিএ জপে বোসেছে, ছেলা মেলাএ খাণ্ডারি করছে পাখির লেগে—সর্দার জপের অভিনয়ে বসেছে, চেলা মেলায় মেয়ে চুরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গন্‌জাম্ — গোলমাল, তু. হাঙ্গামা।

ক্রিয়া

টোকা : কোটা — ভয়ঙ্কর ; ভয়াবহ < কাটা। ধুরের টোকা ঝাড়নি চাই—লোকটার উত্তমমধ্যম প্রহার দরকার।

খিঁচে-নেআ — মৃত। খিঁচে-নেআ পাখির খোমাতে গজের নক্‌সা—মৃত মেয়েটির মুখে ছুরির আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

সমাসবদ্ধ পদ। বিশেষ্য+বিশেষ্য

আব্‌ছা মেঘ — অন্ধকার রাত।
আব্‌ছা মেঘের জলের ফোঁটা বাটি ভোরে ধর্—গভীর রাতের চুরির মাল থলিতে ভর্তি কর্।
আব্‌ছা মেঘে ডোলি করা—
অন্ধকার রাতে খুন করা।

কাজ্‌লি-ছাই — অন্ধকার রাত। কাজ্‌লি ছাইতে কোদ্ গব্‌বাঁএ পিলে সগর্ কোদি করেছিল— গভীর রাতে চোর ঘরে ঢুকে সবকিছু চুরি করেছে।

কালি-বিল্‌লি — ট্যাক্‌সি। চুরির সময়ে যে ট্যাক্‌সির ব্যবহার হয়। ট্যাক্‌সির মাথা কালো রঙ-এর এবং গতির জন্য 'বিল্‌লি'। কালি বিল্‌লিতে ফুটে জা (যা)।

ওভিসার-আএনা (-আয়না) — চটুল চাহনি। ঝিল্‌লির ওভিসার-আএনা ছাবাকে মাতাল করেছে।

নল্-গিটটি — বন্দুক বা রিভলবারের গুলি।

কমর্‌বাজ্-চাবি — তোলনবাজ ; রেলগাড়ির পকেটমার, তু. কামরা। 'চাবি' টাকাকড়ি, মূল্যবান সামগ্রী অর্থে।

আলুবাজ্-গাড়ি — কোনো মেয়েকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা।

সাইনবোর্ডওলা-বাবু — বিবাহিতা মহিলা, সাইনবোর্ডওলা কে হিড়িক্ দিএ দে—মেয়েটাকে দলে টান।

বিশেষণ + বিশেষ্য

ছোট্ কুত্‌তা — পুলিশ ; জেল পুলিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল্ গজ্	একশো টাকা ।

বিশেষ্য + বিশেষণ

গদি-কালো	রোগা ছেলে মেয়ে ।
কালি-ফর্সা	বৃষ্টির অন্ধকার রাত ।
আএনা-সাদা	সাদামনের মানুষ ।
আএনা-ডাঁসা	বদমেজাজী ।

বিশেষ্য + ক্রিয়া

মাথা কাটা	পুরুষত্বহীন ব্যক্তি, তু. নাককাটা ।
ন্যাক্‌কি চুস্	কৃপণ স্বভাব, তু. মাক্‌কি < মাছিচোষা । মহাজন নাক্‌কি চুস্ আছে—ধনী লোকটা বড়ো কৃপণ ।
মাল্-নামানো	১। গর্ভপাত । ২। চৌর্যবৃত্তি । গব্‌বাবাজ্ মাল নামানো কাজে চলেছে ।
বুজ্‌নামা	বুকপকেট < বু (ক) + নামা (নো) । ধুর্‌কা নিচ্‌ছল্‌সেঁ ছেচকি হ্যায়, আউর বুজ্ নামামেঁ নম্‌বরি হ্যায়, ভর্‌লে ।
ধুপ্‌নি	বিড়ি সিগারেট । তু. ধূপ্ < ধূম । নি < নেয়া = গ্রহণ করা অর্থাৎ ধূমপান করা ।

ক্রিয়া + বিশেষ্য

বসাখাল্	চেয়ার । < বসা + খাল = চেয়ার ।
মারা-ধুর	দুর্বল ব্যক্তি । < মারা = মরা > দুর্বল ।

ক্রিয়া + ক্রিয়া

নেসিআ	পতিতালয়ের চাকর যে রাতে কাজ করে, তু. নিয়ে আসা ।
চলা-খাওআ	ছেলেধরা দলে যে লোক খোঁজখবর নেয় কোথায় কোন্ ছেলে বা মেয়ে চুরি করা যেতে পারে ।

যৌগিক ক্রিয়াপদ

বিশেষ্য + ক্রিয়া

ভাত্‌মেলানা	১। চুরিতে বার হওয়া । ২। ধরা পড়া । ৩। ধরা দেওয়া ।
চাক্‌কামারা	ট্রাম বা বাসে ওঠা । চাক্‌কা মেরে ধুর ফাঁসিএ ফুটে জা—ট্রামে উঠে পকেট মেরে পালা ।
নাম্‌চাএ	ভাড়াটে চাই । চাএ—চায় ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষণ + ক্রিয়া

ফাঁকা-কাটা — চুপিসারে জানলার গরাদে কাটা ; < ফাঁকা —খোলা ; ফাঁকা কাটকে ভস্‌কানা চাই—চুপিসারে কেটে ভেঙে ফেলা দরকার ।

ঘাতুটাকা — খুন করা < ঘাতক + কাটা ।

ক্রিয়া + ক্রিয়া

উত্‌রেদেআ — ঠকানো ।

উত্‌রেনেআ — ছিনিয়ে নেওয়া ; ধুরের খোপা উতরে নে—লোকটার মাথা থেকে মাল ছিনিয়ে নে ।

কুটিবিট্‌ — উত্তম-মধ্যম প্রহার করা ; ইং. to cut and beat.

ক্রিয়াবিশেষণ + ক্রিয়া

অগল্‌-বগল্‌ করা — ছিনতাই বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপের পূর্বে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখা।

বহু বিশেষ্যপদ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলজাত । ধ্বনি পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে, তথাপি রূপতাত্ত্বিক আলোচনার তাগিদে পুনরাবৃত্তি অসংগত হবে না বলে আশা করি । অপরাধ-জগতের শব্দ ও তার গঠনপদ্ধতি বিশ্লেষণের দ্বারা বিভিন্ন উক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা সম্ভবপর হতে পারে ।

AMARBOI.COM

দুটি শব্দ থেকে একটি শব্দ

বিশেষণ + বিশেষ্য

ফিক্‌ — সিক । < ইং. fi(t) + k(ey).

টাবক্‌ — মোটা টাকা । ইং. tight + box.
টাবক্‌ টপ্‌কে বাতাসি—মোটা টাকা মেরে উধাও ।

বিশেষ্য + ক্রিয়া

চেগুন্‌ — জিপ চেন । < ইং. chain + বাং. গুটানো । চেগু টেনে দামরি ভরো—ব্যাগের জিপ সরিয়ে টাকা চুরি কর ।

বিশেষ্য + বিশেষ্য

সুটা — সিগারেট । < সু (খ) + টা (ন) ।

নেদানা — বিছানা ; তু. হি. নীদ + বাং. বিছানা ।

লগাম — মালগাড়িতে চুরি ; তু. মাল + গাড়ি ।

ধ্বনি বিপর্যয়

বিশেষ্য < বিশেষণ

সরকা — চোরের আড্ডা ; তু. হি. সঁকরা—সংকীর্ণ । সরকাএ ফোটা পারটি —দল থেকে পলাতক ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হনোমনো ১। মেয়ে। ২। সুন্দর বস্তু। < মনোমোহন।

বিশেষ্য < বিশেষ্য

পারিখ্ পরপুরুষের সঙ্গে স্বামীর মতো সম্পর্ক ; তু. হি. পারখী।

ছাপাই পাছপকেট। < পাছা। ছাপাই ফুচো—পাছ পকেট থেকে চুরি করা।

পশ্চাদংশের কর্তন

বিশেষ্য

সল্লা গলার হার < অ. ভা. কল্লা < ইং. collar.

ফরিয়াঁ জেলখানা, তু. হি. ফরীয়াদ।

ফুট্ অংশ, তু. হি. ফুটকর—খুচরা।

বিলাপু পরিচিত পুলিশ, তু. অ. ভা. বিলা + পুলিশ। বিলাপু চামিএ দে—পরিচিত পুলিশকে ঘুষ দিয়ে দে।

ক্রিয়া

ফুট পালানো : তু. হি. ফূটনা।

সম্মুখাংশের কর্তন

সলাই চাবি < দেশলাই। সলাই লাথা মারা—তালাচাবি রাখা।

নাফা পাশ পকেট < মুনাফা।

পরম্ প্ল্যাটফরম।

শব্দের শেষভাগে সংযোজন

বিশেষ্য

নটটি মনিব্যাগ < ইং. note.

পন্ডা-কর্ ফাঁসি কাষ্ঠ < হি. ফন্দা—ফাঁস।

ক্রিয়া

নাপ্কু চুরির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা চোখে চোখে রাখা ; < অ. ভা. নাপ নেআ—তথ্যানুসন্ধান < মাপ।

শব্দের মধ্যাংশের নতুন সংযোজন

বিটুড়ি বুড়ি। বিটুড়ি জলপানি রেখেছে—বুড়ি একটি বাচ্ছা মেয়ে রেখেছে।

সাল্তা রিভলবার < সাত ; পিস্তলের সঙ্গে ইং. 7-এর সাদৃশ্য। সাল্তা পল্তা জল্তা—টোটা ভর্তি পিস্তল ভালো কাজ দিচ্ছে।

চুক্রু ঘুমন্ত ছেলেকে যে চুরি করে < চুরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুস্‌কি — পতিতা, তু. অ. ভা. চুসা ।

শব্দের পূর্ব, মধ্য ও অন্তে সংযোজন

আকাট্‌লাস্‌ — পালানো ; গা ঢাকা দেওয়া < কাটা । চামর আকাট্‌লাসে—মেয়েটি পালিয়েছে ।

হছিটোবি — ফটো < ছবি । ভাতির হছিটোবি ছুম্‌ ছুম্‌—মেয়েটির ছবিটি সুন্দর ।

ডি — দালাল ।

টুসিটুসি — রেলের টিকিট কালেকটর (T.C.)

ফাচু — ফাউন্টেন পেন চোর ।

ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তনে বিশেষ্যপদের সৃষ্টি

পিক্‌-থাল্‌ — পাছ পকেট < পিক < পিছ (ন) ।

সাঙ্‌লা — জানলা । সাঙ্‌লা ভোস্‌কে চোলে জা—জানলা ভেঙে পালা ।

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

বিশেষ্য

সব্‌জা — গাঁজা < শবজী ।

কব্‌জি — দরজা < কবজা ।

উটা — ঘরবাড়ি < হট ।

তব্‌লি — সংগীত পটীয়সী < তবলা ।

ক্রিয়া

ঘোরানো — চুরি করা < সরানো ।

ঘোঁট্‌ — চুরির সামগ্রী গিলে ফেলা < ঢোঁক ।

অন্তঃস্বর লোপে কর্তৃবাচক শব্দ

ক. বিশেষ্য পদজাত

খোচ্‌ — ১। মস্তান । যারা চোলাই মদের আড্ডা প্রভৃতি প্রকাশ করে দেবে বলে ভয় দেখায় তাদের 'খোচ' বলে । < খোঁচা । ২। পুলিশ ।

খ. ক্রিয়া পদজাত

ওখ্‌রান্‌ — যে লোক সর্দারকে মালগাড়ি ভাঙতে সাহায্য করে < ওপরানো ।

ওত্‌রান্‌ — যে চুরি ছেড়ে দিয়েছে । ওতরানো ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি পদের একটি লোপের দ্বারা নতুন পদের সৃষ্টি

বিশেষ্য

আতপ্	বিধবা । < আতপ চাল । আতপ্ চামর—সুন্দরী বিধবা ।
ভপ্পর্	চুরির সময়ে গোলমাল । < ভিড় ভপ্পর্ ।
ছামি	বাচ্ছা মেয়ে < ছিমছাম । ছামি ছুম্ ছুম্—মেয়েটি সুন্দর ।
রাত্	অন্ধ ভিখিরি < রাতকানা ।
কাটারি	সুন্দর চোখ < কাটারি চোখ ।
গোন্	গোলমাল ; গণ্ডগোল ।
গানি	পাইপ গান ।
মউ	সুন্দরী মেয়ের দল, তু. মৌচাক । দল বেঁধে উল্লাস ।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বিভিন্ন রূপে গঠিত হয়

—আনি,—নি,—ই,—ইআ

ধুরানি	(উদ্বাস্তু) মেয়ে । অ. ভা. ধুর । ধুরানি ছকানো—মেয়ে ঠকানো।
করচানি	ঝি । অ. ভা. করচা—চাকর ।
ছামি	মেয়ে (চোদ্দ বছর পর্যন্ত) । অ. ভা. ছাম্—মেয়ে < মাছ ।
ছামিআ	চনমনে মেয়ে ।
সেঠিআ	অবস্থাপন্না পতিতা < সেঠ ।
টিপ্কিবাজ্	মেয়ে চোর । অ. ভা. টপ্কাবাজ—জালিয়াৎ ।
লকর্	বড়ো ছুরি ।
লক্ড়ি	ব্লেডের টুকরো ।

সর্বনাম

পাতালপুরীর ভাষায় সর্বনামের ব্যবহার তেমন নেই । হিজড়াদের ভাষায় অবশ্য কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে ।

ইন্চে	ওই লোক । ইন্চে খোলে ঠিক্ছে—ওই লোকটা ঘরে ঢুকছে ।
ইন্সি	ইনি ।
উন্সি	উনি ।
তিন্সি	তিনি । উন্সি তিন্সির নাম চায়—ও তার কথা ভাবে ।
কিমিরে	কি । কিমিরে কোমাথাএ বসাচ্ছিস্—কিরে, কোথায় যাচ্ছিস ?
কিমে	কি ।
এমে	এই । এমে ধুরুমে কিমে ছলালো ? —এই লোকটা কি বললো ?
কোমথাএ	কোথায় ।
হাম্সি	আমি < হি. হম ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুদ্রার্থে

আড়াই-সের্	দশ টাকা ।
আড়াই সেরি	পাঁচ টাকা ।
চাকা	ট্রাম বাস সাইকেল ।
চাক্‌তি	চাকা অর্থাৎ ছোট চাকা ।
ছাম্	মেয়ে ।
ছামিআ	কচি শিশু ।
টোন্‌না	মেয়ে ।
টোন্‌নি	বাচ্চা মেয়ে ।
লক্‌কর্	বড়ো ছুরি ।
লক্‌ড়ি	ব্লেড ।
পাঁচ-সের্	কুড়ি টাকা ।
পাঁচ-সেরি	দশ টাকা
পুলা	বোমা ।
পুলি	বুলেট ।

ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার স্বল্প :

জার্‌কাটি	একত্রে । জার্‌কাটিতে অন্ধকারে কাজে চোলেচে—আঁধার রাতে চুরিতে চলেছে ।
কামাস্	নিকটে < কাছে ।

একই শব্দের একাধিক অর্থ থাকা বিচিত্র নয় :

চ্যাঙ্‌লা	বি. ১। অল্প বয়স্কা পতিতা । ২। অল্প বয়স্ক চোর । ৩। কয়েদী । বিণ. ৪। চালাক । < চ্যাঙড়া ।
ছপ্‌পর্	বি. ১। ঢাকা । ২। ছাতা । ৩। পরচুলের দাড়ি । ক্রি. ৪। লুকানো < ছিপানো—লুকানো ।
লাতার্	বি. ১। তালা । ক্রি. ২। তালা খোলা ।
আখ	বি. ১। চশমা । ২। টর্চবাতি । ৩। আলো । ৪। স্তন। বিণ. ১। গোলাকার ।
চিছা	বি. ১। মেয়ে । বিণ. ২। সুন্দর ।
চাঁই	বি. ১। সাবধানী লোক । বিণ. ২। চালাক । ৩। হাবাতে।
টান্‌ডি	বি. ১। আঘাত । ক্রি. ২। বাক্স ভাঙা ।
তানুক্	বি. ১। যুবতী মেয়ে । ২। মিষ্টিমুখ । ৩। সুপুষ্ট চেহারা। বিণ. ৪। অবিবাহিতা । ৫। সুন্দর ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থুররম্	বি. ১। জেলের খাবার। ক্রি. ২। জোরে আঘাত করা। < থোড়া।
ধোস্	বি. ১। মোটা শরীর < ভোজ. ধুস্—মাটির চাবড়া। বিণ. ২। ভীরু।
বাতেলা, বাতোলা	বি. ১। ধাপ্পা। অ. ভা. উলটি বাতোলা—অপরাধ-জগতের ভাষা। ক্রি. ২। কথা বলা।

কতকগুলি ক্রিয়াপদের আকৃতি প্রায় এক প্রকারের। এই পদগুলি গঠনের পিছনে সাদৃশ্যের (analogy) প্রভাব লক্ষণীয়।

গাইপ্‌পা	১। চুরির কাজ শেষ হয়েছে, তু. হি. গই। ২। চুরি করা।
ঘুরিপ্‌পা	ঘুরে বেড়ানো, তু. বাং. ঘোরা।
জাইপ্‌পা	আমি কী যাবো ? তু. যাওয়া।
বোসিপ্‌পা	(আমি) বসি। বোশিপ্‌পা, তুই ধুরের খোপা ভর্—আমি বসছি, তুই লোকটার জিনিস চুরি কর।
ফুটিপ্‌পা	(আমি) পালাই। তু. অ. ভা. ফোটা।
লুড়িপ্‌পা	চুরি করা < লুড়ি—চুরি।

পাতালপুরীতে সৃষ্ট 'লেড়্‌হা' ক্রিয়াপদের ব্যবহার কৌতুকপ্রদ।

লেড়্‌হা	দেখা।
খিললি লেড়্‌হা	যখন কোনো বারাঙ্গনা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাসতে থাকে।
ঢাটি লেড়্‌হা	লুকিয়ে কিছু দেখা।
টিটা লেড়্‌হা	সন্দেহজনকভাবে তাকানো।

সংখ্যাবাচক শব্দ সহযোগে-টা

চোক্‌টা	চার।
ডাক্‌টা	দুই, তু. অ. ভা. ডাকানা।
সিক্‌টা	এক, তু. শিক।

বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। সচরাচর অপরাধী এবং সমাজবিরোধীরাই তাদের জগতের ব্যবহৃত শব্দগুলির উৎপত্তির ইতিহাস জানিয়েছে। যারা নতুন নতুন শব্দের স্রষ্টা তারাই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করার অধিকারী। যখন এদের কাছ থেকে ব্যুৎপত্তি সংগ্রহ করতে অপারগ হয়েছি তখন আনুমানিক উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। তথাপি বহু শব্দ হাতে এসেছে যার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। হয়তো বিভিন্ন ভাষা ও বিভাষার অভিধান প্রস্তুতিকরণের পর এ সমস্ত শব্দের ইতিহাস জানা যাবে। এমনতরো কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হলো যাদের মাধ্যমে একাধিক শব্দের যোজনা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোদ্	চোর ।
কোদি	চুরি ।
কোদানো	চুরির কাজ ।
কোদিগিরি	চোরামি ।
আরিআ	জাহাজ বা মালগাড়ির চোরাইমাল ।
আরিআলা	জাহাজের ডেক ।
আরিআল্	জাহাজে যে চুরি করে ।

কর্তৃবাচক পদ রূপে ব্যবহৃত

ভরোস্	যে ব্যক্তি পতিতার অন্নে পালিত, তু. ভরসা ।
ভরম্	পকেটমার দলের সর্দার, তু. ভরণ ।
ভাগার্	পলাতক, তু. হি. ভাগা ।
রণ্জু	গাঁজাখোর, তু. গঞ্জু < গাঁজা ।
ছড়া	গলার হার চোর < হারছড়া ।
জালি	জালনোটের কারবার < জালি ।
নিচের	নীচের পকেট থেকে যে পকেট মারতে ওস্তাদ ।
ভাত্তা	ভাত তরকারি খেতে যে ভালোবাসে ।

পাতালপুরীর ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শব্দের আদি অংশকে মোটামুটি অক্ষত রেখে শব্দের অন্তে প্রত্যয় ধরনের অঙ্গযুক্তিকরণ । বহু-ব্যবহৃত কয়েকটি প্রত্যয় জাতীয় শব্দ উল্লিখিত হলো ।

—আ,—আই,—ইআ,—এআ ইত্যাদি বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয় জাতীয় শব্দের অন্তে রক্ষিত হয়েছে ।

আড়িআ	চটুল চাহনি, তু. হি. আড়ী, বাং. আড়ি ।
কুমিআ	জেলের সেল, তু. কুপি ।
চল্তাই	চনমনে, তু. চালু ।
সুড়িআ	বুড়ি ।
আধিআ	আধাআধি ভাগ ।
গুল্গুলিআ	বোমা, তু. গুল্গুলি বা গুলি ।

—ই যুক্ত বিশেষ্য পদ

উলটি	অপরাধ-জগতের ভাষা, তু. উলট্ ।
কোট্নি	গেঁজে < ইং. cotton.
গবরি	বিদেশী, তু. ফা. গবর্—বিশ্বাসঘাতক ।
আড়ি	বাধা < আড়—আড়াল ।
কট্নি	কাঠের বাক্স < কাঠ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—উ,—উআ

উপ্‌পু	যে উপুড় হয়ে আছে, তু. উপুড় ।
করমু	সাকরেদ, তু. কর্মী ।
গরমু	মাতাল, তু. গর্মী ।
ঠাক্‌কু	দারোয়ান, তু. ঠোকা ।
টিকুআ	লোহার ডাণ্ডা < টিক, তাক, তাগ—লক্ষ্য ।
চুক্‌রুআ	ছেলেধরা, যে ঘুমন্ত ছেলে চুরি করে < চুরি ।

—এর্

চলের্	পকেটমার < চল্ > চলা ।

—সি

উন্‌সি	ওইলোক, তু. হি. উন সম্মানার্থে ব্যবহৃত ।
হম্‌সি	আমরা, তু. হি. হম্ ।
তিন্‌সি	তিনি ।

—কা,—কি

ঘোড়্‌কা	ঘর < ঘোর < ঘুর—চক্র ।
ঝুল্‌কি	নাকছাবি < ঝোলা ।

—ন্

চড়ান্	১। গোপন । ২। বিশ্বাসঘাতক < চড়ানো ।
ধরান্	ছেলেধরা ।
মাচান্	পাঁচিল ডিঙানো ।

—রু

ফাট্‌রু	পলাতক, তু. অ. ভা. ফট্ — পালানো ।
কর্‌রু	দলের সর্দার ।

লু—

খেপ্‌লু	মেয়েবন্ধু < খ্যাপা ।
চম্‌পলু	পকেটমার. তু. চম্পট ।

—খাল্

উপর্ খাল্	বুকপকেট ।
কোঁক্ খাল্	দেহের গোপন অংশ ।
চোক্ খাল্	চশমা ।
ছ্‌প্‌পর্ খাল্	দেহের গোপন অংশ < ছিপা—চাপা ; ঢাকা ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টান্‌খাল্‌	টানা (আলমারি) ।
নিমা খাল্‌	জামার নিচের পকেট ।
পিক্‌ খাল্‌	পাছপকেট ।
ভিট খাল্‌	জামার ভিতরপকেট ।
মুক্‌ খাল্‌	ভিতরপকেট ।

আ—

আরেলা	আড্ডা, তু. হি. রেলা ।
আরঙ্‌	খুন, তু. 'রঙ' রক্ত অর্থে ।

আড়াই—

আড়াই পএসা	পঁচিশ টাকা ।
আড়াই টিন্‌	পেট্রল ।
আড়াই গুন্‌	ছুরি মেরে খুন করা ।
আড়াই চাকা	মালগাড়ি ।

কালো—

কালো জিরে	গাঁজা ।
কালো বাবু	বদমেজাজী পুলিশ কর্মচারী ।
কালো মামা	রেল পুলিশ ।

AMARBOI.COM

কাঁচা—

কাঁচাকলা	বাচ্চামেয়ে ।
কাঁচা খপ্‌পর্‌	গলার মধ্যে লুকানো গহুর ।
কাঁচা জিনিস্‌	১। সোনারূপা ২। অবিবাহিতা ।
কাঁচা দেআল	তরুণী বারাঙ্গনা ।
	বিলা—বি. ১। অন্তর্বাসের মধ্যে লম্বা পকেট । ২। খবর । ৩। কুৎসিত চেহারা । ৪। দারোয়ান । ৫। পুলিশের চর । ৬। পুলিশ । ৭। পলায়ন । বিণ. ৮। বাজে, মিথ্যা ।
বিলা আওয়াজ	১। কুৎসিত উক্তি । ২। মিথ্যাভাষণ ।
বিলা খানা	পতিতালয় ।
বিলা চাকা	১। চোরাই মোটরগাড়ি বা সাইকেল । ২। ভাঙা গাড়ি ।
বিলা ফিট্‌	চাবি < ইং. fit.
বিলা দেখন্‌	১। কোনো বাড়িতে চুরির সময়ে দলের যে লোক বাইরে লক্ষ্য রাখে । ২। যে লোক 'ঢুকু'র হাত থেকে চোরাইমাল সংগ্রহ করে । দরজায় চাড় দিয়ে পাতলা চেহারার অল্পবয়স্ককে চুরির জন্য ভেতরে প্রবেশ করানো হয় । তাকেই ঢুকু বলে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলা পাত্তিবাজ	যারা নোট জাল করে ।
বিলা ছেচ্‌কিবাজ	যারা রেজগি জাল করে ।
বিলা বাট্‌টা	গোলমাল ; হট্টগোল ।
বিলাপু	চেনা পুলিশ ।
বিলাবাজ	মাতাল ।
বিলামাল	ভেজাল ওষুধ ।
বিলারা	পালানো ।
বিলাহলত্‌	মারাত্মক প্রহার ।
বিলাহওআ	১। ধরা পড়া । ২। গর্ভবতী হওয়া ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দার্থতত্ত্ব

একটি ভাষা নানা রূপ নিয়ে বিরাজ করে । একই ভাষার সাধু, কথ্য, উপভাষা, বিভাষা প্রভৃতি বিভিন্ন দিক আমরা দেখতে পাই । কোনো একজন তার মাতৃভাষার অনেকগুলি রূপের সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারে । সমাজজীবনে যেমন একই লোককে কখনো অধ্যাপক, কখনো খেলোয়াড়, শিল্পী, পিতা, স্বামী, পুত্র বা বন্ধুর ভূমিকায় দেখি ; তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও দেখি, —নানান পোশাক এঁটে নানান সমাজে ভাষা চলাফেরা করছে । সভ্য পরিবেশে ভাষা পোশাকী রূপ নেয়, আবার হালকা আবহাওয়ায় আটপৌরে পোশাক পরে ফেলে । মানুষের বয়েসভেদেও ভাষার রূপের রদবদল হয় । ভাষার ভেদাভেদ মেয়ে পুরুষের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় । তাছাড়া পেশাদারী ও বাণিজ্যিক ভাষারও ব্যবহার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উপজীবিকার ক্ষেত্রে ।

পেশাদারী ভাষা সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে একটি মজার গল্প শুনেছি যা এখানে উদ্ধৃত করছি । ছাত্রাবস্থায় তিনি জামা তৈরি করাতে একবার ধর্মতলায় চাঁদনিতে যান । দোকানে দরদামের সময়ে একজন দোকানি অপরজনকে বলতে থাকে, যেন এক 'নিকি'ও কমানো না হয় । অধ্যাপক মহাশয় 'নিকি' শব্দের অর্থ কী হতে পারে তা অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন । তাই তিনি বলে ওঠেন, গজ প্রতি এক নিকি (= এক সিকি) দাম কমানো চাই । নিকির গোপন অর্থ ক্রেতার জানা থাকায় দোকানদার প্রতি গজে এক সিকি দাম কম নিতে রাজী হয়ে গেল । তেমনিতরো ছাত্র-জগতেও এক ধরনের হালকা শব্দের প্রচলন দেখা যায় । সমাজের সর্বস্তরে ভাষার রকমফের কেবলমাত্র ভাষাতাত্ত্বিকের নয় সাধারণ শিক্ষিত লোকেরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না । সমাজের নিচের তলায় অপরাধ-জগতে যে বিশেষ ধরনের ভাষার প্রচলন রয়েছে তার সঙ্গে আমাদের কারুর কোনো পরিচয় নেই ।

সাধারণভাবে বিভাষাকে Vulgar Latin-ও বলা হয় । পৃথিবীর নানা দেশে এই ভাষা নানা নামে অভিহিত হয়েছে, 'It exists in England under the name slang or cant, in Germany rothwelsch, the Spanish call it xérigo-nza, calao in Portuguese, hiantchang in China'[১] জাপানের বিভাষাকে বলা হয় ingo । পশ্চিম বাঙলার অপরাধীরা একে বলে উল্টি বা উল্টি বাতোলা ; যেহেতু সাধারণ শব্দগুলিকে ভেঙেচুরে উলটিয়ে পালটিয়ে ব্যবহার করা হয় । শব্দ এবং অর্থবৈচিত্র্য দুয়ের আলোচনা কৌতুকপ্রদ ।

১. *Dictionnaire d' Argot* ; Clement Casciani, p. 6.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অধ্যায়ে লঘুশব্দের শব্দার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । একটি শব্দের অর্থ দুরকমের হওয়া সম্ভব, এ সম্পর্কে John B. Carroll-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে, 'The meaning of a linguistic form is often treated under two headings : its denotative meaning and its connotative meaning' (p. 95). কতকগুলি শব্দ ধরা যাক, যেমন, কথা, কলসি, কাটা, কাটি, ছক্কা ; এবার দেখা যাক এই শব্দগুলির মৌলিক অর্থ পরিবর্তিত হয়ে অপরাধ-জগতে কী রূপ পেয়েছে : কথা—টেলিফোন । কলসি—মেয়েদের নিতম্ব ; মদের বোতল বা চামড়ার ব্লাডার যার মধ্যে মদ রাখা হয় । কাটা—ছুরি ; নিরাপদ স্থান । কাটায় থাকা—নিরাপদ থাকা । রুমাল বোঝাতেও 'কাটা' শব্দের ব্যবহার হয়, হয়তো কাটা কাপড়ের সঙ্গে সংগতি রেখে এই অর্থান্তর ঘটেছে । কাটি—ফাউন্টেন পেন । ছক্কা —চুম্বন ; চুম্বন শব্দের প্রথম বর্ণ চ হলো ব্যঞ্জনবর্ণের ষষ্ঠ বর্ণ । সাধারণের কাছে অর্থ গোপন রাখার জন্য ছক্কা বলতে চুম্বন বোঝানো হলো ।

অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে John B. Carroll অন্যত্র বলেছেন, 'the study of linguistic meaning should be regarded as study of the speakers' adjustments to the situations.' লঘুভাষা সম্পর্কেও এ উক্তি হুবহু খাটে । অর্থের পরিবর্তন হতে পারে মানুষের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে, সে সম্পর্কে John B. Carroll পুনরায় বলেছেন, 'the denotative and connotative meanings of a given linguistic form are essentially properties of a given individual's behavior at a given point of time and that they are subject to change depending upon new reinforcing conditions which may appear in that individual's environment' (p. 96). অপরাধ-জগতের একটি শব্দের গ্রহণ-বর্জন ভাঙন-গড়ন অর্থ পরিবর্তন নানা কারণে ঘটতে পারে । পুলিশ অথবা জনসাধারণের কাছে একটি শব্দের অর্থ জানাজানি হয়ে গেলে অথবা একই শব্দের ব্যবহারে অরুচি বোধ হলে মুখ পালটাতে নতুন শব্দের ব্যবহার ঘটে থাকে । শব্দচয়ন ক্ষেত্রে অনেক সময়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় । অপরাধজগতে প্রতিশব্দের ছড়াছড়ি । একটি ভাব বা ধারণার অজস্র প্রতিশব্দের অস্তিত্ব প্রমাণ করে মনের প্রাচুর্য । প্রতিশব্দগুলি অনুশীলনের মাধ্যমে অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ মানুষের মানসিক বিকার, তাদের পরিবেশ, বিভিন্ন ভাবধারার প্রভাব প্রভৃতি নানা বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা জন্মানো সম্ভব ।

অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতি ভাষার মাধ্যমে জানার কিঞ্চিৎ সুযোগ রয়েছে । অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের মন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কীভাবে কাজ করে সে আলোচনায় আসা যাক ।

ক. তুলনামূলক

পাপড়ি	• ঠোঁট ।
পালি	কারেন্সি নোট (= পঙ্‌ক্তি) ।
বাসি	কণ্ঠস্বর < বাঁশি ।
সিগারেট	কলম ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যাড়া	যে ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই ।
বিড়ি	কলম ।
সুতো	গলার হার ।
সুরমা	কালি ।
সুরুআ	রক্ত ।
সর্দিকাসি	নোট এবং রেজগি । সর্দি বলতে নোট বোঝাচ্ছে । রেজগির আওয়াজ কাশির সঙ্গে তুলনীয় ।

খ. সঙ্গমূলক

খোকা	মদ । মদ শিশুর মতো সকলের প্রিয় ।
নাফা	জামার পাশপকেট (মুনাফা) ।
পুর	নোটের বাণ্ডিল ।
ব্যাপারি	ঘুষগ্রহণকারী পুলিশ ।
ব্যাঁকা	ছাতা ।
সোট্‌লা	মোটা টাকা (পোঁটলা) ।

গ. বিপরীতার্থক

উঠাও	জুয়াচোরদের লোক ঠকাবার এক ধরনের পদ্ধতির নাম হচ্ছে নৌসেরা । এই দলের একজন মেকি সোনার গহনা রাস্তায় সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তির সামনে ফেলে দেয়, উদ্দেশ্য তাকে প্রলুব্ধ করা । যে লোক মেকি সোনা ফেলে তাকে বলা হয় 'উঠাও' ।
আওয়াজ্	ছুরি । যদিও ছুরির ব্যবহারে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না ।
ঘুম্	চোর । অর্থাৎ রাতে যারা জেগে থাকে, বিশেষ করে রাতের চোর ।

এই ধরনের পরিবর্তনে শব্দটি সাধারণত অক্ষত থাকে, কেবলমাত্র অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায় । এরূপ পরিবর্তন বেশ ধীর-মস্তিষ্কে হয় ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় মেলে ।

ঘ.	সুভাষণ	অলংকারের মাধ্যমে অপরাধ-জগতের সাংস্কৃতিক দিকের পরিচয় মিলবে ।
	বাধা-পড়া	মেয়েদের ঋতুকাল ।
	সোরির্-খারাপ্	মেয়েদের ঋতুকাল ।
ঙ.	সাদৃশ্য	কোনো বিশেষ বস্তুর সঙ্গে যে ব্যক্তির বা বস্তুর যোগ রয়েছে, সেই বস্তুর নামে ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় ।
	কাঁইচি	বাগানের মালি ; পকেটমার ।
	পাগ্‌ড়ি	দারোয়ান ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঠি	পুলিশ ।
হাঁড়ি	মেথর ; বিশেষ করে জেলখানার মেথরকে বোঝায় ।
কাঁচ্	হীরকখণ্ড ।

চ. **অর্থের উগ্রতা প্রকাশক**

আসামি	খুনী ।
ফান্ডাকার্	ফাঁসিকাঠ, তু. হি. ফন্দা—ফাঁস ।
জালম্	যে ব্যক্তি টাকা নিয়ে খুন করে, তু. আর. জালিম—নিষ্ঠুর।

ছ. **সম্পূর্ণ বোঝাতে অংশের ব্যবহার**

পলিতা	চণ্ডু জাতীয় ভাঙ গরম করবার জন্য যে প্রদীপ ব্যবহার করা হয় ।
পেটো	হাতবোমা ।
বেণি	মহিলা < বেণী ।

জ. **অংশ দ্বারা পূর্ণ বোঝানো**

বিট্নি	স্তনবৃন্ত, তু. হি. বিটিয়া—কন্যা ।
আঙুলি	পাতলা ছিপছিপে চেহারা ।

ঝ. **উপমার ব্যবহার** অপরাধ-জগতের ভাষার রাজ্যে উপমা একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে । মনের নানা ভাব—হাসি ঠাট্টা রাগ দ্বেষ সুখ দুঃখ প্রকাশ করতে এরা উপমার আশ্রয় নেয় । তরুণরাই হলো অধিকতর উপমাশ্রয়ী ।

আংটি	মেয়েদের কটিদেশ ।
বাগ্বাজার্	শূন্য । রসগোল্লার সঙ্গে তুলনীয় ।
বিল্লি	মেয়ে ।
বর্ফি	চার ।
বোঁটা-কাটা বেল্ফুল্	স্তনবৃন্ত ।
মনসা	খিটখিটে মেয়ে ।

উপমাগুলি নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ।

১. মানুষ, বিশেষ করে নারী এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোঝাতে ফল-ফুল, শাকসবজী এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় ।

অশোক্ ফুল্	ঋতুবতী নারী ।
আন্সি	রোগা মেয়ে ।
কান্দাই	স্তন ।
কাঁচাকলা	ছোট মেয়ে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুই	মেয়েবন্ধু ।
ট্যাপারি	মেয়ে ।
চক্‌লেট্‌	মেয়েদের উরু ।
লাল্‌গজা	জিভ ।

২. মানুষ বোঝাতে নানান বস্তুর ব্যবহার হয় ।

আবির	সধবা মহিলা ।
ঝাঁটাকাটি	লম্বা এবং রোগা মেয়ে ।
টাণ্ডাপানি	যৌনজীবনে যে স্ত্রীর সহযোগিতা মেলে না, তু. ঠাণ্ডা পানি।
বস্তা	হতভাগ্য প্রতারিত ব্যক্তিকে বোঝাবে । প্রতারিত ব্যক্তিকে চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে প্রতারক টাকা আদায় করে।
বাঁধাকপি	শিখ ।
পার্‌কার্‌ 51	প্রতারকদলের সর্দার ।

৩. পশু, পাখি, মাছ প্রভৃতির দ্বারা মানুষ বোঝানো হয় ।

কুত্‌তা	অসৎলোক ।
খ্যাঁকসেআল্‌	পুলিশ ।
হনুমান্‌জি	বিকৃত-যৌন মানুষ।
হাএনা	স্বার্থপর মানুষ।
বুল্‌ডগ্‌	রোখা লোক ।
বিড়াল্‌	সুন্দরী মেয়ে ।

৪. মানুষ বোঝাতে মানবিক গুণাগুণের নাম ব্যবহার করা হয় ।

আদত্‌	হিজড়া, তু. আর.—স্বভাব ।
সত্‌	সুন্দরী মহিলা < সৎ ।

৫. মানুষ বা মূল্যবান দ্রব্য বোঝাতে রোগের নামের ব্যবহারও রয়েছে ।

ম্যালেরিআ	পুলিশ । ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে যেমন সহজে মুক্তি মেলে না, পুলিশের হাত থেকেও তেমনি অপরাধীর মুক্তি পাওয়া কঠিন ।
পিলা	সোনা ।

৬. রোগা মোটা প্রভৃতি নানান ধরনের আকৃতির মাধ্যমে আকৃতি বা প্রকৃতি বোঝানো ।

রোগা	কঠিন প্রকৃতির মানুষ । রোগা মানুষের চেহারা শক্ত বোধ হওয়ায় সম্ভবত এই অর্থ করা হয়েছে ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটা	ভালোমানুষ । মোটা মানুষের কোমল ত্বকের সঙ্গে স্বভাবের কোমলতা বোঝানো হয়েছে ।
নাটা	খাটো গড়নের মেয়ে ।
বাটুল ; বাঁটুল	মেয়ে । মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের থেকে খাটো হয় ।

৭. মানুষ বোঝাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

আঙুলি	পকেটমার ।
চোক্	পুলিশ ।
হাত্	পকেটমার ।
গোড়ালি	খেলোয়াড় ।
নাক্	মেয়ে ।
লোম্	কুটিল ।

৮. সংখ্যাবাচক শব্দ ।

দহলা-নহলা ; ছক্কা-পান্জা	মরালগামিনী তন্বীর ছন্দোবদ্ধ চলা ।
পন্চোবাজ	পাঁচমাথার মোড়ে যে লোক ছিনতাই করে ।
সাল্তা	রিভলবার < সাত ।

৯. কর্ম বা কর্মের উপকরণ দ্বারা কর্মীকে বোঝানো ।

উকিঝুকি	চোর ।
সন্টা	ট্রাম বা বাসের কন্ডাকটর । ঘণ্টার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে ।

১০. অনুকার ধ্বনি ।

(ক) মানুষ বোঝাতে ।

চুক্চুক্	মেয়ে ।
ফিস্ ফিস্	পুলিশ ।
হস্ হস্	পুলিশ ।
হস্কি	পকেটমার ।

(খ) বস্তু বোঝাতে ।

নাগ্ডুমাড়ুম্	শার্ট বা পাঞ্জাবি ।
ঢল্-ঢল্	মেয়েদের অন্তর্বাস ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(গ) উক্তির এক অংশ অনুকার ।

ফুচুমাল্ বা কল্	সিগারেট-লাইটার ।

১১. অঙ্গ দ্বারা বস্তু বোঝানো ।

আঙুল	সোনার আংটি ; টাইপ মেশিন ।
আঁখ্	চশমা ।
কব্জি	হাতঘড়ি ।
ঠ্যাঙ্	প্যান্ট ।

১২. দেহের এক অংশ দ্বারা অন্য অংশ বোঝানো ।

আঁখ্	স্তন ।
আঙুল্	পা ।
চোখ	মাথা ।

১৩. কর্তৃবাচক শব্দ দ্বারা বস্তু বোঝানো ।

ফাগ্লি	মদ < পাগলী । নেশা করলে মানুষ পাগলের মতো ব্যবহার করে ।
খোকা	মদ ।

১৪. খাদ্যদ্রব্যের নামে বস্তু বোঝানো ।

অ্যাণ্ডা	ইলেকট্রিক বাল্ব্ ।
আম	বোমা হাতবোমা বোঝাতে সর্বাধিক খাদ্যদ্রব্যের নামের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন, কদ্মা, ছাতু, পাঁউরুটি, বেদানা, রুটি, লেবু ইত্যাদি ।

১৫. কার্যের কারণ দ্বারা ফল বোঝায় ।

পালক্	সুড়সুড়ি ।

১৬. ফল দ্বারা কার্যের কারণ বোঝায় ।

বাজা	গ্রামোফোন ; রেডিও ; রিভলবার ।
কথা	টেলিফোন ।
কাটোস্	কাঁচি । এক ধরনের অত্যন্ত ছোট কাঁচি যার সাহায্যে গলার হার কাটা হয় ।
কাঁপা	জ্বর ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭. আবার এমন বহু শব্দ আছে যাদের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে পাতালপুরীতে ব্যবহৃত অর্থের কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। টাকার সংখ্যা বোঝাতে অনেক সময়ে সের বা সাড়ি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন,

সওআ সাড়ি	পাঁচ টাকা।
সাড়ে বারো সের	সত্তর টাকা।
সাড়ে বাইস্ সের	নব্বই টাকা।
পাও সাড়ি	দশ টাকা।

অর্থ পরিবর্তনের ধারাগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। অর্থ পরিবর্তন যে-কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন, শব্দার্থকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি শ্রেণীর উদাহরণ উল্লিখিত হলো।

ক. অর্থসংকোচ

আইরন্চ্	লোহার আলমারি, তু. ইং. iron.
পাতিলি	থালা, তু. হি. পাতীলী—বাসনকোসন।
পোপিড়ি	বৃদ্ধ এবং কুৎসিত পতিতা, তু. হি. পোপলী—দন্তহীন বৃদ্ধা।
বাজিঝা	কুদর্শনা মহিলা (বাজে)।
সার্ওয়াজা	সদর দরজা (দরজা)।
সম্মা	গাড়ির হেডলাইট; তু. হি. শমা—আলো।

খ. অর্থপ্রসার

উম্রা	বাড়ি।
	জোড়কলম শব্দ অর্থাৎ দুটি শব্দ, উপর এবং কামরা মিলে নতুন শব্দের সৃষ্টি।
নগ্দি	টাকা (নগদ)।
ফুটি	রেজগি।
	এক নয়াপয়সা ফুটো ছিল, তা থেকে যে-কোনো রেজগি ফুটি নামে অভিহিত হয়েছে।
বেহুলা	কনে।
লচ্ছা	অলংকার, তু. হি. হাত বা পায়ের গহনা।

গ. অর্থসংক্রমণ

আবছা-মেঘ্	অন্ধকার রাত।
বালা	হাতকড়া।
ভাজি	মদ।
	মদের সঙ্গে ভাজাভুজি জাতীয় খাদ্য।
সাইনবোর্ডওলা	বিবাহিত মহিলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ-জগতের শব্দকোষ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কেত-অক্ষর ও চিহ্ন

অনু.	অনুকার (onomatopoeia)
অ. ভা.	অপরাধ-জগতের ভাষা
অ. বাং. ভা.	অ-বাংলাভাষী
আ. বাং.	আঞ্চলিক বাংলা
আ. বিপ.	আক্ষরিক বিপর্যয় (syllabic metathesis)
আর.	আরবী
ইং.	ইংরেজি
উ.	উর্দু
ক্রি.	ক্রিয়া
ক্রি. বিণ.	ক্রিয়া-বিশেষণ
চ. বাং.	চলিত বাংলা
তু.	তুলনীয়
দ. ভারতীয়	দক্ষিণ ভারতীয়
দ্র.	দ্রষ্টব্য
ধ. বি.	ধ্বনি বিপর্যয়
ফা.	ফারসী
বাং.	বাংলা
বাং. ভা.	বাংলাভাষী
বি.	বিশেষ্য
বিণ.	বিশেষণ
বিপ.	বিপরীতার্থ/বিপর্যয় (metathesis)
বহুব.	বহুবচন
সর্ব.	সর্বনাম
হি.	হিন্দী
হি. ভা.	হিন্দী ভাষী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

E.	English slang
F.	French slang
G.	German slang
J.	Japanese slang
[ ]	কোন উক্তির কোন একটি অপরাধ গোষ্ঠীর মধ্যে অথবা কোন বিশেষ অঞ্চলে প্রচলন থাকতে পারে। অপরাধ গোষ্ঠী বা অঞ্চল তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত । যেমন, [পকেটমার] বা [বর্ধনাম]
( )	প্রথম বন্ধনীর মধ্যে শব্দের ভূরি-প্রয়োগ উল্লিখিত। যেমন, অনদরখানা—অপরাধ-জগৎ । (১৩) (অর্থাৎ শব্দটি ১৩ বার পাওয়া গেছে) ।
১	অপরাধ-জগতে পেশাদার অপরাধীদের ব্যবহৃত গোপন উক্তি । যেমন অনটি[১] ।
২	অপরাধ-জগতে ব্যাপক প্রচলন। যেমন, আখেআ[২], অর্থাৎ অপরাধ-জগতে সর্বজন পরিচিত উক্তি ।
৩	অপরাধ-জগৎ ও অন্যত্র প্রচলন । যেমন, আমসি[৩] ।
<	ক < খ অর্থাৎ খ হতে ক সিদ্ধ হলো
>	ক > খ অর্থাৎ ক হতে খ সিদ্ধ হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ

অগ্-গল্[১] বিণ. সুমুখের।। তু. হি. অগ্‌লা। অগ্‌গলে জা (যা) — সুমুখে যা। আগ্‌গল ধ্রূকে ছপ্‌পল্ দাও—লোকটার সামনের দিকে আড়াল করো। (পকেটমার)

অগর্[১] বি. তলপেট।। (৯)

অগল্-বগল্ (করা)[১] ক্রি.হি. চুরি, ছিনতাই বা দুষ্কৃতির পূর্বে চারদিকে তাকানো।। তু.হি. অগল-বগল—এধার-ওধার। অনু.। (হিজড়া) (৭)

অঘোর[১] বিণ.জাগ্রত। বিপ. (গব্বাবাজ)

অজমানা[১] বি. কৃতকর্ম, পরিচিত কাজ।। তু.ফা. অজ্‌মানা—পরীক্ষা করা। অজ্‌মানামে ছোপ গেয়া—জানা-কাজে ধরা পড়েছে। হি.ভা. (গব্বাবাজ ; পকেটমার) (৫)

অন্‌টি[১] বি.হি.কোমর।। <হি.পেটের সুমুখের কাপড়ের ভাঁজ। পূর্বে এই স্ল্যাংটি কেবল পকেটমারদের মুখে শোনা যেতো, বর্তমানে এটি অপরাধ-জগতের সাধারণ স্ল্যাং। অন্‌টিসে ঘন্‌টি বাঁধো —কোমরে চুরির মাল লুকাও।(১২)

অন্‌ডা ; অণ্‌ডা[১] বি. হি. হাতঘড়ি।। অন্‌ডার বাচ্‌ছা—ছোটো হাতঘড়ি। সেকল্ কেটে অন্‌ডা ভাগা—চেন কেটে ঘড়ি চুরি। তু. ডিম। (পকেটমার) (৫১)

অন্‌দরখানা ফা. বি. অপরাধজগৎ। (১৩)

অন্‌দর-বার্[১] বি. ফা.+বাং. এক জাতীয় তাসের জুয়া। তাসকে দুভাগ করে দুজনের মধ্যে যে শেষ তাস ফেলে সেই খেলায় জয়ী বলে বিবেচিত হয়।। বাং. ভা.। (জুয়াড়ী) (২৬)

অন্‌দার্[১] বি. নারীর বক্ষ-যুগল ।। <ফা. অনার—ডালিম ; বেদানা। (অবাঙালী কোটনা (pimp) হি. ভা. । ২। তলপেট।। তু. অভ্যন্তর। (১৩)

অন্‌ধা[১] বি. হি. সিঁদেল চোরদের সর্দার।। রাম মিলাএ জোড়ি এক অন্ধা এক কড়ি —ভগবান রামচন্দ্র একটি জোড় মিলিয়েছেন—একজন সর্দার এবং তার সাকরেদের মধ্যে। (৬)

অন্‌ধেরা[১] বি.হি ১। অমাবস্যার রাত।। <অন্ধকার। হি.ভা.। *E.*darkmoon, darks—night. অন্‌ধেরা কাম—রাতের চুরি।। (গব্বাবাজ) ২। অন্ধ।। (২৫)

অন্‌ধোকার্[১] বি. বাং. অমাবস্যার রাত।। <অন্ধকার। (গব্বাবাজ)

অন্‌না-মেলানা[১] ক্রি. হি. চুরির সন্ধানে বার হওয়া।। তু.বাং. ভাতের সন্ধানে। অন্‌না<অন্ন। (চোর)

অনার্[৩] বি. ফা. নারীর স্তনযুগল।। হি. ভা.। (১৭)

AMARBOI.COM

অবয়ত্[১] (অবয়ৎ) বি. জুয়া।। উত্তর ভারতের মুসলমান এবং কাবুলীদের মধ্যে প্রচলিত।।

অরিআ[১] জাহাজ বা মালগাড়ির চোরাইমাল।। (৯)

অড়িআ[১](অড়িয়া) বি. চটুল চাহনি।। তু.বাং. আড়ি ; হি. আড়ী—আড়াল। ছাবি চামর আড়িআ (আড়িয়া) দে—মেয়েটা সুন্দর, চোখের ইশারায় বশ কর। *E.*have the eyes—to be flirtatious. (১২)

অসাড়[১](অসার) বিণ. শক্তিমান।। বিপ.। অসাড় ধুর ফোট—লোকটা বলবান, পালা।

অসুর[১] বিণ. দুর্বল।। বিপ.। (২)

অসোক্ ফুল[২] (অশোক) রজস্বলা।। অসোকফুল ফুটেচে—মেয়ে ঋতুমতী হয়েছে। বাং. ভা.। (১৫)

আ

আক্বাজি[১] বি. বাং+ফা. কড়ি নিয়ে জুয়া খেলা।। তু. অ. ভা. আকর।

আকর[১] বি. বাং. জুয়া।। তু. অক্ষর। (১৩)

আকাট্লাস্[৩] ক্রি. পালানো।। তু. অ. ভা. কটলাস<কাটা। (২)

আখ্[৩] বি. ১। চশমা।। তু. আঁখ। (পকেটমার) আখ্ তোলা—চশমা চুরি। ২। টর্চবাতি (প্রজ্বলিত) ।। প্রজ্বলিত টর্চকে চোখের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আখ টেনে ফোটা—টর্চ নিভিয়ে পালানো । ৩। আলো।। (গব্বাবাজ) ৪। স্তন।। *E.* (big) brown eyes—breasts. (৩৯)

আখারা[১] বি. বহু ব. জানলার গরাদ ভাঙার যন্ত্র।। তু. আখড়া —ব্যায়ামাগার, যেখানে ব্যায়াম চর্চার যন্ত্রপাতি থাকে। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (১৫)

আখেআ[২] (আখেয়া) বি. ১। চোখ।। ২। চাহনি, নজর।। হি.ভা.। তু. হি. আঁখিয়া—চোখ। চলতাই আখেআ—চটুল চাহনি; সন্ধানী দৃষ্টি। খোচোর চলতাই আখে আতে চোলেছে—পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। (মস্তান) *E.* oculars—eyes. (১৯)

আগ্-গল্[২] দ্র. অগ্-গল্।

আগ্লি-বাগ্লি[২] ক্রি. বিণ. ১। এধার ওধার।। ২। বি. গোলমাল।। তু হি.অগলবগল—কাছাকাছি। অনু.। (৪)

আগর্-বিচ্চি,[২]।। বি. তলপেটে।। (উত্তর ভারতের চোরগুণ্ডা)

আগুন্[৩] বি. বাং. ১। সিগারেট লাইটার।। পূর্বে এই অর্থ চোরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বর্তমানে এটি সাধারণ স্ল্যাং-এর মর্যাদা পেয়েছে। ২। বিপদ।। তু. বাং প্রবাদ 'আগুন নিয়ে খেলা'। *E.* fire—danger. বিণ. ৩। সুন্দরী।। আগুন নাচ—রূপসীর চলন। বাং. ভা.। (৩৫)

আগে দাঁড়ান[১] বাং. সামনের লোকের বাধা সৃষ্টি করা।। শিক্ষিত পকেটমারদের মুখে শোনা, ট্রামে-বাসে ভিড়ের সময়ে 'আগে দাঁড়ান' বলে সাথীকে সতর্ক করে দেয়। তারপর সম্ভাব্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শিকার' প্রতারিত হতে দেরি হয় না। বাং. ভা.। (পকেটমার) (২)

আঙটা[২] বি.বাং.১। পেটের সুমুখে কাপড়ের অংশ।।২। কোমর।। তু.আংটি।→৩। মেয়েদের কোমর।। অর্থ সংকোচন। আঙটির খাল—কোমর আন্দোলন বা সঞ্চালন। বাং. ভা.। (মস্তান) (৩২)

আঙটি[১] দ্র. আঙটা। (৬১)

আঙলি[১] বি. হি. ১। পকেটমার।। *E.* fingers—pickpockets. ২। যে-লোক ফুসলিয়ে কোনো মেয়েকে বিপথগামী করে।। (২১)

আঙলিদার[১] বি. হি.+ফা. যে লোক মেয়ে চুরির খবর সংগ্রহ করে দলের সকলকে জানায়।। *E.* finger (man)—a kidnapper. হি .ভা. (মেয়েধরা)

আঙুল[১] বি. বাং. ১। আংটি।। ২। টাইপ যন্ত্র।। ৩। মেয়ে।। ৪। চামচ।। ৫। দাঁত ।। আঙুল ফুটো—ফোকলা দাঁত।। (২৫)

আচকি[১] বি. বিজলী পাখা।। (দক্ষিণ ভারতীয় চোর)

আজকা[১] বি.দরজা।। আজকা মেঁ আরচা মার দেনা—চার দিয়ে দরজা খোলা। হি. ভা.। (গব্বাবাজ)

আটকা বি. বাং. ১। রেলিঙ্ দেওয়া পার্ক (যার আয়তন সীমায়িত)।। ২। চুরির কাজে শিক্ষানবীশ ছেলে।।[১] ৩। নাবালিকা[২]।। ৪। যৌন-ব্যাধি।।[২] আটকাতে টলে গেছে—যৌন-ব্যাধি ধরেছে। (১২)

আটকানো[১] ক্রি. বাং. তাকানো।।<বাধা দেওয়া< বাধা সৃষ্টি করা ; ধরে রাখা। তু.অ.ভা. আটকা।

আতপ[১] বি.বাং. বিধবা।। <আতপ চাল। বিধবাদের আতপ চাল গ্রহণের সঙ্গে যোগ রয়েছে। (৩৭)

আতা[১] —বি. ১। হাত বোমা।। বাঙলা দেশের গ্রামাঞ্চলে ডাকাতরা হামেশা বোমাকে আতা বলে থাকে। ২। মাথা।।

আদত[১] বি.আর. হিজড়া।। তু.আর.আদৎ—স্বভাব, কেতা। যাদের হিজড়ার মতো চালচলন এবং যারা হিজড়াদের দলে ঘোরাফেরা করে তাদেরও বোঝায়। এরা সচরাচর দরিদ্র এবং অশিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত যৌনবিকৃতি সম্পন্ন মানুষ। এরা হিন্দু বা মুসলমান যে কোনো সম্প্রদায়ের হতে পারে। কোনো বাঙালিকে এদের দলে চোখে পড়েনি। হিন্দী-অধ্যুষিত অঞ্চলের বাসিন্দা এরা।

আদা[১] বিণ. ১। সাদা < সাদা।। ২। সুন্দর ; ফরসা।। ৩। বি. রুপো।। বাং. ভা.।

আধা[১] বি. আধুলি; টাকার অর্ধেক।। আধাগজ—পঞ্চাশ টাকা; একশোর অর্ধাংশ। *E.* half—A (counterfeit) half-guinea piece; ten shilling. (চোর) (২২)

আধা-আতপ[১] বি. যার স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত।। তু. অ. ভা. আতপ। বাং. ভা.। (৩)

আধি[১] বি. মধ্যরাত ; রাত বারোটা।। হি. ভা.। (গব্বাবাজ) (১০)

আধো[১] বাং. ১। ধোঁয়া।। < অস্পষ্ট। ২। শিশু।।< আধো-আধোপনা । বাং. ভা.। (১৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধিআ[১](আধিয়া) বি. হি. কমভাগ।। — 'ইয়া' অল্পতাবাচক শব্দ (diminutive)। হিন্দীভাষীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপরাধ-জগতে বাঙালিদের মুখেও 'ইয়া' প্রত্যয় অহরহ শোনা যায়। (চোর ও জুয়াড়ী) (২৭)

আধিআ-সাই[১] বি. বারবণিতা ।। তু. হি. সাই—স্বামী, প্রভু। হি.ভা.। (৯)

আন্‌তাব্‌ড়ি[৩] বি. বাং. ১। থাপ্পর।। তু.থাবড়া। বিণ. ২। আজেবাজে; সঙ্গতিহীন।। (কোলকাতা ও শহরতলীতে ব্যবহৃত) (৬৫)

আন্‌সান্[৩] ১। বি. আজেবাজে বকা।। ২। বোকা লোক।। তু. বাং. আন্‌চান্—ছট্‌ফট্ ; হি. অন্ট-সন্ট—বাজে বকা। (১৯)

আনারকলি[২] বি. ফা. কয়েদি।। বর্তমানে জেলখানার সাধারণ স্ল্যাং। (১৩)

আনোন্‌দো করা[৩] ক্রি. বাং. পতিতার সঙ্গে অ-যৌন সম্পর্কের আনন্দ।। (২৫)

আনোন্‌দোবাজার[২] বি. ১। বেশ্যা-পল্লী।। ২। রসের খবর।। বাং. ভা.। (১৩)

আন্‌ধা[১] দ্র. অন্‌ধা।

আব্‌ছা-মেঘ[১] বি. বাং. অন্ধকার রাত।। চলিত বুলিতে মিলের বাহার (rhyming slang)। অন্ধকার রাতে চুরিতে বার হওয়া সাধারণ নিয়ম। উক্তিটি বাঙালি অর্ধশিক্ষিত(রাতের) চোরদের কাছ থেকে পাওয়া। *E.* black-mans–darknight.

আব্‌ছা মেঘের জলের ফোঁটা বাটি ভোরে ধর—নিঝুম রাতের সওদা (চুরির মাল) থলিতে ভর্তি কর। (গব্বাবাজ) (৭)

আবার্-ঠেক্[৩] বি. সন্ধ্যায় ছেলেদের আড্ডার জায়গা।। আবার <নিয়মিত অর্থে। (৩)

আম্[৩] বি. বোমা।। বাং ভা.। (মস্তান) (৬৩)

আম্‌সত্তো[১] টাকার থলি।। তু. আমসত্ত্বের প্যাকেট। (৭)

আম্‌সি[৩] বি. রোগা লিকলিকে মেয়ে।।< শুকনো আমচুর। বাং. ভা. (মস্তান) (১৮)

আর্‌চা[১] বি. জানালা বা দরজা ভাঙার যন্ত্র।। তু. চার।। শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর বা দলের (syllable) ধ্বনি বিপর্যয় (metathesis) করণ ও বিপর্যস্ত অক্ষরকে শব্দের আদিতে সন্নিবেশ করা। হি. ভা. (গব্বাবাজ) (২)

আরজা[১] বি. শরীর < হি. অসুখ। (৯)

আর্‌ট্ আন্[১] বি. আধুলি।। তু. আরট < আট; আন< আনা। হি. ভা. (পকেটমার) (৩)

আরাম[১] বি. ১। রোগের ভান।। (ভিখিরি) ২। পকেটমার।। ৩। মদচোলাইকারী।। পকেটমারি বা মদচোলাইতে ঝুঁকি কম এবং ধরা পড়লে শাস্তিও কম, তাই এইজাতীয় অপরাধের নাম 'আরাম'। বাং. ভা.। (৩৭)

আরিআ[১](আরিয়া) দ্র. অরিআ।

আরেলা[১] বি. ভিড়।< হি. রেলা। 'আরেলা' উক্তি থেকে রেলা'র ব্যবহার অনেক বেশি। আরেলা ধুর্—ভিড়ের মধ্যে লোকটা রয়েছে। (৫)

আড়কানো[১] ক্রি. ১। আসা।। ২। দেখা।। ধুর্ আড়কাচ্ছে—লোকটা দেখছে। (১৪)

আড়া[১] বি. মই।। তু. আড়কাঠি। (গব্বাবাজ) (৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ি[১] ক্রি. ১। বাধা সৃষ্টি করা।। তু. আড়—বাধা ; আড়াল। হিন্দীভাষীদের প্রভাবে বর্তমানে বাঙালিরা বলে থাকে, যেমন, আড় দিয়ে চাড় মার—আড়াল থেকে চুরি কর্। আড়িদে—কোনো লোককেআড়াল করা। পিচ্ছলসে আড়িদে—পিছন থেকে বাধা দে। সাধারণত যার পকেট মারা হবে তাকে ধাক্কা দিয়ে অন্যমনস্ক করে দেবার চেষ্টা হয়। ২। চোখে চোখে ইশারা করা।। ৩। মেয়ে পটানো।। আড়ি খেএচে—মন দিয়েছে। বাং. ভা.। (৩৮)

আড়ু[১] বি. ১। বোকা (লোক) ; গ্রাম্য লোক।। ২। গাড়ু।। ৩। জাঙিয়া (underwear)।। ৪। ফতুয়া; গেঞ্জি।। < অ. ভা. জাঙিয়া। আড়ুটানা পার্টি —ফতুয়ার পকেটকাটা পার্টি। পকেটমার-দের মধ্যে বিভিন্ন দল বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। শিক্ষানবীশরা খুচরো টাকা পয়সা চুরি করে। দক্ষরা ব্লেড প্রভৃতি ব্যবহার করে। (২১)

আড়াই পএসা[১](পয়সা) বি. বাং. পঁচিশ টাকা।। তু. অ. ভা. দুই-কুড়ি। বাং. ভা.। (পকেটমার ও জুয়াড়ী) (১৩)

আড়াই-সের[১] বি. বাং. দশ টাকা।। (পকেটমার) (৯)

আড়াই-সেরি[১] বি. বাং. পাঁচ টাকা।। (মেদিনীপুর)

আড়াই-হাতি গোদি[১] বি. বাং. গণিকা (বিত্তশালিনী)।। দামী পুরু গদি বিত্তের ইঙ্গিত জ্ঞাপক। (১৫)

আড়াই-হাতি সাড়ি[১] বি. বাং. রোগা মেয়ে।। শাড়ীর স্বল্প দৈর্ঘ্য ক্ষীণকায়ার লক্ষণ। বাং. ভা.। (৯)

আড়িআ নেয়া[১] (**আড়িয়া নেয়া**) ক্রি. কোনো মেয়েকে ইঙ্গিত ইশারা করা। (২৩)

আড়ুআ[১] (**আড়ুয়া**) বি . ১। পকেটযুক্ত লম্বা জাঙিয়া, যার মধ্যে (চোর'ই) টাকাকড়ি গয়না ইত্যাদি রাখা হয়।। <আ. বাং. আঁড়, আঁড়িয়া। ক্রি. ২। চুরির টাকার অংশ ভাগের পূর্বে লুকিয়ে ফেলা।। অর্থ সম্প্রসারণ। (১৫)

আড়োআ[১] (**আড়োয়া**) বি. ১। লুকানো পকেট।। <অ. ভা. আড়ুআ। ২। গলার থলি, যার মধ্যে চুরির টাকা, গয়না লুকানো থাকে।। বাং ভা.। (১১)

আলগা[১] বি. অপরিচিত ; নবাগত ; বহিরাগত ; বিদেশী।। তু. অলগ্ন। (বর্ধমান) আল্‌গা ছাব্‌কি—অপরিচিতা মেয়ে; বিদেশিনী। আল্‌গা ধুর—অচেনা চোর। আল্‌গা ধুর গোএনদা (গোয়েন্দা)—নোতুন চোরকে যে পথঘাট চিনিয়ে দেয়। (৯)

আলতা[২] বি. রক্ত।। বাং. ভা.। প. বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ব্যবহৃত। (মস্তান) (২৫)

আলগ[২] নানা জায়গা থেকে আসা অপরাধী; অপরাধীদের পাঁচ-মিশালী জমায়েৎ।। <আলগা। (হুগলী ও বর্ধমান)

আলদ[১] বি. দড়ি।। < আর. আলাত—যন্ত্রপাতি। হি. ভা.। আলদ্ পকড়না —দড়ি ধরে জাহাজে ঢোকা। [বন্দর চোর (port thief)] (৪)

আলাদ[১] দ্রঃ আলদ।

আলি[১] বি. ১। কালি।। ২। পাঁচ।। তাসের জুয়ায় পকেটমারদের সাংকেতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা। ৩। টালি। (৫)

আলু[৩] বি. বোমা।। *E.* potatomasher—a handled hand-grenade. (৫২)

আলুবাজি[৩] বি. বাং.+ফা. মেয়ে পটানো। (৭২)

আলো[১] বি. চাঁদনি রাত।। অর্থ সংকোচন। আলোয় গব্বা ঝাড়ানা—চাঁদনি রাতে চুরিতে বার না হওয়া। (গব্বাবাজ)

আসকি[১] বি. নারী চক্ষু।। <অক্ষি । অর্থ সংকোচন ও বিপর্যয়। বাং. ভা.। (৯)

আসতো[৪] বি. ১। হিন্দু।। ২। অবিবাহিতা মেয়ে।। ৩। একশো টাকার নোট।। ৪। সি. আই. এ. দালাল।। <খাঁটি। ৫। গোটা বিড়ি বা সিগারেট।। ৬। এক বোতল মদ।। ৭। পতিতাবৃত্তিতে নবাগতা।। ৮। যে ছেলের অন্নপ্রাশন হয়নি।। এখানে নিষেধ (taboo) রূপে ব্যবহৃত। অন্নপ্রাশনের পূর্বে পুত্রসন্তানকে অমাবস্যার রাতে কাঁচা দুধ ও মধু খাওয়ালে চুরিডাকাতিতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে কম। (১৯)

আসসাদ[৩] (**আস্বাদ**) বি. বাং. ১। চুরির পরিত্যক্ত জায়গা।। (চোর) ২। কোনো মেয়ের মন পাওয়া।। ছাবকির আস্‌সাদ। (মস্তান) (৫)

আসানে কাটা[২] ক্রি. ফা.+বাং. চুপিসারে কাটা।। উত্তর ভারতের মুসলমান অপরাধীরা বলে থাকে। তু. আসান—সহজ; উপযোগী। আসানে কাটকে ভসকানা চাই—নিঃশব্দে কাটা এবং ভাঙা চাই। (গব্বাবাজ) (৯)

আসামি[১] বি. খুনী ; হত্যাকারী।। অর্থ সংকোচন। (১৭)

আঁক[১] বি. ১। চশমা।। (পকেটমার) ২। টর্চ। ৩। জ্বলন্ত টর্চবাতি।। ৪। আলো।। হি. ভা. (গব্বাবাজ) (২৩)

আঁকা[১] ক্রি. বাং. ১। চিহ্নিত করা, লক্ষ্য রাখা।। খোমা এঁকে লে—মুখ চিনে রাখ। ২। নারী ধর্ষণ।। চামর এঁকে গ্যালো —সুন্দরী মেয়ে ধর্ষিত হলো। বাং. ভা.। (১২)

আঁখ[১] দ্রঃ আঁক।

আঁচোড়[২] বি. বাং. কালি।। তু. লেখার বা কলমের আঁচড়। (১১)

আঁটকাবাজ[১] বি. কয়লা-চোর।। (হাওড়া রেল ইয়ার্ডে ব্যবহৃত) চোরেরা মালগাড়ি থেকে বা ইয়ার্ডে সঞ্চিত কয়লা চুরি করে থাকে। তু. আটকা ; আটক করা> জমায়েত। (৩)

আঁড়োআ[১] (আড়োয়া) বি. চোরের লুকানো পকেট।। <আড়—আড়াল। তু. অ. ভা. আড়োআ ; আড়ুআ। (৯)

ই

ইক[১] সর্ব. ১। কি (ki>ik)।। অব্যয় ২। কোথায়।। বাং.ভা.। ইক্‌মিকি ঝাড়া—কী জাতীয় মেয়ে জুটলো।

লালপল্লীর এক কুখ্যাত দালাল মেয়ে-চুরি, মেয়ে-কেনাবেচার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। অপরাধী একজন বাঙালি যুবক। তাকে অপরাধ-জগৎ এবং সেখানের ভাষা সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ হয় ; এবং কয়েকটি শব্দও সংগ্রহ করি। ভাষা-বিজ্ঞানের মতে, 'ইক' শব্দটি একটি সূচিন্তিত ধ্বনি পরিবর্তন। সচরাচর একাক্ষর শব্দের ধ্বনি বিপর্যয়ের সংখ্যা বেশি নয়। যেখানে এ জাতীয় পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে সে পরিবর্তনটি যে ঘটিয়েছে তার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানীর কাছে এ যেমন ইন্টারেস্টিং, মনোবিজ্ঞানীর কাছেও বোধহয় কম নয়। গবেষণার অভিজ্ঞতা বলে যে, কুখ্যাত অপরাধীদের হাতে অপরাধ-জগতের ভাষা যেন রূপ ধরে বেশি করে। বুদ্ধিবৃত্তি ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। অপরাধ-জগতের সাধারণ মানুষ থেকে দাগীদের বুদ্ধি প্রখরতর এবং তার ছাপ এদের সাংকেতিক ভাষাতেও পড়েছে। এইসব মানুষ বিপথগামী না হয়ে শিশুকাল থেকে সুস্থ জীবনযাপনের এবং সুশিক্ষার সুযোগ পেলে মানব সমাজ উপকৃত হতো। অপরাধ-জগতের লালন পালনের জন্য যে সমাজ ব্যবস্থা ও মেকী সভ্যতা দায়ী তার মূলে কুঠারাঘাত করার দিন এসে গেছে।

ইক কা[১] বিণ. হি. ১। একা ।। বি. ২। তাস ।। (৭)

ইকমিক কুকার[১] বি. ১। পাতালপুরীর 'সন্ধা ভাষা'।। ২। চুরির মোটা টাকা। (১১)

ইগানি[১] বি. গোরু-চোর।। (দক্ষিণ ভারতীয় অপরাধী) (২)

ইচচু[১] বি. বিড়ি।। <টানের ইচ্ছা। হি. ভা.।

ইছিটোবি[১] বি. ছবি ; ফটো।। <ছোবি। বাং. ভা.।

ইধর-উধর[১] বিণ. হি. ১। চলন্ত।। <হি. এধার-ওধার। বি. ২। গলি ।। ইধর্-উধর্ ফোট্—গলিতে ঢোক। (১১)

ইনচি[১] **(ইঞ্চি)** বি. আফিং<ইং inch (২৭)

ইনচে[২] ওইলোক (হিজড়া)

ইনধার[১] বি. অন্ধকার রাত।। <ওড়িয়া. অন্ধার .—অন্ধকার। ওড়িয়া চোরেরা এই স্ল্যাংটি ব্যবহার করে থাকে। (৬)

ইনের ধানদা[২] **(ধান্ধা)** উদ্দেশ্যমূলক চলা-ফেরা।। সচরাচর হাতের ইঙ্গিতের দ্বারা প্রশ্ন করা হয়—কোথায় ইনের ধান্দায় যাওয়া হচ্ছে?—কোন্ উদ্দেশ্যে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? বাং. ভা। (১৩)

ইপপে-উপপে[২] ক্রি. বিণ. উপরনীচ, এধার ওধার।। অনু.। বাং. ভা.। ইপ্পে-উপ্পে সুডির পে—মেয়েতে ভর্তি। (২)

ইরাকি বি. ১। মুসলমান।। <ইরাক। ২। মদ।। <ইরাক দেশের আঙুর। (৫)

ইট[১] বি. বাং. কৃত্রিম সোনার তাল।। (কেপমারি চোর)

ইটাপাথর[১] বি. হি.+বাং. মোটর পাম্প।। হি. ভা.।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ

উগরানো[১] ক্রি. বাং. বলে ফেলা ; স্বীকার করা।। ঠোলার ঘরে উগ্‌রে ফেল্‌ল—পুলিশের কাছে বলে দিল। (১০)

উটতাই[১] ক্রি. উঠে পড়া।। তু. উঠা ; ওঠা। বাং। ভা.। চাকায় উটতাই হএ জা—ট্রামে (বাসে) উঠে পড়। (পকেটমার) (২)

উটতি[৩] বি. ১। নোতুন মস্তান।। তু. উঠতি (গুণ্ডা)। (পুলিশ স্ল্যাং) ২। অকাল পক্ক। (২৬)

উটিবর[১] ক্রি. কোনো স্থান ত্যাগ করা।। <উঠে পর। এই সাংকেতিক শব্দটি চুরির সময় যদি কেউ দেখে ফেলে কেবল তখন বলা হয়ে থাকে। (চোর) (৮)

উঠরন[১] বি. ১। কোনো লোককে ঠকাবার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করা।। তু. ওঠানো। বিপরীতার্থ। ২। যে ব্যক্তি কোনো লোককে প্রলুব্ধ করতে কৃত্রিম পাথর মাটিতে ফেলে দেয়। ঠগবাজরা 'জিরে টপকা' নামে এক কৌশলপূর্ণ শঠতায় লোক ঠকাবার জন্য নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। (ঠগবাজ) (৩)

উঠাবন[১] দ্র. উঠ্‌বন।

উঠাই গিআ[২] (-গিয়া) বি. উদ্বাস্তু; যার কোনো ঘরবাড়ি নেই।। হি. ভা.। তু. বাং. উঠে যাওয়া। (ভবঘুরে) (৩)

উঠাই গিরো[৩] বি. ভবঘুরে; ভিখিরি।। তু. হি. উঠাইগির—চোর। (চোর-ভবঘুরে) (৮)

উঠাউবাজ-বাবু[২] বি. হি. কোটনী-কোটনা।। হি. ভা.। (১৭)

উঠাও[১] বি. 'নওসেরা' দলে যে লোক কৃত্রিম সোনার তাল মাটিতে ফেলে।। তু. অ. ভা. উঠাবন্‌। (১৫)

উঠাওবাজ[১] বি. হি.+ফা. মাল চোর।। রেলগাড়ি, জাহাজ, লরি, ঠেলা থেকে বা পথঘাটে যারা মাল তুলে নিয়ে চম্পট দেয় তাদের বলা হয়। হি. ভা.। (চোর) (১২)

উতর গেআ[২] হেরে যাওয়া।। তু. উতরে যাওয়া। (২)

উতরে দেআ[২] (দেওয়া) ঠকানো।। (ডাকাত, ছিনতাইকারী ও চোর) (১১)

উতরে নেআ[১] (নেওয়া) ক্রি. বাং. ছিনতাই করা।। (ডাকাত ও ছিনতাইকারী) (১১)

উত্তর দোকখিন[৩] (**উত্তর দক্ষিণ**) বি. বাঙালি মেয়ে।। বাং. ভা. (মস্তান) (৩২)

উনডা[১] বি. সুন্দরী মেয়ে।। <আর. উনদ—সুন্দর, মহৎ। (৬)

উনসি[১] সর্ব. ওইলোক।। তু. হি. উন্‌—সম্মানার্থে ব্যবহৃত। (হিজড়া) (২০)

উপপু[১] ক্রি. ১। শুয়ে পড়া।। <উপুড়। ২। বি. শায়িত লোক।। (৫)

উপর[১] বি. ১। যাবজ্জীবন সাজা।। >'উচ্চতম' অর্থে। (কয়েদি)। ২। স্বীকারোক্তি ।। <'ভিতর থেকে বার করা' অর্থে। ৩। পুনরুদ্ধার।। অর্থ সম্প্রসারণ। খোচোরর কাচে সব উপর কোরে দিএচে (দিয়েচে)—পুলিশের কাছে সব প্রকাশ করে দিয়েছে। (৫২)

উপর-খাল[১] বি. বুক পকেট। (পকেটমার) (৩৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উমরা[১] বি. ঘর ; বাড়ি।। তু. উপর+কামরা। (গব্বারাবাজ) (১৫)

উমরি-ধুর[১] বি. হাজতবাসী (under-trial)।। হি. ভা.। (৩)

উলটি[৩] বি. হি. চোরদের ভাষা।। শব্দকে নানাভাবে উল্টে দেওয়া। তু.হি. উলট —উল্টে দেওয়া। (৯২)

উলটিবাজ[১] বি. হি.+ফা. দলের বিশ্বাসঘাতক ।। (৭)

উলটি-বাতোলা[৩] বি. অপরাধ-জগতের ভাষা।। তু. হি. বাত (৩৮)

উলটে বাঁধা[১] কোমরে বাঁধা মদের লম্বা রবার টিউব।। (মদ-চোলাইকারী) (২৫)

উসি[১] বি. চশমা।। (দক্ষিণ ভারতীয় চোর)

এ

এক তলি[১] বি. এক পেআলা (পেয়ালা)।। হি. ভা.।

এক নমবরি[১] বি একশো টাকা।। <ইং number. (বন্দর চোর)। (৮)

এক্ পা[১] বি. ১। সঙ্কোচ।। ২। ভয়।। তু. এক-পা এক-পা চলা অর্থাৎ ভয়ে ভয়ে চলা। (৩)

এক্কা[১] বি. এক টাকার নোট।। (২০)

এক্কি[১] দ্র. এক্কা।

একটা[১] বি. একশো টাকার নোট।।

এক্লা হওআ (হওয়া) ক্রি. পালানো।। হি. ভা.। (মস্তান) (৩)

এজিদ[১] বি. জেলের ফাঁসিমঞ্চের ঘাতক।। তু. আর. ইহাজিদ। এই উক্তিটি মুসলিম কয়েদীরা ব্যবহার করে থাকে। (কয়েদী) (৭)

এটা[১] প্রচুর টাকা।। <এ(তো) টা(কা)। (৫)

এনটি[৩] বি. চোলাই মদ।। < ইং anti. (১০২)

এবেলা[১] সন্ধ্যাবেলা। এবেলা পাতা পড়বে— সন্ধ্যাবেলা টাকা পাওয়া যাবে।

এমলেদু[১] বি. শূন্য মনিব্যাগ।। ই. empty leather. অর্ধশিক্ষিত অপরাধীদের মুখে শোনা। (পকেটমার)

এমে[২] সর্ব. এই।। তু. এই। বাং. ভা. (ছিনতাইকারী)। এমে ধুরুমে কিমে ছামালো ?—এই লোকটা কী বলছে? (৫)

এল-মার্কা[১] ক্রি. ইং 'L'- এর মতো কাটা।। পকেটমাররা নানান শ্রেণীতে বিভক্ত—কেউ আঙুল ব্যবহার করে টাকা পয়সা তুলে নেয় ; কেউবা ব্লেড চালিয়ে কোমরের কাপড়, পকেট ইত্যাদি কেটে নোটের তাড়া চুরি করে। (১৫)

এলাকা গরম[৩] আর.+ফা. যখন পুলিশ কোনো এলাকা ঘিরে ফেলে। (মস্তান) (১৯)

এলাকা টঙ[৩] পল্লী থমথমে।। এলাকা টঙ ঠোলা চোমকেছে— অঞ্চল সন্ত্রস্ত, পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। (৭)

এসা[১] ক্রি. এলাকা রক্ষা করো।। < এ(লাকা) সা(মলাও)। ধুর্ গোএনদা গুজলো সব্বই এসা—বাইরে থেকে চোর ঢুকেছে এলাকা সামলাও। (৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যা

এ্যাক্‌কড়ি[২] বিণ. ১। দরিদ্র।। →বি. ২। অনাথ ছেলে।। ৩। মস্তান। (১১)

এ্যাক্‌টো[৩] ক্রি. ১। প্রেম নিবেদন করা ।। < ইং to act. বি. ২। সাজসজ্জা।। ৩। বোমা। (৯)

এ্যাক্‌খানা[২] (এক) বি. বাং. এক বছর।। সচরাচর এক বছর সাজা বোঝায়। বাং. ভা.। এ্যাকখানা নাল— এক বছর জেল। (কয়েদি) (৫)

এ্যাক্‌-পাতি[১] বি. বাং. চল্লিশ তোলা সোনা ।। বাং. ভা.। (২)

এ্যাক্‌হাত্‌ বি. পাঁচ টাকা।। তু. হাতের পাঁচ আঙুল। এ্যাক্‌হাত টেনে ফুট গেলো — পাঁচ টাকা নিয়ে সরে পড়লো। (৭)

এ্যাক্কের্‌ -চার্‌ বি. বাং. সিকি ; এক চতুর্থাংশ। (১১)

এ্যাটুলি বি. বাং. তোষামুদে। তু. এটুলি। (৫)

এ্যান্‌টি[৩] দ্র. এন্‌টি।

এ্যান্‌টিখোর[৩] বি. ইং.+ফা. চোলাই মদ বিক্রেতা। (৭)

এ্যান্‌টিবাজ্‌[৩] বি. ইং.+ফা. নেশা-খোর।। — খোর এবং বাজ-এর ব্যবহার পরস্পর বিরোধী নয়। অনেক সময় বাজ দ্বারা বিক্রেতাও বোঝায়। (৪)

এ্যানডা, এ্যাণ্ডা[১] বি. ১। বিজলি বাল্‌ব।। ২। সোনা।। ৩। মৃত শিশু।। ৪। রুক্ষ মেজাজের লোক। (১০)

এ্যারিমারা[২] বিণ. পুরুষত্বহীন।। <আঁড় ; আঁড়িয়া— অণ্ডকোষ। -মারা<মৃত ; দুর্বল। ২। ছিটগ্রস্ত। (৭)

এ্যালারাম[২] বি. জেলখানার এলার্ম ঘণ্টা।। → ২। বিপদ সংকেত।। <ইং alarum.(কয়েদি) (১০)

এ্যাক্‌ তল্‌লি[২] দ্র. একতল্লি। বাং. ভা.।

এ্যাক্‌দা[২] বি. ১। চাক্‌দা অঞ্চল।। ২। আফিং।। <এ্যাক্‌ দানা ।। ৩। দোকানদার।। <এ্যাকদাম। ৪। মানসিক ব্যাধি ।। ৫। মদ।। (১৬)

এ্যাস্‌সা বি. ১। ঠাট্টা।। <খেস্‌সা।। ২। চুরির ভাগ।।<হিস্‌সা।। এ্যাস্‌সা টেনে সওদা ছাড়া—ভাগ ঠিক করে নিয়ে চুরির মাল হাজির করা। বাং. ভা.। (১৬)

AMARBOI.COM

ও

ওখ্‌রান্‌[১] যে লোকের চক্রান্ত কোনো মালগাড়িকে এককভাবে বিচ্ছিন্ন করতে সর্দারকে সাহায্য করে তাকে বোঝায়।। তু. ওপড়ানো ; ওগরানো—উৎপাটন করা। (মালগাড়ি ভঙ্গকারী) (৮)

ওগ্‌লানো[২] বি. বাং. ১। স্বীকারোক্তি।। <ওগরানো<উদগার—বমন। ২। আঘাত।।

ওঠাইবাজ[১] বি. যে পকেটমার চলন্ত অবস্থায় পকেট মারে।। <ওঠানো ।।

ওত্‌রান্‌[২] বি. যে লোক চুরিডাকাতি ছেড়ে দিয়েছে।। <ওতরানো। *E.* anti-quated rogue—an ex-criminal. (চোর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওতোল্[২] ক্রি. বিণ. সেখানে।। তু. ওতলা ; তল্লাট। ওতোলে কি আছে?—সেখানে কী আছে ?

ওভিসার্[২] **আএনা (অভিসার আয়না)** চঞ্চল চাহনি।। শিক্ষিত অপরাধীদের মধ্যে এজাতীয় উক্তির চল আছে। ঝিল্লির আভিসার-আএনা ছান্ কোআকে মাতাল করেছে—মেয়েটির চঞ্চল চাহনি ছেলেটিকে পাগল করেছে। বাং. ভা.। *E.* come hither eyes—seductive eyes. (৭)

ওভিসার্-জারি[১] চঞ্চল চাহনি।। বাং ভা.। (২)

ওড়ান্[১] ১। বি. পলাতক ।। তু. ওড়া। নালসে ওড়ান্—জেল থেকে পলাতক। ২। ক্রি. পালানো।। *E.*fly-away—absconder. (কয়েদি)। (৫)

ওড়ান্[২] **খাওআ (খাওয়া)** ক্রি. পালানো ; ছোটা।।(পকেটমার) (৩)

ওড়ানো[৩] ক্রি. রমণ ; শৃঙ্গার।। (মস্তান)

ওস্তাগর্[১] বি. পকেটমার।। <ফা. উস্তাগর .—দক্ষ শিল্পী >উ. দর্জি। দর্জির কাপড় কাটার সঙ্গে পকেটমারের পকেট-কাটা তুলনীয়। (পকেটমার) (৭)

ওস্তাদ্[১] বি. কৌটনা।। (কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের প্রচলিত উক্তি।) (১৪)

ওসুদ[৩] **(ওষুধ)** বি. বাং. ১। মদ।। ২। অ্যাসিড।। ৩। কোকেন।। এক দাগ ওসুদ—এক ইউনিট কোকেন। ওসুদে লাল দে—এসিডে পুরিয়ে দে। (৯)

অওজর্[২] বি. বড়ো ছুরি।। <আর্ অউজর্ —যন্ত্রপাতি ; অস্ত্র। অর্থ সম্প্রসারণ। (অবাঙালি মস্তান) (৭)

আইরনচ্[১] বি. লোহার আলমারি।। *E.*iron worker— a specialist in robbing safes.(গব্বাবাজ) (২)

আএনা[২] **(আয়না)** বি. চশমা।। (পকেটমার) (১৮)

আইনা দ্র. আএনা।

আওআজ্[১] **(আওয়াজ)**[১] বি. ছুরি।। বিপরীতার্থ। বাং. ভা. ২। পিস্তল।। (পুলিশ স্ল্যং) (১১)

আওআজ্ দেআ[৩] **(দেয়া)** ক্রি. ফা.+বাং ১। কোনো মেয়ের পিছু নেওয়া।। বাং. ভা.। ২। কোনো মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চোখের ইশারায় টেনে আনা।। ৩। বড়াই করা (৩৬)

আওআজওলা[৩] বি. ফা. ১। 'নওসেরা' চাতুরীর তৃতীয় ব্যক্তি যে সম্ভাব্য শিকার ও অন্য দুজন জুয়াচোরের সমুখে বোঝাতে চায় যেন সে কোনো মূল্যবান বস্তু এইমাত্র হারিয়ে ফেলেছে। (জালিয়াৎ) ২। ছেলেধরা। *E.* sounder—Kidnapper. বাং. ভা.। (১৩)

আওআজ্বাজ[১] দ্র. আওআজওলা।

আওআজ্মারা[৩] দ্র. আওআজ দেআ।

ক

কক্[১] বি. থুতু।। <কফ। বাং. ভা.। (মস্তান) (৯)

ককরো[১] বি. পুলিশ।। পূর্ব বাঙলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অনেকের ভাষায় পাওয়া যায়। তু. যশোর জেলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদিয়াদের ব্যবহৃত শব্দ (*Manual of Criminal classes operating in Bengal* by F. C. Daly, Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1916). (২২)

কচ্[১] বি. টর্চ।।<কচ্<টচ্<টর্চ। কচের সামিআনা (সামিয়ানা) —টর্চের আলো। (গব্বাবাজ) (৭)

কচ্চা[১] বি. হি. গাঁজা।। তু. কচা—গাছের কাটা সরু ডাল। (৩)

কচ্চা-ঢোল্[১] বি. হি. কাঠের বাক্স।। তু. পাক্কা-ঢোল—লোহার বাক্স। হি. ভা.। (চোর) (৯)

কট্[৩] বিণ. পুরুষত্বহীন।। তু. ইং cut অর্থাৎ পুরুষত্ব কাটা গেছে। (১০)

কট্টনি[১] বি. কাঠের বাক্স।। তু. কাঠ। (তোলানবাজ) (luggage-lifter) (৯)

কটউরি[১] **(কটৌরি)** ক্রি. লুকানো।। তু. ইং to cut. হি. ভা.। (২)

কড্[৩] জুয়াচোররা কর্ড গেম-এর দ্বারা লোক ঠকায়।। 'কর্ড' বাজিতে চারজন লোক নানা ভূমিকায় কাজ করে, যেমন, রাজা, দালাল, বিক্রেতা ইত্যাদি। 'ধুর'(বোকালোক)-কে ঠকাবার জন্য একটি কাল্পনিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ধুর প্রলুব্ধ হয়ে বহু টাকা এদের হাতে তুলে দিয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফেরে। আসলে বোকা এবং অত্যন্ত লোভী লোক ঠগবাজদের শিকার হয়ে থাকে। (৪১)

কত্তি[১] বি. হি. জানলাদরজা ভাঙা যন্ত্র।। তু. হি. কত্তী—স্বর্ণকারের কাতুরি। হি. ভা.। (৯)

কত্তরান্ নেম্মা[১] **(নেয়া)** ক্রি. হি.+বাং. কেটে পড়া।। তু. হি. কত্তরানা—লুকিয়ে চুরিয়ে পালানো। হি. ভা.। (২৩)

কত্তো-দিবি কত্তো-নিবি[৩] বাং. মেয়েদের নিতম্ব।। চলিত বুলিতে মিলের বাহার। (৯)

কতো বয্ হলো[৩] লোকটা কিভাবে ঠকলো?।। বাং. ভা.। (৫)

কথা[১] বি. ১। টেলিফোন।। (মস্তান এবং জালিয়াৎ) →২। প্রেমালাপ।। ৩। প্রসব বেদনা।। <ব্যথা। (১৭)

কথান্[১] বি. ১। ধুতি।। <থান কাপড়। ২। মাচা।। তু. মাচান। ৩। বাক্স।। কথান্ তুবড়ে কোনো ফাঁস—বাক্স ভেঙে গয়না চুরি। (১০)

কদমা[৩] বি. বাং ১। বোমা।। বাং ভা. ২। মেয়ের বুক।। (মস্তান)। (৬)

কদলি[১] শূন্য।। <কদলী। (৩)

কদিন্[৩] বাং. ১। স্ত্রীলোকের মাসিক কাল।। ২। স্বল্পকালের জন্য কারাবাস।। বাং ভা. (১০)

কদু[১] বি. ১। বৃহৎ বপু।। ২। ধনী ব্যক্তি।। কদুর গব্বাএ কন্দাই—বড়লোকের বাড়িতে চুরি। (চোর)। (১৩)

কদুকা-পানি[২] বি. হি. সোডার জলসহ বোতল।। হি. ভা.। (২)

কন্দাই[১]বি. চুরি।

কপাটি[৩] বাং. স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ।। তু.হা-ডু-ডু খেলা।

কপাল্-ফাটা[১] বি. বাং.১। বিবাহিতা মহিলা।।২। আট।। তাস খেলায় আট অনেকের কাছে অমঙ্গল জ্ঞাপক। আট সংখ্যার সঙ্গে হেরে যাওয়ার সম্পর্ক গড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছে। (১৭)

কব্জা[১] বি. চাকরি; কাজকর্ম।। (৩)

কব্লানো[১] ক্রি. বাং. ছোবল মারা।। তু. কবুল স্বীকার করা। বাং. ভা.। (৫)

ক-ব হলো[৩] দ্র. কতো বধ হলো।। (৭)

কবোচ[১] বি. বাং. ১। সোনার তাল।। ২। গোপন অঙ্গ।। ৩। কপাল।। তু. কবচ ধারণে কপাল খোলে।

কমতি[১] বি. হিজড়া।। <হি. কমতী—অপুষ্ট। হি. ভা.। (৫)

কমরি[১] বি. কোমরের গয়না।। হি. ভা.। (২)

কমলি[১] বি. ধর্ষণ; রমণ।। হি. ভা.। (৭)

কমরবাজ[১] বি. রেলগাড়ির তোলনবাজ বা পকেটমার।। তু. কামরা। (১৯)

করকা[১] বি. ১। খরচা।। ২। বিপদ ; বাধা। করকাএ থাকা—খরচা হওয়া। এলাকাএ করকা—এলাকায় বিপদ। করকা হল—খরচা হলো অর্থাৎ ধরা পড়লো। (মস্তান ও গব্বাবাজ) (১৬)

করকি[১] বি. ১। খিড়কি।। ২। পাছা।। ৩। হাতঘড়ি।। তু.অ.ভা. চরকি। (পকেটমার) (১১)

করচা[১] বি. ভৃত্য।। বিশেষত বাড়িতে নিযুক্ত ভৃত্য। <চাকর। আক্ষরিক্ বপ.। (চোর) (৮)

করচানি[১] বি. পরিচারিকা।। <অ. ভা. করচা। (৬)

করমু[১] বি. সাকরেদ ; সাধারণ পকেটমার।। তু. কর্মী।—মু প্রত্যয় দ্বারা সাধারণ চোর বোঝায়। *E.* worker—a criminal especially a thief. (৩৫)

করু[১] বি. সর্দার।। সর্দার বা পুরানো চোর বোঝাতে-'রু' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। করুর হল মরনি করমু ধরনি—সর্দার হচ্ছে নির্দেশক, সাকরেদ হলো সহকারী। (৩)

করোটি-বিট্[১] ক্রি. সজোরে আঘাত করা।। তু. ইং to cut and beat. করোটি বিট্না উস্কো—ওকে আচ্ছা করে ঠেঙাও। (৪)

করউটি[২] **(করৌটি)** বি. যাবজ্জীবন সাজা।। তু. অ. ভা. করোটি। হি. ভা.। (৪)

কড়ি[১] বি. ১। সাকরেদ।। ক্রি. ২। বন্ধ করা ; একত্র হওয়া।। তু. হি. কড়ী—শিকল, শিকলের কড়া। ৩। চুপচাপ থাকা।। (হিজড়া) (১১) কড়ি কেটে কট্কি চাল্—জাল কেটে শিকারের পলায়ন। (১২)

কড়িকাঠ[১] বি. ১। ছাত।। ২। মাথা।। (৭)

কলকার কাজ[১] বাং. জাহাজের ডকে চুরি।। জাহাজের কারুকার্যের জন্য হয়ত কলকা বলা হয়েছে। (পোর্ট চোর) (১৩)

কল্লা[১] বি. ১। গলা, ঘাড়।। ২। গলার হার।। ৩। জামার কলার।। তু. ইং collar. (পকেটমার) (১৪) গলার বোতাম।। ৫। সেলাই কল।। ৬। আঙটি।। ৭। আঙুল।। কল্লাতে মাল আছে—গলায় বোতাম আছে। কল্লা বানানো—কলার থেকে বোতাম খোলা। (চোর) (১০৩)

কলসি[১] বি. ১। মাটির কলসিতে ভাত পচিয়ে মদ তৈরি।। ২। নিতম্ব।। কলসি ওড়ানো—দোলায়িত নিতম্ব। (মস্তান) (১০)

কলম[১] বি. আর্. দরজা ভাঙার ছোট এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতলা যন্তর।। দেখতে প্রায় কলমের মতো। কলমে লিখবি—যন্তর নিয়ে বার হবি। হ্যাঁ, কলমে লিখবো—হ্যাঁ যন্তর সঙ্গে আছে। কলম্-দান কড়া—দরজা খুব শক্ত। কলম ঝাড়্—জোরে চার দে। কলমবাজি ফাঁক—দরজা খুলে গেছে। তু. চিচিং ফাঁক। বাং ভা.। (গব্বাবাজ) (৮৭)

কলম্-বির[১] (বীর) বি. ১। লেখক।। ২। ধাপ্পাবাজ।। বাং ভা.। (৪)

কলাগাচ্[১](-ছ) বি. দশ টাকার নোট।। কলাগাছের ছবি চিহ্নিত দশ টাকার নোট। (১৭)

কলিঙ্[১] বি. ১। বড়োবড়ো কথা।। ২। ইশারা।। <ইং. calling.(৯)

কলু[১] বি. যে চোরাইমাল কেনে, বিশেষ করে সোনারূপোর ক্রেতা।। হয়তো ক্রেতা কলু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় এই নামকরণ। (৫)

কাকা[৩] বি. ভাই, সাকরেদ।। (৫)

কাগোজ্[৩] বি. কারেন্সি নোট।। *E.* paper—money in general. (১২)

কাচ্চা-ঢোল্, বি. দ্র. কচ্চাঢোল।

কাচ্চি[১] বি. রূপো ; নকল সোনা।। তু. কাঁচা। হি. ভা.। (৫৭)

কাজলিছাই[১] বি. অন্ধকার রাত।। তু. কজ্জল ছায়া। কাজল+ছাই ঢাকা> অন্ধকার। (গব্বাবাজ) (৫)

কাজ্করা[২] ক্রি. বাং ১। চুরি করা।। ২। ঠকানো।। *E.* work—to steal, to cheat. (২২)

কাজা[১] বি. পর্তিতালয়ে গমনকারী।। তু. কাজাজ আয়ে—লোকটি আসছে। হি. ভা.। (পতিতালয়) (৭)

কাজের লোক[১] বি. বাং. পকেটমার দলের সর্দার।। (৩)

কাজো কুত্তো[১] কোনো নবাগতের পতিতার পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পতিতালয়ে গমন।। তু. কাজো <অ. ভা. কাজা। কুত্তো <কুত্তা। হি. ভা.। (পতিতালয়) (৪)

কাজো রোগেগো[২] খদ্দের পতিতা সঙ্গ উপভোগ করবে।। কাজো রোগেগো নিস বালুয়া ছিপ্‌পেগো—খদ্দের আনন্দ উপভোগ করবে, ও সেজন্য কুড়ি টাকা দেবে। হি. ভা.। (পতিতালয়) (২)

কাট্[১] ক্রি. হি. মিথ্যা বলা।। তু. হি. কাট—প্রতারণা। হি. ভা.। জুটমুট কাটো মাৎ—শুধু শুধু মিথ্যা বলো না।

কাট্টুস্[২] বি. কুকুর।। <কাটা—কামড় দেওয়া। হি. ভা.। (১৫)

কাট্নি[১] বি. ১। কাঠের বাক্স।। <কাঠ। ২। জুয়া।। (২৭)

কাট্বাজ্[১] বি. ইং+ফা. যে সোনার হার, চুড়ি ইত্যাদি কাটে।। *E.* cutter—a tool for cutting ; a cut-throat. বাং. ভা.। (৬)

কাট্লাস্[৩] ক্রি. পালানো ; আত্মগোপন করা।। <কেটে পড়া। কাট্লাস্ পার্টি—গা-ঢাকা দেওয়া দল। (৯)

কাটা[১] বি. বাং ১। ধারালো ছুরি।। <কাটারি। ২। নিরাপদ স্থান।। তু. কেটে পড়া (?)। কাটা হওয়া—নিরাপদে থাকা। ৩। রুমাল ।। তু. কাটা কাপড়। ৪। কাজ। <খাটা। (৪২)

কাটারি[৩] বি. বাং. কামাতুর চোখ।। তু. চ. বাং. কাটারি চোখ। (৫০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটালে[৩] ক্রি. কথা বলা।। তু. হি. কটালেনা—সময় কাটানো। ধুর হায় কাটালেনা—খদ্দের আসছে কথা বল। হি. ভা.। (কোটনা) (৭)

কাটি[১] বি. বাং ১। চাবি।। তু. চাবিকাটি। (গব্বাবাজ) ২। দেশলাই।। তু. দেশলাই কাঠি। ৩। ছুরো।। ৪। বিড়ি।। <দেশলাই কাঠি। ৫। ছুরি।। <কাটা। *E. sticker—a (pocker) knife* ৬। ধরা পড়া।। <ইং cut off. বাবু কাটি হোএ গেছে—লোক ধরা পড়েছে। খোচর ওকে ঝুট মুট কাঁটি কোরেছে—পুলিশ ওকে মিথ্যা ধরেছে। ৭। দরজা বা তালা ভাঙার যন্তর।। (গব্বাবাজ) চবিবশ পরগণা। ৮। কলম।। (পকেটমার) ৯। গাড়ির wiper।। (গাড়ি চোর) ১০। জেলখানা।। (১৩৬)

কাটি-কাটা[২] ক্রি. জেলখাটা।। <অ.ভা. কাটি—ধরা পড়া। কাটা <খাটা। (১৩৬)

কাটি খাওআ[২] **(খাওয়া)** ক্রি. ১। ধরা পড়া।। ২। ধরা দেওয়া, আত্মসমর্পন করা।। ৩। বিপদে পড়া।। (৯)

কাটিবাজ[২] বি. চোর।। কাটিবাজ কাটিতে আছে—চোর সিঁদ কাটার যন্তর নিয়ে বার হয়েছে। (১৭)

কাটিম্[১] বি. সরুসুতার হার।। <কাঠিম—সুতা জড়িয়ে রাখবার জন্য কাঠের ছোট চরকি। বাং. ভা.। (পকেটমার) (৪)

কাটির গাড়ি[২] পুলিশের গাড়ি।। <অ. ভা.কাটি—ধরা পড়া। (১৫)

কাঁটি দ্র. কাটি।

কাটুরারো[১] ক্রি. সাবধান হওয়া।। কাটুরারে সুখম্ বাগুরেতে—পুলিশ থেকে সাবধান হও, (নিজেকে) সামলাও। (বিহারী চোর) (২)

কাটোস্[১] বি. কাঁচি।। <কাটা। *E. cut—scissors.*হি. ভা.। (১৫)

কাটউ[১] বি. তরবারি, যে কোনো ধারালো অস্ত্র।। <ইং cut.অ. বাং ভা.। (১৯)

কাটাউ[১] দ্র. কাটউ।

কাটিআ[১] **(কোটিয়া)** বি. নকল হীরামুক্তা।। < কাঁচিয়া <কাঁচ।

কাঠি দ্র. কাটি।

কাততি[১] বি, সিঁধ কাটার যন্তর।। কাত্তি টেনে সওদা টান্—সিঁধকেটে মাল চুরি কর। (৫)

কাত্তরিআনা[১] বি. আধুলি।। <এক ইউনিটকে কেটে দুভাগ। বাং ভা.। (মস্তান)। (৩)

কাতলা[১] বি. ১। সুন্দরী রক্ষিতা।। সুন্দরী রক্ষিতা দ্বারা বড়লোককে বশে এনে কাজ হাসিল করা হয়। তু. কাতলা মাছ। অর্থবানকে বশ করতে সুন্দরী স্ত্রীলোক সাহায্য করে। (ঠগ ও জালিয়াৎ) (৫)

কাত্‌লা ছেড়ে মাত্‌লা কর[২] ১। সুন্দরী লেলিয়ে মাৎ কর।। ২। বন্দুক।। বাং ভা (মস্তান) (১৪)

কাতিল[২] বি. আর. ফাঁসি হতে মুক্তি।। <আর →হি. কতিল— হত্যাকারী। (কয়েদী.) ২। বাতিল।। (৭)

কাতুকুতু[৩] বি. রতিক্রিয়া।। বাং ভা. (৭)

কান্[১] বি. ১। টেলিফোন।। ২। ফাউন্টেন পেন।। বাং. ভা. ৩। ইজ্জত।। <মান। (৭)

কানকি[১] ১। বি. চোখ।। কানকি টেপা—চোখের ইশারা।। তু. মাছের কানকো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। কানা।।

কান্‌চি[১] বি. মাটির ঘরের বেড়ার দেওয়াল।। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (৫)

কান্‌দাই[২] বি. ১। বক্ষ যুগল।। তু. কাঁদি (কলার কাঁদি)। ২। কাপড়।। বাং. ভা.। (৯)

কান্‌পুরি[৩] বি. স্প্রিং ছুরি।। (৫১)

কান্‌সি[১] বি. বালিকা।। ডাক্‌টে কান্‌সি সাদ্‌দি থাঙ্‌গে—দুটো সুন্দর মেয়ে রয়েছে। (পতিতালয়)

কানি[১] বি. ১। রুমাল।। <কাপড়ের টুকরো। ২। জামা-কাপড়।। বাং. ভা.। ৩। বিধবা বিবাহ।।<নিকা। ধ. বি.। (৪)

কাপরু[১] বি. গ্রেপ্তার।।<ইং captured.কাপরু হওআ—গ্রেপ্তার হওয়া। হি. ভা. (১০)

কাপা[১] বি. ১। ইট নির্মিত পাকাবাড়ি।। < পাকা। আক্ষরিক বিপ.। কাপা গব্‌বা—বাড়িঘর। ২। তীক্ষ্ণ, পাতলা ও ছোট ছুরি।। বাং ভা. (মস্তান) (৩০)

কাপাখানা[১] ১। পাকাবাড়ি।। ২। হোটেল।। ৩। পতিতালয়।। (১১)

কাপা-গব্‌বা ইঁটের ঘরবাড়ি।।<পাকা। (গ্রামের ডাকাত) (৩)

কাপি[২] বি. বই।। <ইং copy book. (৩)

কাপুরুস[৩] (**কাপুরুষ**) বিণ. বাং. পুরুষত্বহীণ।। বাং. ভা.। (পতিতা) (৫)

কাপুড়ে বিণ. ১। অভাগা।। <কপালপোড়া। ২। সৌখিন।। <পোষাক-সম্বন্ধীয়।

কাপোড়-মএলা[২] (কাপড় ময়লা) বি. বাং. স্ত্রীলোকের ঋতুকাল।। বাং. ভা.। (পতিতা) (১৩)

কাফি[২] বি. আর. মোটা টাকা।। তু. হি. কাফী—টাকা সম্পর্কীয়।

কাম[১] বি. চুরির জন্য প্রস্তুতি।। (১৭)

কাম্‌লা[১] বি. ১। চোরদের সর্দার।। তু.কাম। হি. ভা.। ২। ডাকাত।। (পকেটমার)

কামান্‌[১] বি. ফা. ১। ছাতি।। ২। গাঁজার কলকে।। কামান্‌ দাগা—গাঁজা টানা।

কামানেঅলা[২] বি. ১। 'যে উপার্জন করে' এমনতরো।। ২। যে ব্যক্তির স্ত্রীর উপার্জনে জীবন চলে।। অর্থ সংকোচন। (২৬)

কামাস্‌[১] বিণ. নিকট।। <কাছ। বাং. ভা. ধুরের কামাস্‌ থেকে চামিএ (চামিয়ে) নে—লোকটার কাছ থেকে ছিনিয়ে নে। (২)

কামোর[১] বি. যৌনব্যাধি।। লোকটা কামোরে কাটবে— যৌনব্যাধিতে মরবে। (৬)

কামোরবাজ[১] বি. যে নারী পতিতাবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জন করে।। তু. কামানো। হি. ভা.। (৫)

কালা বি. ১। আফিং।। তু.চ. বাং. কালাচাঁদ—আফিং। ২। চণ্ডু।। *E.* black silk, black smoke—opium. ৩। অন্ধকার রাত।। *E.* black and white—to night. (গব্বাবাজ ও জুয়ারী) (৭৯)

কালা-কুত্তা[১] বি. হি. পুলিশ ; রাতের পোষাকে কলকাতার পুলিশ।। *E.* blood hound, bully-dog—policeman. ২। ঘুষখোর এবং নির্দয় পুলিশ।। (৩৬)

কালা-মাল্‌ দ্র. কালা। (২০)

কালি বি. ১। আফিং[২] ।। ২। আঁধার রাত[১]।। তু. কালী —রাত (Sleeman)। (১২)

কালি-বাবু[১] বি. বোতাম।। তু. ইং. collar. বাং. ভা. (৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালি-বাড়ি[৩] বি. বাং. পতিতালয়।। পূর্বে ইহা বাঙালির উক্তি ছিল বর্তমানে আবাঙালিরাও এ কথার ব্যবহার করে থাকে। ২। থানা।। (১৭)

কালি-বিল্লি[১] ১। ট্যাক্সি, চুরির সময়ে যে ট্যাক্সি ব্যবহার করা হয় সাধারণত তাকে বোঝায়।। কালি— কালোরঙ ; বিল্লি—গতিশক্তি। (গব্বাবাজ) তোরোন্ করে সওদা লিএ (লিয়ে) কালি বিল্লিতে ফুটে জা (যা)—ভেঙে মাল চুরি করে ট্যাক্সিতে পালা। *E.* wildcat—an unlicensed cab. ২। কুরূপ।। (৫)

কালি-লকড়ি[১] বি. হি. ছাতা।। হি. ভা.। (৭)

কালু[১] বি. যে চোরদের জন্যে সিঁদ-কাটার যন্তর প্রস্তুত করে।। তু. কামার জাতি অথবা কোনো কামারের নামও হতে পারে। কালুর কাছে গামছা সাপ্টাও —কামারের কাছে সিঁদ-কাটার যন্তর বানাও। (গব্বাবাজ) (১১)

কালো[২] বি. বাং। ১। কোকেন।। তু. অ. ভা. কালি। অর্থসম্প্রসারণ । ২। যৌনব্যাধি।। <বিপদ সংকেত 'কালো' রঙ। ৩। অন্ধকার। তু. অ. ভা. কালা। কালাতে ছুপ্‌পন্ খাওআ (খাওয়া)— অন্ধকারে লুকানো। (১২)

কালো-জিরে[২] বি. বাং. গাঁজা।। কালো জিরে ভরা—গাঁজার টান।

কালোদা[২] বি. বোতাম ।। <ইং. collar, তু. অ. ভা. কল্‌লা। (৩৫)

কালোবাবু[২] বি. খিটখিটে, মেজাজী পুলিশ ।। বাং. ভা. (১৮)

কালোবিবি[৩] বি. ১। শীতলা ঠাকুর।। ২। জুয়া।। (৫)

কালোমানিক[৩] বি. বাং ১। আফিং।। তু. অ. ভা. কালো ; কালা। ২। সুকেশী তরুণী।। (মস্তান) (৫৬)

কালোমামা[৩] বি. বাং। ১। রেল পুলিশ।। ২। ঘুষখোর।। (৮)

কাস্‌বোন্[৩] (কাশ) বি. বাং লোমশা নারী।। বাং ভা.। (মস্তান) (৭)

কাঁকন[২] বি. বাং ১। হাতকড়া।। (কয়েদী) *E.*bracelets—hand-cuffs. ২। লোহার মুঠ।। বাং ভা. (মস্তান) (১৯)

কাঁচ[১] বি. বাং. হীরা।। (জুয়াচোর ও গব্বাবাজ) (১৭)

কাঁচা কলা[৩] বি. বাং. ১। নাবালিকা।। (মস্তান) ও ইভটিজর্স (Eve-teasers)। কাঁচা কলাএ (কলায়) পাক ধরেছে নাবালিকা সাবালিকা হয়েছে। ২। বোকা লোক।। কাঁচা কলাতে ফল ধরেছে— বোকা চালাক হচ্ছে। ৩। সৎ পুলিশ অফিসার।। (১৭)

কাঁচা-খপ্‌পর[২] বি. গলার মধ্যে লুকানো গহ্বর যার মধ্যে গলাধঃকরণ করে মূল্যবান বস্তু লুকিয়ে রাখা হয় ।। 'কাঁচা' হচ্ছে ছোট এবং 'পাকা' বলতে বড় গহ্বর বোঝায়। কাঁচা খপ্‌পরে সুতো ঢালো —সোনার হার গিলে গলার গর্তে লুকিয়ে ফেল। (৩২)

কাঁচা-জিনিস[১] বি. বাং ১। সোনারুপো।। একদা কেবলমাত্র রুপো বোঝাতো, বর্তমানে সোনারুপো হীরে ইত্যাদিও বোঝায়। (চোর)
২। ছোট বোমা।। ৩। সস্তার মদ।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(মস্তান) (১৭)

কাঁচা দেআল[১] বি. বাং. ১। তরুণী বারাঙ্গনা। ২। পতিতাবৃত্তিতে নবাগতা।। বাং. ভা.।

কাঁচিমার্কা[১] বি. ১। পকেটমার।। ২। মালি।। (২৩)

কাঁটা[১] বি. বাং. ১। পুলিশ সার্জেন্ট।। (কোটনা) ক্রি. ২। লুকানো।। ঠোকরে কাঁটা (হোলুম)— জুতোর মধ্যে লুকালাম। (২১)

কাঁটাতে থাকা[২] জেল হওয়া।। *E.* pin—to arrest.

কাঁটা হওআ[১] (হওয়া) ক্রি. সাবধান হওয়া ; ধরা পড়া।। (৬)

কাঁটালিআ (-য়া) বি. শিশু পকেটমার।। (৬)

কাঁপা দ্র. কাপা।

কাঁপা-গব্বা দ্র. কাপা-গব্বা।

কি দিবি কি নিবি চলার কালে তন্বীর নিতম্বের নৃত্য তরঙ্গ।। rhyming slang। বাং. ভা. (মস্তান) (৫)

কিচাইন্[১] ক্রি. প্রকাশ করা ; চেঁচামেচি করা। অনু.। ভোজপুরী ভাষায় ব্যবহৃত অর্থ বাঙলায় স্ল্যাং রূপ নিয়েছে। (৩২)

কিচাঙ্[১] বি. ঝগড়া।। <কিচাইন।। (৫)

কিট্ সট্টাবাজ্[১] পাকা জুয়াড়ী।। তু.কট >গরম > ব্যগ্রতা, উৎসাহ অর্থে (?)। হি. সট্টাবাজ—ফটকাবাজ। (২)

কিট টা[১] বি. জহর, দামী পাথর।। হি. ভা.। (গব্বাবাজ) (১২)

কিটা[১] বি. ১। আফিং।। এক সুতো কিটা —এক ইউনিট আফিং। (drug addicts) ২। মদ। তু. চ. বাং.গাদ। কিটা সই হবে ?—মদ পাওয়া যাবে ? (৫০)

কিমিরে[১] সর্ব. কিরে।। বাং. ভা.। (মস্তান) (৯)

কিমে[১] সর্ব. কি।। বাং. ভা. কোমাথাএ জামাচ্ছিস, কিমে?—কিরে কোথায় যাচ্ছিস ? (মস্তান)

কুকুর বি. বাং। ১। চাকর[১]।। (মস্তান) কুকুর দিএ খাওআনো (দিয়ে খাওয়ানো)— বাড়ির চাকরকে দলে ভেড়ানো। ২। পুকুর[১]।। (পল্লীগ্রামের চোর) ৩। ডিটেকটিভ পুলিশ[২]।। (১৫)

কুজা বি. ফা. তামা-পিতল।। <পিতল কাঁসার কুঁজোকলসী। (জেলা-চোর) (৯)

কুটটি[১] বি. নাবালিকা।। (দক্ষিণ ভারতীয় চোর) (৪)

কুটি বি.১। ঘর।।<কুঠি।২। ছুরি।।<কুটিকুটি করা। (৫)

কুত্তা বি. ১। পুলিশ[২]।।*E.*hound—police (dog). ২। সমকামি।। (কয়েদী) (৭)

কুতো বি. ১। শরীরের পশ্চাৎভাগ।। ক্রি. ২। সমকামিতা উপভোগ করা।। কুতোরঘাট—দেহের পিছনে লক্ষ্য স্থির করা। (৬)

কুদি বি. ১। চুরি।।[১]<অ.ভা.কোদ্। ২। নীচ ব্যক্তি[২] ।। (২৫)

কুনজি বি. গাড়ির চাবি।। তু. বাং. তালাকুঞ্জি, হি. কুঞ্জী—চাবি। (গাড়িচোর) (৩)

কুপিআ (কুপিয়া) বি. জেলখানার শেল।। তু. কুপি—কেরোসিনের ডিবে। *E.*can—prison. (কয়েদি) (২০)

কুমড়ো[১] বি. ১। মোটা মেয়ে।। ২। গর্ভবতী মহিলা।। বাং.ভা.। (মস্তান) (১১)

কুড়ি-চরকা[১] বি. মেয়ে চোর।। তু. পাঞ্জাবী কুড়ি—নারী ; হি. চরকা—জাল। (উত্তর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় চোর) (৪)

কুলফি[১] বি. গব্বাবাজ।। তু. চ. বাং.কুলফি করা—লুকানো। তু. কুল্‌ফি বরফ। *E.* an ice—(of a criminal) in hiding. (৭)

কুল্‌সি[১] ক্রি. চুরিতে বার হওয়া।। তু. অ. ভা. কুল্‌পি। হি. ভা.। (৭)

কুলিন্[২] (**কুলীন**) বি. 'সম্ভ্রান্ত' বারাঙ্গনা।। ইহা একটি প্রাচীন শব্দ। কলকাতার বৃদ্ধ অপরাধীদের মতে, অতীতে কুলিন অর্থে বাঈজী অথবা নবাগতাকে বোঝাতো। বর্তমানে অবস্থাপন্না, সুন্দরী, স্বল্পশিক্ষিতাকেও বোঝায়। (৭)

কুঁচি[১] বি. বাড়ি ; ঘর।। (গব্বাবাজ ও ডাকাত) হি. ভা. (৭)

কেকোই[২] বি. স্তনযুগল।।

কেচুআ[১] (**কেচুয়া**) বি. ১। কয়লা চোর।। (বিহারী চোর, হাওড়া রেল ইয়ার্ড)। ২। আসামীকে উত্তম-মধ্যম প্রহার।। তু. কচুকাটা। পুলিশ স্ল্যাং। (২২)

কেডারা[১] বি. পকেটমার।। (দক্ষিণ ভারতীয় চোর) (৮)

কেত্‌রি[১] বি. সিঁদ-কাটা যন্তর।। তু.কাতুরি। হি. ভা.। তবে অধুনা বাঙালিরাও ব্যবহার করে থাকে। (১১)

কেতোরি দ্রঃ কেত্‌রি।

কেন্‌নো[৩] বি. নীচ ব্যক্তি।।<কীট বিশেষ। বাং. ভা. (৪)

কেপ্[৩] বি. গাড়ির চাকা।। <ইং cap.>'কেপ' অপরাধ-জগতের ভাষা। হিন্দী ভাষা। অশিক্ষিতদের উচ্চারণ বিকৃতির জন্য 'ক্যাপ'>কেপ।

কেপ্‌মারি[৩] বি. ইং+হি. একজাতীয় চুরির পদ্ধতি।।<ইং cap+হি. মার্‌না। 'কেপমারি' অর্থে সাধারণত বোঝায় 'রঙ বদল'। দক্ষিণ ভারতীয় চোরদের একটি দল কেপমারি পদ্ধতির প্রবর্তন করে। এরা কয়েকটা খুচরো পয়সা মাটিতে ফেলে দেয় সম্ভাব্য 'শিকার'-কে লক্ষ্য করে। 'শিকার' যখন নিজের পয়সা সন্দেহে বিক্ষিপ্ত পয়সাগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে থাকে সেই সুযোগে পকেট মেরে এরা চম্পট দেয়। এই জাতীয় আপরাধীরা ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, অন্যান্য অফিসে ঘোরফেরা করে। এরা অনেক সময় পথ-চলতি লোকের গায়ে কাদা ইত্যাদি ছুঁড়ে মারে। তারপর সহানুভূতিসূচক মনোভাবের ভান করে এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করে। একজন জামা প্রভৃতি খুলতে সাহায্য করে। অপরজন হাতে মুখে জল দেয়। সেই সুযোগে জামা সমেত সোনার বোতাম টাকাকড়ি সবকিছু নিয়ে উধাও হয়। কেপমারি চোরেরা নিত্যনূতন পদ্ধতিতে চুরি ক'রে জনসাধারণ ও পুলিশকে বিভ্রান্ত করে। *E.* cap—to assist a man in cheating (৭৮)

ক্যাক্‌নাই[৩] বি. স্তন।। তু. হি. নুনাই—সৌন্দর্য। (৫)

কোচর[২] ক্রি. লুকানো ।। কোঁচার সামনের অংশ অনেক সময়ে টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখা হয়। অবশ্য অন্যত্র লুকালেও তাকে 'কোচর' বলা হয়। বাং. ভা.। (পকেটমার) (৩৬)

কোচোর দ্র. কোচর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোট্[1] বি. ডান দিক ।। তোর কোটে ধুর আছে—তোর ডানদিকে লোক আছে। (গব্বাবাজ) (৩)

কোট্নি[2] গেঁজে; টাকাপয়সা রাখবার জন্য জালি কাপড়ে তৈরি লম্বা সরু থলি।। <ইং cotton. বাঙলার গ্রামাঞ্চলে শব্দটির চল বেশি। (২৭)

কোটা[1] বিণ. কঠিন; মারাত্মক।। <টুকরো করা। ধূরকে কোটা করে ঝাড়— লোকটাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার কর। ধুরের কোটা ঝাড়নি চাই—লোকটার বেশ মারের প্রয়োজন। হি. ভা.। (গব্বাবাজ) (৪)

কোঠারি[2] বি. পুলিশ।। তু. কোঠারী। (৫)

কোদ্[2] বি. ১। চোর।। কোদকে ঝাড়ফোঁক করা—চোরকে ধরা ও প্রহার করা। ২। কয়েদী।। অর্থ সম্প্রসারণ অথবা কয়েদী-র সংক্ষিপ্ত রূপ 'কোদ' হওয়া বিচিত্র নয়। ৩। সড়ক।। কোদ্ ছুটে রাস্তা ধরে ছোটা। (৩৬)

কোদান্[1] বি. দোকান।। ধ. বি.প। বাং. ভ.। (গব্বাবাজ) (১৩)

কোদানো[1] ক্রি. লুকানো।।<কোদ্। (২)

কোদি গিরি ; কোদি করা[1] ক্রি. চুরি করা।। (৩৮)

কোনা বি. সোনা।। হি. ভা.। (১০)

কোব্জি[1] বি. ১। হাতঘড়ি।। ২। জামার হাতের বোতাম।। ৩। ঘড়ির চেন।। (ছিনতাইকারী) (১৭)

কোব্লে দেআ[3] (দেওয়া) ক্রি. বোলে দেওয়া।। <কবুল করা। (১৫)

কোমাথাএ[3] (কোমাথায়) সর্ব. কোথায়।। বাং. ভা.। (মস্তান) (১৩)

কোমোর্ ধোনি[2] বি. কোমরের তাবিজ মাদুলি।। বাং. ভা.। (মস্তান)। (৪)

কোরা[2] বি. চোর।। <চোরা। (৯)

কোড়ি[2] বি. সাকরেদ।। তু. হি, কোরহী—কুষ্ঠরোগী।

কোল্কে[3] বি. বাং. পিস্তল।। বাং. ভা.। (৫৭)

কোলারি[2] বি. চোর।। <চোরামি। দুজন কয়েদী অভিমত প্রকাশ করে যে, বাঙালি চোরেরা শব্দটি তৈরি করে তবে বর্তমানে হিন্দিভাষীরা ব্যবহার করছে, বাঙালিরা বর্জন করেছে। বর্জন করার কারণ সম্পর্কে অপরাধ-জগতের লোকের অভিমত হচ্ছে বাঙালিরা নিত্যনূতন শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। (১২)

কোঁকথাল[1] বি. দেহের গোপন (গহ্বর) স্থান, যেমন, গলার থলি।। (২২)

কোঁত্[2] বি. সাকরেদ।। তু. অ. ভা. কোদ। হি. ভা.। (চোর) (৩)

কোঁত্কা বি. কোমর।। অনু.। বাং. ভা.। কোঁতকাএ (কোঁতকায়) পাতা আছে —কোমরে নোট আছে। (১২)

কএলা[1] (কয়লা) বি. টাকা।। (৫)

কাঁইচি[1] বি. ১। বাগানের মালি।। (গব্বাবাজ) ২। ঘড়িপকেট ।। (পকেটমার) ৩। তালা।। (১৮)

কাঁইচিবাজ্[1] বি. মালগাড়ি চোরদের সর্দার।।

কেআরি[2] (কেয়ারি) বি. তিন ।। <তেয়ারি—তিন। (৫)

কেইলাস্[3] বি. কোনো মেয়ের মালিক।।

কোউটা (কৌটা) বি. বোমা।। কোউটো টপ্কানো—বোমা ছোঁড়া। ২। পেট ।। ৩। ডুবুরি ।।

কোউটো বি. দ্র. কোউটা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিচ্[১] বি. দু-মুখ ধারালো ছুরি।। তু. *E.* creese—a dagger with a wavy blade বাং.ভা. (মস্তান) (৬)

ক্রাইবি[১] বি. চোরের দল<crime. (৭)

খ

খট্[২] (করা) ক্রি. কোনো লোককে ঘিরে ফেলা. বিশেষ করে যাকে সন্দেহ করা হয় যে, মূল্যবান দ্রব্য বা টাকাকড়ি বহন করছে।। চলিত পাঞ্জাবী খট—দ্রুত । অনু. (ডাকাত উত্তর ভারতীয়) খট কর্‌কে ছোপ্ না লিয়ে—ছিনতাইয়ের জন্য ঘিরে ফেলা। (৩)

খট্ খট্[১] বি. বন্দী।। জেলের মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট দরজা 'খট' করে বন্ধ হওয়ার শব্দ। খটখট ঝটপট <বন্দীর মুক্তি পাবার ইচ্ছা। বাং. ভা.। (৭)

খট্ টাস্[১] টাইপরাইটার যন্ত্র।। তু. খট্‌খট্। অনু.। (৪)

খত্‌রা হওআ[১] (হওয়া) ক্রি. আর. আহত হওয়া। তু. অ. ভা. খদ্‌রা<বিপদ, ভয়। হি. ভা.। (৩)

খতম্[১] বি. আর. ঝটকামেরে চুরি।। হি. ভা। (৫)

খদ্‌রা[১] বিণ.১। পুরুষত্বহীন। খদ্‌রা পানি—পুরুষত্বহীন।। মানুষ। ২। শিকার।। <ভয়। আন্‌কাতে খদ্‌রা হলো— আনকো জায়গায় শিকার হলো। (৩)

খবরদারি[২] বি. আর-ফা. ডাক হরকরা।। (৬)

খবরাখবরি[৩] ১। বি. টেলিফোন।। ২। কোটনা-কোটনী।। ৩। নর-নারীর অবৈধ সম্পর্ক।। ক্রি. ৪। বিশ্বাসঘাতকতা করা।। (২৩)

খমা[৩] বি. মুখ।। তু. অ. ভা. খোমা, খুমা। বিপ.। হি. ভা. (৮২)

খরচা[৩] বি. ফা. ১। গ্রেপ্তার।। ২। ফাঁসীর আসামী।। খরচার খাতাএ নাম—ফাঁসীর আসামী সাব্যস্ত। অর্থসম্প্রসারণ। (৫)

খড়্‌খড়িআ[১] (-য়া) বি. হি. shutter দরজা। অনু.। হি. ভা.। (গব্বাবাজ) (২)

খড়্‌পা[১] বি. ১। চটি জুতা।। খড়ম পা। ২। দরজা জানালা।। তু. অ. ভা. খড়খড়িআ। (৭)

খস্‌রা পাক্[১] ক্রি. কোনো লোকের হাত থেকে জোর করে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেওয়া।।

খা-লেনা[১] ক্রি. কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা ।। খোচর উওা খালেগা — পুলিশ সুন্দরী মেয়েটিকে উপভোগ করবে। হি. ভা. । (৫)

খাকি বি. ১। বেঙ্গল পুলিশ।।[২] <খাকি পোষাক। ২। বিড়ি।।[৩] (৩৬)

খাঙালি করা[৩] ক্রি. তল্লাসি করা।। (৫২)

খাট্টা[২] বি. জেলের খাবার।। তু. হি. খট্টা। (১৫)

খাটটাস্[১] দ্র. খট্‌টাস্। (৪)

খাট্টু[১] বি. ১। ফেনা ।। ২। মদ।। তু. খাট্টা। হি. ভা>বাং. ভা.। (১৭)

খাটিআ[২] (-য়া) বি. খুন, হত্যা।। তু. খতম অথবা শবাধাররূপে ব্যবহৃত 'খাটিয়া' অর্থে। (৭)

খাতানন্নাদ্[৩] বি. কড়া পুলিশ।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খানাখিনা[২] হোটেল।। <খানা। দ্বিরাবৃত্ত। হি. ভা.। (৯)

খানেঅলা[২] বি. হি. ১। যে পুলিশ ঘুষ খায়।। ২। পতিতার প্রিয়জন।। পতিতা তার প্রিয়ব্যক্তিকে দামী এবং গুরুপাক খাদ্যের দ্বারা আপ্যায়িত করে। অনেক সময়ে কষ্ট স্বীকার করেও পতিতা তার নাগরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে।। (পতিতা) (৭)

খাপ্খোলা[৩] ক্রি. বাং. মেজাজ দেখানো।। বাং ভা. (মস্তান) (১০)

খাপচু[৩] বিণ. ১। সুন্দর।। ২। ছিমছাম।। <খুবসুরত, খাপসুরত। ৩। বুদ্ধিমান।। বি. ৪। সুবক্তা।। (২১)

খাপেখাপ্[৩] ১। মানানো।। ২। সমান সমান।। (১৫)

খাবার্[২] বি. ছটরা।। বাং ভা.। (মস্তান) (১৩)

খাব্বিস্[৩] বি. আর. বুড়ি।। <বদ ; অসৎ। (৭)

খাব্বুস্ বি. ১। জেলের খাবার।[২] পতিতার অন্তরঙ্গের খাদ্যসামগ্রী[২] ।। ৩। গাঁজার প্যাকেট।।[৩] খাববুস্ লুসে কুপোকাত্ —গাঁজা খেয়ে বুঁদ হওয়া। (৩৮)

খাম্[২] বি. ১। মেয়ের উরু।। <থাম। ২। পুলিশ অফিসর ।। (৭)

খাম্-খাম্[৩] বি. চনমনে মেয়ে।। অনু.। বাং ভা. (মস্তান) (৭)

খার্[৩] বি. রাগ।। পুলিশ স্ল্যাংরূপেও ব্যবহার হয়। (৭)

খাড়া[২] বি. সিঁদ-কাটা যন্তর।। তু. অ. ভা. আখড়া। (২)

খাড়া-কান্ বি. ১। যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথা শুনতে চেষ্টা করে।। বিণ. ২। বদমেজাজী।।<রেগে গেলে কান খাড়া হয়ে ওঠে। বাং ভা.। (৫)

খাড়া-খাওআ[১] (-য়া) ক্রি. দাঁড়ানো।। ধুর খাড়ি খেএচে—শিকার দাঁড়িয়ে আছে। খাড়িতে সওদা বানিএ দে—দাঁড়ানো অবস্থায় পকেটমার। (পকেটমার) (১৮)

খাড়া-জোত্[১] বি. যে লোককে বাড়ির বাইরে প্রলুব্ধ করা হয়।। বাং ভা.। (৩)

খাড়েলা[১] ক্রি. দাঁড়ানো।। বিশেষ করে যখন ভিড়ের ট্রাম বা বাসে কোনো লোক দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার কাছাকাছি পকেটমার পকেট মারার জন্য প্রস্তুত হয়।। ধুর খাড়েলা ভরেলা—লোকটাকে দাঁড়ানো অবস্থায় পকেট মার। হি. ভা. । (পকেটমার) (১৪)

খালাস্[৩] বি. আর. খুন, মৃত্যু।। (৩)

খালিকুটি[৩] বি. খালিঘর।। খালিঘরে সন্ধ্যার পর পতিতাবৃত্তির জন্য মেয়েদের আনা হয়। দিনের বেলায় ঘরগুলো খালি অবস্থায় বন্ধ থাকে। (২১)

খালি-থাকা[৩] বি. যে পতিতার খরিদ্দার নেই।। বাং. ভা. (পতিতালয়) (৫)

খাসি[১] বি. আর. যে আসামীর ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।। (কয়েদী) (৯)

খাঁচা[২] বি. ১। জেলখানা।। *E.* cage—prison.২। আড্ডার ডেরা।। ৩। স্ত্রীলোক।। (৩৯)

খিঙারি[২] ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া।। তু. অ. ভা. খাঙালি। (৪)

খিটা[৩] বি. ১। চোলাই মদ।। <অ. ভা. কিটা। ২। মদের দোকান।। ৩। মাতাল।। (৪৭)

খিনে[১] টাকাকড়ি।। তু. ছিনে<ছিনিয়ে। বাং ভা। (৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিপ্ বি. ১। কুৎসিত চেহারা।। ২। রঙবাজ।। (লেখাপড়ার সঙ্গে বিযুক্ত) বিণ. ৩। খ্যাপা।। <ক্ষিপ্ত।

খিরুআ[১] (-য়া) বি. মদ।। হি. ভা. (হিজড়া) (২৩)

খিল্লি[২] বি. হি. ১। চাবি ।। তু. হি. খিল্লী—পেরেক। ২। লিঙ্গ।। ৩। লম্বা দড়ি।। হি.ভা.। (৫)

খিল্লি খাওআ[৩] ক্রি. হি.+বাং হেসে ফেটেপড়া।। হি. হাসিঠাট্টা।

খিল্লি লেড়আ;— লেড়আ যখন অসৎ স্ত্রীলোকের হাসি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।। তু. বাং খিলখিল। হি. ভা.। >বাং ভা.। খিললি লেড়আ গলতা ফের্—মেয়েটা হেসে ইশারা করছে আড্ডায় (ওকে) নিয়ে চল। (৩)

খিল্লোচর্ বি. পুলিশ।। তু. অ. ভা. খোচর। (১৮)

খিলিআ[১] (-য়া) বি. নৌকা।। (জলচোর) (৩)

খুক্ড়ি[১] বি. হি. চার ; হুরকা।।<হি খুঘড়ী—তারের বাণ্ডিল। খুক্ড়ি দিয়ে চাএ মারা—চার দিয়ে দরজার কবজা ভাঙা। (গব্বাবাজ) (৪)

খুচ্রা[১] বি. জুতো।। হি. ভা.। (১০)

খুট্টি[২] বি. জুতো।। (২১)

খুট্নি[১] বি. কথাবার্তা।। (হিজড়া) (৫)

খুট্নি-খুট্না[১] বি. ১। কথাবার্তা।। → ২। প্রেমালাপ ।। অর্থসংকোচন। ৩। ঝগড়াঝাটি।। (হিজড়া) (২)

খুন্চা[১] বি. ১। চত্বর আড্ডা।। ২। গামছা।। (৫)

খুপ্রি[১] বি. জেলের সেল।। (৭)

খুব্রি[১] বি. গাড়ির মাথা।। (গাড়ি চোর)। (৩)

খুম্[৩] বি. মুখ। ধ. বিপ.। (মস্তান) (১১)

খুমা-বিলা[৩] বি. কুৎসিত মুখ বা চেহারা।।

খুম্চাবাজ্ বি. গব্বাবাজ।। (চোর) (৭)

খুম্বা[১] ক্রি. খাওয়া।।<অ. ভা. খোমা ; খুমা। লিডে খুম্রো—মদ খাবো। তু. খোব্বা — গো বা ছাগ মাংস, অথবা যে কোনো মাংস (Sleeman)। (৫)

খুম্রি[৩] বি. মুখ।। খুমরি বিলা হওআ—মুখ চিনে নেওয়া। (মস্তান) (৩০)

খুমুচিস্[১] বি. চুম্বন।। তু. অ. ভা. খুম+খামচানো ।। (হিজড়া)

খুমে নেআ[৩] খাওয়া।।<মুখ। (মস্তান) (৫)

খুল্লা[১] বিণ. বিবস্ত্র।। তু. হি. খুলা। (৩)

খুলি[১] বি. ঘর।।<উত্তর ভারতীয় উপভাষায় খোল—ঘর।। (গব্বাবাজ)। (২২)

খুশি[১] বি.১। চোরাই মালের ক্রেতা।। সস্তায় চোরাই মাল কিনে খুশিতে মন ভরে যায়। ২। যে লোক নারীসঙ্গ করে প্রভূত আনন্দ পায়।। (৫)

খুঁপে নেআ[১] (-য়) ক্রি. খাওয়া।। তু. অ. ভা. খুমে নেআ। (২৭)

খেচ্কি[১] বি. রেচকি।। (পকেটমার) (১৫)

খেচ্কিবাজ্[১] বি. পকেটমার।। নএকা (নয়কা) চাকাএ (চাকায়) ছেচকিবাজ—নয়া পকেটমার ট্রামে বাসে। (১৪)

খেট্কেল বি. ১। লোক।। ২। পুলিশ।। খেটকেল কিছু খোমে না—পুলিশ কিছু নেবে না। বাং ভা.। (মস্তান) (৫)

খেট্খেল্ দ্র. খেটকেল্।

খেপের কাজ[১] কোটনার কাজ।। বাং ভা.। (৩)

খেপ্লু[৩] বি. বান্ধবী।। তু. খ্যাপা। বাং ভা.। (মস্তান) (৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেমট্‌কেল্‌[১] বি. লোক।।<খেট্‌কেল্‌। এ খেমট্‌কেল আমার লেগে আটকাএ— এ লোকটা আমাকে দেখছে। (২)

খেলা[১] বি. মেয়ে নিয়ে আনন্দ।। খোচর খেলেগা—পুলিশ মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করবে। হি. ভা.।

খেঁচে নেআ (নেয়া) মৃত।। খেঁচেনেআ পাখির খোমাএ কাপা ঝাড়ার দাগ—মৃত-মেয়েটার মুখে ছুরির আঘাত চিহ্ন। (৭)

খ্যাক সেআল[২] (খ্যাঁক শেয়াল) পুলিশ।। (পতিতালয়) (২)

খ্যাট্‌কেল্‌[৩] বি. পুলিশ।। বাং. ভা.।। এ খ্যাট্‌কেল্‌কে পাতি লড়ালে বরাব্‌বর হবে— এই পুলিশটাকে ঘুস খাওয়ালে হাতে পাওয়া যাবে। (১৩)

খোকা[২] বি. ১। বোকা লোক।। ২। পিস্তল।। বাঙলা দেশের বিপ্লবীরাও একদিন 'খোকা' বলতে পিস্তল বোঝাতেন। ৩। মদের বোতল (ছোট)।। ৪। মদ।। খোকা (-)টানাপাটি—পিস্তল টানা পার্টি। খোকার পিঠে পোকা—বোকা লোকের পকেটে টাকা। (৪৮)

খোচ্‌[২] বি. ১। 'রাফা', বিশেষ করে যারা মদ, গাঁজা বা জুয়ার আড্ডার খবর পুলিশকে জানিয়ে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে।। <খোঁচা। ২। পুলিশ।। খোঁচ্‌কে চেহারা দেনা মৎ— পুলিশকে স্বরূপ প্রকাশ করো না। (১২)

খোচর ; খোচোর ; খোঁচর[৩] বি. পুলিশ।। তু. খোঁচানো। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি 'খচ্চর' থেকে হওয়াও বিচিত্র নয়। আমার উপর খোচরের রেলা খুব—পুলিশ আমাকে খুঁজছে। খোচর আমার কথা বিলা নেই—পুলিশ আমার অপরাধের খোঁজ রাখে না। খোচরকে কিছু চামিয়ে দে— পুলিশকে কিছু ঘুষ দাও। খোচোরের রেলা থেকে ফুটে এসেছি —পুলিশের হাত থেকে ফস্‌কে বার হয়ে এসেছি। (১২৩)

খোচর-shelter[১] যে পুলিশ ঘুষ খেয়ে অপরাধীকে বাঁচিয়ে দেয়।। (৭)

খোচোরের টাকা[২] পুলিশ অফিসর।। হি. ভা.। (গব্বাবাজ) (১৩)

খোট্‌টি[২] বি. জেলের জুতো।। (কয়েদী) (৩)

খোপ্‌[১] বি. ১। জেলের সেল।। ২। আড্ডার ডেরা।। ৩। থানা।। বাং. ভা.। (৫)

খোপা[১] বি. ১। ঘর।। ২। স্ত্রীলোক।। ৩। আড্ডা।। বাং. ভা.। (৪)

খোপোর[২] বি. গলার মধ্যে লুকানো থলি।। খোপোর্‌ লাগানো—গলায় লুকানো। (১৮)

খোপিআখানা[২] বি. হি.+ফা. সন্ধ্যায় ও রাতে ব্যবহৃত (খোপিয়াখানা) 'খালি কুঠি'।। এখানে পতিতা ও দুশ্চরিত্রাদের দ্বারা অবৈধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন ও পতিতাবৃত্তির সুযোগ করে দেওয়া হয়। হি. ভা.। (পতিতা ও কোটনা) (২)

খোব্‌ড়া[১] বি. মাংস।। (হিজড়া)

খোমা[৩] বি. মুখ।। খোমা <খুম <মুখ। খোমা ছাপ্‌পর্‌ দেআ—মুখ ঢাকা দেওয়া। খোমা এঁকে নে—মুখ চিনে নে। খোমা ওসকানো—মুখ ফাটিয়ে দেওয়া। বাং. ভা.। (মস্তান) (৩৭)

খোমারি[৩] বি. জেলের খাবার।। <অ. ভ. খোমা। (৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোমোচর্[১] বি. পুলিশ।।<অ. ভা.খোচর। খোমোচর আড়িয়া নিচ্ছে—পুলিশ পিছু নিচ্ছে। বাং. ভা.। (মস্তান) (২)

খোড়্কে দেআ[১] (দেওয়া) ক্রি. বিক্রি করা (চোরাই মাল)।। তু. হি. খিড়কী (?)। ২। আড়িপাতা।। (৩)

খোল্[১] বি. ১। রিভলভার।।<খোল=ঢাকা অর্থে। (ডাকাত) ২। ঘর।। (হিজড়া) ৩। গোপন কথা।। (৭)

খোলি[১] দ্র. খোল্। (৩)

খোল্টা[১] বি. ১। টাকা।। <অ. ভা. খোল। যে টাকা পিস্তলের সাহায্যে লাভ করা যায়। ২। মোটা মানুষ।। <বালিশের খোল। (৪)

খোঁপ্[১] বি. ১। গাড়ির সামনের অংশ।। < অ. ভা. খোপ। ২। চাকার ক্যাপ।। (গাড়িচোর) ৩। কেশ।। তু. খোঁপা। (১২)

খোঁপা[১] বি. মুখ।। <অ. ভা. খোমা। (৫)

খাই[১] বি. ১। লম্বা দড়ি।। তু. বাং. খেই। খাই পাকড়কে উতরনা—দড়ি ধরে নেমে পড়া (জাহাজ থেকে)। (জলচোর) ২। বুক।।

খাই-খাই[৩] বি. ১। কামুক মেয়ে; চনমনে মেয়ে।। ২। পাণ্ডিত্যের ভান।। ছাত্র স্ল্যাং। (উত্তর বাঙলা) (৯)

খাউ[১] বি. ১। চোরাই মালের ক্রেতা।। তু. খাউ—চোরাই মালের ক্রেতা (Gafur, Criminal Tribes)। ২। দালাল।। ৩। মালগাড়ি চোর।। (১০৩)

খাউপোট্না[১] চোরাই মালের দর মনোমতো না হওয়া।। তু. পোট থাকা— বোঝাপড়া থাকা। (৩)

খাউ বিলা[১] চোরাই মালের দাম ক্রেতার কাছে বেশি মনে হওয়া।। (১৯)

খাঁউ[১] বি. ১। পতিতা নারী।। <অ. ভা. খাউ। ২। বর্শা।। (ডাকাত) ৩। টর্চ।। (৭)

খাও[১] বি. ১। ব্লেড।। <অ. ভা. ঘাও <ঘা। (পকেটমার) ২। অল্প বয়স্কা মেয়েকে চুরি করে এনে ভবিষ্যতে পাপকার্যে নিযুক্ত করার লোভে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা। ভাবীকালের উপার্জন।। (পতিতালয়) (১১)

খাওআ[১] (খাওয়া) ক্রি. ১। চুরিতে কৃতকার্য হওয়া।। ২। সুন্দরী মেয়েকে বাগে আনা।। বি. ৩। চুরি।। ৪। বিছানা।। ৫। রাস্তা।। চুরি করতে রাস্তায় বার হওয়া। ৬। চুরির চিহ্নিত স্থান।। (২৮)

খেওআর[১] (খেওয়ার) বি. যৌন বিকৃতি।। (২)

গ

গচ্চা[১] বি. ১। গ্রেপ্তার।। গচ্চা খাওআ—ধরা পড়া।। ক্রি. ২। মেয়ে নাগালের বাইরে চলে যাওয়া।। ৩। মারা যাওয়া।। (২০)

গজ্ বি. ১। একশো টাকার নোট।। একশো টাকার নোটে হাতির ছবি চিহ্নিত। ২। ছুরি, তলোয়ার ।। তু. গজকাঠি। গজ চমকানো—ছুরি দেখিয়ে ভয় পাওয়ানো। ৩। পিস্তল।। এই অর্থে গজের ব্যবহার তেমন নেই। ৪। রুটি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটা-ছুরি।।

গজের পাতা দ্র. গজ। (৭১)

গজের পাতি দ্র. গজ। (৩২)

গত্তো[১] বি. বাং. চোলাই মদের দোকান।। বাং. ভা. (১২)

গদ্দর[২] বি. ১। বিশ্বাসঘাতকতা।। বিণ. ২। ডান।। বি. ৩। তামাসা।। হি. ভা.। (৭)

গদ্দর করা[১] ক্রি. (আর+বাং) ১। দলের কাউকে ঠকানো।। তু. হি. গোলমাল। ২। চেঁচামেচি করা।। ৩। প্রকাশ করা।। (৯)

গন[১] বি. কোটের ভিতরপকেট।। তু. অ. ভা. **গএনা** (গয়না)। (পকেটমার) (১৭)

গনজাম[৩] বিণ. গরম বা গোলমেলে অবস্থা (দলের মধ্যে)।। তু. ফা. হাঙ্গামা। (৩)

গন্ডা ; গণ্ডা বি. যৌনব্যাধি।। তু. গুটি। (৩)

গন্ধা[১] বি. ১। বোমা।। <এসিডের গন্ধ। ২। চলে যাওয়া মেয়ে (যার পোষাক থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে)।। বাং. ভা.। (মস্তান) (২০)

গনবাজ[১] বি. পকেটমার (ভিতরের পকেট থেকে যে তুলতে অভ্যস্ত)।।

গব্বা[১] বি. ১। ঘর বা বাড়ি। (গব্বাবাজ) ২। চোলাই মদের দোকান।। তু. হি. ডব্বা—বাক্স; বগি; বালতি। (৬৮)

গব্বা ঝাড়া[১] ক্রি. ১। চুরির জায়গা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া।। (গব্বাবাজ ও মস্তান) ২। পাশবিক অত্যাচার করা।। (২১)

গব্বা-ঠেরা[১] বি. বাড়িঅলা।। ঠেরা তু. ঠেলা। (৪)

গব্বাতোর[২] বি. ১। গর্ভপাত।। (মস্তান) ক্রি. ২। দরজা ভেঙে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করা।। ৩। ফাঁস করে দেওয়া।। (৯)

গব্বাদার বি. ১। চোর।। ২। যে অসদুদ্দেশে ঘর ভাড়া করে[২] ।। (২৫)

গব্বাপেলা[১] ক্রি. ১। লুকানো।। ২। ঘরে ঢোকা।। আমি গব্বাএ হেলেছিলুম—আমি ঘরে ঢুকেছিলুম। গব্বাএ পিল যাও —ঘরে ঢোক। *E.* be box in—to enter the room. (৪)

গব্বাবাজি[৩] বি. চুরি-ডাকাতি।। বর্তমানে সাধারণ স্ল্যাংরূপে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। (৫৮)

গব্বাবাজ দ্র. গব্বাদার। (৩০)

গব্বা ছুল্লা[১] ক্রি. জুয়া খেলার জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া।। বাং. ভা.। (৭)

গব্বরি[১] বি. বিদেশী।। তু. ফা. গব্‌র—বিধর্মী। (২)

গরম[৩] বি. কামুক মেয়ে।। (মস্তান) (১১)

গরম খাওআ[৩] ক্রি. (ফা.+বাং.) সাবধান হওয়া।। ধুর গরম খাচ্ছে—লোকটা সতর্ক বা সাবধানী। (৩)

গরমু[১] বি. মাতাল।। তু. গর্মি। (৩)

গরানচি[১] (গরাঞ্চি) বি. collapsible দরজা।। তু. গরাঞ্চি। (২)

গরোম[৩] বি. কামুক মেয়ে।।

গড়গড়িআ[১] বি. rolling shutter।।<গড়গড় আওয়াজ সহ বন্ধ। (গব্বাবাজ) (৫)

গলতা[৩] বি. ১। সরু গোলি ।। <গলি। গল্‌তামার—গলিতে ঢোকা। ২। অপরাধীর আড্ডা।। তু. গলানো। রহিমের গলতাএ রাম ঠেক নিএচে —রহিমের ডেরায় আশ্রয় নিয়েছে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩। পাশ পকেট।। গল্‌তা ভরা—পাশ পকেট থেকে তুলে নেওয়া। ক্রি. ৪। গলিয়ে দেওয়া; পাচার করা।। (৩৭)

গল্লা[১] বি. যে ঘরে ধন সামগ্রী রয়েছে এবং সর্বক্ষণ পাহারা দেওয়া হচ্ছে।। তু. হি. বাক্সে রক্ষিত দোকানের প্রাত্যহিক উপার্জন।

গসোক[১] ক্রি. বাঁধা।। তু. কষা। >। সোগারে জারকাটি গসোক—লুঠের মাল বেঁধে ফেলা। (বিহারী. ডাকাত)

গহক্[১] পতিতালয়ের খদ্দের। তু. গ্রাহক। হি. ভা.। (কোটনা-কোটনী) (৬)

গাছ্[২] বি. ফাঁসি মঞ্চ।। অতীতে গাছে ঝুলিয়ে মারা হতো। (কয়েদী) ২। ছাগল চুরি।। ছাগ >গাছ। বিণ. ৩। লম্বাটে ছেলেটার মাথা চুলে ভর্তি।

গাছ পাঁঠা[৩] মেয়ে চুরি।। তু. ছাগী। গাছ তোলা—মেয়ে চুরি করা। (৭)

গাছি[২] বি. বারাঙ্গনার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি।। তু. সোনাগাছি। (৫)

গাঠিআ[১] (-য়া) বি. লম্বা কাপড়ের গেঁজে।। তু. হি. গাঁঠিয়া—গেঁড়ো। (পকেটমার) (৫)

গাড়্ডাখানা[৩] বি. গরীব লোক।। (২)

গাড়্ডাগুড়্ডা[২] বি. বিপদ।। তু. হি. গাড়্ঢাগুড়্ঢা—খানা। গাড়্ডাগুড়্ডা পার করনা—লাফিয়ে ঝাপিয়ে পালানো। হি. ভা.। (৩)

গাদা বি. ১। বন্দুক[৩]।। <গাদাবন্দুক। বাং. ভা. (মস্তান) ২। চোরাইমাল[২]।। ৩। আলমারি[২]।। <যার মধ্যে ঠেসে ভরা হয়। (১৪)

গান শোনা[৩] ক্রি. পতিতার সঙ্গে গল্পসল্প করে আনন্দ পাওয়া।। গান শোনা। পার্টি (৫)

গাব্[১] বি. পাছ-পকেট (hip-pocket) ।। তু. গাব্বু —গর্ত। গাবে ডাব হয়—পাছ-পকেটে মোটা টাকা আছে। (পকেটমার) (৩)

গাব্বাতোড়্[৩] বি. গর্ভপাত।। হি. তোড়্না—ভাঙা। ছাবকির গব্বা তোড় হো গেই —মেয়েটার গর্ভপাত হয়ে গেছে। হি. ভা.। (১২)

গাব্ বা-গুব্বা[৩] বি. ১। গোলমাল।। ক্রি. ২। ঝটকা মারা।। (২)

গাব্বা-ডাব্বা[৩] বি. সুঠাম পাছা। মিলের বাহার (rhyming)

গামছা[১] বি. সিঁদকাটা যন্তর।। গামছা মুড়ে যন্তর নিয়ে যাওয়া হয়। তাছাড়া কাটাবার সময়ে গামছা দ্বারা চেপে ধরে আওয়াজ রোধের চেষ্টা হয়। (গব্বাবাজ) (৭৯)

গামছাবাজ[১] বি. সিঁদকাটা পার্টি।। (২৫)

গাম্লা বি. ১। পাছ[৩]।। ২। মোটা মেয়ে[৩]।। ৩। জেলের মধ্যে যে কয়েদী মেথরের কাজ করে[২]।। (২৭)

গাড়ু[২] বি. যে পুলিশ অফিসার ঘুষ নেয়।

গালা[১] বি. ১। বালা।। দু'ডজন গালা; দু' ওজন গালা—এক জোড়া বালা। ২। তালা।। গালা ল্যাপ্‌টানো—তালা ভাঙা। বাং. ভা.। (৮)

গাল্না[১] বি. ১। আলমারির 'টানা'।। তু. ফেন গালা। অর্থাৎ ভাত থেকে ফেন বার করার সঙ্গে আলমারির 'টানা' টেনে বার করার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ২। জানলা।। (গব্বাবাজ) (৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাহাক[১] দ্র. গহক। (২)

গাহাকি[১] বি. ১। উপকারের বিনিময়ে মদ খাওয়ানো হয়।। তু. হি. গাহকী—ক্রেতা। ওকে কাজের গাহাকি দিয়ে দে— ওকে কাজের জন্যে মদ খাইয়ে দে। ২। মূল্য ; চাঁদা ও পারিশ্রমিক।। (৭)

গাঁক[১] বি. পতিতার খদ্দের।। <গ্রাহক। হি. ভা.। (কোটনা) (৫)

গাঁজার্-কোল্‌কি[১] বি. পিস্তল।। (৬)

গাঁট্‌রি-বাঁধা[১] বি. ১। গর্ভধারণ।। চিড়িআ গাট্‌রি বেঁধেছে—মেয়েটা গর্ভধারণ করেছে। বাং. ভা.। (মস্তান) ক্রি. ২। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা।। (১১)

গাঁতি[১] বি. সর্দারের অংশের মালের বৃহদাংশ।। ইহা সাধারণত এক-চতুর্থাংশ হয়ে থাকে। তু. গ্রন্থিছেদক ; গাঁটকাটার। বাং. টাকা গাঁথা। গাঁথি কেটে বুড়ি হবে —সর্দারের অংশ রেখে বাকি অংশ দলের অন্যান্যদের মধ্যে ভাগ হবে। আগে গাঁথি পরে বুড়ি—আগে সর্দারের অংশ পরে অন্যান্যদের। (পকেটমার) (২৯)

গাঁথি দ্র. গাঁতি। (১০)

গিট্‌টি[২] বি. ১। গাঁজার কলকে।। তু. হি. গিট্টী—ইটের ছোট টুকরো। ২। হাত মোছার কাগজ। (১৫)

গিডারা[১] ক্রি. পালানো।। (২)

গিনি[১] বি. ১। বোমা।। *E. guinea*—a bomb. ২। সোনা ।। ক্রি. ৩। শুয়ে পড়া।।

গিনিতোর্[১] বি. ইং+হি.পায়ুকামী (সক্রিয়)।। গিনি বাজানো—পায়ুকাম। (৫)

গিনি ভাঙানো[১] বি. পায়ুকাম।। বাং. ভা.। (৭)

গিনাই[২] বি. মদ।। তু. অ. ভা. গ্যান। (১২)

গির্‌মিট[১] বি. ১। দরজা ভাঙার যন্ত্র।। তু. ইং gimlet. হি. ভা. (গব্বাবাজ) ২। চাপা স্বভাবের মানুষ।। (১৫)

গিল্‌লি[১] বি. ১। ফাউন্টেন পেন।। তু. গিলা ; গেলা। কালি গেলা অর্থাৎ ভরা। ২। মদের ব্লাডার।।

গুটা[১] বি. হিন্দু।। মুসলিম অপরাধীদের মুখে শোনা যায়। (৩)

গুট্‌কা[১] বি. আফিং।। তু. অ. ভা. ঘুট্‌কা—আফিং <হি. ঘুট্‌না।

গুটি[১] বি. ১। নাভি।। ২। গাঁজা বা বিড়ির থাতা।। ৩। রুটি।। (৮)

গুল্‌ডে-লম্‌বু[১] বি. পিতলের কলসি ।। হি. ভা.। (৩)

গুন্[১] বি. বিপদ।। তু. আগুন। (২)

গুপ্‌টি[১] বি. ১। সিঁড়ির তলার ঘর।। তু. গুপ্তি। (গব্বাবাজ) ২। দু'ধার শাণিত ছুরি।। (মস্তান) (১৮)

গুব্বা[১] বি. যে বাড়িতে চুরি হবে সেই বাড়িটিকে বোঝায়।। তু. গব্বা। (৫)

গুম্‌চাক্কা[১] বি. প্রাইভেট গাড়ি ; ট্যাক্সি।। তু. গুম<গোপন অর্থাৎ প্রাইভেট এবং চাক্কা<গাড়ি। (৭)

গুম্‌টি[১] বি. সিঁড়ির নিচের ঘর।। <হি. গুমটি। (৭)

গুম্‌দার্[১] বি. হি. ছেলেমেয়ে চুরি করে যে মানুষ।। তু. হি. গুম্—লুক্কায়িত।

গুর্‌মা[১] বি. দলের সর্দার।। <গুরু-মা। (হিজড়া) (৫)

গুড়[১] বি. পিস্তলের ছট্‌রা।। (৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুল্ বি. ১। দেয়ালের গর্ত[১]। (গব্বাবাজ) ২। ধাপ্পা[৩]।। সাধারণ স্ল্যাং। (৮০)

গুল্‌গুলিআ[৩] বি. বোমা।।<গুলি।

গুলডুগ[১] বি. বুলডগ।<ইং bull dog।(গ্রামের চোর) (২)

গেচুরে বি. বাং ১। মালি[১]।। <গেছুরে। ২। ঢ্যাঙ্গা মেয়ে[৩]।। ৩। মস্তান, পাণ্ডা[৩]।। (২৬)

গেদা[৩] বি. বোমা।। <গাদা। (১০)

গেন্ডা[৩] বি. হাত বোমা।। তু. গেণ্ডু—বল। বাং. ভা>হি. ভা.। (৭)

গেনা[৩] বি. হাতবোমা।। তু. হি. বল। (২১)

গেরোস্তি[৩] বি. হি. যে স্ত্রীলোক কোনো পুরুষের সঙ্গে স্বামীস্ত্রীর মতো থাকে। (৭)

গ্যাজারি[৩] বি. যে গাঁজা খায়।। <গাঁজা। (৩)

গ্যান[২] বি. বেশ্যা।। তু. গণিকা। (৩)

গ্যান্-ভ্যান[২] বি. বেশ্যাপল্লী।। যেখানে 'মাছি' অর্থাৎ বেশ্যা ভ্যান ভ্যান করে।

গ্যানা[১] বি. বোমা।। তু. অ. ভা. গেদা। (১১)

গোটো[২] বি. যারা বিনা নিমন্ত্রণে কোনো বাড়িতে ঢুকে ভিড়ের মধ্যে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে মিশে খেয়ে আসে।। (৪)

গোথ্‌নি বি. বোন।। তু. গোষ্ঠী। (হিজড়া) (৯)

গোদি-ভালো[৩] বি. মোটা মেয়ে।। (মস্তান) (২)

গোড়া[৩] বি. ১। সুন্দরী মেয়ে।। ২। লাল তাজা ঠোঁট।। (মস্তান) (৩)

গোঁড়া[৩] বি. বুক।। <গোঁড়া লেবু। (২)

গোলমাল[১] বি. জুয়াচুরি।।

গোস্তি[১] বি. চোরাইমাল।। (গব্বাবাজ) (৫)

গউনা; গওনা; গনা[১] বি. ১। গলার থলি।। <গহন। গউনা পর লাগালে—গলায় লুকিয়ে ফেল। ২। হাতবোমা।। <অ. ভা. গন্। (২৭)

গওআ[১] (গওয়া) বি. চোর।। <গায়েব। হি. ভা.। (৩)

গাইপপা[১] (গাইপ্পা) ক্রি. ১। চুরি হওয়া।। ২। কাঁচি চালানো (পকেট কাটা)।।

গাঁই বি. ১। কোমর।। ২। গেঁজে।। ৩। গোরু।। (৯)

গাঁইআ[১] দ্র. গাঁই। (২)

গেই[২] বি. বেশ্যা।। কলকাতায় ওড়িয়া চোরের মুখে শোনা। (২)

গোএন্‌দা[১] (গোয়েন্দা) বি. ফা. চোরদের মধ্যে যে গাইডের কাজ করে।। (বর্ধমান জেলা; চার) (৪)

গ্রহ[১] বি. ১। ঘন ঘন চুরি করে অথচ ধরা পড়ে না এমন চোরের দল।। (পাঞ্জাবী চোর) ২। ঘুষখোর পুলিশ।। (৫)

ঘ

ঘটোক[২] বি. মেয়ে বেচাকেনার ব্যাপারে যে লোক মধ্যস্থতা করে।। (মেয়েচোর)। *G.* Ammenmacher—girlhunters. বিয়াসাধির ঘটোক লাগা—মেয়ে সংগ্রহ করতে লোক লাগা। (৭)

ঘপা[১] বি. ঘর বা আড্ডা।।<ঘর+গোপন>ঘ+গোপা>ঘপা। বাং. ভা.। (৫)

ঘর্-বন্ধ ;—**বন্ধো**[৩] পতিতার ঘরে যখন অন্য লোক থাকে।। (১১)

ঘরপার্[১] বি. পাঁচ।। (জুয়াড়ী) (৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘড়ি[১] বি. গাড়ির চাকার ক্যাপ।। হি. ভা.। (৫)

ঘস্‌কনতু[১] ক্রি. পালানো।।

ঘঁপা ছকানো ক্রি. চোরের হাতে ঠকা।। (মস্তান) (২)

ঘা[৩] ক্রি. 'মুঠ'-দ্বারা আঘাত করা।। (মস্তান) (৩)

ঘাতু[৩] বি. হত্যাকারী।। <ঘাতক।

ঘাব্‌ড়ি[১] বি. যে লোক চট করে ঘাবড়ে যায়।। বাং. ভা. (৩)

ঘাস্‌কাবাজ[১] বি. চাল-চোর।। <ঘাস। (২)

ঘাঁট বি. রেশমের মোটা দড়ি। অতীতে দড়ির ফাঁস পরিয়ে খুন করার রীতি ছিল। এখনো গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতে অপরাধীরা কখনো কখনো হত্যা করে। তু. ঘাত—হত্যা। ঘাঁট্‌ লট্‌কানো—দড়ির ফাঁস পরিয়ে মারা।

ঘিড়ি[১] বি. হাতঘড়ি।। <ঘড়ি। বাং. ভা.। (৭)

ঘুট্‌কা[২] বি. আফিং।। তু. হি. ঘোট্‌না। হি. ভা.।

ঘুম্‌সি[১] বি. ব্যাঙ্কের ক্যাশকাউন্টার।। (৫)

ঘুরিপ্‌পা[২] ক্রি. ঘুরে বেড়ানো।। তু ঘোরা। বাং. ভা.। (১০)

ঘুর্‌তি নেআ[১] (নেওয়া) ক্রি. পকেটমারের মাল দ্বিতীয় লোকের হাতে চালিয়ে দেওয়া।। (২)

ঘুর্‌নি[১] বি. ইলেকট্রিক পাখা।। <ঘূর্ণী (৩)

ঘুড়ি[১] বি. ১। চিঠি।। ঘুড়ি ওড়ানো—জেলের বাইরে চিঠি পাঠানো। (কয়েদী) *E.* kite—letter. ২। দক্ষ কুকুর চোর। (৬)

ঘুসি-চৌকি[১] ক্রি. জাহাজে বা নৌকায় চুরি হওয়া। (নৌ-চোর) (২)

ঘের্‌ঘার্‌[২] বি. ১। থানা লক-আপ।। সেআনা (সেয়ানা) ঘের-ঘার্‌ মে চলা গেয়া—চোর পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ২। মেয়েদের পরনের সায়া।।

ঘোজো[২] বি. তলপেট।। বাং ভা.।

ঘোরানো[২] ক্রি. চুরি করা।। <সরানো। চাকা ঘোরানো—গাড়ি বা সাইকেল চুরি। (৯)

ঘোর্‌কা[১] বি. ঘর।। <ঘর। দ. ভারতীয় চোর। (৫)

ঘোড়া বি. ১। পিস্তল[৩] ।। (ছিন্‌তাইকারী) ২। দেশলাই কাঠি[২]।। ৩। তাসের রাজারানী[২]।। ৪। মোটর পাম্প [১] ।। বাং ভা.। (২২)

ঘোঁট্[১] ক্রি. ধরা পড়ার ভয়ে কোনোকিছু গিলে ফেলা।। <ঢোঁক। ঘোঁট করে ছপ্‌পর্‌ দে—গিলে ফেলে পালা। (৫)

ঘইতা[২] বি. পতিতা।। তু. অ. ভা. গেই। (ওড়িশাবাসী চোর) (৩)

ঘাউ[২] বি. ব্লেড।। (পকেটমার) (৭১)

ঘাও[২] বি. ব্লেড।। (পকেটমার) (১১৬)

ঘাওবাজ[১] বি. পকেটমার (যে ব্লেড ব্যবহার করে)।। (৫৯)

ঘেউআ বি. ১। কুকুর[৩] ।। অনু.। *E.* barker—a dog. ২। ঘর[১]।। (১২)

ঘোহ[১] বি. মৃতের বালিশ বিছানা কাপড়-চোপড়।। খই। <(চোর) (৪)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ

চ[১] বি. ঠকানো।। <চোট। বাং. ভা. পার্টিকে চ খাওআনো—কোন লোককে ঠকানো। (জুয়াড়ী) (১৮)

চক্‌মা[৩] বি. ধাপ্পা ; তু. হি. লোকসান। চকমা দিএ আক বাজি টেনে নাও—ধাপ্পা মেরে বাজি জেতো। তু. চুক্‌কি ; চুপ্‌কি —ধাপ্পা। বং. ভা.। (১৩)

চক্‌মাদারি বিণ. রঙচঙে।। বাবা চকমাদারি ফোঁটা নিএ জপে বোসেচে, চেলা মেলাএ খাঙারি কোরচে পাখির লেগে —সর্দার রঙিন ফোঁটা কেটে জপে বসেছে, সাকরেদ মেলাতে মেয়ে চুরির সন্ধান করছে। (ছেলেধরা) (৪)

চগ্‌মা[১] বি. হাতঘড়ি।। হি. ভা. (পকেটমার) (৪)

চগ্‌মা-জিনিস্[১] বি. যে বস্তু গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। এমন কোনো চুরি যা বিপদে ফেলতে পারে অথচ চুরির সামগ্রী অত্যন্ত লোভনীয়।। (৪)

চগ্‌মা-জাএগা (জায়গা)[২] বি. লালবাজার পুলিশ স্টেশন।। (৭)

চট্-কাপোড়[২] বি. জেলের সেল।। (৫)

চড়্‌ডা[১] বি. চোর।। চোড়্‌টা <চোর-টা> চোর-ডা >চোড্ডা। (গব্বাবাজ) (১৮)

চপ্‌পল্ দেআ (দেয়া)[২] ক্রি. লুকানো, বাধা সৃষ্টি করা।। তু. চাপা। অগ্‌গল্ ধুরকে চপ্‌পল্ দে—আগের লোককে আড়াল কর বা বাধা দে। (পকেটমার) (১১)

চপ্‌পোকি[১] বি. লুকাবার আড্ডা।। হি. ভা.। (৪)

চমক্‌না[২] ক্রি. ভয় পাওয়া ; রাগ করা।। <হি. চক্‌মক্ করা ; অবাক করা। (৩)

চম্‌কানো[৩] ক্রি. ভয় দেখানো।। ধুরকে গজ চমকে মাল খালাস কর—লোকটাকে ছুরি দেখিয়ে মাল কেড়ে নে। মাজাকি ধুরকে চমকাবি—ঢ্যাটা লোককে ভয় দেখাবি।। বাং. ভা.। (মস্তান) (২৭)

চম্‌পলু[১] (চম্পলু) বি. ১। পকেটমার।। <চম্পট। বাং. ভা.। ২। হাতঘড়ি ; তু. গতিশীলতা অর্থে। চম্‌পলু চমপলু ফোট্—পকেটমার ঘড়ি নিয়ে কেটেছে। কাট্ চম্‌পলু—ঘড়ির ব্যাণ্ড কাটা। (২৬)

চর্‌কা বি. ১। হাতঘড়ি।। (পকেটমার) ২। জানলার কাচ।। হি. ভা.। ৩। গ্রামোফোন রেকর্ড ।। ৪। দরজা ফুটো করার যন্ত্র ।। (৩৪)

চর্‌কি[১] বি. ১। হাতঘড়ি।। ২। সাইকেল।। (২২)

চর্‌খা[১] দ্র. চর্‌কা।

চর্‌খি[১] দ্র. চর্‌কি।

চর্‌সা[১] বি. দোকান।। <তু. ফা. চারসু—বাজার। হি. ভা.।

চরাঘি[১] বি. হাতঘড়ি।। তু. অ. ভা. চর্‌খি। হি. ভা.। (ছিন্‌তাইকারী) (১২)

চরাবাজ[৩] বি. সুকেশধারী।। <চরানো অর্থাৎ পরা। (৭)

চরু[২] বি. মদ।। <চোরা (ই)। (২৫)

চড়া[২] বিণ. চনমনে ; চটুল।। <চড়বড়।

চড়ানা[১] বি. দলের কারুর দ্বারা টাকা চোট হওয়া।। <চড়াও। (পকেটমার) (১৮)

চড়ু[৩] বি. ফাঁসিকাঠ।।<চড়া। (কয়েদী) (৩)

চড়াওবাজ[১] বি. যে দরজায় চাড় দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে প্রবেশ করে।। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (৫)

চড়াইবাজ্[১] বি. পাইপ বেয়ে উঠে যে ভেতরে প্রবেশ করে (cat burglar)।। তু. বাং. চড়া, হি. চড়না। (৫৭)

চলের্[১] বি. ১। পকেটমার (যারা সর্বদা ট্রামেবাসে ঘোরাফেরা করে)।। <চল—চলা। ২। গ্রামোফোন।। <কলের গান। ৩। ধানচাল চোর।। <চাল।। (গ্রাম বাঙলার চোর)

চল্‌তা-পুরিআ[৩] বি. বেপরোয়া সমাজ বিরোধী।। <চালু অর্থের উগ্ররূপ। (১১)

চল্‌তা-পুর্জা দ্র. চল্‌তা-পুরিআ।

চল্‌তি[১] বি. হাতবোমা (যখন লোক তাড়াবার জন্য ছোড়া হয়)।। চলতি ফেলে কাটিএ (কাটিয়ে) জা (যা)—বোমা ছুড়ে পালা। (গ্রামাঞ্চলের ডাকাত) (৭)

চল্‌তাই[৩] বিণ. চঞ্চল ; চটুল।। চলতাই পুরিআ—চটুল মেয়ে। (৩)

চল্‌তাইমার্[১] ক্রি. দাঁড়ানো অবস্থায় পকেটমারা।। <চলতে চলতে মারা। (১২)

চল্‌বাজ্[১] বি. পুরানো জুতো চোর।। <চল=চলা=চলার জন্য পায়ে পরা। (২৭)

চস্‌মা[১] বি. ১। আট।। চশমার আকার ইং. আট (৪) এর সঙ্গে তুলনীয়। ২। জুতো।। জুতো এবং চশমা দুই-ই খোলা-পরা যায়। বাং. ভা.। (১৩)

চাক্[১] বি. দরজার কব্জা।। হি. ভা. (গব্বাবাজ) (৫)

চক্‌কা[১] বি. ১। ট্রাম-বাস-সাইকেল।। ২। হাতবোমা।। (মস্তান)। ৩। গিনি। <ইং. guinea. *E.* wheel—a dollar. ৪। গাঁজা। গাঁজা প্যাকেটে মোড়া অবস্থায় যখন থাকে।। কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় 'চাকা'= প্যাকেট। চাকায় উট্‌তাই হোএ (হ'য়ে) জা (যা) — গাড়িতে উঠে পড়। চাকাএ ছাকানো —ট্রামে-বাসে পকেট মারা। (পকেটমারা) (৫৯)

চাকা দ্র. চাক্‌কা। (৩৫)

চাকাদার বি. ১। ট্রাম বা বাস চালক[১]।। (পকেটমার)২। যে ডাকাত সদ্য মোটা টাকা আত্মসাৎ করেছে। ৩। মোটা গোলগাল চেহারার মেয়ে।[৩] (চাকা-চাকা) (মস্তান) (৭)

চাকার পাএআ[১] (পায়য়া) বি. গাড়ির পুরানো চাকা।। (গাড়ি-চোর) চাকা=গাড়ির পায়া, সুতরাং 'চাকার পায়া' পুনরাবৃত্তি বলা যায়। যেমন সাধারণ কথ্য ভাষায় 'বেটাছেলে' জাতীয় উক্তি পুনরাবৃত্তির উদাহরণ।

চাকার লাইন[৩] বি. বাং.+ইং. রেল লাইন।। (১২)

চকাল্‌লাস্[১] (চাকাল্লাস) বি. হৈ-হুল্লোড় ; তু. চক্রাকার বা চাক বেঁধে উল্লাস ।। বাং. ভা. (৫)

চাকি[৩] বি. টাকা।। তু. বাং চাকি ; হি চাকী। (২১)

চাক্‌কা কি সওদা[১] (চাক্কা) হি. ঠেলা ভর্তি চোরাই মাল।। চাক্‌কা কি সওদা লেকে ফাট গেয়া—ঠেলা ভর্তি মাল নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরে পড়েছে। হি. ভা.। (মাল-চোর) (১৭)

চাক্কাবাজ[১] বি. ১। সাইকেল চোর।। ২। ট্রাম-বাসের চোর।। (১৫)

চাক্কামারা[১] ক্রি. চলন্ত ট্রামেবাসে উঠে পড়া।। চাক্কা মেরে ধুর ফাসিএ (ফাসিয়ে) ফোট—চলন্ত গাড়িতে উঠে পকেট মেরে কেটে পড়। চাক্কামারা কাট্ —চলন্ত গাড়িতে পকেট মারতে ওস্তাদ। (৩)

চাকতি[৩] বি. বাং. টাকা ; গিনি।। চাকা—বড়ো এবং চাকতি ছোট অর্থে। (২৫)

চাটাই (সার)[২] বি. দরিদ্র বারবণিতা।। চাটাই সার্ ভাতি না খাবে দিনরাতি—দরিদ্র বারবণিতা অন্নসংস্থান করতে পারে না। (৩)

চাদোর[১] বি. দরজা ফুটো করবার যন্ত্র।। (গব্বাবাজ) (৩)

চাদোড় ওড়ানো ক্রি. বাধা সৃষ্টিকরা। (শিক্ষিত পকেটমার)

চান[২] বি. ১। ভিখারী।। <চান=চাওয়া। ২। জল।। <চান <স্নান। (৫)

চানা বি. ১। ছোট মেয়ের স্তন।। ২। খুচরো পয়সা।। ৩। পাখির বাসা।। <ছানা। ৪। পিস্তলের গুলি।। <দানা। ক্রি. ৫। বাজে বকা।। (১১)

চাপ[১] বি. ১। পিছন।। <পাছা। (গব্বাবাজ) চাপ করে ভাব—পিছনে তাকা। ২। পুলিশ কর্তৃক অনুসন্ধান।। *E.* pressure—investigation by the police. ৩। চালের চোরাই কারবার।। <চাল+পাচার> চা+পা। (৭)

চাপা[১] বি. ১। ভাঁজকরা ছুরি বা গুপ্তি।। ২। ভিড়।। <চাপ। ৩। দরজার হুড়কো বা ছিটকিনি।। ৪। বই-এর আলমারি।। ৫। চুরিতে বার হওয়া ।। ৬। গোপন।। কোদ চাপাএ (চাপায়) মাল চামাচ্ছে—চোর গোপনে মাল চুরি করছে। (২৭)

চাপা-কল[১] বি. জাল চাবি।। তু. কল—চাবি। (গব্বাবাজ) (৫)

চাপাতাবাজ[১] বি. সমকামী স্ত্রীলোক।। হি.ভা.। (২)

চাপটাবাজ[২] বি. সমকামী।। হি. ভা.। (৩)

চাপ্‌দা[২] বি. অপরাধ-জগতের উক্তি।। বাং. ভা.। (২)

চাপনি[২] বি. ১। চাপ।। ২। পরচুল।। চাপনিতে কাজ হোচ্ছে—অপরের চাপে পড়ে কাজ চলছে। চাপনির ওপর চামর দ্যাখানো—পরচুল প্রভৃতি পরে সুন্দর মানিয়েছে। (ছেলেধরা) (১১)

চাপনি দেআ[২] (দেয়া) প্রকাশ করে দেওয়া।। চেপে দেওয়া। বিপরীতার্থে। বাং. ভা. (মস্তান) (৭)

চাপনিতে নেআ[১] (নেয়া) বলাৎকার করা।। বাং. ভা.। (৫)

চাপরাস[২] বি. তলপেট।।

চাপ্‌লা[১] বি. সাকরেদ।। <চাপো ; অর্থাৎ একত্রে কাজ করা বুঝিয়ে থাকে। সমাজবিরোধী এবং নিরক্ষর মানুষদের বহু শব্দের সাধারণ অর্থ জানা থাকে না। সমাজবিরোধীদের অনেকের ধারণা 'চাপ' শব্দের সঙ্গে একাধিক লোকের কাজকর্মের যোগ রয়েছে। এ কারণে 'চাপ্‌লা' শব্দটির সঙ্গে 'চাপের' সংযোগ খুবই সঙ্গত। কেবলমাত্র শব্দের অর্থই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয় ব্যবহৃত শব্দের সুষ্ঠু ব্যাখার মাধ্যমে কৃত অপরাধের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অপরাধ -জগতের মানুষ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্র অধিকতর সুগম করবে। (৩)

চাপ্‌লেনা[১] ক্রি. লওয়া। তু. হি. চাপনা।

চাবি[২] বি. যে মেয়ে গোপনে একাধিক লোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে।। সাধারণত মেয়েদের আঁচলের চাবির সঙ্গে তুলনীয়। বর্ষীয়ান সমাজ-বিরোধীদের মতে অতীতে শব্দটির খুব বেশি চল ছিল। (২)

চাব্‌নিমারা[১] ক্রি. দেহের এক অংশে চাপ দেওয়া।। (পকেটমার) (৭)

চাম্‌[১] বি. ১। ঘুষ।। ২। লভ্যাংশ।। ক্রি. ৩। ছিন্‌তাই করা।। ৪। গ্রেপ্তার করা।। তু. ছামলেনা—গ্রেপ্তার করা ; ছিন্‌তাই করা।। চাম্‌ নিআ (নিয়া) কাট্‌ জাও (যাও)—নিজের অংশ নিয়ে কেটে পড়ো। দামড়ি চাম্‌লে—টাকা ছিনিয়ে নে। হি. ভা.। (১৯)

চামর[১] বিণ. ১। সুন্দর ; সুশ্রী ; ভালো (সাধারণত পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়স হয়েছে এমন মেয়ে)।। চামর চস্‌মা—নোতুন জুতো। চাম্‌র ভাতি —সুন্দরী। তু. শুভ্র । (৫৩)

চামা[১] বি. ১। ঘুষ।। ২। বেশ্যাগৃহে খরিদ্দার এনে দেওয়ার দালালি।। (কোটনা) ক্রি. ৩। মাল চুরি করা।। <কামানো >চামানো > চামা। ৪। চোরাই টাকা হাতে হাতে পাচার করে দেওয়া।। গব্‌বা ঠেলে হুঁসিআর হোএ ঢোল চামানো—ঘরে ঢুকে সাবধানে সুটকেশ পাচার করা। হি. ভা.। (২১)

চামা দেআ[১] ক্রি. শরীরে চাপ দেওয়া।। তু. চাপ ।

চামর-চাপ্‌।। চামর্‌ লিএ জানি চামড়া ঠিক কি—চাপ দিয়ে জেনে নাও ব্যাগে টাকা কেমন আছে। (১২)

চামিস্‌[১] বি. দেশলাই বাক্স।। তু. ইং. match. নিরক্ষর লোকের উচ্চারণ বিকৃতির ফলে match > মাচিস>অ. ভা. চামিস। হি. ভা. । (২০)

চামু[১] বি. মদ।। পশ্চিম বাঙলায় দক্ষিণ ভারতীয় অপরাধীদের অনেকে মদকে চামু বলে থাকে ।

চামুন্ডা[১] (চামুণ্ডা) বি. ১। যে চুরির জায়গা জরিপ করে।। (ভবঘুরে) ২। কোটনা, সাধারণত যারা মেয়ে চুরি করে।। (৩)

চামের[১] বি. গাড়ির পেট্রোল ট্যাঙ্ক।। তু. ইং chamber.

চাম্‌কুরেতে[১] সাবধানে কাজ হওয়া।। চামকুরেতে সবুরসুতি—সাবধানে কাজ করা ও লুটের মালসহ চম্পট দেওয়া। (গব্বাবাজ)

চাম্‌কে টপ্‌কা[১] ক্রি. তাড়াতাড়ি কোনো কিছু মাটিতে ফেলা। যদি ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে চোরাই মাল ফেলে চম্পট দেওয়া।। তু. অ. ভা. চামানো। টপ্‌কা <টপকানো। ধুর বিলা হএ গেছে, চাম্‌কে টোপ্‌কে দিএ ফুটে জা—লোকটা জেনে ফেলেছে, তাড়াতাড়ি চোরাই জিনিস ফেলে পালা। (পকেটমার) (৭)

চাম্‌কে ফাট্‌ জাওআ[১] (যাওয়া) কিয়দংশ চুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পালানো।। (গব্বাবাজ ও পকেটমার) (৩)

চাম্‌চে[২] বি. ফা. কোটনা।। <চামচ। চামচ যেমন খাবার মুখে তুলে দিতে সাহায্য করে কোটনা পতিতার অর্থোপার্জনে তেমনিতরো সাহায্য করে থাকে খদ্দের সংগ্রহ করে দিয়ে। (৭)

চাম্‌চেবাজ্‌[২] বি. তোষামোদ।। চামচেবাজি করে খোচোরের দোকানে সুখা আনাতো —তোষামোদ করে জেলের পুলিশকে দিয়ে গুহ্যদ্বারে গাঁজা আনতো। বাং. ভা.। (কয়েদী) (৭)

চামিস্‌[১] বি. ঘুষ।। <অ.ভা. চাম ; চামা। (১১)

চাম্‌সূ[১] বি. খনিজ ধাতু।। <তাম্মু=তামা। অর্থসম্প্রসারণ। (৩)

চাম্‌ড়া[১] বি. ফা. ১। মনিব্যাগ ।। *E.* leather -purse. ২। শূন্য মনিব্যাগ।। (পকেটমার) ৩। মদের পাত্র।। (চোলাই মদের কারবারী) ৪। শার্ট।। (১০৩)

চাম্‌ড়া-জুল্‌[১] বি. শূন্য মনিব্যাগ।। <ঝুল> ঝোলা। বর্ধমানের কোনো কোনো চোর প্রায়ই 'চামড়া-জুল' বলতে শূন্য মনিব্যাগ বুঝিয়ে থাকে। (৫)

চার্‌গুড়ুআ বি. কুকুর।। <চার> চরে বেড়ানো= গুড়্‌গুড়্‌ ক'রে যাওয়া। গব্বার দালানে চাড়্‌গুড়ুআ হ্যাঁকোর করছে—বাড়ির দালানে কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চার্‌-চোকো[৩] বি. যে লোকের চোখে চশমা আছে।। বাং. ভা.। (মস্তান) চার-চোখো চ্যাঙলা—নির্লজ্জভাবে একজন চশমা-পরা যুবক (চলাফেরা করছে)। (১৪)

চার্‌-বোতোলি[২] বি. মদের ছোট বোতল।। <ইং. bottle. +বাং.-ই প্রত্যয়। (৫)

চার্‌সু[১] বি. চোরাই সোনারূপা ক্রেতা।। তু. ফা. চারসূ—বাজার। পাক্‌কি তোলো চারসুর ঘরে যাও—যদি সোনা-রূপা চুরি করতে চাও তবে চোরাই কারবারীর ঘরে যাও।

চাড়্‌[৩] ক্রি. দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করা।। (১৭)

চাড়্‌বাজ[১] বি. যে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। (২২)

চাড়া[৩] বিণ. ছ্যাবলা ; সখীসখী ভাব।।

চালাক হওআ[৩] ক্রি. ১। বসে যাওয়া।। বাং ভা.। ২। ঋতুমতী হওয়া।। (৪)

চাল্‌লিস্‌ বি. তাসের জুয়ার খেলোয়াড় ।। বাং. ভা.। (৬)

চালু[১] বি. বাং. ১। দীর্ঘমেয়াদী আসামী।। (কয়েদী) ২। তাড়াতাড়ি চুরি।। চালু কোদ—যে চোর তাড়াতাড়ি চুরি করে পালায়। অন্‌ধকারে চাড় চালু চলবে —রাতে দরজা ভেঙে তাড়াতাড়ি চুরি হয়ে যাবে।

চালু-পুরিআ[৩] বি. চালাক লোক।। বাং. ভা.। (১৮)

চালুফুট[৩] ক্রি. ধরা পড়া ; প্রকাশ হওয়া।। তু. হি. ফুট—ছড়ানো। নক্‌শা চালুফুট হলে কাটাএ ভরে লেবে—প্ল্যান জানাজানি হলে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। হি. ভা.। (গব্বাবাজ)

চাসি[১] বি. মদ বিক্রেতা।। <চাষী বা হাটবাজারের ফড়েদের কেউ কেউ শাকসব্জীর মধ্যে মদের বোতল, চামড়ার ব্লাডার লুকিয়ে রাখে এবং পরে তা বিক্রি করে। (১৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাহদা[১] বি. মালগাড়ির মালের চালান।।

চাঁদা[১] বি. রুপো।। তু. চাঁদি। (২৬)

চাঁদিআ[২] বি. পুলিশ।। তু. চাঁদি। অর্থাৎ পুলিশকে ঘুষ দেওয়া বোঝাচ্ছে।

চিঙড়ি[১] বি. ১। তন্বী ।।[৩] ২। সুন্দরী বারাঙ্গনা[২] ।। (১৫)

চিছা[২] বি. ১। কিশোরী । ২। লুকানো মদ।। বিণ. ৩। সুন্দরী।। (হিজড়া) তু. চিজ। (৪)

চিট্[২] বি. ১। ব্লেড ; ব্লেডের টুকরো ।। *E.* scraper — blade. ২। মেয়ে ।। ৩। চণ্ডু-চরস।। <চিট; চিটচিটা। চিট লাগিএ ভরে লে—ব্লেড চালিয়ে চুরি কর। (পকেটমার) (২৭)

চিট্বাজ[১] বি. মেলায় যারা গহনা চুরি করে।। < ইং. cheat. (৫)

চিট্টা[১] বি. ১। বেশ্যালয়ে আগত মানুষ।। ২। ব্লেড।। <অ. ভা. চিট। ৩। টাকাকড়ি।। <কাগজের টুকরো। (২২)

চিট্টাবাজ[৩] বি. চোর-জুয়াচোর। < ইং. cheat (৭)

চিন্[১] বি. গাঁজাভাঙ ইত্যাদি ।। কোলকাতার চীনাদের মধ্যে প্রচলিত।

চিনা[৩] বি. চোলাই মদ।। < চীনা। (৯)

চিনে-বম্[৩] বি. উগ্রজাতের মদ।। (৫)

চিম্নি[১] বি. চোরাইমালের ক্রেতা।। তু. ছাপানো—লুকানো।

চিরা[১] ক্রি ১। ব্লেড দ্বারা পকেটকাটা[১] ।। বিণ. ২। বিবাহিতা[৩] । <সিঁথিতে সিঁদুর লেপন। (৭)

চির্কলা[১] ক্রি. চুরির কাজে বার হওয়া।। <চির করা=ফাঁক করা।

চিড়িআ (-য়া) বি. সুন্দরী এবং চনমনে মেয়ে।। (১২)

চিল্পার্টি পকেটমারের দল।।

চিলম্[২] বি. গাঁজার কলকে ।। তু. ফা. চিলম—কলকে । (৩)

চিলু[২] বি. আমন্ত্রণ ।। বাং. ভা.। চিলু পাকবে এবার—আমন্ত্রণ জানাবে। (৩)

চিলোআ[২] বি. বেআইনী চোলাই মদ ।। <অ. ভা. চিনে। (৬)

চিল্লর্ বি. ১। খুচরো পয়সাকড়ি।। তু. হি. চীলর ।। ২। বাচ্চা ছেলে[২] ।। ৩। মাথার চুল[২] ।। (১১)

চিসা বিণ. সুন্দর ; ভালো। চিসা চামরকে চামিএ (-য়ে) দে—সুন্দরী মেয়েটাকে কিছু টাকা দিয়ে দে।

চিসানু[২] বি. গব্বাবাজ।। তু. অ. ভা. বিসুনি অর্থাৎ ইং. business। বৃদ্ধ অপরাধীদের জন্য বিসুনির প্রচলন এবং যুবকদের মধ্যে চিসানু বিশেষ পরিচিত। (৭)

চুক্কি[১] বি. ১। ধাপ্পা[৩] ।। ক্রি. ২। গোপনে টাকা পাচার করা।। তু. চুপি । বাং. ভা.। (৯২)

চুক্রু[১] যে চোর ঘুমন্ত কোনো ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যায়।। তু. চুরি। অ. বাং. ভা.। (২)

চুচকারি[১] বি. ইংগিত।। তু. চুপ—নীরব অর্থে। (৫)

চুটি[২] বি. ঘরের মধ্যের ছোট ঘর।। তু. চটি।

চুট্কি[২] বি. গাঁজা।। তু. হি. চুটকী—সামান্য অংশ। (১১)

চুট্কিবাজ[১] বি. চুরি করেছে এমন কর্মচারী ।। হি. ভা. (৫)

চুতরদ্র. চুত্তর। বি. প্ল্যাটিনাম ।। বাং. চুণা। (৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুত্তর্[১] বি. ১। পাছা ।। ২। পাছা পকেট।। তু. ফা. চুজ—পাছা। অথবা অ. ভা. কুতো। (পকেটমার) (১৫)

চুনা বি. দাঁত।। তু. হি. চুনা।

চুপ্‌কি বি. ১। ধাপ্পা[৩]।। ক্রি। ২। মালগাড়ির চাকার কাছাকাছি লুকিয়ে থাকা[১] ।। <চুপি+চাকা। চুপকিতে লেটে জা (যা) —চাকার কাছে লুকিয়ে পড়। (২৮)

চুর রু[১] বি. গোয়েন্দা বিভাগের লোক।। (দক্ষিণ ভারতীয় চোর) (২)

চুলুম[৩] বি. গাঁজার কলকে।। (১১)

চুসা[১] বি. পুলিশ।। <চুষা ; চোষা। পুলিশের শোষণ বা ঘুষ নেবার মনোবৃত্তি প্রকাশ করে এই জাতীয় স্ল্যাং-এর ব্যবহার। (৩)

চুস্‌কি[৩] বি. ১। বেশ্যা ।। তু. অ. ভা. চুসা। ২। বিড়ি ।। (৫)

চুস্‌নি[৩] বি. ঠোঁট।। <হি. চুষনা। হি. ভা.। (৫)

চেকাপোলো[১] ক্রি. চুরি করে পালানো। অ. বাং. ভা. (গব্বাবাজ)

চেগু[১] বি. জিপ-চেন।। <ইং. chain +বাং. ওটানো । চেগু টেনে দামড়ি ভর্ —জিপ টেনে টাকা সরাও। (৪)

চেটাই[১] বি. মোটর গাড়ির চেসিস ।। (গাড়ি চোর) (৩)

চেত্‌তা দেআ (চেত্তা দেওয়া) ক্রি. পোষাক পরা।। তু. কেতা ; কেতাদুরস্ত। (৫)

চেন্[৩] বি. ১। গলার হার ।। ২। জিপ-চেন ।। (২২)

চেপে নেআ (নেওয়া) ক্রি. নারী নির্যাতন করা।। <চাপা। (৫)

চেপে বলা[৩] ক্রি. ফিস ফিস করে বলা ।। তু. বাং. চাপা গলা । (১৮)

চেলা[১] বি. যে লোক মেয়েচুরিতে সাহায্য করে ।।

চেহারা[১] বি. ১। ফটো।। (মস্তান এবং চোর) ২। স্তন।। ৩। চেনাজানা।। খোমা দ্যাখাস্ না চেহারা করে নেবে—মুখ দেখাস্ না চিনে নেবে। (২৭)

চোক্[১] বি. ১। চার টাকা[২] ।। তু. এক-চতুর্থাংশ ।। ২। পুলিশের হাতের টর্চ-লাইট[২]।। (গব্বাবাজ ও জালিয়াৎ) ৩। রঙিন চশমা।। ৪। গাড়ির হেড-লাইট[৩] ।। (১২)

চোক্‌খাল্[৩] বি. চশমা ।

চোক্-চাকি বি. ১। চার টাকা[২] ।। ২। তালা[১]।। ৩। হাতঘড়ি[১]' ।। ৪। স্তনবৃন্ত[৩] ।। চোক্‌চাকি চামানো —চার টাকা চুরি। চোকচাকি ভস্‌কানা —তালা ভাঙা। চোকচাকি ফোটানো —হাতঘড়ি (চেন) কাটা। (২২)

চোক্-পাই[২] বি. এক আনা।। বাং. ভা. (৯)

চোকানা[২] বি. চার আনা।। <চোক+আনা। চোকানা চামিএ (চামিয়ে) কেটে জা (যা)—চার আনা দিয়ে চলে যা।(৫)

চোক্‌টা[২] বি. বাং. চার।। (৫)

চোখ্-পাওআ (পাওয়া) চশমা চুরি।।

চোখ্‌বল বি. ১। গাড়ির সুমুখের আলো[২]।। ২। চুরি[১]।। (৫)

চোঙা বি. গ্রামোফোন।। পুরাতন গ্রামোফোনের সঙ্গে একটি চোঙা ছিল। (২)

চোট্[১] বি. ১। গোপনে চুরির মোটা অংশ গ্রহণকারী।। ক্রি. ২। ভাগ করা।। চোট্ লিএ চোট্ দিবি—লুকিয়ে একাংশ সরিয়ে রেখে ভাগ করবি । (১২)

চোড়ডা দ্র. চড়্ডা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোম্‌কে রাখা[১] ক্রি. ১। নজর রাখা।। ২। বোমা ছুরি প্রভৃতি দেখিয়ে ভয় পাওয়ানো।। চমকানো ধুর হুস—লোক ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। (মস্তান) (৬)

চোরা[১] বি. ১। দরজার চাবি লাগাবার কল ।। (গব্বাবাজ) ২। ঘড়ি পকেট ।। (পকেটমার) ৩। মেয়েদের হাতব্যাগ।। (১৯)

চোরা-আলো[১] বি. টর্চ।। (গ্রামবাংলার চোর) (৪)

চোড়ে জাওআ (যাওয়া) দলের লোকের হাতে ঠকা। তু. চড়াও। চোট পার্টিকে চোড়ে গ্যালো, বাদে খালাস হলো—বিশ্বাসঘাতক দলকে ঠকালো ফলে খুন হলো ।

চ্যাঙ্‌ড়া বিণ. ১। চালাক[৩]।। বি. ২। তরুণী পতিতা[১] ।। ৩। নোতুন চোর[১] ।। < চ্যাঙড়া ।। ৪। স্বল্প মেয়াদী কয়েদী।। বাং. ভা. (কয়েদী) (১৬)

চোআনি-কম্‌তি বি. হিজড়া।। <জোয়ানি। হি. ভা.। (৭)

চৌউকানা[৩] বি. সিকি।। < চৌকা > গোল অর্থে+আনা ।

চৌউক্‌নু[১] বি. গব্বাবাজ।। তু. চৌকনা—দেখা ; জরিপ করা। (৩)

চউঠু[১] বি. চোর।। <অ. ভা. চউক্‌নু। (৯)

চউলি[১] বি. দু'আনা।। তু.চৌ—চার এবং অ. ভা. চউলি—অর্ধ।

চউআ[১] বি. চার আনা।। (পকেটমার) (১৩)

চউআনি-কম্‌তি ; (চৌআনি) দ্র. চোআনি-কম্‌তি। (৭)

চউআনি-খোঁচা[১] বি. সশ্রম কারাদণ্ড।। (কয়েদী) (২)

চুআলা[৩] **(চুয়ালা)** বি. মদ।। <চোয়ানো+পিয়ালা> চু-(য়ানো)+(পি)য়ালা=চুআলা।। (৫)

চৌউকা[১] **(চৌকা)** বি. গহনার বাক্স।। (৩)

চৌউকো[১] **(চৌকো)** বি. জেলের রান্নাঘর।। (কয়েদী)

চৌউরোস[১] বি. ১। চৌমাথা রাস্তা।। <চৌ < চার ;. রোস <রাস্তা। ১→২। পাকা রাস্তা। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (২)

চাঁই[১] বি. ১। সাবধানী চোর।। ২। চালাক লোক।। (২)

ছ

ছ-ঘরা ; -ঘড়া[৩] বি. পিস্তল।। *E*. six gun—revolver. (৮)

ছক্ বি. ১। চুরির নক্সা[১] ।। ২। মনের মিল[১]।। <ছকে মেলা—মিল যাওয়া ; মিলজুল হওয়া। (৭)

ছকা[১] ১। ক্রি. লোকসান হওয়া।। <ঠকা। ছোকে জাওআ (যাওয়া)—ঠকে খাওয়া। বি. ২। চ্যাঙড়া ছেলে।। <বকা ; বখা। ৩। আভা ; আলো।। <ছটা। (৭)

ছকানো[৩] ক্রি. ১। অন্যমনস্ক করে দেওয়া।। ২। ঠকানো ।। তু. বাং. ছিপা ; ছোপা—লুকানো। ধুরের তাল ছকিএ (ছকিয়ে) দে—লোকটাকে অন্যমনস্ক করে দে। ৩। ঝগড়া করা ।। তু. হি. ছকানা—হাসিচ্ছলে গোলমাল। বিলা ছকাস্‌ না—গোলমাল

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেটাস না। ৪। তুলে নেওয়া।। <ছিপা। বাং. ভা.। কোনো কিছু, যেমন টাকাকড়ি গহনা ইত্যাদি মাটি বা পকেট থেকে তুলে নেওয়া (পকেটমার) (১১১)

ছক্কা বি. ১। জুয়া[৩] ।। <তাসের ছক্কা। ২। চুরি ।। তু. হি. জালিয়াতি। ৩। ছ' টাকা।। ৪। হিজড়া[২]।। ৫। চুম্বন[৩] ।। অনু.। (১৫)

ছটনাই[১] বি. জুতো।। তু. ছোটা। ছটনাই ভোরে লে—জুতো চুরি কর।(গব্বাবাজ)

ছত্রিস্ বি. মদের মাঝারি বোতল।। (২)

ছপ্পর্ বি. ১। ঢাকনা[৩]।। ২। ছাতা[৩]।। ৩। পরচুলের দাড়ি[১] ।। ক্রি. ৪। লুকানো।। তু. ছিপা। করোটি ছপ্পর্ লে—পরচুলের দাড়ি পর। কালোতে ছপ্পর খাওয়া—অন্ধকারে লুকানো। ছপ্পরে থাকা—লুকিয়ে থাকা। (৩,৯)

ছপ্পর্-খাল্[১] বি. দেহের গোপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।। গজকে ছপ্পর্-খালে চেপে নে— ছুরিটা উরুতে বেঁধে নে। (মস্তান ও ডাকাত) (২২)

ছপ্পর্ দেআ (দেওয়া) ক্রি. ১। সামনে বাধা সৃষ্টি করা যাতে দেখতে অসুবিধা হয়[২]।। ২। লুকানো[৩]।। ৩। কোনো দোকানের দরজা ভেঙে প্রবেশের পূর্বে কাপড় দিয়ে দোকানের অংশ আড়াল করা[২]।। চাদর দিএ ছপ্পর্ দিএ ছাবকা তোরোন্ কর্—চাদর দিয়ে আড়াল করে দোকান ভাঙা (গব্বাবাজ)। (৯)

ছপ্পর্বাজ[১] বি. পকেটমারের সাকরেদ।। (১৯)

ছপ্ পি[২] বি. পাছা ।। <ছপ (পি) <ছাপ <পাছ। (৫)

ছপ্পোকি[১] বি. লুকোবার স্থান।। (৫)

ছমকানো[২] বি. নৃত্য।। তু. হি. ছম—ঘুঙুরের আওয়াজ। (হিজড়া) (৫)

ছরু[৩] বি. ফাঁসির আসামী।। তু. অ. ভা. চরু।

ছড়ু[১] বি. জানলার গরাদ।। ছড়ের কাজে ভুন্নাজ— জানলার গরাদ ভাঙার কাজে দক্ষ। (গব্বাবাজ) (৭)

ছড়্খাওআ[১] (খাওয়া) ক্রি. ১। কোনো লোকের হাত ছাড়িয়ে পালানো।।<ছাড় ; ছাড়া। ২। স্বৈরাচারী হওয়া।।

ছড়া[১] বি. গলার হার।। <হার ছড়া। (৪)

ছলা[৩] ক্রি. বলা।। (মস্তান) বিলা ছলাস্ না ।।বাজে বকিস না।

ছলাও[২] ক্রি কথা বলা।।<ছলা <বলা।(১৫)

ছলা[১] বি. ১। গলার হার।। ২। আঙটি।। ৩। গহনা।। তু. হি. ছল্লা—আঙটি ; বালা। ৪। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা।।<ছুঁড়ি(৪৩)

ছাটা[৩] বি. জন্ম রোধ।। <ছাঁটা। (৩)

ছাতি[৩] বি. স্তনযুগল।। (৫)

ছাতু[৩] বি. ১। বোমা দ্বারা নিহত।। ২। হাতবোমা।। (৭)

ছাদো[১] বি. দোকান থেকে ছাতা চুরি।। <ছাতা+দোকান। (কেপমারী চোর)

ছানকি[২] বি. পতিতা।। <খানকি। (৩)

ছানকোআ[১] (ছানকোয়া) বি. ব্যক্তি।। ছানকোআকে গজ পরা—লোকটাকে ছুরি মার। (৩)

ছাপ্ বি. ১। ডাকটিকিট।। (জালিয়াৎ) ২। পাছা।। অক্ষর বিপর্যয় (Syllabic metathesis) । ৩। স্ত্রীলোক।। ৪। পায়ুকামী (সক্রিয়)।। (৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাপা দ্র. ছাপ। (৫)

ছাপাই পাছ পকেট <পাছাই <পাছা। বাং. ভা.। (পকেটমার) (২৩)

ছাপ্‌কি বি. পতিতা ।। তু. অ. ভা. ছানকি। বাং ভা.। (৩)

ছাবা[৩] বি. থুতু। <ছাপা ; ছোপ। ছাব্‌ টানা—থুতু ফেলা। বাং. ভা.। (৫)

ছাব্[১] বি. ১। অল্পবয়স্ক ছেলে ।। ২। পায়ুকামী (নিষ্ক্রিয়)।। *E.*birdie, baby—an agent for sodomy. তু. বাং. ছাবাল, হি. ছাবা—ছেলে। (২৮)

ছাবা-উতরনা[১] ছেলে চুরি।

ছাবাবাজ[১] বি. সক্রিয় পায়ুকামী।। *E.* bird-taker—a sodomite. (৪)

ছাবি[১] বি. ১। পতিতা <ছাবা। ২। বালিকা।। (৯)

ছাব্‌কা বি. হি. ১। দোকান[২] ।। ২। ছেলে[৩]।। <ছাবাল। (২১)

ছাব্‌কাবাজ[৩] বি. সক্রিয় পায়ুকামী।। (২৩)

ছাব্‌কি[৩] বি. ১। তরুণী (চনমনে)।। → ২। মেয়ে বন্ধু।। (৮)

ছব্‌কিবাজ[৩] বি. যারা পথেঘাটে মেয়েদের বিরক্ত করে।। (১০)

ছাব্‌বিসিআ[১] **(ছাব্বিসিয়)** বি. তাসের জুয়ায় যে সহজে হাতসাফাই করে।।

ছাম্ বি. ১। মাছ[১]।। ২। মেয়ে[২]।। চামর্ ছাম্‌টাকে চামিএ (চামিয়ে) নে—সুন্দরী মেয়েটাকে দলে টান। (৫)

ছামি[৩] বি. ১। মেয়ে (চোদ্দ বছরের অনূর্ধ্ব)।। ২। সন্দেশের দোকান ।। <ছা(না)+মি(ষ্টি)। ৩। বিণ. কামুক।। <কামি > ছামি। (১১)

ছামিআ[২] (ছামিয়া) বি. চঞ্চল মেয়ে।।

ছার্‌পোকা[১] বি. ১। আধুলি বা পঞ্চাশ পয়সা।। 'ছারপোকা' অর্থে সামান্য অর্থ বোঝানো হচ্ছে। ছারপোকা টানা পার্টি—যে পকেটমার খুচরো টাকা-পয়সা চুরি করে থাকে। ২। গরীব পতিতা।। ৩। ভেজাল-ওষুধের কারবারী। যার লক্ষ্য রক্ত শোষণ করা।। ৪। হঠাৎ-বড়োলোক।। শুকনো ছারপোকা রক্ত খেয়ে যেমন তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে গরীবের হাতে মোটা টাকা এলে তার অবস্থাও হঠাৎ-স্ফীত ছারের মতো হয়। (১৬)

ছালাও দ্র. ছলাও। (৩)

ছাঁটা[১] বি. ১। ফাউন্টেন পেন ।। ২। ছবি ।। (৬)

ছিক্‌চাকি বি. এক টাকা।। তু. অ. ভা. সিক চাকি।

ছিট্[১] বি. ১। স্ত্রীলোক।। ২। রক্ষিতা <ছিটকে চলে না যায়।। ৩। আফিং ও পেয়ারা পাতার মিশ্রণ।। <অ. ভা. চিট। ৪। রুমাল ।। <ছিটকাপড় ।। ৫। দরজার ছিটকিনি। (গব্বাবাজ ও ডাকাত) (৭৩)

ছিটা দ্র. ছিট। (১৫)

ছিটি দ্র. ছিট। (১১)

ছিটুআ[১] (ছিটুয়া) বি. বেশ্যা।। হি. ভা.। (কোটনা) (৫)

ছিটোবি বি. ফটো ; ছবি।। বাং. ভা.। (৯)

ছিন্‌তাই[৩] ছিনিয়ে নেওয়া। (৭৮)

ছিপ্[৩] বি. ১। পানের পিচ।। ২। থুতু।। ৩। মাছ।। (৭)

ছিপি[১] বি. সিঁড়ি।। ছিপি উঠে খিড়কি খোলা—সিঁড়ি বেয়ে উঠে জানলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলা।। (চোর) (৫)

ছিবড়ি[১] বি. তলপেট।। (হিজড়া)

ছিলতর[১] বি. যে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।। <ছিনতাই। (১২)

ছুট[১] বি. ১। গান শোনার দক্ষিণা।। ২। ভেকধারী সন্ন্যাসী।। ৩। ডাকাতি।। <লুঠ। (১২)

ছুট্-কোদ[১] বি. শিক্ষানবীশ চোর।<ছোট। *E.* kid—apprentice thief. (২)

ছুটকি[৩] বি. সিল্কের রুমাল।। তু. ছোট; ছুটকো।

ছুটকি-মার[২] বি. যে রুমাল বা সামান্য কিছু চুরি করে।।

ছুটোকামানো[৩] বি. পতিতার ঠিকা রোজগার।। তু. বাং. ছুটকো।

ছুটকি-মাড়[২] সামান্য রোজগার।।

ছুপেজাওআ[১] (যাওয়া) ক্রি. পালানো।। তু. হি. ছুপ্না—লুকানো। (২২)

ছুপে নেআ[১] (নেওয়া) ক্রি. ধরা পড়া।। বাং. ভা.। (৫)

ছুমকি[১] বি. ১। ঘুঙুর।। (হিজড়া) ২। বাচ্ছা মেয়ে।। (৩)

ছুলুক[২] বি. মুসলমান।। (হিজড়া) (২)

ছুল্লি[১] বি. গাঁজা।। <ছাল। (২)

ছেচকি[১] বি. খুচরা পয়সা।। <রেজকি। ছেচকি ভরা—খুচরো পয়সা তোলা। ধুরকা নিচেরমে ছেচকি ভরলে—লোকটার নিচের পকেটে খুচরো আছে, তুলে নে। (৩৭)

ছেচ কিনেওলা[১] বি. খুচরো পয়সা তোলার পকেটমার।। ছাবাকে করবি ছেচকিনেওলা, জোআন (যোয়ান) হবে ভুননাজ—বাচ্ছাছেলেকে খুচরো তোলা শেখাবি, মরদকে করবি পাকা পকেটমার। (পকেটমার)

ছেচকিবাজ[১] বি. দ্র. ছেচকিনেওলা। (১৮)

ছেচকি টপ্কা[১] ক্রি. মাটিতে খুচরো পয়সা ছড়িয়ে লোককে বিভ্রান্ত করা।। কেপমারী চোর নামে পরিচিত দলের চুরির পদ্ধতি বিশেষ। (৯)

ছেটকি[৩] বি. পিস্তলের ছটরা।। বাং. ভা.। (মস্তান) (১২)

ছেন্কা[১] বি. ১। বাচ্ছাছেলে।। তু. অ. ভা. ছাবা; ছাবকা। ২। নিষ্ক্রিয় পায়ুকামী।

ছেমু-চাকি[২] বি. ছ'টাকা।। (৫)

ছেলা-টিঙ্ বাজ[১] বি. শিক্ষানবীশ পকেটমার।। টিঙ. তু. কৌটা। পকেটকে কৌটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (৫)

ছোকরাবাজ[২] বি. সক্রিয় পায়ুকামী।। (৭)

ছোটু (বাবু)[৩] বি. যে লোক মাঝেসাঝে বেশ্যালয়ে গমন করে।।<ছুটকো।(১৩)

ছোটো-খোকা[৩] বি. মদের ছোট বোতল।। বাং. ভা.। (৪)

ছোটোঘর[১] বি. আলমারি ।। ঘর ভসকানো —আলমারি ভাঙা। (গব্বাবাজ ও ডাকাত) বাং. ভা.। (৫)

ছোটোচাকা[১] বি. ট্রাম বাস।। *E.* baby—a tram or bus. ছোটো চাকার কোদ —গাড়িতে যে নিপুণভাবে চুরি করে। বাং. ভা.। (পকেটমার) (২৫)

ছোটো দালান[৩] বি. গলি।। বাং. ভা.। (৩)

ছোটোদেওআন[১] (দেওয়ান) গলি।।

ছোপ্[২] বি. ১। গ্রেপ্তার।। ২। শয়ন বা শায়িত অবস্থা।। তু. অ. ভা. ছুপ। ছোপাএ গেআ—ধরা পড়ে গেছে। ধুর গব্বাতে ছোপ নিএচে—লোকটা ঘরে ঘুমোচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুরকে ছোপ লেও—লোকটাকে পাকড়াও অর্থাৎ চুরির জন্য নজর রাখো। ক্রি. ৩। ধরা।। (১২)

ছোবি[৫] বি. তাস। (১৯)

ছোমুরে দেআ[১] (দেয়া) ক্রি. জেল থেকে ছাড়া পাওয়া। তু. অ. ভা. ছোপ। (কয়েদী) বাং ভা. । চ্যাঙলাকে নাল থেকে ছোমুরে দিএছে (দিয়েছে)—স্কল মেয়াদের কয়েদী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। (৩)

ছোলা[৩] বি. ১। ছটরা ; গুলি ।। ২। কিশোরী।। (৫৩)

ছোলে দেআ[১] (দেয়া) ক্রি. ফাঁস করে দেওয়া।। <বলে দেওয়া। বাং. ভা.। (৭)

ছ্যাললা[১] বি. আঙটি।। তু. হি. ছল্লা—আঙটি। (পকেটমার) (২৬)

ছাওআ[২] (ছাওয়া) বি. নিষ্ক্রিয় পায়ুকামী (a passive agent for sodomy)। তু. হি. ছাবা—ছেলে। (৩২)

ছুআ[২] (ছুয়া) বি. ছোট ছেলে।। <অ. ভা. ছাবা। (১৭)

জ

জগ্-তলাও[৩] বি. বুড়ি।। হি. ভা.। (৩)

জটাসিঙ্[২] বি. গাঁজা।। শুকনো পাকানো গাঁজা জটার মতো দেখানোর জন্য গাঁজাকে জেলের মধ্যে 'জটাসিঙ্' বলা হয়। হি. ভা.। (কয়েদী) (৩)

জদু[১] (যদু) বি. যাদুঘর।। (২)

জদুবংসের দল[২] (যদুবংশের) বি. পকেটমারের দল।।

জনা[২] বি. গরম এলাকা।।

জনকাট্টা ক্রি. কোনো স্থানে অকারণে ঘোরাফেরা করা।। তু. হি. জমঘট (টা)—ভিড়। (৪)

জনতোর বি. ১। পিস্তল[৩]।। ২। ছুরি।। ৩। বুক[২]।। ৪। মদের ব্লাডার[১]।। (২৬)

জরকাটি ক্রি. বিণ. একত্রে। জারকাটিতে অন্ধকারে কাজে চলেছে—অন্ধকার রাতে একত্রে চুরি করতে বার হয়েছে।

জল[৩] বি. ১। মদ।। ২। পেট্রল।। ৩। বর্ষার বাত।। (১৯)

জলোজোগ[১] (জলোযোগ) বি. ১। ছিনতাই।। ২। রোজগার।। (ছিনতাইকারী) (৫)

জলতা (জ্বলতা) বি. হি. অ্যাসিড।। (৭)

জলনা[২] (জ্বলনা) বি. হি. গনোরিয়া বা সিফিলিস রোগী।। (৩)

জলপানি[২] বি. ভাবীকালের পতিতা।। অসাধু লোক বাচ্ছা মেয়েকে ভবিষ্যতে পাপ ব্যবসায়ে নিযুক্ত করার উদ্দেশে খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করতে থাকে। বাং. ভা.। বাড়িওলা জলপানি পুসছে (পুষছে) ভালো খাউ হবে পরে—দালাল বাচ্ছা মেয়েকে 'মানুষ' করছে, ভবিষ্যতে দামী পণ্য হবে। (৪)

জললাদ্[২] বিণ. ১। বজ্জাত।। বি. ২। যারা ছেলেমেয়েদের বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষার উদ্দেশে।। (৩)

জাকারতা[১] বি. আসবাবপত্র।। আ. বাং. ভা.।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাট্‌ঠা[১] বি. চোরাইমালের ক্রেতা।। <জ্যেঠা। (৫)

জাত্[১] বি. ১। বাঙালি। ▷এখানে 'জাত' অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হচ্ছে। অবাঙালি অপরাধীরা অনেক সময়ে বাঙালি অপরাধীদের বুদ্ধির তারিফ করে থাকে। →জাতকাট। জালিয়াতি জানবি জাতের কাছে—জালিয়াতি শিখবি বাঙালির কাছে। (৩)

জাদু[২] বি. বিদেশী।। <বিদেশী, ভেলকি বা জাদুর মতো আকৃষ্ট করে।

জান্ বি. ১। সহিষ্ণু মেয়ে।। <জানকী।। জান্ তসবির—কষ্টসহিষ্ণু মেয়ের মতো। ২। জানলা[১]।। (চোর) ৩। কান[১]।। (পকেটমার) জান টেনে কোনা কোটা—কান থেকে গয়না ছিনিয়ে নে। (১৭)

জান্টান্-আনটান্[১] যেতে আসতে দেওয়া। তু. হি. জানা-আনা। হি. ভা.। (৭)

জান্দার্[২] বিণ. সুপটু।। বাং. ভা.। (মস্তান) (৯)

জাম্‌জির্[১] বি. কবচ।। তু. জিঞ্জীর—চেন, শিকল।। নখাল জামজির—নবরত্ন কবচ।। হি. ভা. (২)

জাম্‌বাটিতে্ ডাত্ খাওআনো[২] (-খাওয়ানো) বারাঙ্গনার সাহায্যে কাউকে বশ করা।। <বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি তার প্রিয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে একপাত্রে পানাহার করতে দ্বিধা করে না। একই থালা থেকে আহার অন্তরঙ্গতার রঙ্গ বলে গণ্য হয়। (১২)

জার্‌কাটি দ্র. জর্‌কাটি। (৩)

জার্‌কানো[১] ক্রি. আসা।। শব্দটির শেষাংশ—আনো, তু. আনা—নিয়ে আসা।

জার্‌বাদি[২] বি. ১। জারজ সন্তান।। ২। বিশ্বাসঘাতক লোক।। ৩। টাকা নিয়ে যে খুন করে।। (৪)

জারি[২] বি. চোখ।। বাং. ভা.। সারির জারিতে জান্—মেয়েটার চোখে (আমার) প্রাণ। (৫)

জাল্[৩] দ্র. জল্। (৩)

জালান্[১] বি. তরুণী।। তু. হি. জওয়ান। অর্থ সংকোচন।

জালি[১] বি. হি. ১। লম্বা গেঁজে।। (পকেটমার) ২। জাল নোট।। তু. হি. জালি।

জিগর্[৩] বি. মদ।। <*E.* jigger—a drink.→ ।। মাতলামি।।

জিগর্‌বাজ[৩] বি. মদ খায় অথচ তেমন মাতলামো করে না।। বাং. ভা.। (৭)

জিগ্‌গাঁসা বি. জিজ্ঞাসা (?) চিহ্নের মতো লোহার হুক।। হুকের সঙ্গে দড়ি বাঁধা থাকে। হুক ছুঁড়ে জলের পাইপ বা অন্য কোথাও আটকে দেওয়া হয় এবং দড়ির অপর প্রান্ত ধরে ওপরে উঠে যায়। (২)

জিবি[২] বি. দেশী মদ।। তু. জিব অর্থাৎ স্বাদ গ্রহণে যে অঙ্গ সাহায্য করে। বা. ভা.। (৯)

জিরে[২] বি. হীরে।। জিরে টপ্‌কা 'খেলা'য় আসল হীরে দেখিয়ে নকল বস্তু চালিয়ে দেওয়া হয়।। বাং. ভা.। (১৩)

জুগু[১] বি. দ্র. জিগ্‌গাঁসা। (৮)

জুট্[৩] বি. সাকরেদ।। জুট চামা দে—চুরির টাকা সঙ্গের লোককে দিয়ে দে। (২৬)

জুটে খাওআ[১] (খাওয়া) ক্রি. ভিক্ষে করে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়া।। তু. চ. বাং. জুত করে খাওয়া।

জুম্‌লা[১] বি. দরজা ভাঙার যন্ত্র।। অ. বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (৭)

জুম্‌লি[১] বি. ১। চোর।। <অ. ভা. জুম্‌লা। আধিআতে (আধিয়া) জুম্‌লা নিএ (নিয়ে) জুম্‌লি কাজে জাবে (যাবে)—মাঝরাতে গব্বাবাজ সিঁদকাটার যন্তর নিয়ে বার হবে। ২। পুলিশ।। (৪)

জুর্‌ঠেক্[১] ক্রি. এক বা একাধিক লোককে ঘিরে ফেলা।। তু. জোটা ; জোতা। বাং. ভা.। (৪)

জুড়িদার্[১] বি. দলের সঙ্গী।। তু. জুড়ি।।(১১)

জুঁই (ফুল)[২] বি. বাং। ১। মেয়ে বন্ধু।। ২। লাঠি।। মেরে জুঁই (ফুল) ফোটানো —লাঠি দ্বারা প্রচণ্ড প্রহার। ঘুড়ি উড়িএ জুঁই ধরা—চিঠি লিখে মেয়ের মন পাওয়া।। ৩। টাকাকড়ি। (৯)

জের্[১] বি. মাটির নিচে মদ রাখবার জায়গা।।<*E*. jar.

জেসম্[১] বি. ঘড়ির ব্যাণ্ড।। তু. যশম—মূল্যবান অলঙ্কার।

জোক বি. চুল।। <জোঁক, উকুন অর্থে। (হিজড়া) (৫)

জোগ্ দ্র. জোক্।

জোগার্‌কা চিজ[১] জেলের মধ্যে চোরাই চালান।। জেলের পুলিশ ঘুষ খেয়ে বহু সময়ে কয়েদীদের জন্য জেলের ভেতর জিনিসপত্র লুকিয়ে এনে দেয়। খোচোরকে কুছ চামিএ (চামিয়ে) দে, ও জোগারকি চিজ ভিতোরে টেনে দেবে—পুলিশকে কিছু ঘুষ দিয়ে দে, ও ভেতরে প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দেবে। (কয়েদী) (৫)

জোগাড়ি-মাল্[১] দ্র. জোগাড় কা চিজ।(৭)

জোগেল্ হওআ[১] ক্রি. জেগে ওঠা।। <জাগা। (গব্বাবাজ) (৫)

জোতু[১] বি. 'টপ্‌কা' ঠগবাজীতে নিযুক্ত জুয়াচোরদের মধ্যে দ্বিতীয়জনকে 'জোতু' বলে।। <নিযুক্ত । সাধারণত এই ব্যক্তি দালালের কাজ করে। দলের একজন চোরাই সোনা বিক্রি করতে দালালের কাছে আসে। দালাল সুযোগ বুঝে সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তিকে চোরাই সোনা গ্রহণের লোভ দেখায়। বিনিময়ে নগদ টাকাকড়ি, আংটি, ঘড়ি সব খুইয়ে লোকটি যখন 'সোনা' যাচাই করে তখন জানতে পারে যে সে প্রতারকদের হাতে প্রতারিত হয়েছে। (১৯)

জোতোন্‌বাজ্[১] বি. 'টপ্‌কা' জাতীয় ঠকবাজীতে মেকি সোনার তাল একজন সম্ভাব্য প্রতারিত ব্যক্তির সামনে ফেলে দেওয়া হয়। জোতোনবাজ লোকটির সুমুখ থেকে 'সোনার' তালটি তুলে নেয়।। তু. অ. ভা. জোতু। (১০)

জোমে জাওআ[১] (জমে যাওয়া) ক্রি. ১। কোনো মেয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা।। বি. ২। আংটি। (৭)

জোড় খাওআ ক্রি. পরস্পর বেষ্টন করা।। (৩)

জোড়া[১] বি. ছেলে চোর।। অ. বাং. ভা.। (৩)

জোড়া চাকা[১] বি. ট্রামবাস।। জোড়া চাকার কোদ্—ট্রামবাসের পকেটমার। (পকেটমার) (১৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোড়ি (দার)[১] বি. সাকরেদ।। <অ. ভা. জুড়িদার। (৫)

জোড়ি গুটি[২] বি. তামাক।। <জড়িবুটি—গাছগাছড়া। *E.* leaf—tobacco. (১২)

জোহানি[১] বি. গাঁজার চোরাই কারবার।।

জাইপ্‌পা[২] বি. যাবে?।। বাং. 'যাওয়া'র সম্প্রসারিত রূপ (?)। (৫)

জাএগা নাপা (জায়গা-) ক্রি. চুরির জায়গা আগেভাগে দেখে রাখা।। যেখানে চুরি হয় পূর্বে সে জায়গায় নানান খোঁজ খবর নেওয়া হয়। নাপা <মাপা। (চোর, গব্বাবাজ) (১৮)

জাউ বি. চোরাইমালের ক্রেতা।। <অ. ভা. খাউ।

জাও বি. পকেটমার।। তু. যাও।

ঝ

ঝটাকাদারুসেমা[১] ক্রি. চোরাই মাল নিয়ে পালা।। আ. বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (৩)

ঝনা[১] বি. তামা বা পিতলের বাসন।। তু. ঝঙ্কার। ঝনা ভোরে লে—বাসন চুরি কর। হি. ভা.। (৫)

ঝরনা[১] **(ঝরণা)** বি. বৃষ্টি।। তু. ঝরনা-কলম অথবা ঝরনার জলধারা। ঝরনার রাতে কাজে লাগা কঠিন—বৃষ্টির রাতে চুরির কাজে বার হওয়া অসুবিধাজনক। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ ও ডাকাত) (৪)

ঝল্‌কা[১] বি. ১। টাকা।। <ঝুলন্ত পকেটে থাকে। (পকেটমার) ২। ঝলক।। নোসের কাছে ঝল্‌কা আছে ঝেড়ো—লোকটার কাছে টাকা আছে, ছিনিয়ে নাও। ঝল্‌কা ঝলক ঝলমল—টাকার ভারে পকেট ঝুলে পড়েছে। (হিজড়া) (৪)

ঝাকাওলা[১] বি. য়ুনিফর্ম পরিহিত পুলিশ।। 'ঝাঁকা' টুপির সঙ্গে তুলনীয়। ঝাকাওলা এলে ফুটে জাবি (যাবি)—পুলিশ এলে পালাবি। (৭)

ঝাকামুটে[১] বি. পুলিশ।।

ঝাট্‌কা[১] ক্রি. চড়মারা; ধাক্কামারা।। ঝট্‌কা দিএ (দিয়ে) গল্‌তাএ (গলতায়) গলে জা (যা)—ধাক্কা মেরে গলিতে ঢুকে যা। (৬)

ঝাপ[১] বি. স্ত্রীলোকের পাছা।। <অ. ভা. ছাপ।

ঝাপ্পড়[১] বি. পাঁচ টাকা।। তু. থাপ্পড়। থাপ্পড় দ্বারা হাতের পাঁচ আঙুল বোঝানো হচ্ছে। (৭)

ঝাপ্‌পা[১] বি. পোষাক (সন্ন্যাসীর সাজ-পোষাক)।। ছেলেধরা পার্টির 'সন্ন্যাসী'-দের পরচুল ইত্যাদি। তু. ঝাপ্‌পা-ঝোপ্‌পা। ঝাপ্‌পা এঁটে কাপালিক বসে আছে চেলা মেলাএ (মেলায়) গেছে—সর্দার সন্ন্যাসী সেজে বসে আছে, চেলা মেলায় ঘুরছে (মেয়ের সন্ধানে)। (৪)

ঝাপ্‌পু[১] বি. ১। ডাকাতি।। ২। মস্তানি।। ৩। রমণ।। চামর ঝাপ্‌পুটান্—মেয়েটা সম্ভোগের উপযুক্ত। (১৭)

ঝাপ্‌পুবাজ[২] বি. ডাকাতী।। <ঝাপটা দিয়ে ঢুকে নিমেষে বার হয়ে যাওয়া অর্থে। (২)

ঝাড়ু[১] ক্রি. মার দেওয়া।। (৯)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝাড় হওআ[১] (হওয়া) ক্রি. বিপদে পড়া।। বিলা জনায় ঝাড় হয়েছে—গরম এলাকায় বিপদে পড়েছে। (৩)

ঝাড়ানো[২] ক্রি. ১। দেখানো ; প্রকাশ করে দেওয়া।। গব্বা ঝাড়াবে না, বিলা হবে, ঠোলা চলে আসবে, ছোপে নেবে—আড্ডার জায়গা দেখাস না, জানাজানি হয়ে যাবে, পুলিশ এসে যাবে এবং ধরে নেবে। বি. ২। মাকুন্দ।। <দাড়িগোঁফ ঝেড়ে ফেলা। (হিজড়া) (৫)

ঝাড়ি[৩] বি. ১। চোখের ইশারা।। ভাতিকে ঝাড়ি দে, চলে আসবে—মেয়েটাকে চোখের ইশারা কর চলে আসবে। ২। লক্ষ্য ; নজর।। →৩। রেলের গার্ড বা টিকিট কালেক্টর। (২২)

ঝাড়িকসা[১] ক্রি. নজর রাখা।। খোচোর ঝাড়ি কসছে এখন জায়গা গরম হবে—পুলিশ লক্ষ্য রেখেছে এখন গোলমালের সৃষ্টি হবে। (১৪)

ঝাড়ি করা[৩] ক্রি. জানা ; দেখা ; তত্ত্বাবধান করা।। তু. হি. ঝাড়ী লেনা—তদারক করা। ভাতির গব্বা ঝাড়ি করা—মেয়েটার বাড়ি চিনে রাখা। (১০)

ঝাড়ি খাওআ[৩] (খাওয়া) ১। ইশারায় সায় দেওয়া।। ২। দাঁড়ানো।। বাং. ভা.। চামর ঝাড়ি খেএচে (খেয়েছে)—সুন্দরী মেয়েটা ইশারায় সায় দিয়েছে। ধুর ঝাড়ি খেএচে চামিএ দে—লোকটা দাঁড়িয়ে আছে(এই অবস্থায়) চড়াও হ' বা কেড়ে নে। (মস্তান ও পকেটমার) (৯)

ঝাড়ির-পাত্তি[১] বি. ১। তাসের আড্ডায় (জুয়া খেলা) পুলিশকে ঘুষ।। ২। জাল নোটের বাণ্ডিল।। পাতা বা পাত্তি, তু. তাড়া বা তাড়ি। (১০)

ঝাড়ির-পাতা[১] দ্র. ঝাড়ির পাত্তি। (৭)

ঝাড়িদার[২] বি. ১। আঙুল দিয়ে নির্দেশ।। (ভবঘুরে) ২। গব্বাবাজের সাকরেদ।। ৩। জালিয়াৎ। (২৫)

ঝাড়ুতি[১] ক্রি. চুরির পূর্বে চুরির জায়গা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া।। < আ. ভা. ঝাড়ি। কাজের জাএগা (জায়গা) ঝাড়তি—চুরির লক্ষ্যস্থল তদারক করা। বাং. ভা.। (৮)

ঝাঁট[৩] বি. মাথায় চুল।। হি. ভা.।

ঝাঁটা-কাটি[৩] বি. পাতলা রোগা মেয়ে।। *E.* broomsticky—tall or long and slender girl.বাং. ভা.।

ঝাঁপে-লাঠি[১] অপরাধ-জগতে মদ-গাঁজা প্রভৃতি অথবা মেয়ে কেনাবেচার ব্যবসা বন্ধ হওয়া।।

ঝিচো বি. চাকরাণীর পিছু নেয় যে লোক।। বাং. ভা.। (১১)

ঝিট[১] বি. গাঁজা।। <অ. ভা. ছিট।

ঝিটাকরা[৩] ক্রি. মেয়ের দিকে তাকানো।। <অ. ভা. ঝাড়ি। (৩)

ঝিনুক[৩] বি. জামার হাতের সোনার বোতাম।। গলার এবং হাতের বোতাম ঝিনুকের হওয়ায় সোনার বোতাম ঝিনুক নামে অভিহিত হয়েছে। (২)

ঝিরি[১] বি. বর্ষার রাত।। ঝিরিতে ঝাঁপি খোলা—বর্ষার রাতে সিঁদেল চুরি। (৩)

ঝিলে দেআ (দেওয়া) ; নেআ (নেওয়া)[২] ক্রি. রমণ করা।।

ঝিল্লি[১] বি. তরুণী।। ঝিল্লিটাকে পেলে দে—মেয়েটাকে ভোগ করে নে। (৬)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুনো বি. বাসনকোশন।। তু. ঝুনো—পাকা ও শক্ত >পাকা মাল। (২)

ঝুড়ি[২] বি. পুলিশ।। ত. ঝাকামুটে।

ঝুল্[৩] বিণ. ১। গরীব ; দুর্বল।। ২। খালি।। তু. ঝোলা। 'ঝুল' পুলিশ স্ল্যাংরূপেও ব্যবহৃত হয়। চামড়া ঝুল্—মনিব্যাগে কিছু নেই। ঝুল পার্টি—দরিদ্র পার্টি। (৭)

ঝুল্‌কি[১] বি. নাকছাবি।। <অ. ভা. ঝুল। হি. ভা ।

ঝুল্‌পি[৩] বি. স্ত্রীলোকের বাহুমূলের কেশ।। (৭)

ঝুল্‌লা[১] বি. জাহাজের সিঁড়ি।। <হি. ঝুলনা।

ঝেড়ে জাওআ (যাওয়া)[৩] ক্রি. সুসজ্জিত হয়ে ঘোরাফেরা করা রঙবাজটা ঝেড়ে চলেচে একটু গ্যান (জ্ঞান) দিএ দে। (১১)

ঝেড়ে দিএ বাক্ হওআ[১] আহত এবং মৃত্যু হওয়া।। বাং. ভা. । (মস্তান)

ঝোনা বি. দ্র. ঝনা। (৩)

ঝোপ্‌ড়াদার[৩] বিণ. লোমশা।। <অ. ভা. ঝাপ্‌পা। (৫)

ঝোম্[১] বি. ঘুম।। <ঝুম। আটকাএ ধুর ঝুমে আছে এ্যাখোন চাম নে—লোকটা পার্কে ঘুমুচ্ছে এখন (ওর টাকাকড়ি) চুরি কর। (৩)

ঝোলানি বি. পাশ পকেট।। (পকেটমার)

ঝোঁটোন্[৩] বি. স্ত্রীলোকের বাহুমূলের কেশ।। (২)

ঝোঁও বি. কুকুর।। অনু.। কুকুর ঝোঁ ঝোঁ করে তেড়ে আসে। গব্বার ঝোঁও খুব তেজি ওকে খোমা দেখাস না—বাড়িটার কুকুরটা বড়ো রোখা, ওকে মুখ দেখাস না চিনে রাখবে।

ট

টক্‌কর[৩] বি. মাথা।। তু. টিকর —উচ্চস্থান ; টাকরা ইত্যাদি। (৭)

টপ্[১] ক্রি. জামার সামনের অংশ চেপে ধরে ছিনতাই করা।। তু. বাং, টপ কোরে ধরা। টাপিএ (টেপিয়ে) মাল চামানো —জামা টেনে ধরে মাল ছিনতাই করা। বাং. ভা.। (৫)

টপক্ গেআ[১] (গেয়া) ক্রি. হি. ট্রামবাস থেকে নেমে পড়া।। তু. হি. টপক্‌না—নামা। (পকেটমার) (২২)

টপ্‌কা[৩] বি. নকল সোনা।। কোনো নির্দিষ্ট পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নকল সোনার তাল মাটিতে ফেলে রাখা হয়। লোকটি যখন নকল সোনাকে আসল মনে করে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায় তখন জুয়াচোরদের দলের একজন সেটিকে তুলে লুকিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে হন্তদন্ত হয়ে সেখানে অপর এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং সে এদের দুজনকে জানায় যে, তার সোনা হারিয়েছে। এই ব্যক্তি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-এক জনের আবির্ভাব ঘটে। তখন এইরূপ রফা হয়—তারা গরীব, সোনার তাল বাজারে বিক্রি করতে চাইলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা সুতরাং পথিক যদি তার নিজের সোনার ঘড়ি, বোতাম, আংটির বিনিময়ে সোনার তালটি নেয় তাতে উভয়পক্ষই লাভবান হয়। পথিক লোভে পড়ে ঘড়ি বোতাম নগদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকাগুলি জুয়াচোরদের হাতে তুলে দিয়ে মনের আনন্দে সোনার তালটি নিয়ে ঘরে ফেরে। পরে সোনাটি যাচাই করে জানতে পারে যে, ঠগবাজদের হাতে পড়ে তাকে লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

টপ্কান্[১] বি. নকল হীরে।। 'জিরে-টপ্কা' — ঠগবাজিতে নকল হীরে দ্বারা লোককে প্রলুব্ধ করা হয়।

টপড়্[১] ক্রি. দেয়াল টপকানো।। তু. টপকানো। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ)

টপ্কি দেআ[১] **(দেয়া)** ক্রি. চোরাইমাল ফেলে দেওয়া।। ধুর বিলা হএচে টিনু টপকি দিয়ে ফুটে গেলো—লোকটা জেনে ফেলেছে, পকেটমার মাল ফেলে পালালো। (৩)

টম্বোলার্[১] বি. তালা ।। <ইং. tumbler.টম্বোলার ভোসকে সরও আজা খুলবি—তালা ভেঙে দরজা খুলবি।

টল্মল্[১] বিণ. ১। রোগা।। ধুর টলমল আরছে—রোগা লোকটা দেখছে।। বি. ২। আমলা তেল চোর।। <টল <টানা+আমলা। (২)

টাকা[২] বি. ১। অবিবাহিতা তরুণী।। ২। নাভি।। টাকা ভস্কা দিস—মেয়েটার সঙ্গে মিতালী করিস। (৮)

টাক্কু[৩] বি. মেয়ের সন্ধানে যে লোক ঘোরাঘুরি করে।। খোচর নজর নিচ্ছে, টাক্কু হুঁসিআরিতে চলো—পুলিশ সজাগ, মেয়ে-সন্ধানী হুঁসিয়ার। (৩)

টাঙ্কি[১] বি. ব্যাঙ্ক।। <টঙ্কা। (৪)

টাঙ্গা বি. ১। চোর[১]।। ২। কোনো মেয়ের ছেলে বন্ধু[৩]।। ঘোড়ার সঙ্গে মেয়ের তুলনা করা হয়েছে এবং টাঙ্গাকে (=ছেলেকে) ঘোড়া ইচ্ছামতো চালনা করছে। (৫)

টাট্[৩] বি. দৌড় ; ছুট।। তু. বাং. তাড়াতাড়ি। টাট মেরে ঠাঁট রাখা—ছুট দিয়ে আত্মগোপন করা। বাং. ভা.।

টাট্টি করা[১] ক্রি. গাড়ি থেকে পেট্রল বার করা।। তু. হি. টট্টি—পায়খানা। (৭)

টান্খাওআ[৩] চরিত্রহীনা।। তু. বাং. টান—আকর্ষণ। ধুরের সঙ্গে টান খাওআ চলেছে—লোকটার সঙ্গে চরিত্রহীন মেয়েটি যাচ্ছে। (৭)

টান্খাল্ বি. আলমারির টানা।। তু. টানা< টানা; খাল—ফাঁপা ; গহ্বর।

টানা[২] ক্রি. চুমু খাওয়া।। তু. বা. টান। চিটিং টেনে লে—মেয়েটাকে চুমু খা। (৫)

টানাচাকা[২] বি. চোরাই গাড়ি।। (গাড়ি-চোর) (৯)

টানাটল্ বি. কোলাপ্সেব্ল দরজা।। <টল <তোল ; তোলা ; অর্থাৎ টেনে তোল। (৩)

টানাটাল্[১] দ্র. টানাটল্।

টান্ডি[২] বি. ১। মারধর।। তু. তণ্ডি। ক্রি. ২। তছনছ করা।

টাপু[৩] বি. ভদ্রব্যক্তি ।। <বাবু-টাবু।

টাব্লা খাওআ[৩] যে কোনো আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না।। (৬)

টালি[২] বি. ১। আধুলি।। ২। অচল টাকা।। <ইং tile. টালি (টোলি) ভাগ—অর্ধাংশ। (৩২)

টিক্[৩] ক্রি. কিল বা ঘুসি চড় মারা।। তু. টিপ ; টাক ; টাগ ; তাক। (৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিক্‌টিকি বি. ১। হাতঘড়ি[১]।। <'টিকটিক' শব্দ। ২। পুলিশ।। (৩৯)

টিকি[২] বি. জাল রেল টিকিট ।। <ইং. ticket. (৩)

টিকিট[১] বি. পোস্ট অফিস ।। (৫)

টিকুআ[৩] বি. শাবল ; লোহার ডাণ্ডা ।। < অ. ভা. টিক (৭)

টিগ্[১] বি. মাথার গয়না।। < টিকলি । (২)

টিঙ্[১] বি. পকেট ।। < ইং tin. ইহার দ্বারা ছোট পাত্র বোঝানো হচ্ছে । (১৫)

টিঙ্‌বাজ[১] বি. পকেটমার ।। (১২৭)

টিঙ্‌বাজি[১] বি. পকেটমারি ।। (৫২)

টিটা[৩] বি. ১। মদ ।।<অ. ভা. কিটা । রেলের টিকিট কালেকটর । (৫)

টিটি[৩] বি. রেলের টিকিট কালেক্টর ।। <ইং. ticket. (১৭)

টিনু[১] বি. ১। পকেটমারদের সর্দার ।। ২। পকেটমার ।। (৫৭)

টিন্‌ওলা[১] বি. ১। চোর।। ২। পকেটমার।। (৭)

টিন্ বি. দ্র. টিঙ্ । (৭)

টিন্‌বাজ বি. দ্র. টিঙ্‌বাজ (৬৯)

টিন্‌মিসত্রি[১] (-**মিস্ত্রী**) বি. পকেটমার ।। (৭)

টিপ্ দেআ[৩] ক্রি. ১। খবর সংগ্রহ করা।। <ইং. tip. ২। বাড়ির লোকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।। (গব্বাবাজ) (৪)

টিপ্‌কিবাজ বি. যে খবর দেয় ।।

টিপে জাওআ (যাওয়া) ক্রি. কোনো লোককে দলে ভেড়াতে যাওয়া ।। সাধারণত জুয়ার আড্ডায় বড়োলোকদের প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়। (২৭)

টিপের কাজ[১] যে সব বাড়ির ঝি-চাকর চুরির কাজে সাহায্য করে ।। ভিখিরি সেজে দুর্বৃত্তদের লোকও বহু সময়ে যেখানে চুরি হবে সেখানে ঘোরাঘুরি করে এবং খবর সংগ্রহ করে । (১৭)

টিপ্‌কিবাজ[১] বি. মেয়ে চোর ।। তু. টপ্‌কাবাজ । (৩)

টিপ্‌নি বি. ১। গাঁজা ।। ২। পিস্তল ।। <টেপা । (৮)

টিপ্‌নি কসা (কষা) ক্রি. একজন লোকের পকেট প্রভৃতি টিপে বোঝবার চেষ্টা করা —সঙ্গে কতো টাকা আছে ।। আগ টিপ্‌নি কোস্‌বি পর ভোর্‌বি — আগে টিপে দেখবি পরে চুরি করবি। (পকেটমার)

টুকরো[১] বি. ১। রুমাল ।। ২। চিঠি ।। নালের বাইরে টুকরো ঝাড় —জেলের বাইরে চিঠি পাঠা। (কয়েদী)

টুন্‌কে জাওআ[৩] (যাওয়া) ক্রি. ঘুমিয়ে পড়া ।। টুন্‌কে আছে ধুর চেমে নে —লোকটা ঘুমাচ্ছে, জিনিস-পত্তর চুরি করে নে। (হিজড়া) (৪)

টুন্‌নি[২] বি. শিশু (মেয়ে) ।। তু. হি. ক্ষুদ্র ; বয়স্থা কিন্তু দেখায় স্বল্পবয়সী । (হিজড়া) (৩)

টুপি[৩] বি. ১। পুলিশ ।। ২। নিরোধ (পরিবার পরিকল্পনা) ।। (৩২)

টুমি[৩] বি. ১। চুমা।। <চুমি <টুপি। ২। সিঁদুর ; বিবাহিতা মেয়ে ।। <টু(পি)+(স্বা) মী। সিঁথির সিঁদুর টুপির সঙ্গে তুলনীয় ।

টুসি[৩] বি. রেলের টিকিট কালেক্টার ।। <T. C.= ticket collector. (২)

টেক্[১] বি. লম্বা গেঁজে ।। <ট্যাঁক । টেকে সওদা আছে, চিট্ মেরে খেএ (খেয়ে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লে—গেঁজেতে টাকা আছে, ব্লেড দিয়ে কেটে বার করে নে। (৭)

টেক্ দেআ[১] ক্রি. সাহায্য করা ।। <অ. ভা. ঠেক । (৫)

টেকুআ[১] বি. দরজা, জানলা বা আলমারি ভাঙার যন্ত্র ।। (৭)

টেক্কা[৩] বি. ১। এক টাকার নোট ।। ২। সুন্দরী মেয়ে ।। ৩। সেরা মস্তান ।। (১১)

টেক্কাল[১] বি. কাপড়ের কোঁচার অংশ ।। <অ. ভা. ট্যাক্‌খাল। হি. ভা.। (৩)

টেচ্[৩] বি. ১। টর্চ ।। ২। অ্যাসিড ।। →বিণ. ৩। তেজী ।। <তেজ। (৬)

টেনা[১] বি. পতিতালয়ের চাকর ।। <যে লোক টেনে আনে। (২)

টেনিআ[১] **(টেনিয়া)** বি. পতিতালয়ের চাকর, যে কেবলমাত্র রাত্রে কাজ করে ।। <টেনে আনা। (৩)

টোকর্[৩] বি. জুতো।। <ঠোকর—জুতো। (১৫)

টোকে জাওআ[১] **(যাওয়া)** ক্রি. অপরাধ-প্রবণ হওয়া ।।

টোন্ করা[৩] ক্রি. মেয়েদের পিছনে লাগা।। তু. হি. টঙ্। টোন্ করে টেনে নে—পিছনে লেগে বাগ মানা। (১০)

টোনা[১] বি. পুলিশ।। তু. টোনা—বাঁকা চাহনি।

টোন্ছা[১] বি. ১। গান ।। ২। অশ্লীল গালি-গালাজ ।। (হিজড়া) (৫)

টোন্সা দ্র. টোন্ছা (২)

টোন্না[১] বি. কচি ছেলে ।। (হিজড়া) (৩)

টুন্নি[১] বি. কচি মেয়ে ।। তু. টুনটুনি—ছোট পাখি। (হিজড়া) (৩)

টোপোর্[৩] বি. জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত 'নিরোধ' ।। (১৭)

টোর্[১] ক্রি. গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়া।। তু. হি. তোর্‌না। সুতো টোরে গেছে—গলার হার ছেঁড়া হয়ে গেছে। (ছিন্‌তাইকারী) । (৮)

ট্যাপ্[১] বি. বোতাম ।। <ইং. tap. ট্যাপ খোলা পার্টি। (৩)

ট্যাচিঙ্[৩] বি. হাত বোমা ।। <ইং. touching. (৯)

টাইমের-বাবু[১] বি. নির্দিষ্ট দিনে পতিতালয়ে গমনকারী ।। (১৯)

টাইমের-ভাতি[১] বি. যে স্ত্রী অথবা প্রেমিকা অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে ।। (৩)

টিআ (টিয়া) বি. ১। দরজা-জানলা ভাঙার যন্ত্র[১] ।। যন্ত্রটি টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো দেখতে। ২। প্রেমিকা[৩] ।। (৭)

টিআ-টপ্‌পা বি. ইট-পাথর ।। তু. টপ্‌পা<টপকানো ।

ঠ

ঠক্[১] বি. চণ্ডু-চরস ইত্যাদি ।। (৫)

ঠন্‌ঠনি[৩] বি. রিক্সাগাড়ি ।। (১১)

ঠব্‌কি[১] বি. চাপ ।। অনু. তু. হি. ঠপ্‌কা, ঠসক্‌না—চাপড়ানো । ঠব্‌কি দিএ (দিয়ে) নোচে নে—ধাক্কা মেরে ছিনিয়ে নে। (৩)

ঠসক্[১] বি. ১। পোষাক ।। তু. ঠসক্—সৌখিন সাজপোষাক, ছলাকলা ।। বাং. চটক । ২। ইশারা।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুরদা[১] বি. ছেলে-ধরা দলের সর্দার।। (৯)

ঠাক্কু[২] বি. ১। দরোয়ান ।। অনু. তু. ঠুক্ ঠুক্ শব্দ । (গব্বাবাজ) ২। যে লোক রক্ষিতার উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল ।। ৩। কোটনা ।। (১৬)

ঠান্ডা[৩] (ঠাণ্ডা) বি. গাঁজার পাতা ।। গঞ্জিকাসেবীদের ধারণা যে গাঁজা সেবনে শরীর ঠাণ্ডা থাকে । বাং. ভা.। (৫)

ঠান্ডা-গর্মি[৩] বি. বৃদ্ধস্বামী এবং তস্বীস্ত্রী।। (৫)

ঠান্ডা-পানি বি. যে স্ত্রীলোক উত্তেজিত হয় না।।

ঠান্ডি[৩] (ঠাণ্ডি) বি. যে মেয়ে যৌনচেতনা সম্পর্কে উদাসীন ।। হি. ভা.।

ঠাট্[৩] বি. তর্জন-গর্জন ।। তু. ডাঁট। (১৩)

ঠিক্ছে ক্রি. আসছে।। (হিজড়া) (২)

ঠিকা[১] বি. ১। পকেটমারের সাথী ২। মদের দোকান ।। (৯)

ঠিকানা[৩] বি. পেনসিল।। বাং. ভা.।

ঠিক্রা[১] বি. ১। চোরের কর্মচারী ।। ২। পিতল-তামার বাসন ।। তু. হি. ঠিকরা—পুরানো বাসন ; ভিক্ষাপাত্র। মালিকের ঠিক্রা করচা সওদা ভস্কেছে — চোরের কর্মচারী এবং চাকর মাল চুরি করেছে । (৭)

ঠিক্রি[১] বি. টাকা ।। তু. ঠিকরা ।। <টুকরা। (৪)

ঠিক্রে বি. বন্দুকের গুলি ; ছট্রা ।। <অ. ভা. ঠিক্রা। বা. ভা. (মস্তান) (৪)

ঠুকু[১] বি. দরোয়ান ।। অনু. । তু. অ. ভা. ঠাক্কু । (গব্বাবাজ) গব্বার ঠুকুকে চামিএ (চামিয়ে) দিএ (দিয়ে) গব্বা তোর কর—দরোয়ানকে ঘুষ দিয়ে ভেতরে ঢোক । (১৬)

ঠুকুদার[১] বি. ১। যে লোকের কোনো নির্দিষ্ট মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হয়েছে।। ২। রক্ষিতার অভিভাবক ।। (৯)

ঠুডি[১] বি. ইলেকট্রিক বাতি।। <ঠোঙা । (১১)

ঠুঙ্কা[৩] বি. যে লোক দৈবাৎ বেশ্যালয়ে যায় ।। তু. ঠুন্কো + থাউকো । (৩)

ঠুন্কা দ্র. ঠুঙ্কা।

ঠুন্ডুক্[১] বি. জাহাজের মাস্তুল্ ।। (৫)

ঠুম্কি[৩] বি. পতিতা।। <নৃত্যভঙ্গি বিশেষ।। ২। গুমর ।। (৭)

ঠুর্রি[১] বি. চরস।। তু. অ. ভা. থর্রা—দেশী মদ ; অথবা অ. ভা. ঠুলি।

ঠুলি[৩] বি. ১। পুলিশ স্টেশন ।। ২। দরোয়ান ।। ৩। চশমা ।। ৪। চণ্ডু-পানের নল।। (১০)

ঠেক[৩] বি. ১। আড্ডার জায়গা।। ২। মদের চোরাই দোকান, যেমন অনেক পান-সিগারেটের দোকানে মদ বিক্রি হয় ।। ৩। সাহায্য ।। ৪।। চুরি বা ডাকাতির নির্দিষ্ট স্থান ।। ৫। মোটর বা ট্রেন গ্যারেজ ।। ৬। সাকরেদ ।। *E.* mate—a fellow-worker or partner. রামের গল্তাএ (গল্তায়) সাম্ (শ্যাম) ঠেক্ নিএছে (নিয়েছে)—রামের আড্ডায় শ্যাম আস্তনা গেড়েছে। (৩৪)

ঠেক্দার বি. সাহায্যকারী ।। (৭)

ঠেক্ নেআ[১] (নেয়া) ক্রি. চোরাই মাল হাত পাচার করা ।। <ঠেস, অবলম্বন ।। আগে চামিএ (চামিয়ে) নে পরে ঠেক্ নিএ (নিয়ে) লিবি—আগে চুরি কর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে পাচার করে দে। (৫)

ঠেক্ বাজ[৩] দ্র. ঠেক্দার ।

ঠেকু[১] বি. পকেটমারদের সর্দার ।। <অ. ভা. ঠেক্ । (২৭)

ঠোক্কর্[৩] বি. জুতো।। <বুটের ঠোকর। (৫)

ঠোকর্[১] বি. চোর ।। <অ. ভা. ঠেকু।

ঠোক্কু[১] বি. চোর ।।

ঠোঙা পরানো[২] ক্রি. লাঠি দ্বারা প্রহার করে মেরে ফেলা ।। (২)

ঠোনা[৩] বি. চুমা।।<আঙুল দিয়ে গালে বা চিবুকে আঘাত করা। ক্রি. ২। রতি-ক্রিয়া ।। (মস্তান) (৩)

ঠোলা[২] বি. ১। থানা ।।<ঠুলি (ছোট-পাত্র)>ঠোলা—বড় পাত্র অর্থাৎ থানার লকআপ ।। ২। পুলিশ ।। তু. ঠুল্লা —হাবিলদার, থানাদার বা ডেপুটি ইন্সপেক্টর। (জুয়াড়ী) ৩। চশমা।। তু. ছোখের ঠুলি ।। (৭২)

ঠোলা লেমারিস্ ছিন্তাইকারী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। (৭)

ঠোসা[৩] বি. ঘুসি ।।<হি. ঠুঁসা । (৭)

ঠোআঁ পরানো দ্র. ঠোঙা পরানো ।।

ঠ্যাক্[১] বি. রেলস্টেশন ।। <অ. ভা. ঠেক । (৪)

ঠ্যাঙ্[১] বি. ১। প্যাণ্টের পাশ পকেট ।। ২। প্যাণ্ট ।। (পকেটমার) (৯)

ড

ডবোল্-টোন[৩] বি. একজোড়া ছেলেমেয়ে।। <ইং. double এবং তূণ—তীর রাখবার খোল। বাং. ভা.। (মস্তান) কেলেগোলা ডবোল্-টোন্—একজোড়া কালো প্রেমিক-প্রেমিকা । (৭)

ডবোল্-ডেকার্[৩] বি. মোটা স্ত্রীলোক ।। <ইং. double-decker (bus). (১৯)

ডল্[১] বি. কোঁচার কাপড়।। <দল ; ডলা । (পকেটমার) ছেচ্কিবাজ ডলে ছেচ্কি চামিএছে — খুচরো-তোলা-পার্টি কোঁচার খুঁটে খুচরো লুকিয়েছে ।

ডলি[১] বিণ. মৃত।। তু. ডুলি—দোলা জাতীয় যান বিশেষ । গজ পরিএ ধুর ডলি হোএছে—ছুরি চালিয়ে লোকটাকে মারা হয়েছে (৪)

ডহর্[১] বি. সড়ক । সোজা রাস্তা <খাল, গভীর গর্ত ।। বিপরীতার্থ । (চোর-ডাকাত)

ডাক[২] বি. দুই ; কুড়ি ।। (৫)

ডাক-চাকি[২] বি. দু'টাকা ।। (১৩)

ডাকানা বি. দু'আনা ।।<দু।

ডাকি[২] বি. কুকুর ।। তু. *E.* barker—a dog. (৯)

ডাক্খানা[২] বিণ. দুই ।। ডাক্খানা ঢোল্—দুটা বাক্স । (১৭)

ডাক্টা[২] বি. দুই ।। (৫)

ডাটি[৩] বিণ. বলবান ।। তু. ডাঁটি ।। ডাটি ভাতি—শক্ত মেয়ে। (১৭)

ডান্ড়া[১] (ডাণ্ডা) বিণ. এক ।। (৫)

ডান্ড়া বেড়ি বি. দরজা ভাঙার যন্ত্র ।। (গব্বাবাজ) (২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাব্[১] বি. কোমর ; পাছা ।। (পোর্ট চোর) ডাব্সে মাল্ লাগাও—কোমরে চোরাই-মাল বেঁধে নে ।

ডাব্বু বি. ১। জেলের রান্নাঘরের হাতা ।। <ডাব্বু—বড়ো বাক্স ।। (কয়েদী) ২। মালগাড়ি ।।<ডব্বা (মালগাড়িচোর) ৩। জাহাজ ।। (পোর্ট চোর)

ডাল্[১] বি. চোরাই সোনার ক্রেতা ।। কলকাতায় দক্ষিণ ভারতীয় চোরদের মুখে শোনা । ডালেতে হল্দি দাও—সোনা বিক্রি করো । (৬)

ডাঁটা বি. রোগা হাড়সার মেয়ে ।।

ডি[২] বি. যে জালিয়াৎ কোটনার কাজ করে ।।<দালাল। ডি=(dalal)-এর ইংরেজি আদ্যক্ষর ।

ডিঙ্গুর[৩] বি. পুলিশ ।। (৩)

ডিবিআ[১] (ডিবিয়া) বি. হাতঘড়ি ।। হি. ভা.। (৭)

ডিম্[১] বি. ১। ইলেক্ট্রিক বাতি ।। ২। খাঁচরো টাকাকড়ি ।। G. Eier—coins. (১৮)

ডিমা বি. ১। ইট-পাথর ।। হাত-বোমা।। ডিমা টপ্কা—বোমা ছোঁড়া । (৩৯)

ডিমু[১] দ্র. ডিমা।

ডুঙ্গা[১] বি. পাছা ।। তু. হি. ডোঙ্গর্ — পাহাড়। (২)

ডুরি[২] বি. দরোয়ান ।।<দ্বারী । উত্তর বাঙলার সিঁদেল চোরের ভাষা । ডুরি পোরি খেলে ভিতরে জাবি (যাবি) —দরোয়ান ঘুমিয়ে পড়লে ভেতরে যাবি । (৫)

ডুলি করা[১] ক্রি. মেরে ফেলা।। <অ. ভা. ডলি । (মস্তান) (২৭)

ডেক্চি[৩] বি. পাছা ।। (মস্তান)

ডেড়্[২] বি. দলের সভ্য ।। তু. ডেরা—আস্তানা। (২)

ডোঙা[১] বি. নৌকা ।। <বা. ডিঙি ; ভো. ডোঙি। (জল-চোর) (৪)

ডোর্ করা[১] ক্রি. চুরিতে বার হওয়া ।।<ঢুঁড়া, ঢোঁড়া । পক্কি কাম মেঁ ডোর করেগা —সোনা চুরি করতে বার হওয়া ।

ডোর্ খাওআ[৩] ক্রি. প্রেমে পড়া ।। তু. প্রণয় ডোর । মাক্ড়ি ধুরে ডোর খেএচে—মেয়েটা লোকটার প্রেমে পড়েছে। (৭১)

ডোর্ হওআ[২] ক্রি. পকেটমার হওয়া ।(১৬)

ডোরা[৩] বি. উপদংশ ।

ডোরেজাওআ[১] (যাওয়া) চুরির সন্ধানে ঘোরাফেরা করা ।। আধি রাতে ডোরে গিএ কাঁটি হোএছে—মাঝরাতে চুরিতে বার হয়ে ধরা পড়েছে।

ড্যাকরা[৩] বিণ. ১। বোকা ।। <ধূর্ত । ২। সুন্দরী ।। <অভদ্র, কুৎসিত । বি. ৩। পিলে রুগী ।। (যার পেট ফুলে গেছে)।

ড্যাঙগুলি খ্যালা[৩] ক্রি. অসদুদ্দেশে কোনো মেয়েকে অনুসরণ করা ।। বাং. ভা.। (মস্তান) (৪)

ড্যাবরা বিণ. কুৎসিত ।। <ন্যাটা। (মস্তান) (৩)

ড্যাস্ করা ক্রি. ১। পরাজিত করা ।। ২। কোনো মেয়েকে ঘায়েল করা ।। তু. ইং dash. (মস্তান) (১১)

ডইমুলি বি. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ।। তু. সাঁওতালী দমুল—কয়েদীকে নির্বাসিত করা (Campbell's *Santali-English Dictionary*).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢ

ঢাটি লেড়া[১] ক্রি. যৌন সঙ্গম লক্ষ্য করা।। হি. ভা. । (মস্তান) (৬)

ঢাড্ডা[১] বি. পোঁটলা, ব্যাগ প্রভৃতি।। হি. ভা.। ঢাড্ডা লিএ (লিয়ে) সরে পর । (৭)

ঢালা[৩] বি. মদের দোকান ।। ঢালাএ সান্‌কি খাচ্ছে—মদের দোকানে মাতলামি করছে। (১৩)

ঢালা-মামা[৩] বি. মদ বিক্রেতা । (৩)

ঢালাই[১] বি. সোনা ।। (চোরাই-মালের কারবারী) (৫)

টিটা[১] ক্রি. ১। বিরক্ত করা ।। ২। অনুসরণ করা।। <টিট। বি. ২। বড়ো রাস্তা।। টিটা ধরে গলতাএ ঢোক —বড়ো রাস্তা ধরে গলিতে চ' । (১৬)

টিটা লেড়া[১] ক্রি. দেখা ।। হি. ভা. । ধর্ টিটা লেড়া—লোকটা দেখছে । (৫)

টিপলি[৩] বি. toilet cloth ।। <টিপলা।(১৮)

টুকু[১] বি. যে লোক গর্তের বা সরু ফাঁকের ভেতর দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করে ।। তু. ঢোকা ।। গব্বাবাজ টুকু চাঁদ টপকে গব্বাএ পেলে গেছে —'টুকু' গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। (৩৬)

টুনটুন[১] বি. গাড়ির গিয়ার বক্স।। হি. ভা.। (গাড়ি চোর) (৫)

ঢেলা[২] বি. পুলিশ ।। তু. ঢেলা মারা । পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট পাথর ছোড়া হয়। কলকাতার বহিরাঞ্চলে এই শব্দের ব্যবহার রয়েছে । (১০)

ঢোল্ বি. ১। বাক্স-পেঁটরা[১] । ২। গর্ভবতী[৩] ।। ৩। গাড়ির পিছনের অংশ[১] ।। দু ঢোল নাবালো—দু বাক্স চুরি হয়েছে। ঢোল নেকাল গেল—অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে । (২৭)

ঢোল্‌বাজ[১] বি. যে লোক কেবলমাত্র ট্রাম বাস বা ট্রেনে মাল সাফাই করে ।। (১০৭)

ঢোঁড়া[১] বি. মেয়েদের তলপেট ।। তু. ভো. ঢোঁরহী—তলপেট ; নাভি । (২০)

ঢ্যামনা বি. যে লোক নিজেকে বোকা বা নিরপরাধ বলে জাহির করতে চায়।। এই শব্দ পুলিশের মধ্যেও ব্যবহৃত হতে শোনা যায় । (২১)

ত

তব্‌লা[১] বি. পরদা ।। (৮)

তব্‌লা খাওআ[৩] (**খাওয়া**) কাজে ভুল বা গোলমাল হওয়া।।

তরালি[৩] বি. তরুণীর মনোমুগ্ধকর ওষ্ঠ ।।

তরোআলি, তরওআলি[৩] (**তরোয়ালি**) বি. তরুণীর ওষ্ঠ ।। (৪৮)

তর্‌কারি[১] বি. ছয় ।। (জুয়াড়ী) (৪০)

তড়া[২] বি. জামাকাপড় ইত্যাদি ।। তু. কাপড়ের তাড়া । (১২)

তল্‌তাই করা ক্রি. কোনো লোককে ভিড়ের গাড়িতে তুলে দেওয়া । গাড়িতে তুলে দিতে সাহায্য করার উদ্দেশে পকেটমার ।। <তোলা ।

তাজা[৩] বিণ. সৌখিন ।।

তানুক[২] বি. ১। তরুণী ।। ২। সুন্দর মুখশ্রী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(মেয়ে) ।। ৩। কুমারী মেয়ে ।। <তন্ । তানুক আতপ – তরুণী এবং সুন্দরী বিধবা । (৪১)

তাব্ড়ি বি. ১। থাপ্পর[৩] ।। <থাবড়া । ২। তামা[১]।। <তামড়ি । বিণ. ৩। ইতর; ছোটলোক[৩] ।।<তামলী–পান ব্যবসায়ী জাতি বিশেষ । (১৮)

তামাক[২] বি. ১। গাঁজা ।। ২। আফিং ।। 'তামাক' এবং 'তামাকু' বাঙালি ও অবাঙালিরা যথাক্রমে ব্যবহার করে । (৭)

তামাকু[২] দ্র. তামাক ।

তামাসা[৩] বি. রতিক্রিয়া।। <কৌতুক; মজা। (২)

তার[১] বি. ১। ঘড়ি-চেন ।। তু. *E.* cable –a pocket-watch chain ২। অন্ধকার ।। (৩)

তার[২] (মাল)[২] বিণ. সুন্দরী ।। (১২)

তারাএ থাকা[২] ক্রি. উন্মুক্ত জায়গায় শয়ন করা ।। <তারা । (৩)

তারোকেস্সর[২] (তারকেশ্বর) মস্তক মুণ্ডন।। অনেক সময়ে চোর বা পকেটমার ধরা পড়লে জনসাধারণ তার মস্তক মুণ্ডন করে দেয় । তারকেশ্বর তীর্থযাত্রীদের মধ্যেও অনেকে মানত পূরণ করতে মাথা নেড়া করে থাকে । (৭)

তাড়া[২] বি. জামা-কাপড় ।। তু. কাপড়ের তাড়া । (৫)

তাল্ দেআ[২] ক্রি. কোনো লোককে পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়া <চাপড় দেওয়া । (৭)

তালম্[১] বি. চাবি ।। তু. ভো. তালা–চাবি । হি. ভা. । (গব্বাবাজ) তালম্ তোড়োন্ –দোকানের দরজা ভাঙ্গা । (৪)

তালাচাবি-বন্ধো[২] বি. ঋতু বা মাসিক কাল।। (পতিতা) ভাতি তালাচাবি-বনধো কোরেছে–মেয়েটির এখন মাসিক অবস্থা চলছে । (৩)

তালামারা[১] ক্রি. দাঁড়ানো অবস্থায় কোনো লোককে পিছন থেকে ধাক্কা মারা ।। তু. তালগাছ (?)। (পকেটমার) (৬)

তালুক[১] বিণ. ভদ্র ; বিনয়ী ।। <অ.ভা. তানুক+ সালুক । ফা. সালুক–ভদ্র । তালুক ধুর–ভদ্রব্যক্তি । (৪)

তাল্তা; তল্তা বি. স্তন ।। <তাল্ বাং. ভা.। (মস্তান) (২৩)

তাল্বাজ পকেটমার ।

তালবাজি করা বি. দাঁড়ানো লোকের পকেট মারা ।। তু. তালগাছ বাং. ভা. । (পকেটমার) (৭)

তাসা[২] বি. জুয়ার টাকা ।। <তাস । (৫)

তিগ্গি বি. তিন টাকা ।। <তিন । (জুয়াড়ী) (১২)

তিন্দিনের অসুখ[২] ঋতুকাল ।। বাং. ভা. (পতিতা) (৩)

তিন্ পাত্তি[৩] বি. তিন টাকা ।। (৬৮)

তিন্সি[১] সর্ব. সে ।। <তিনি । (হিজড়া) (৩)

তিনু-ফি[২] বি. তিন টাকা ।। (মদ বিক্রেতা)

তির[১] বি. ১। কলম (পারকার) । (পকেটমার) ২। কলকাতায় গঙ্গার তীর ।। অন্ধারের ঝাপে ভাতি তিরে ফেরি কোরছে–রাতের অন্ধকারে বারাঙ্গনা নদীর ধারে ঘোরাফেরা করছে । (৪)

তিরিশ[১] বি. তাসের জুয়ার পাণ্ডা ।।

তিল্[৩] (ফুল) বি. স্তনবৃন্ত ।। (৪)

তিলক-কাটা[৩] বিণ. বিবাহিতা ।। (৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিলি[৩] বিণ. সাম্যবাদী ।। <তিলী জাতি । সাম্যবাদীরা তথাকথিত ছোট জাতি এবং দরিদ্রের মুক্তি চান (২)

তিরথো[৩] (তীর্থ) বি. বেশ্যাপল্লী ।। (১৩)

তুফান্ জাওআ[১] (যাওয়া) ক্রি. বেশ্যালয়ে গমন করা ।। (২)

তুরন্‌বাজ[১] বি. যারা দোকানের মাল চুরি করে ।। তু. তোলোন ; *E.* hoister–a shop-lifter. (২৭)

তুলোন্‌বাজ্ বি. যারা দোকান থেকে মাল চুরি করে।। (২১)

তেজা[২] বি. অ্যাসিড ।। (৩)

তেজি[২] বিণ. হিংস্র ।। <তেজী। তেজি ঝাঁও তেড়ে আসবে–হিংস্র কুকুর তেড়ে আসবে। (২)

তেড়ে নেআ[২] জুয়ার গোপন চাল জেনে ফেলা ।। বাং. ভা. (জুয়ারী) হুঁসিয়ার না হলে পার্টি তেড়ে নেবে। (৪)

তেল্[২] বি. ১। টাকা ।। *E.* grease—money. ২ । অ্যাসিড ।। ফুলে তেল দাও — তালাতে অ্যাসিড ঢেলে দাও। তেলামাথার তেল — বড়ো লোকের টাকা। তেলের ব্যাপারি (-রী) —জাল টাকা বা নোটের কারবারী। (২০)

তেসরা নসরবাজ[১] বি. জালিয়াৎ দলের তৃতীয় ব্যক্তি ।। (১৪)

তোড়[২] বি. ১ । প্রতিশোধ ।।→ ২ । হাঙ্গামা ।। ক্রি. ৩। চোরাই টাকা লুকানো ।। (চোরাই টাকা ভাগাভাগির পূর্বে) । হি. ভা.। (পকেটমার) (১৯)

তোড়োন্[১] বি. মালগাড়ি ভাঙা যন্ত্র ।। <হি. তোড়না ।। (৩)

তোড়বাজ[১] বি. জুয়াড়ী ।। (৩)

তোড় করা[২] ক্রি. জোর করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া ।। (১৮)

তোড় ভাঙা[২] ক্রি. টাকা ভেঙে সরিয়ে রাখা ।। (পকেটমার) চ. বাং. (টাকার) তোড়া থেকে ভাঙা ।। (৭)

তোড়া[১] বি. টাকা ভর্তি গেঁজে ।। হি. হাজার টাকা পূর্ণ থলি।

তোলন ; তোলন্‌বাজ[১] বি. ১ দোকান থেকে যারা চুরি করে। তু. তোলা। ২ । পুরানো কাপড় জামা বিক্রি করে যারা লোক ঠকায়।। তু. *E.* lifter ; booster—one who cheats a person with old and damaged clothes. (২৮)

তোলা[১] ক্রি. ছেলে চুরি করা।। (৩)

তোলাবাজ[১] বি. 'টপকা' চালে যে 'নকল' সোনার তাল তোলে ।। (৭)

তাও[১] বি. ১। পোশাক ।।→২। শার্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদি।। <কাপড়ের ভাঁজ । (৩২)

তাও দেআ[২] (দেয়া) ক্রি. কোনো বাচ্ছা মেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা এবং বড়ো হলে পতিতাবৃত্তিতে নামানো।। তু. ডিমে তা দেওয়া। (১২)

তাওআ (তাওয়া) বি. ১। টাকার থলি ; হাত-ব্যাগ[১] ।। ২। গ্রামোফোন রেকর্ড[২] ।। তু. ভো. তাওয়া । ৩। শরীরের পিছন দিক[৩] ।।→ক্রি. ৪। পায়ুকাম উপভোগ করা।। (২)

তেআরি[২] বি. তিন টাকা ।। <অ. ভা. তিগ্‌গি । (৫)

তেআরি সাড়ি[১] বি. তিন টাকা ।।

তোআজ[২] (তোয়াজ) বি. নাচ ।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভ্যাওরানো[২] ক্রি. মাতলামি করা, অপ্রকৃতিস্থ থাকা ।।

ত্রিভুজ[২] বি. ১। ঘেরা পার্ক ।। ২। স্থূল নিতম্ব ।। বিণ. ৩। বিবাহিতা ।। বাং. ভা. । (৮)

থ

থঙ্[১] ক্রি. হওয়া ।। (পতিতা) হি. ভা.। দ্র. কান্‌সি। (৩)

থর্-নামা[৩] বি. মোটা মেয়ে ।। বাং. ভা.। (মস্তান) (৩)

থর্‌কানো[৩] ক্রি. অনুসরণ করা ।। (মস্তান)

থর্‌রা[২] বি. মদ ।। কলকাতায় গুজরাটী চোরেরা বলে থাকে।

থক্‌কি[৩]; **থাক্‌কি** বি. চড় ।। <থাপ্পর। বাং. ভা.। (১৭)

থাগ্[১] বি. সিঁড়ি ।। <থাক। বাং. ভা.। (গব্বাবাজ) (৯)

থান্[১] বি. হাজার টাকা।। <কাপড়ের থান। (৭৩)

থাপা[১] বি. আড্ডার স্থান ; চোরদের আস্তানা ।।

থাপাস্ ১। বিশ্রাম স্থান। ২। লাথি ।।<থাবা। (৭)

থাপ্‌পর্[৩] বি. পাঁচ টাকার নোট ।। <পাঁচ আঙুল। (জুয়াড়ী এবং পকেটমার)(১৪)

থাব্বা[১] বি. মোটা টাকার বাণ্ডিল ।। <এক থাবা>মুঠো।। (৯)

থামা[২] বি. রেলওয়ে স্টেশন।। (৫)

থামানি[২] বি. চোর ধরা পড়া ও জনসাধারণের হাতে মার খাওয়া।। <থামিয়ে মারা। (২)

থাহা[৩] বি. ঊরু (স্ত্রীলোক) ।। <ইং thigh. (৪)

থুড্‌ডা ; থুড্‌ডি[২] বিণ. বুড়া-বুড়ি ।। <বুড্‌ঢা ; বুডটী ।। (১১)

থুড়ি[২] বি. বুড়ি ।। তু. থুবড়ি ; থুত্থুড়ি। (৪)

থুড়ো[২] বিণ. বুড়ো ।। (৪)

থুম্‌বা গেয়া[১] ধরা পড়া।। হি. ভা.। তু. থুম্‌বগ্যা। (জুয়াড়ী) (৩)

থুর্‌রম্ বি. ১। জেলের খাবার ।। (কয়েদী) ক্রি. ২। প্রহার করা ।। <থোড়া। পরিস্‌কার থুর্‌রম্ হএচে—উত্তম প্রহার হয়েছে। (১৮)

থুর্‌রম্ করা[১] ক্রি. খাওয়া ।। (কয়েদী) (১০)

থোবর[১] বি. মুখ ।। তু. হি. থোব্‌রা — পশুর নাক। (১৩)

থিওএ[১] ক্রি. আছে ।। বাং. ভা.। ডাকটা গজ থিওএ ওর কাছে—দুটো ছুরি ওর কাছে রয়েছে অথবা ওর দুটো ছুরি আছে। (৭)

থিও ক্রি. হয় ।। তু. নেপালী। চর্‌কি ডাটি থিও—হাত ঘড়িটি সুন্দর ।

দ

দক্[৩] বিণ. ১। সুন্দরী ।। দক্ ভাতি — সুন্দরী মেয়ে। বি. ২। অন্ধকার ।। দকে টেনে ফুটে জা — অন্ধকারে এনে পালা। (৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখোল্[1] বি. যে নাগালের বাইরে চলে গেছে ।। ধুর দখোল হোএ (হ'য়ে) গ্যাছে—লোকটা হাতের বাইরে রয়েছে। (পকেটমার) (২)

দঙ্গোল[3] বি. ১। সাকরেদ ।। ২। ভিড়।। (১২)

দত্তো[1] বি. দেয়ালের গর্ত ।। <গত্তো। (গব্বাবাজ-সিঁদেল চোর) (২)

দফা[2] বি. স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ।। চিংড়ি দফায় আছে—মেয়েটি রজস্বলা। (৪)

দম্দম্[3] বি. অতিরিক্ত পানভোজনের জন্য পেট ফুলে রুদ্ধশ্বাস ।। <দমসম । (৩)

দর্[3] বি. নামী গুণ্ডা ।।<কদর। (মস্তান) (৬)

দরদ্[3] বি. ১। ক্রোধ ।। ২। ঈর্ষা ।। (১১)

দরাজ্[3] বি. ১। মোটা মেয়ে ।। বিপুলা অর্থে। →উন্মুক্ত অর্থে। ২। টাক মাথা।। (৩)

দরোআন্[1] বি. ১। কুকুর ।।→২। আওয়াজ ব। (ডাকাত) (৫)

দর্খাস্তো[3] বি. ১। কোনো মেয়ের নিকট আত্মসমর্পণ ।। ২। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ ।।

দর্মা[1] বি. দেওয়াল ।। পল্লীগ্রামে বা বস্তিতে ঘর-দালানে দর্মার ব্যবহার হয়ে থাকে। (চোর) (২)

দলিজ্[2] বি. বেশ্যাপাড়া ।। তু. দহরিআ। (৫)

দল্লা[3] বি. কোটনা ।। <দালাল। (৭)

দসা[3] বি. স্বাদ ।। আ. বিপ.।

দসোমিক[1] বি. দশ টাকা ।। (৫)

দস্তি[1] বি. ১। টাকা ।।<দিস্তা। (পকেটমার) চামড়া থেকে দস্তি পাত্তা ভরে নিএচে (নিয়েছে) —ব্যাগ থেকে নোটের তাড়া চুরি করেছে। একগজ দস্তি—একশো টাকার নোট। ২। দামী পাথর ।। (১৭)

দস্থান্[1] বি. দশ হাজার টাকা।। (১২)

দস্-সের্[1] বি. পঞ্চাশ টাকা ।। বাং. ভা. (পকেটমার) (৮)

দহরিআ[1] বি. ১। উকিল ।। ২। জারজ।। <৩। সন্তান ।। হি. ভা. (মস্তান) (১৮)

দমক্[2] বি. গাঁজা ।। (৯)

দম্[2] বি. গাঁজা ।। (৪)

দম্পি[2] বি. গাঁজা ।। <অ. ভা. দম্ । (৩)

দর্সোন্[3] বি. দাড়ি ।। < দর্শন।

দহ্লা[2] বি. দশ টাকা ।। <(জুয়াড়ী) (৮)

দানাবাজ[3] বি. জুয়াড়ী ।।

দাম্[1] বি. ১। একটি মেয়ের ক্রয়মূল্য ।। ২। যৌন সম্পর্ক ।। (২)

দামাদা[1] বি. বাক্স ।।

দামফু[3] বি. গাঁজার টান।। <অ. ভা. ধুপনি। (৩)

দাম্রি[1] বি. ১। টাকা পয়সা।। ২। এক টাকা।। ধুর্কা বুজ্ঝল্ মে দাম্রি হ্যায় মাও লাসা—লোকটার বুক পকেটে টাকা আছে তুলে নে। দাম্রি চাম্লে —টাকা চুরি কর। (৭১)

দারা[1] বি. পুলিশ ।। (গব্বাবাজ) (৩)

দালাল্[3] বিণ. চাটুকার ।। (কয়েদী) (১২)

দালাইলামা[1] বি. গাঁজা ।। তু. দলা। দালাইলামার ভারতে আগমনের পর এই শব্দটি অপরাধ জগতে 'গাঁজা' অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাং. ভা. । (কয়েদী) (৭)

দাল্লা[3] দ্র. দল্লা ।

দাল্লু[3] বি. কোটনী ।। (২)

দাসুবাবু বি. দশ টাকা ।। বাং. ভা.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পকেটমার) (৩)

দাহারিআ (-য়া) দ্র. দহরিআ। (১৮)

দিঙ্‌গুর[১] বি. পুলিশ ।। দিঙ্‌গুর্ আসছে ফুটে জা।

দিপ্‌পেগো ক্রি. টাকা দেবে ।। হি. ভা.। (পতিতা)

দু-ওজন[১] বি. দুটো বালা ।। বাং. ভা. ।(২২)

দু-ওজন গালা[১] দুটো বালা ।। গালা<বালা।

দু-দুআরি[২] ক্রি. ১। ছিনতাই করে পালানো ।। (ছিনতাইকারী) ধুর্‌কে দু-দুআরি। বিণ. ২। বিশ্বাসঘাতক। তু. *E.*two-way guy—treacherous person. (৯)

দু-পএসা (পয়সা) দু-আনা[১] বি. ভারি নিতম্ব (স্ত্রী.) ।। বাং. ভা.। ডবোল ডেকারের দু পএসা দু আনা—মোটা মেয়ের ভারি পাছা।

দুক্‌কি[৩] বি. ১। দুই ।। ২। দুটাকা ।। (৬)

দুখি[১] বি. দুই ।। < অ. ভা. দুক্‌কি (৬)

দুগগি[৩] বি. দুটাকা ।। (২৫)

দুধ - ভাই[২] বি. হিজড়ার পাতানো সখী।। (৩)

দুব্‌রি[১] বি. গিল্টি বোতাম ।। তু. দোবরা—দুবার ধোওয়া। এখানে 'রঙ্ - মাখানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুম্[১] বি. ধাপ্পা ।। ধুর্ চ্যাঙলা দুম্ দিলে সব ভোস্‌কে যাবে—লোকটা চালাক ধাপ্পা দেওয়া চলবে না।

দুর্ বইট্ গই[২] বি. স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু ।। (গুজরাটী বারবণিতা) (৩)

দুর্‌কি[২] বি. দুটাকার নোট।। (৭)

দুলা[১] বি. কনে ।। (হিজড়া) (২)

দুসরা[১] বি. 'টপকা'র জুয়াড়ী ।। (হীরে চোর) (৪)

দেখাদার[১] বি. দরোয়ান ।।<দেখা। (গব্বাবাজ) (৩)

দেনেওলা[৩] বি. বেশ্যার খদ্দের ।। (৫)

দেমাক্[২] বি. ভাগ্য ।। (৫)

দো-তল্‌লি[২] বি. বারাঙ্গনা ।। হি. ভা.। দো-তল্‌লিকা বাহার —বারাঙ্গনার সৌন্দর্য। (৯)

দো-নম্‌বর্-গুন্[১] বি. লরি।। দো নম্‌বর গুনে তোলনবাজ সওদা চামিএছে—লরি থেকে মালচোর মাল চুরি করেছে। (৯)

দোকান্[১] বি. ১। গুহ্যদেশ ।। দোকানে লাগিএ সুখা আনা—গুহ্যদেশে লুকিয়ে গাঁজা আনা। জেলের মধ্যে লুকিয়ে গাঁজা পাঠানো হয়। সচরাচর জেলের কর্মচারীরা সাহায্য করে থাকে। (কয়েদী) ২। হাতবোমা ।। দোকান টপকানো—হাতবোমা ছোঁড়া। (৭)

দোকান্‌দারি[১] বি. একটাকা ।। জেল পুলিশকে ঘুষ দিয়ে জেলের মধ্যে মাল পাঠানো। (কয়েদী) (২)

দোকানিআ[১] বি. বেশ্যাপাড়া ।। (৩)

দোখিন্‌পাড়া[১] বি. বেশ্যাপাড়া ।। (৭)

দোগ্‌লা[৩] বিণ. চরিত্রহীন ।। (২)

দোগ্‌লাবাজ[২] বিণ. বিশ্বাসঘাতক ।। তু. বাং. দুরকম ব্যবহার।

দোচেনেআ[৩] ক্রি. কোনো মেয়ের সংস্পর্শে আসা ।।

দৌড়ি হাজত[২] বি. ১। জেলের কয়েদী ।। ২। জাহাজ চোর ।। (৩)

দোলি[১] বি. খুন ।। তু. ডুলি । দোলি করা—গলায় ফাঁস পরিয়ে মারা।

দোস্‌তি[১] বি. মনিব্যাগ ।। তু. দোস্ত—বন্ধু ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পকেটমার) (৫)

দইমলি[১] বি. যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে যার ।। (১৪)

দউনি[৩] বি. সোডা লেমনেড ।। তু. -নি < পানি।

দএলা[৩] (দয়লা) বি. দশটাকা ।। দুটো দএলা—কুড়ি টাকা। (২২)

দএলা-নএলা[৩] বি. চলার ভঙ্গি ।। (৯)

দওআনি[৩] বি. সোডা লেমনেড ।। তু. দওয়াই + পানি।

দাইমলি[১] বি. দ্র. দইমলি।

দাও[২] বি. ১। রক্ষিতা ।।→২। যে ছেলেমেয়ে চুরি করে।। (৩)

দাওআই[২] বি. ১। অ্যাসিড ।। ২। মদ।। ৩। ওষুধ।। ৪। গাঁজা। (৩৮)

দাঁও[২] বি. ১। রক্ষিতা ।। তু. দাঁও <লুঠ, অর্থাৎ চুরি করে আনা মেয়ে । দাঁওটা খুব উড়ায়া–সাফাই (মেয়ে) চুরি। (৬২)

দাঁওবাজ[৩] বিণ. ১। বেশ্যাসক্ত বি. ২। বোকালোক ।। (৬)

দুআরি করা[১] ক্রি. মাটি থেকে সোনা বানানো ।। (জুয়াচোর) (৪)

দৌউড়[১] (দৌড়) বি. ট্রাম-বাস ।। বাং. ভা.। দৌউড় থেকে ফুটে জা–বাস থেকে পালা । (পকেটমার) (৯)

দ্রিস্‌টি[৩] (দৃষ্টি বি. চোখ ।। চিঙড়ির কানকি-টেপা দ্রিস্‌টি–মেয়েটির আকর্ষণীয় চোখ ।*E.* peeps; sights—eyes.(৩)

দ্রোব্‌বো[১] (দ্রব্য) বি. ১। সোনারূপা ।। ২। লাভ ।। ৩। চোরাইমাল ।। ৪। হাতঘড়ি ।। ৫। গাঁজার চোরাই কারবার ।। (২১)

ধ

ধ্বানি[১] বি. সহকর্মী ।। তু. ধরা > 'সাহায্য' অর্থে । (২)

ধরের্[২] বি. পলাতক ।। তু. ধরা বিপরীতার্থ। (৫)

ধর্‌পা (দেআ)[২] বি. গর্ভপাত ।। বাং. ভা. । (২)

ধড়্‌ফড়্[৩] বি. মাথা ।। ধড়্‌ফড় চিবিএ খাওয়া —মাথা ফাটিয়ে দেওয়া ।

ধাক্[১] বি. আত্মসমর্পণ ।। তু. ধরা (?) ।(৫)

ধাক্‌কা[২] বি. ভিড় ।। *E.* push–crowd. (৮)

ধান্‌দা[৩] বি. চুরির সন্ধান ।। (৯)

ধান্‌দাবা[১] বি. দ্র. ধান্‌দা।

ধামা[৩] বি. ১। গর্ভসঞ্চার ।। ২। চোরাই মাল ।। ৩। মোটা লোক ।। (২৮)

ধাম্‌রি[২] বি. ঢাক ।।

ধাম্‌রি হওয়া[৩] ক্রি. গর্ভসঞ্চার হওয়া ।। তু. ধামা । বাং. ভা. (মস্তান) (৩)

ধুন্‌লাগা[১] বি. নেশা ।। (৪)

ধুপনি[৩] বি. ১। বিড়ি;সিগারেট ।। তু. ধূপ <ধূম; নি<নেয়া, অর্থাৎ পান । ২। ধুলো ।। ধুপনি চম্‌কে ঠুলি ঢাকা–চোখে ধুলো ছোঁড়া । ৩। ঢাকনি ।। তু. ধুচুনি । (১৫)

ধুর্‌ড়ি[৩] বি. ১। মোটা মেয়ে ।। তু. ধুমড়ী। ২। লম্পটী ।। বাং. ভা. ।

ধুর্[৩] বি. ১। লোক; প্রতারিত ব্যক্তি ।। পাটনা জেলায় 'ধুর' অর্থে বলদ বোঝায় । ২। ঘুষখোর পুলিশ ।। তু. ধূর্ত । ৩। নয়া বা শিক্ষানবিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পকেটমার ।। ধুর বিলা হোএ (হ'য়ে) গ্যাছে ফুটে চল– লোকটা জেনে ফেলেছে, পালা । ধুর গদর করে দিএছে (দিয়েছে)–লোকটা বুঝে ফেলেছে । ধুর চিমট্ গেয়া–লোকটা অপরাধীকে ধরেছে । ধুরের কাছে কিছু থরকাএ (থরকায়) না–লোকটার কাছে কিছু নেই । (১০৭)

ধুর-মারা[১] ক্রি. বাইরে ঘুমানো ।

ধুরানি[২] বি. ১। উদ্বাস্তু মেয়ে । ধুরানি ছকানো–মেয়ে ঠকানো । বাং. ভা. । ২। রক্ষিতা ।। (হিজড়া) ৩। সমকামী । (১২)

ধুরুআ[৩] (**ধুরুয়া**) বিণ. ১। বোকা ।। বি. ২। যে পুলিশ ঘুষ নেয় না ।। (২০)

ধুসো[৩] ক্রি. ঘুষি মারা ।। <ঘুষো । (৩)

ধোকাবাজ[৩] বি. ১। দলের ভেতর ঠগবাজ ।। < ধোঁকা । ২। সামাজিক অপরাধে ধৃত ব্যক্তি ।। (৪)

ধোস[১] বি. ১। মোটা লোক ।। তু. ভোজ. ধূস– স্তূপীকৃত মাটি । বিণ. ২। ভীতু ।। (৫)

ধোস্ বাটটা[২] ছড়িয়ে দিয়ে থামিয়ে দেওয়া ।। (১২)

ধোসে নেআ[১] (নেয়া) ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া ।। (৭)

ধোসে জাঁওআ[২] (যাওয়া) ক্রি. পালানো ।। (২)

ধাই[২] বি. স্তন ।। তু. ধাত্রী । (গুজরাটী কোটনা) (৩)

ধুএ দেআ[১] (ধুয়ে দেওয়া) ক্রি. ১। গাড়ির যন্ত্রপাতি চুরি করা।। পুরো ধুএ দে– গাড়ির সমস্ত যন্ত্রপাতি চুরি কর । (গাড়ি চোর) ২। খুনের চিহ্ন মুছে দেওয়া ।। (১২)

ধোআনি[১] (**ধোয়ানি**) বি. খুনের চিহ্ন না থাকা ।। (৪)

ধোআ[১] (ধোয়া) বি. ১। গাঁজা ।। >ধোঁয়া ২। আগ্নেয়াস্ত্র।। *E.* smoke—fire arm. ধোঁয়া এঁটে ডোরে জাবি (যাবি)– আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চুরিতে যাবি । (৯)

ন

নকদি[১] বি. টাকা ।। <নগদ । আর. নক্দী । তু. চ. বাং. নগদানগদি । (১০)

নক্সা[৩] বি. আর. ১। মিথ্যাভাষণ ।। ২। চক্রান্ত ।। ৩। ধাপ্পা।। ৪। মেয়ের চেহারা ।। তু. আর. নক্স—ছবি । গজ পরাবার নক্সা—ছুরি চালাবার মতলব । ধুর নক্সা দিএ ফুটে গ্যালো—লোকটা ধাপ্পা মেরে পালালো । (৫২)

নক্সাবাজ[৩] বি. ধূর্ত ও বদ লোকজন ।। (৭)

ন-খাল্[১] বি. নবরত্ন ।। (চোর-গব্বাবাজ) (২৩)

নগেরা[১] বি. টাকা ।।

নজর্ নেআ[১] ক্রি. বাং. ১। অনুমোদন পাওয়া ।। ২। তাকানো। বি. ৩। পুরস্কার ।। (৫)

নটটি বি. মনিব্যাগ ।। তু. নোট ।

নত্থি বি. জেলে কয়েদীর রেকর্ড ।। তু. হি. নত্থী । (৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ননা[২] বি. নিষ্ক্রিয় সমকামী । (মস্তান) তু. ভোজপুরী নন্‌কা—শিশু । (৪)

নমিস্‌তি[১] বি. ফতুয়ার পকেট ।। তু. নিমা—অর্ধ। (দর্জিদের ব্যবসায়িক স্ল্যাং । নমিস্তি—ফতুয়া, অন্তর্বাস ইত্যাদি বোঝায়) হি. ভা. । ঘাওবাজ নমিস্‌তি টেনে পাত্‌তা ভরেছে—পকেটমার ব্লেড চালিয়ে টাকা পেয়েছে (২৭)

নম্‌বরি[২] বি. একশো টাকার নোট ।। (১৯)

নল্‌গিট্‌টি বি. বুলেট ।। তু. নল—বন্দুক; হি. গিট্‌টী—ইট-পাথরের টুকরো । (৮)

নসর্‌[১] বি. চাতুরী ।। (১৪)

নসর্‌বাজ্‌[২] জুয়াচোর ।।

নসোপান্‌চাস্‌[১] বি. ধাপ্পা দিয়ে ঠকানো ।। (৩)

নস্‌তাই[২] বি. ছিনতাই ।। বর্তমানে অপরাধ-জগতে 'ছিনতাই' অপ্রচলিত। তৎ-পরিবর্তে 'নস্‌তাই' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে । নস্‌তাই মাল—চোরাই মাল । বাং. ভা. । (ছিনতাইকারী)

নজ্‌কত্‌[৩] বি. আর. চটুল মেয়ে ।। তু. আর. সভ্য; রুচিসম্পন্ন । (৩)

নাক্‌ বি. ১। নর্দমা ।। বিণ. ২। দেমাক ।। (৫)

নাকাল্‌ দিস্‌তে[১] বি. ১। হাতের মুঠ । তু. ইং knuckle ; দস্‌ত্‌—হাত । বাং. ভা. । (৭)

নাগড়ুমাড়ুম্‌[১] বি. গায়ের জামা ।। অনু. । (পকেটমার) নিমার টিঙ্‌ ঢেকে আছে নাগড়ুমাড়ুম্‌—ফতুয়ার পকেট জামায় ঢাকা পড়েছে । (৩)

নাগিন্‌[২] বি. বোকা ছেলে ।। তু. হি. নাগিনী । (কয়েদী) (৬)

নাঙলি[৩] বি. যার একাধিক আঙুল কাটা গেছে ।। তু. হি. অঙ্‌লী ।

নাচ্‌[১] বি. সিঁড়ি ।। *E.* dancers—stairs.

নাচোন্‌-কোঁদোন্‌[২] বি. বাং. ১। পতিতালয়ে হুল্লোড়।। ২। শিশুসুলভ আচরণ ।। (১১)

নাচ্‌গোলি[৩] বি. পুলিশের বিভাগীয় আপিস ।। (২)

নাটা[৩] বি. ১। বেঁটে মেয়ে ।। ২। মাল চুরি ।। < টানা । (২৯)

নাটটি[১] বি. দ্র. নট্‌টি ।

নাতা[১] বি. থানা ।। বাঙালি উচ্চারণে প্রায়ই 'থ' স্থানে 'ত' পাওয়া গেছে । (৩৮)

নাথা[১] বি. থানা ।। অ. বাং. ভা. (৭২)

নাথার্‌[১] বি. পুলিশ হাজত ।। (ছিনতাইকারী) (২১)

নায়ক[১] বি. ১। ভবঘুরেদের সর্দার ।। ২। ছেলেমেয়ে চোর।।

নান্‌খাতাই[২] বারবণিতা ।। < একজাতীয় বিস্কুট । (উত্তর কোলকাতা) (৫)

নাপ্‌ নেআ (নেয়া) ক্রি. চুরির জায়গা আগেভাগে দেখে আসা ।। তু. হি. নাপ—মাপ । সওদা নাপ্‌লেয়া—(আমি) চোরাইমাল বুঝে নিয়েছি । (৫২)

নাপি[২] বি. স্ত্রীলোকের নাভি ।। (২)

নাপ্‌পু[১] ক্রি. যেখানে চুরি হবে সেই জায়গা ভালো করে দেখে রাখা ।। < অ. ভা. নাপ্‌ । (৭)

নাপ্‌পু দেআ[১] ক্রি. যার পকেটমারা হবে তাকে চোখে চোখে রাখা ।। (৩)

নাপ্‌লা বি. ১। ক্যাবলা[৩] ।। বিণ. ২। আদুরে[২] ।। বি. ৩। ছুরি[২]। (১৩)

নাফা[২] বি. ১। পাশ পকেট ।। < মুনাফা ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। ফেনা ।। (পকেটমার) (৮)

নাফাসি[১] বি. ছেলে-মেয়ে চোর ।। <মুনাফা । (ছেলেধরা)

নাফাসি জাওআ[২] ক্রি. বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ ।। হি. ভা. (৩)

নামা বি. ১। বয়ে-যাওয়া ছেলে ।।[৩] ২। ছুরি ।। < কেটে নামানো ।

নামি-খাড়া[৩] ১। যখন কোনোকিছু পুলিশের চোখে পড়ে যায় ।। তু. নামি<নামী (পুলিশ); খাড়া, অর্থাৎ 'লক্ষ্য রাখা' বোঝাতে । (মাল তোলনকারী) নামি খাড়াএ (খাড়ায়) আছে. হুঁসিআরিতে সওদা টান্—পুলিশ আছে, সাবধানে মাল পাচার কর । ২। দাঁড়ানো অবস্থায় পকেটমারা । (৫)

নারাঙগা[৪] বি. যে ডান হাতের পরিবর্তে বাঁ হাতে কাজকর্ম করে ।। (২)

নারকেল[১] বি. স্টেনগান ।। (৩)

নাড়ু[৩] বি. ১। বোমা ।। ২। বাচ্ছা ছেলে বা মেয়ে ।। (২৬)

নাল্ বি. ১। জেল । <লাল । জেলখানার প্রাচীরের রঙ সচরাচর লাল হয়ে থাকে । (১২৩)

নাল্ ঝাড়া[৪] ক্রি. সশ্রম জেল খাটা ।। (১১)

নিগোড়ি[১] বি. দরজা-জানলা ভাঙার যন্ত্র ।। তু. নিগড়-শেকল । হি. ভা. ।

নিচল্ভরা[১] পাশ-পকেট থেকে তোলা ।। নিচল্ভরার পার্টি ঘাও দেবে না–পাশ-পকেট থেকে যে তুলবে সে ব্লেড চালাবে না। (৭)

নিচুকা-মাল[১] ১। পাশ-পকেটের খুচরো পয়সা ।। ২। ডবলডেকার বাসের এক তলায় চুরি ।। (২২)

নিচের[১] বি. নিচের পকেট ।। ধুর্‌কা নিচের্‌মেঁ ছেচকি হ্যায় ভরলে—লোকটার পাশ পকেটে খুচরো আছে, তুলে নে । (৯)

নিচ্ছল্[৩] বি. ১। পাশ-পকেট[১] ।। (পকেটমার) ২। উরু[১] ।। <নিচু। ৩। ধনী ব্যক্তি[১] ।। তু. 'উচু'র বিপরীত। অ. ভা. উচু—দরিদ্র ।

নিঝুআ[১] ক্রি. ১। চুরিতে বার হওয়া ।। তু. হি. নিকল্না । ২। গভীর রাতে ধরা পড়া ।।

নিপাই ঠাকুর[১] জামা ।। তু. নিমা । (পকেটমার) (৪)

নিমক্[১] বি. হি. প্রস্রাব ।। (২)

নিমা[১] বি. ফা. ফতুয়া ।। (পকেটমার) (৩৬)

নিমাখাল্[১] বি. জামার ভেতর পকেট ।। (পকেটমার) (৯)

নিমার্ উল্টি[১] জামার ভেতর পকেট ।। বাং. ভা. । (পকেটমার) (৫)

নির্‌খা[১] বি. রক্ত ।। তু. নীর । ধুর্ মাত্ হলো, নির্‌খা ঝর্‌ছে—লোকটা খুন হলো, রক্ত ঝরছে । (হিজড়া) (৩)

নিলু[১] বি. চোরাইমাল সংগ্রহ ।। তু. নিল। (২)

নিস্[১] বি. কুড়িটাকা ।। তু. বিশ। হি. ভা.। (পতিতালয়)

নুকদার[১] বি. সুডোল নিতম্ব।। তু.হি. নোক্‌দার .—সুন্দর । হি. ভা.। (পতিতালয়) (৪)

নুচে নেআ[৩] (নেয়া) ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া।। <ছিনে নেয়া>নেছি>নেচি>নুচে । (১২)

নুড়ি-বাটটা[৩] কোনো প্রকার গোলমাল না করা ।। তু. নু—< না (?) । এখানে মাত্ হয়েছে নুড়ি-বাটটা করিস্ না সব ফুটে জা (যা)—এখানে খুন হয়েছে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলমাল না করে সরে পড় ।

নেটি[১] বি. ১। রক্ষিতা ।। < নটী । ২। প্রিয়জন ।। (২)

নেট্‌টি[১] বি. মনিব্যাগ।। তু.অ.ভা. নট্‌টি। (২)

নেত্তা[১] বি. তিন ।। তু. নেত্র, অর্থাৎ তিনে নেত্র । বাং. ভা. । (৬)

নেত্রো[১] বি. তিন ।। বাং. ভা. । নেত্রো চাকি — তিন টাকা। (৭)

নেত্রোসো[১] বি. তিনশো ।। (৪)

নেপ্[১] বি. পেন ।। ২। জানলা ভাঙার যন্ত্র ।। (১৭)

নেপালা[১] বি. নেপালীদের ভোজালি ।। ক্রি. দ্রুত পালানো ।। (৩)

নেবেগ্যালো[৩] ক্রি. বাং. হেরে গেলো ।। ধুর নেপালা ফেলে নেবে গ্যালো—লোকটা ছুরি হারিয়ে হেরে গেলো । (১০)

নেহনি[১] বি. পতিতা ।। তু.ফা. নিহনি –গোপনভাবে । ইং. private অর্থের সঙ্গে যোগ রয়েছে । বারবণিতাকে অনেক সময়ে 'প্রাইভেট'ও বলা হয় ।। (উত্তর ভারতের মুসলিম কোটনা) (৩)

নোচে নেআ[৩] (নেয়া) ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া ।। তু.অ.ভা. নুচে । হি. নুচনা—আঁচড়ানো। (২৮)

নোতুন-চ্যাঙলা[৩] বি. নতুন মস্তান ।। (৯)

নোতুন্-পাখি[৩] বি. নতুন বেশ্যা ।। বাং. ভা. । (২)

নোতুন-রেলা[৩] বি. উল্‌টি ভাষা ।।

নোতুন্-সেআনা[১] (সেয়ানা) বি. শিক্ষানবিস চোর ।। (১৮)

নোমুনা[১] বি. রেওয়াজ ।। (৩)

নোলি করা[১] ক্রি. দড়ির ফাঁস লটকে হত্যা করা ।। তু. নলি । কোলকাতার বাইরে বুলিটির চল রয়েছে । (৩)

নোলোক্[১] বি. ১। তালা ভাঙার যন্তর ।। ২। বাচ্ছা মেয়ে । (ছেলেধরা) (৭)

নোস্[১] বি. ১। লোক ।। মানুষ >মানোস >নোস । নোসের কাছে ঝল্‌কা আছে ঝেড়ো—লোকটার কাছে টাকা আছে কেড়ে নিও । ২। খদ্দের ।। (হিজড়া) (৪)

ন্যাকোর্-চ্যাকোর্[৩] বি. পোষাক ।। ন্যাকোর-চ্যাকোর কোরে রনে (রণে) বার হওআ (হওয়া) । (১১)

নএআ (নয়া) ভাইআ[১] ১। বি. নোতুন চোর ।। ২। শিশু অপরাধী ।। (৩)

নএকা[১] (নেয়কা) বি. শিক্ষানবিস পকেটমার।। (২২)

নৌআ[১] (নোয়া) বি. ব্যাঙ্ক কর্মচারী (যে ক্যাসে কাজ করে) ।। <নেয়া ।। (কেপমারী চোর) (১১)

নৌই[১] বি. নাপিত ।। তু. বাং. নাই; হি. নাউ । (৩)

নৌউআ[১] (নৌউয়া) বি. নাপিত ।। (৩)

নৌকো[৩] বি. ১। নয় (তাস খেলার ভাষা) ।। তু. নয়। ২। পেট ।। <নৌকো । প্রথম অর্থ ধ্বনিগত মিল থেকে এবং দ্বিতীয় অর্থ মূল শব্দটির অর্থের সঙ্গে সংযোগ রেখে । (৯)

নৌকো-চলে[৩] বি. ১। মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক।। ২। পোষা কুকুর ।।(২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প

পঙ্‌গত্‌[১] বি. ভবঘুরেদের দল ।। বাং. ভা. । (৪)

পচা[২] বি. বাং. ১। দাগী আসামী।। ২। মদ।। বিণ. ৩। বৃদ্ধা ।। (১১)

পট্‌[১] বি. স্ত্রীলোকের উরু ।। (২)

পট্‌কা[৩] বিণ. ১। ক্রুদ্ধ ।।<'বোমা ফাটানো' অর্থে । বি. ২। মোটা লাঠি ।। <কোঁৎকা । (৭)

পট্‌রি[২] বি. হি. ট্রেন ।। হি. পটরী–রেল লাইন । (৬)

পটল্‌[২] বি. হি. কপালে চন্দন তিলক ।। হি.ভা. । (২)

পটাস্‌[৩] বি. বোমা ।। <পটাশ । (৭)

পতাকা[২] বি. রেলের সিগ্‌নাল ।। (১৭)

পত্‌থর্‌বাজ্‌ বি. দামী পাথর চোর ।।

পন্‌চবাজ[১] বি. ছিনতাই করে পাঁচ মাথায় ছেড়ে দিয়ে যারা পালায় ।। (৩)

পন্‌চম্‌[২] বি. বাং. পাঁচ টাকা ।।<পঞ্চম। (২২)

পন্‌চাস্‌[২] বি. তাসের জুয়াড়ী ।। বাং. ভা.। (৬)

পপি বি. ১। পুলিশ ।। ২। সুন্দরী ; সুশ্রী মেয়ে ।।

পরানো ক্রি. বাং. ১। ছুরিমারা[৩] ।। ২। ঠকানো[২] ।। ধুরকে পোরিএ (পরিয়ে) ফর্‌ থেকে বার কর্‌ — লোকটাকে ঠকিয়ে ডেরা থেকে বার করে দে। (১২)

পর্‌কা[২] বি. পোষাক ।। তু. হি. পর্‌না। (হিজড়া) (৩)

পর্‌কি[২] ক্রি. মলমূত্র ত্যাগ করা ।। (হিজড়া)

পর্‌না[২] ক্রি. প্রস্রাব করা ।। (হিজড়া)

পড়ি খাওআ[১] **(খাওয়া)** ক্রি. ঘুমালো ।। তু. বাং. পড়ে থাকা। মাল পড়ি খেআছে ঢোল মাথার তলা—লোকটা ঘুমাচ্ছে, মাথার তলায় জিনিসপত্র রয়েছে। (৩০)

পড়ি খিচা ঘুমানো।

পড়ি দেআ[১] ক্রি. ১। শোওয়া ।। →২। ঘুমন্ত লোকের পাশে শোওয়া ।। ঘুমন্ত লোকের পাশে শুয়ে চুরির সুযোগ নেওয়া হয়।

পড়িবাজ্‌[১] বি. ১। ডাকাতির অকুস্থলে নজর রাখে যে ।। (চোর ও ডাকাত) ২। পার্কে বা স্টেশনে ঘুমন্ত লোকের যে পকেট মারে ।।

পলিতা[১] বি. ১। চণ্ডু গরম রাখার জন্য আগুন ।। ২। অ্যাসিড ।। পোড়া-অ্যাসিডের রঙ যখন পোড়া-পলতের মতো কালো দেখায়। (৫)

পল্‌টিবাজ্‌[৩] বিণ. বিশ্বাসঘাতক ।। তু. বাং. দল পালটানো। বাং. ভা. । (মস্তান) (৩)

পাকা-খপ্‌পোর্‌[১] ১। বি. গলার ভেতরের গর্ত, যেখানে চুরির টাকা গয়না ইত্যাদি রাখা যায়।। সীসার গুলি গলার মধ্যে ধরে রেখে অনেকে গর্ত বানায়। কেউ-বা অস্ত্রোপচারেরও সাহায্য নিয়ে থাকে। ২। ধনী লোকের বাড়ি ।। (১০)

পাকা-টান্‌চি[১] বি. পাকা রাস্তা ।। তু. টান্‌চি<টালি। (৫)

পাকা-টালি[১] বি. বাং. দ্র. পাকা-টান্‌চি। (৩)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাক্কা-ঢোল্[১] বি. লোহার সিন্দুক ।। (চোর) (১২)

পাক্কি[১] বি. হি. ১। সোনা ; সোনার গয়না।। তু. পাকা। হি. পাক্কী । ২। লোহার সিন্দুক ।। পাকা জায়গা—যেখানে টাকাকড়ি ইত্যাদি রাখা হয়। (৩০)

পাক্কিবাজ[২] বি. হি. গয়না ছিনতাইকারী।। (৭)

পাক্কি লচ্ছা[১] বি. হি. ১। সোনার বালা।। তু. হি. লচ্ছা—গয়না । ২। গয়না-পরা মেয়ে ।। (৩)

পাক্কি সওদা[১] বি. হি. সোনার গয়না ।। (৭)

পাক্টি[২] বি. গণিকা ।। তু. পাখি। (২)

পাখা[১] বি. বাং. রেলের সিগ্‌নল ।। (৫)

পাখি[১] বি. বাং. ১। আঙটি ।। তু. অ. ভা. পাক্কি। ২। মেয়ে।। ৩। প্রতারিত ব্যক্তি ।। বিণ. ৪। নবাগত ।। *E.* bird—stranger or new-comer. (২,৬)

পাখির বাসা[৩] বি. বাং. মেয়েদের মাথা বা খোঁপা ।। (৩)

পাখির মুখ[২] বি. বাং. গাড়ির বনেট ।।

পাগরি বি. ১। দরোয়ান ।। তু. পাগড়ী । ২। দশ ।। (জুয়ারী) ৩। মনের প্যাঁচ ।। (১০)

পাগলাপানি[৩] বি. মদ ।। (৮)

পাগলি[২] বি. জেলের বিপদ সংকেতসূচক ঘন্টা ।। (কয়েদী) (১৫)

পাগলিবাজি[৩] বি. বেশ্যালয়ে গমন ।। বাং. ভা.। (৩)

পাচলি বি. চারআনা ; এক টাকার এক-চতুর্থাংশ ।।

পাছলি[১] বি. শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি ।। বিপরীতার্থ । (৭)

পাট্-করা[৩] ক্রি. বাং. আঘাত করা । তু. মেরে পাট করা। (১১)

পাটিসাপ্টা[৩] বি. ১ কৃপণ ব্যক্তি ।। ২ মূর্খ ব্যক্তি ।। (৫)

পাত্[২] বি. উরু ।। (পতিতালয়) লোহার পাত—পুরুষের উরু। সোনার পাত—স্ত্রীলোকের উরু । (২)

পাতরকি[১] বি. ১। রোগা মেয়ে ।। তু. হি. পতরকী—পাতলা। ২। আঙটি ।। তু. (আঙটির) পাথর । (১২)

পাতা[১] বি. ১। নোট ।। ২। গাঁজা ।। (৫১)

পাতি[১] বি. ১। ঘড়ির ব্যাণ্ড ।। ২। দামী পাথর ।।

পাতিআলা[৩] (-য়ালা) বি. ধনীলোক ।। তু. থাতা—টাকা । (৭)

পাত্তিদার বি. ধনীলোক ।। তু. হি. পাত্তিদার। (৪)

পাতিলি বি. ১। প্লেট।।[১] তু. পতীলী—বাসন। হি. ভা.। (চোর) ২। পানপাতা ।।[৫] (হিজড়া) (৮)

পাতোলাবাজ বি. জালিয়াৎ ।। (৩)

পাত্কু[১] বি. 'টপ্‌কা' জাতীয় জালিয়াতিতে যে লোক মাটি থেকে 'সোনা' তোলে।। (দক্ষিণভারতীয় চোর) (৩)

পাতকুআ[১] (**পাতকুয়া**) বি. মুখগহ্বর ।। পাতকুআ টিপে গব্বা ভরা—মুখ বেঁধে দিয়ে ডাকাতি করা । (২)

পাত্তা[৩] বি. ১। ছুরি ; রুটিকাটা ছুরি ।। ২। টাকা ।। ৩। তাস ।। ৪। পাতলা চেহারা ।। (৯)

পাত্তাবাজ[২] বি. তাসের জুয়াড়ী ।। (৯)

পাত্তি[১] বি. ১। দরজা খোলার যন্তর ।। (গব্বাবাজ) ২। তাস ।। ৩। নোট।।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ছিন্‌তাইকারী) (২৩)

পাখ্[১] বি. দ্র. পাত্ ।

পান্-পাতা[২] বি. ব্লেড বা ক্ষুর।।

পানা দেআ[৩] ক্রি. আশ্রয় দেওয়া।। তু. হি. পনাহ। (৫)

পানি[১] বি. ১। প্রতারিত ব্যক্তি ।। অ্যাক্ পানি, দু পানি—এক বা দুবার প্রতারিত। ২। পেট্রল ।। ৩। চা ।। <পানীয়। (১৮)

পান্জা[৩] বি. পাঁচ টাকা ।। পান্জা লড়ানো —পাঁচ টাকা দেওয়া। (৪৭)

পান্জাব্‌রা[২] বি. পাঞ্জাবী ।।

পান্জু[১] বি. পাঁচ টাকা ।।

পান্ডা[২] বি. ঠ্যাঙ্ ।। (২)

পান্নাভাগ[২] বি. এক-ষষ্ঠাংশ লুঠের মাল।। (১১)

পান্নি[১] ক্রি. চুরিতে বার হওয়া ।। হি. ভা.। (৩)

পাপ্‌ড়ি[৩] বি. বাং. ঠোঁট ।। বাং. ভা. (৯)

পারিখ্[২] বি. যে স্ত্রীলোক কোনো পুরুষের সঙ্গে স্বামীর মতো মেলামেশা করে। । তু. হি. পারখী । (হিজড়া)

পাড়্[৩] বি. দেহের গঠনভঙ্গী ও তার সৌন্দর্য ।। বাং. ভা.। পাড়ে ঢেউ তুলেছে। (২)

পাল্‌কি দেআ[৩] ক্রি. সুড়সুড়ি দেওয়া ।। <পালক । বাং. ভা. (মস্তান)। (৩)

পাল্‌টি করা[১] ক্রি. প্রতারণার জন্য ধরে এনে পরে মুক্ত করা।। (১৩)

পাল্‌টি খাওআ[১] **(খাওয়া)** ক্রি. ঘুমন্ত লোককে লক্ষ্য করা।। যে লোক ঘুমিয়ে আছে তার সব কিছু চুরি করা।। ধুর পাল্‌টি খেল, সওদা টান্ । (৪)

পাল্‌লাদার্ বি. আলমারি।। <পাল্‌লাদার আলমারি। (গব্বাবাজ) (৬)

পাঁচ্‌কড়ি[১] বি. বাং. পাঁচ টাকা ।। (১০)

পাঁচ্‌খাল্[২] বি. রাস্তার পাঁচ মাথা ।।

পাঁচ্‌পো[১] বি. বাং. পাঁচ টাকা ।। (৯)

পাঁচ্ ফি বি. ১। ৪.৭৫ টাকা।। ২। কোকেনের পরিমাণ।। (৭)

পাঁচ্‌সের[১] বি. কুড়ি টাকা ।। (১১)

পাঁচ্‌সেরি[১] বি. দশ টাকা।। —'ই' ক্ষুদ্রার্থবাচক। যেমন, নোউকো—নয়। কিন্তু নোউকি —দুই । (৪)

পাঁচু[১] বি. ১। পাঁচ টাকার নোট ।। (পকেটমার) ২। ভণ্ডলোক ।। (১৭)

পাঁচুবাবু বি. দ্র. পাঁচু ।

পিক্‌খাল্[১] বি. প্যান্টের পিছন পকেট ।। ধুরের পিক্‌খালে পাঁচসের ছুপেছে —লোকটার পিছন পকেটে থেকে কুড়ি টাকা মেরেছে। (পকেটমার) (১০)

পিচ্‌ছল্[১] বি. হি. পাছা ।। <পিছন । *E.* behind—buttock. (পকেটমার) (২৬)

পিছোল্[১] বি. দেহের পিছনের অংশ ।। (পকেটমার) পিছোলে চাড়া দিয়ে সওদা ভরা । (১২)

পিছ্‌লি[১] বি. ১। প্যান্টের পিছন পকেট।। (পকেটমার) ক্রি. ২। পিছন দিক থেকে পকেটমারা।। পিছ্‌লিটান্—পেছন থেকে পকেট মেরে পালা । (৫)

পিতল্[১] বি. ১। সাত ।। বাং. ভা. (জুয়াড়ী) ২। পাছা।। ৩। বোচকা।। <তল্‌পি। (৭)

পিএন্[৩] **(P. N.)** বি. পিরিতের নাঙ্ (লোক) ।। (৩২)

পিনিএ দেআ ক্রি. ছুরি মারা ।। তু. ইং pin. বাং. ভা.। (মস্তান) (১৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিনিক্[৩] বি. ১। মস্তানি।। ২। চালবাজি ।। ৩। ধাপ্পা ।। (৭২)

পিনিক্ নেআ[১] ক্রি. রঙ-এ থাকা ।। কিটাএ পড়ে পিনিক্ নিচ্ছে—নেশা করে রঙ দেখাচ্ছে। বাং. ভা. (১৩)

পিন্চট্[৩] বিণ. কৃপণ।। বাং. ভা. (মস্তান) (৪)

পিন্‌লেওলা[১] বি. দোকান থেকে যারা মাল চুরি করে ।। (৭)

পিন্‌হা[২] বি. কয়েদী ।। পিনহাইচে—কয়েদীর পোষাক পড়ছে। তু. পরানো । (জেলখানা) (৩)

পিরামিড্[৩] বি. ১। স্ত্রীলোকের সুগঠিত দেহ ।। ২। বিদ্যার জাহাজ।। বাং. ভা.।

পিল্[১] বি. ১। (ভেতরের) ঘর ।। তু. হি. পেল্‌না। ক্রি. ২। রমণ করা ।। খোচর পিল্—পুলিশ ভেতরে রয়েছে। ধুর্ পেল্‌তা—লোকটা ধর্ষণ করছে। (১০)

পিলা[১] বি. সোনা ।। তু. পিলে রোগ।

পিলাভাত[২] বি. হলদে ভাত ।। গুড়পাক পোলাও ইত্যাদি। (১২)

পিলে জাওআ[১] (যাওয়া) ক্রি. ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢোকা।। তু. গাব্বু পিল্ । (গব্বাবাজ) (৫)

পিল্‌কুরি[২] বি. গণিকা ।।

পিল্‌পিলি[৩] বি. রোগা মেয়ে ।। তু. হি. পিল্‌পিলা—কোমল । হি. ভা. ।

পিল্‌লু[১] বি. সুড়ঙ্গ বা সরু পথ দিয়ে যে ঘর বাড়ি বা দোকানে ঢোকে ।। ভিতরে প্রবেশ করে 'পিল্‌লু' হয় দরজা খুলে দেয় অথবা হাত বাড়িয়ে দামী জিনিসপত্র বাইরে অপেক্ষমান লোকের হাতে তুলে দেয়। তু. হি. পিল্‌লা—কুকুর-ছানা । হি. ভা. । (গব্বাবাজ) (৬)

পিস্‌কুরি বি. গণিকা ।।

পুকুর বি. ১। স্তন।।[৫] বাং. ভা.। ২। কুকুর।।[১] (গব্বাবাজ) (৩)

পুটুলি[৩] বি. স্তন ।। (৫)

পুডিং[৩] বি. স্তন ।। (২)

পুতনা-বধ[২] বি. যে লোক প্রতারিত হয়েছে ।। (৫)

পুনকুরি বি. গণিকা ।। বাং. ভা.। (৭)

পুর্ বি. নোট ।। বাং. ভা. । (জুয়াড়ী) (২৭)

পুর্‌চা বি. অশ্লীল বই ।।

পুরোনো কাপালিক[৩] বি. পুরাতন গুণ্ডা বর্তমানে সুস্থ জীবন যাপন করছে।। (৪)

পুরিআ[২] (পুরিয়া) বি. গাঁজা ।। (১৭)

পুড়িআ[১] বি. দ্র. পুরিআ ।

পুল[২] বি. যেখানে দলের লোকেরা লুকিয়ে মিলিত হয়।। (১২)

পুল্‌টিস্[৩] বি. ১। গাঁজা ।। ২। হালুয়া ।। ৩। ময়দার বস্তা ।। (৩)

পুলিন্‌দা[১] বি. ১। মনিঅর্ডার ব্যাগ ।। ২। দামী পাথরের মোড়ক ।।(১৮)

পুলিস্ হওআ[২] (হওয়া) ১। ঋতুকাল ।। তু. পুলিসের লাল পাগড়ী। ২। খুন।। (৪)

পেকে-জাওআ[৩] (যাওয়া) বাং. মাতাল ।। বাং. ভা. । (৯)

পেটি [১] বি. গেঁজে ।। (৭)

পেটো[৩] বি. ১। বোমা ।। তু. পাট । ২। ধাপ্পা ।। (৭২)

পেটো টপ্‌কানো — বোমা ফেলা ; ধাপ্পা দেওয়া ।

পেটোআ[৩] বি. বোমা ।। (২০)

পেতোল-চোক্ বি. মাতালের চোখ ।। বাং. ভা.। (৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেস্‌তা[১] বি. শিশু ।। (ছেলেধরা)

পৈঁদি[২] বি. পাছা ।।

পোকা[১] বি. এক টাকার নোট ।। বাং. ভা.। (৫)

পোচারা[২] ক্রি. জেলের মধ্যে কারুর মাথায় মলমূত্র ছিটিয়ে দেওয়া ।। <পোচরা । (জেলখানা) (৫)

পোতা[২] ১। বি. খুন ।। <পোঁতা । ক্রি. ২। যাওয়া ।। (হিজড়া) (৪)

পোতানূ[১] বি. পলায়ন ।। (পকেটমার) বাং. ভা. । (৩)

পোত্‌নূ[১] বি. পলায়ন ।। বাং. ভা. । (পকেটমার) (৩)

পোতে জাওআ[১] **(যাওয়া)** ক্রি. পালালো ।। বাং. ভা. ।

পোদ্‌দার্‌ বাবু[১] বি. যে লোক নকল সোনার তাল রাস্তায় ফেলে রেখে কাউকে প্রতারিত করতে চায়।। কলকাতার রাজপথে এইভাবে একদল লোক অহরহ প্রতারণা করে থাকে। পিতলের ঝকঝকে তাল যা সচরাচর সোনার মতো দেখতে, দলের একজন অন্যমনস্কভাবে নির্জন রাস্তায় তালটি ফেলে দিয়ে চলে যায়। যদি কোনো পথিকের নজরে পড়ে যায় তখন দলের অন্যান্যরা একত্র হয়ে জটলা পাকায় এবং পথিকের সামনে তালটির পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে শেষে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, এটি একটি খাঁটি সোনার দলা। প্রতারকরা তখন জানতে চায় যে, পথিক এই সোনাটি কিনতে ইচ্ছুক কিনা! লোভী লোকটির প্রতারিত হতে বিলম্ব হয় না। নগদ টাকার বিনিময়ে পিতলের তাল নিয়ে আনন্দে মসগুল হয়ে ঘরে ফেরে। (১৪)

পোনেরো সের্‌[১] বি. ষাট টাকা।। বাং. ভা. । (৫)

পোপ্‌ড়ি[২] বি. ১। বয়স্থা কুরূপা গণিকা ।। তু. বুড়ি (?) বা. হি. পোপলী—দন্তহীন বৃদ্ধা । ২। নরম তলতলে চেহারা।। (৩)

পোর্‌ বি. ১। যোগাযোগ।।[৩] বাং. ভা.। ২। নোটের তাড়া।।[২] (জুয়াড়ী) ভাতি পোর হএ (হয়ে) গেছে। (২৭)

পোড়্‌ খাওআ[৩] **(খাওয়া)** ক্রি. ১। গর্ভসঞ্চার হওয়া।। তু. চ. বাং. পোড় খাওয়া।। বি. ২। গলাগলি বন্ধুত্ব। (১৭)

পোড়িদেনেআলা[১] বি. দোকানে চুরির পূর্বে যে চোর দোকানদারের চলাফেরা ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে ।। (মালতোলনকারী)

পোড়িবাজ[১] বি. ঘুমন্ত লোকের টাকাকড়ি চুরি করে যে ।। তু. বাং. পড়া । (৯)

পোড়িএ দেআ[৩] **(পড়িয়ে দেয়া)** ক্রি. ছুরিমারা। তু. বাং. পড়া। বাং. ভা. । (১৫)

পোলা[১] বি. বোমা ।। তু. গোলা। (২)

প্যাঁদা[৩] বি. পাছা ।।

পঁইত্রাবাজ[২] বি. যে অপরকে ভয় দেখায়।। বাং. ভা.। (মস্তান) (৭)

পউনি[২] বি. ১। গণিকা ।। ২। তরুণী ।। তু. অ. ভা. পূন্‌কুরি। (১৪)

পউনে-আট্‌টা[১] বি. বাং. নিষ্ক্রিয় সমকামী।। কলকাতার ময়দানে রাতের বেলা এই উক্তিটির ব্যবহার হয়। কলকাতা পুলিশের মতে, রাতে ময়দানে সমকামীদের অনেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। (৩)

পউআ[১] বি. ১। ঘুষ ।। ২। পুলিশ ।। পউআ আইসে পউআ লাইবে—পুলিশ আসছে ঘুষ নেবে (মদ চোলাইকারী) (৩)

পএদাগির্ বি. পকেটমারদের সর্দার ।। (৪)

পএলা বিলা[১] **(পয়লা-)** বি. যে লোক অন্যকে প্রতারিত করে ।। (৩)

পাও-সাড়ি[১] বি. দশ টাকা ।। (পকেটমার) (৭)

পাএকার্ বি. ঘুষখোর পুলিশ।। তু. পাইকার। পাএকার আস্‌ছে চামিএ দে—পুলিশ আসছে ঘুষ দিয়ে দে। (৬)

পউনি[২] বি. গণিকা ।। (ওড়িশাবাসী)

পাউআ[১] বি. দ্র. পউআ ।

পাএআ[১] বিণ. দুর্বল ।। (কয়েদী) ও পাএআ ভারি ছেড়ে দে—লোকটা খুব দুর্বল ছেড়ে দে । (২)

পাঁউরুটি[৩] বি. ১। বোমা ।। (৭)

পেআলা[১] **(পেয়লা)** বি. ১। তালা।। (ডাকাত) ২। মদ।। ৩। আলমারি ।। (১৩)

পেআরেলাল্ বি. যে পুরুষের স্ত্রীর উপার্জনে জীবিকা চলে।।

পিআক্‌করভাত্তি[৩] বি. মদ্যপ মহিলা ।। (১২)

পেআলা পিলানো[২] ক্রি. মাথায় আঘাত করা ।।

পেআলি[৩] বি. বোমা ।। (২)

পোইতে পরানো[৩] ক্রি. ছুরি মেরে খুন করা ।। (৩)

ফ

ফকির[২] বি. আর্. ভবঘুরে দলের মধ্যে যে সন্ন্যাসী সেজে থাকে।। (৩)

ফন্‌ডা[১] বি. জুয়ার আড্ডা ।। (ওড়িশাবাসী) (৮)

ফন্‌ডাকার্ বি. ফাঁসিমঞ্চ ।। তু. হি. ফন্‌দ —ফাঁস । (জেলখানা) (২)

ফনটুস্[৩] বি. তরুণী ।। (১৫)

ফর্[২] বি. হি. জুয়ার আড্ডা ।। (৩৬)

ফর্‌বাজ্[২] বি. জুয়ার আড্ডার মালিক ।। (১৩)

ফরম্ বি. স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ।। তু. ইং. form<platform. (১০)

ফরিআদ[২] বি. জেলখানা ।। তু. ফরিয়াদ । (কয়েদী) (২)

ফরিআ[২] বি. মদ ।। তু. ফাঁড়ি । হি. ভা.। (৪)

ফরিআলে ক্রি. এগিয়ে গিয়ে কথা বল্ ।। হি. ভা. । তু. ফরি<ফিরি। (কোটনা) ধুর্ হ্যায় ফরিআলে—খদ্দের রয়েছে, কথা বল্ । (৬)

ফরু[১] বি. জাল বাড়িওলার কর্মচারী ।। জালিয়াৎ ধনী সেজে থাকে এবং সাকরেদরূপী কর্মচারী লোক এনে ধনীব্যক্তির সুমুখে হাজির করে। পরে দলের সমবেত চেষ্টায় আগন্তুক যথা-সর্বস্ব খুইয়ে বাড়ি ফেরে। (১৭)

ফল্[৩] বি. ১। স্তন ।। ২। বিচার ।। (৯)

ফস্‌মা[১] বি. চশমা ।। ফস্‌মা ফস্‌কানো—চশমা খোলা। (৬)

ফাগ্‌লি[২] বি. মদ ।। তু. পাগলী। ফাগ্‌লি ফুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল ফোলাবি—গ্লাস ভর্তি মদ ঢাল। (৫)

ফাট্[৩] বি. নোট জালকারী ।।

ফাট্‌বাজ্ বিণ. ১। চালবাজ।।[৩] ২। ধূর্ত।।[২] ৩। অসৎ।।[১] (৪২)

ফাটবাজি বি. ১। ধাপ্পা ।।[৩] ২। মাথা কামানো।। ফাট্‌বাজিতে আছে—মাথা কামিয়েছে। (পকেটমার)

ফাটা[৩] ক্রি. পালানো ।। ধুর্ ফেটে ফুটে গেছে।। (১৫)

ফাটানো[২] ক্রি. বাং. ১। তাড়ানো ।। ২। ভয় দেখানো ।। ফাটিএ (ফাটিয়ে) নিএ (নিয়ে) যাওআ (যাওয়া)। (৭)

ফাটাকল্[২] বিণ. বিশ্বাসঘাতক ।। (২)

ফান্ডা[১] বি. পরিবেশ ; আড্ডা ।। রহিমের ফান্ডা থেকে ঝেড়ে জাবে (যাবে) — রহিমের আড্ডা ত্যাগ করবে। (৪)

ফান্ডাকার্ বি. দ্র. ফন্ডাকার।

ফালতু বি. ১। সন্ন্যাসীর পোষাকে ছেলেধরা ।।[১] ২। চ্যাঙড়া।।[২] (২০)

ফালতু-মাল[১] বি. জাল নোট ।। (৩)

ফাঁকা-চুস্‌তা[১] বি. গুদাম ।। তু. ফাঁকা অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব । (২)

ফাঁটোলা[৩] বিণ. চালবাজ ।। (১১)

ফাঁদা ক্রি. চলন্ত ট্রেন থেকে পালানো।। তু. আ. ভা. ফাটা। (৫)

ফাঁড়া ক্রি. ১। খুন করা।। বি. ২। জুয়ার আড্ডা ।। হি. ভা.। তু. অ. ভা. ফর্ । (৩)

ফি বি. ১। পরিশ্রম ।। ২। লাঞ্ছনা ।। তু. ইং. fcc. ফি খেতে খেতে পরান্ পাখি ফুটে গেল।

ফিড়ঠোকর্[২] বি. নোতুন জুতো ।। তু. ইং. fit. (৭)

ফিতা[২] বি. ১। কয়েদীর পায়ের শেকল।। ২। ফাঁসি রজ্জু।।

ফিনিক্[৩] বি. সুন্দরী মেয়ে।। (৩)

ফুচ্‌কি[২] ক্রি. ভুল বোঝানো ।। ফুচ্‌কিএ পোট্ কোরে ভাতি টানলো—ভুল বুঝিয়ে মেয়েটাকে হাত করলো। (৩)

ফুট্ বি. ১। ভাগ ।। তু. হি. ফুট্‌কর । ২। পলায়ন ।। তু. হি. ফুট্‌না । খোচর আগেয়া ফুট যাও—পুলিশ এসে গেছে পালা। (১৭)

ফুটকাটা[১] ক্রি. দেয়ালে গর্ত করা ।। (গব্বাবাজ) (৯)

ফুটটা[৩] বি. তোবড়ানো চেহারা ।। (৫)

ফুটটি কোরানো[২] ক্রি. পালানো ।। (৩)

ফুটা বিণ. ১। পলাতক।। ২। জালিয়াৎ।। বি. ৩। ব্রণ।। ৪। স্ত্রীলোক ।। ৫। দরজা-ভাঙা যন্তর ।। (৩৮)

ফুটি বি. খুচরো পয়সা।। কিছুকাল পূর্বে এক পয়সার মধ্যে একটি গর্ত ছিল। সে কারণে পয়সা ফুটির সঙ্গে তুলনীয়। (=ফুটো) (৭৬)

ফুটিপ্‌পা ক্রি. পালানো ।। (৩)

ফুত্‌কার্ বি. ১। বমি ।। ২। প্রসব ।। (২)

ফুদ্‌দার্ বি. দরজার ফাঁক।। তু. ফুঁ. + দ্বার।। (ওড়িশাবাসী)

ফুন্[২] বি. চণ্ডু চরস ইত্যাদি ।। (কলকাতাবাসী চীনা) (৩)

ফুরফুরি[২] বি. দাড়ি ।। ফুরফুরিওলা ধুর চ্যাঙলা, চম্‌কাস্‌না — দাড়িওলা লোকটা ধূর্ত, ঘাটাস না। (২)

ফুল্[১] বি. ১। তালা ।। ২। দরজা খোলবার ছুরি।। (৮৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল্‌কাটা[১] বি. ১। জালচাবি।। ২। তালা।। (গব্বাবাজ ; ডাকাত) (২৯)

ফুল্ তোলোন্[২] বি. গর্ভপাত করানোর ডাক্তার (abortionist) *E.* lock picker. (৪)

ফুল্‌তোলা[১] ক্রি. তালা ভাঙা ।। (৫)

ফুল্‌মারা[১] ক্রি. তালা ভাঙা ।। (৫)

ফুল্‌পরানো[৩] ক্রি. বিয়ে করা।। বাং. ভা.। (৩)

ফুল্‌কি[৩] বি. ফ্যাসন ।। বাং. ভা.। (৪)

ফুল্‌কো[৩] বি. ধনী ব্যক্তি ; শেঠ ।।

ফেক্‌লু[৩] বি. আজেবাজে লোক ।। (৩২)

ফেগ্‌লু[৩] বি. জাল নোট ।। (৫)

ফেটে জাওআ[২] বি. ১। আঘাত ।। ২। পলায়ন ।। (১০)

ফের্[১] বি. ধর্ষণ ।। (৭)

ফের্‌ফার্ বি. শাস্তি ।। ধুর্‌কে ফের্‌ফার্ করেছে— লোকটাকে শাস্তি দে। (৭)

ফেরি[৩] বি. গণিকা ।। হাটেবাজারে যারা শিকারের সন্ধানে ঘোরে। (২৯)

ফেরিআলি[৩] বি. গণিকা ।। (২৯)

ফেল্‌না[১] ক্রি. ভাঙা ।। ফুল্ ফেল্‌না—তালা ভাঙা । (৫)

ফোঙ্‌আ[১] বি. কোকেন ।। (কলকাতার চীনা বাসিন্দা)

ফোট্-ফোট্[৩] বি. পলায়ন ।। অনু.। তু. অ. ভা. ফুট, ফুটা।

ফোটানো[২] ক্রি. বাং. ১। গুলি করে হত্যা ।। ২। ঢালা।। কিটা ফোটানো —মদ ঢালা।

ফ্যালোঙ্ বাজ[১] বিণ. যে চিটিংবাজ লোককে ঠকাবার জন্যে ঝকঝকে পেতলের তাল রাস্তায় ফেলে। (১৯)

ফেউ[২] বি. ১। কুকুর ।। অনু.। → ২। ইন্‌ফরমার। *E.* bark. (৩২)

ফেও[২] বি. কুকুর ।। অনু । (৪)

ফাউ বি. বিনা নিমন্ত্রণে খেতে যায় যে লোক ।।

ফাউআ[৩] বি. ঘুষখোর পুলিশ।। হি. ভা.। (৯)

ফোআরা (ফোয়ারা) পুলিশের ইনফরমার।।

ব

বকা বিণ. নীরব ; বোবা ।। বক্‌রা বোলে লাল্ বকা মেরে গ্যালো — ফাঁসির খুররে জেলখানার আসামীরা বোবা মেরে গেলো। (২)

বক্‌রা বি. মৃত্যুদণ্ডের আসামী ।। তু. বখরা >মৃত্যুর জন্য বিতরণ অথবা ছাগ। বকরীদ উপলক্ষে ছাগ বলি। (?) (জেলখানা) বক্‌রা পার্টি ফান্‌ডাকারে চড়বে — মৃত্যুদণ্ডের আসামীর ফাঁসি হবে। (৩)

বক্‌রি বি. ফাঁসির আসামী ।। তু. বকরী— ছাগ (স্ত্রী)।

বকুল্ বি. ১। স্কুল ।। ২। বিণ. ঘনকেশযুক্তা ।। ক্রি. ৩। দোষ স্বীকার করা ।। তু. কবুল। (৭)

বকেআ বি. বড়ো রাস্তার মোড় ।। তু. বকেয়া—বাকী । বকেআতে সেঁটে জা (যা) —বড়ো রাস্তার মোড়ে লুকিয়ে পড়। (২)

বড়্‌বাজি[২] বি. শক্তি প্রদর্শন।। বাং. ভা. । (মস্তান)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বচাল্ হওআ ক্রি. জানা।। তু. হি. হাঙ্গামা। (২)

বচোস্[১] বি. ঝগড়াটে লোক ।। তু. বচসা ।

বট্-লড়ানো[১] ক্রি. অপপ্রচার করা ।।

বটটম্[৩] বি. স্তন ।। তু. বোতাম ; হি. বটন < ইং button.

বত্‌লা দেআ[২] (দেয়া) ক্রি. প্রতিশোধ নেওয়া ।। (৫)

বতুআ[১] বি. ছেলেদের জামা ।।<ফতুয়া।(২)

বতুলা দেআ[২] ক্রি. প্রতিশোধ নেওয়া ।।(২)

বদ্‌লা নেআ[৩] ক্রি. ১। প্রতিশোধ নেওয়া।। ২। আঘাত করা।। →৩। বি. মেরে ফেলা ।। বদলা—খুন।। (৯)

বন্‌কি[২] বি. হিজড়া ।। তু. বোন । (হিজড়া) (৫)

বন্ধ[৩] বি. গ্রেপ্তার ।। হি. ভা. । (১১)

বব্‌বর্[২] বি. ডাকাতির সময়ে গোলমাল ।। তু. গরবর । (১৯)

বর্‌কি[১] ক্রি. বসা ।। (পকেটমার) (৩)

বর্‌নি[১] বি. ঝাঁটা ।। তু. বরণ ; হি. বড়নী —ঝাঁটা। (হিজড়া ও পতিতা) ঝাঁটা দ্বারা সম্ভাষণ । মার বর্‌নি পেতে দে- –ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দে। (৬)

বরাব্‌বর্[১] বি. ১। যে দলের লোক অন্যদের কাছে ঘুষ খায় ।। ২। ঘুষখোর পুলিশ ।। বরাব্‌বর্ বুড়ি—সমভাগ।

বড়্‌কা[২] বি. জেলের পুলিশ ।। (৩)

বড়েকুত্‌তা[২] বি. জেল পুলিশ ।। বড়েকুত্‌তা চক্‌মা/তব্‌লা খাচ্‌ছে—জেল পুলিশ সর্বত্র ঘোরাঘুরি করছে। (৩)

বড়োচাকা[১] বি. ট্রেন ।। তু. অ. ভা. ছোট চাকা—ট্রাম-বাস। বড়োচাকা ঠেলে টিংমিস্‌ত্রি ছোটচাকাতে এসে গেছে—ট্রেনের পকেটমার ট্রামে বা বাসে এসে গেছে। (৩৭)

বড়ো-জল[২] বি. পুকুর ।। বাং. ভা. । (২)

বড়ো-টল্[২] বি. পুকুর ।। তু. জলটল / টলটল / টলমল ইত্যাদি ।

বড়ো দালান্[১] বি. বড়ো রাস্তা ।। বাং. ভা.। (৭)

বড়ো-দেওআন্ বি. বড়ো রাস্তা ।। বাং. ভা. । (২)

বড়োমাঠ বি. কলকাতা ময়দান ।। (১১)

বড়ো-মাল্‌খানা[১] বি. জুয়ার আড্ডা ।। *E.* big store—rich gambling house. (৫)

বড়োআ[১] বি. বাচ্ছা ছেলে-মেয়ের মালিক।। ছেলেধরারা সাধারণত ছেলেমেয়ে চুরি ক'রে বিক্রি করে । বড়োআ'রা এই সব ছেলেমেয়ে কিনে বড়ো করতে থাকে অসৎ উদ্দেশে ব্যবহারের জন্য । ছেলেদের অঙ্গহানি করে ভিক্ষে করানো বা ক্রীতদাসরূপে ব্যবহার করা হয় এবং মেয়েদের ভাগ্যে জোটে পতিতাবৃত্তি ।

বস্‌খাল্[১] বি. চেয়ার, বেঞ্চি ।। তু. অ. ভা. বুক্‌খাল; ট্যাঁক্‌খাল্ । বস্<বসা ।(৭)

বস্‌তা[১] বি. কাউকে চাকরি জোগাড় করে দেবার লোভ দেখিয়ে টাকা আদায়।। বাং. ভা. । (৩)

বস্‌নি[১] বি. ১। কাপড়ের গেঁজে ।। তু. হি. বস্‌নী । ২। ধুরন্ধর পকেটমার ।। বসে-থাকা অবস্থায় পকেটমারা কঠিন । ক্রি. ৩। বসে থাকা অবস্থায় পকেটমারা ।। (১৮)

বসা বি. ১। মধুর সম্পর্ক।[৫] ২। মিলন।[৫] ক্রি. ৩। চুরিতে বার হওয়া ।।[১] (১১)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসানো[১] ক্রি. তালাতে চাবি লাগানো ।। (৩)

বাক্কি[২] বি. পাঁজর ।। <বাঁকা । বাং. ভা.। (৫)

বাক্‌লা[১] বি. ১। স্তন ।। <আমের চাকলা । ২। কাপড় ।।<বাকল<বল্কল । ৩। মানসিক অশান্তি ।। শুকনো বাকল ছালের সঙ্গে অশান্ত মনের তুলনা করা হয়েছে । (৯)

বাক্‌লা-গাছ[৩] বি. স্ত্রীলোকের উরু ।। বাং. ভা. । (৪)

বাক্‌সো[১] বি. মালগাড়ি ।। সুতোএ বাক্‌সো ঠিক্‌লো—রেললাইনে মালগাড়ি থামলো । (মালগাড়ি ভঙ্গকারী) (২২)

বাকোল্[১] বি. ধুতি; শাড়ি ।। (মালতোলনকারী) (৫)

বাখারি[১] বি. ১। গাড়ির তেল মাপার কাঠি ।। ২। গাড়ি খোলার যন্তর ।। (গাড়ি চোর) (১৯)

বাগ্[১] বি. বাঁদিক ।। তোর্ বাগে ধুর্ আছে । হি.ভা. । (১১)

বাগ্‌বাজার্[৩] বি. শূন্য ।। বাং. ভা. । (২৯)

বাগুরে[১] বি. নিরাপত্তা; আশ্রয় ।। গল্‌তাএ বাগুরেতে ভাতি ভরবি—মেয়েটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবি । (২)

বাঘ্[১] বি. একশো টাকার নোট ।। হি. ভা. । (পকেটমার) (৬)

বাঙা[১] বি. মালগাড়ি ।। <wagon >বাগোন>বাঙোন>বাঙা । (মালগাড়ি ভঙ্গকারী) (৫)

বাঙাল্-ধুর্[৩] বি. গ্রাম্যলোক ।। (৭)

বাঙালপার্টি[৩] বাঙলা দেশের মধ্যে অন্যায়কারী অপরাধীর দল।। (১৭)

বাঙ্গা[১] বি. দরজা ভাঙার যন্ত্র ।। তু. অ. ভা. বাঙা । (গববাবাজ) (৫)

বাচ্চা[১] ছট্‌রা ।। (২৫)

বাচ্চা-চাকা বি. ট্যাক্‌সি ।। (৩)

বাচ্ছা-তোর্ বি. ছেলেধরা ।। হি.ভা. । (২)

বাজা[৩] বি. ১। রিভলবার ।। ২। গ্রামোফোন ।। ৩। রেডিও ।। (৬৭)

বাজার্‌খাটা[১] ক্রি. ১। রাস্তা থেকে বারবণিতার জন্য লোক সংগ্রহ করা ।। ২। জেলের মধ্যে পায়খানা পরিষ্কার করা ।। ৩। বোকার মতো কাজ করা ।। (৯)

বাজার্‌তোলা[১] ক্রি. জেলের মধ্যে কয়েদীদের কেনাকাটা ।। সপ্তাহে একদিন জেলের মধ্যে বাজার বসে । কয়েদীরা তাদের পরিশ্রমলব্ধ মজুরির সঞ্চয় থেকে বিড়ি সিগারেট সাবান ইত্যাদি কেনার সুযোগ পায় । সঞ্চয়ের বাকি অংশ ছাড়া-পাবার দিন পেয়ে থাকে (২৮)

বাজ্‌ঝা[১] বি. কুরূপা স্ত্রীলোক ।। <বাজে । বাং. ভা. ।

বাটি[১] বি. ১। নিষ্ক্রিয় সমকামী ।। বাটি মাজা —সমকামীতা। (কয়েদী) ২। বোমা।। (১২)

বাট্টু[১] বি. ১। পাছা ।। ২। নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় সমকামী । (কয়েদী) (৩)

বাত্‌লি[৩] বি. ১। সোডার বোতল ।। <ইং. bottle. ২। মেয়ে ।। <বাদলী ।

বাতাবি[৩] বি. ১। সুবৃহৎ স্তন ।। ২। বড়ো বোমা ।। (৭)

বাতিল[১] বি. গ্রেপ্তার ।।<নাকচ। (ছিন্‌তাইকারী) (৫)

বাতুআ[১] বি. দ্র. বতুআ ।

বাতেলা[৩] বি. ধাপ্‌পা ।। <অ. ভা. উল্‌টি বাতোলা । ক্রি. কথা বলা ।। তু. হি.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাত্ । (৯)

বাতোলা[৩] বি. দ্র. বাতেলা। (৭)

বাতোলাবাজ[১] বি. 'টপকা' জাতীয় ঠগ্‌বাজীর জুয়াচোর ।। (জুয়াচোর) (১১)

বাদ্‌সাহ্[১] বি. ভবঘুরে দলের সর্দার ।। সর্দার ফকিরের রূপ নিয়ে চলাফেরা করে। (৩)

বাদি[২] বিণ. বিশ্বাসঘাতক ।। তু. বাদী ।(১৬)

বাধা-পড়া[১] বি. মেয়েদের ঋতু সময় ।। বাং. ভা. । (পতিতালয়) (৫)

বানানো[১] ক্রি. বাং. চুরি করা ।। কল্‌লা বানানো—বোতাম চুরি করা ।

বানাপিস্[১] বি. আলমারির টানা ।। বানাপিস্ লাগানো—আলমারির টানা থেকে চুরি করা । (২১)

বাপের সম্‌পোত্তি[২] বাং. গাঁজার কলকে।।

বাবা বি. ১। পরিচিত পুলিশ ।।[১] ২। ভবঘুরেদের সর্দার ।। ৩। বেশ্যাবাড়ির মালিক।।[২] (৪৩)

বাবাজি[১] বি. একশো টাকার নোট ।। (৬)

বাবার চাকা[১] বি. বাং. স্টেটবাস। বাং. ভা.। (পকেটমার) (৬)

বাবু[১] বি. 'টপ্‌কা' ঠগ্‌বাজীতে যে লোক নকল সোনার গয়না কোনো পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাটিতে ফেলে । (৫)

বাবু খাটনি[২] বি. ময়লা পরিষ্কার ।। জেলের কয়েদীদের মধ্যে যারা পায়খানা পরিষ্কার করে তাদের কাজকে বলা হয়, 'বাবু খাটনি' । এই সুভাষণ দ্বারা উপহাস ছাড়া অন্য কিছু বোঝায় না ।(কয়েদী) (১৭)

বামন্[২] বি. তাসের জুয়াড়ী ।। বাং. ভা. ।

বামাল্[৩] বি. ফা. রিভলবার ; মাল ।। (১৭)

বার[১] বি. বালা।।<ইং. bar (ছিন্‌তাইকারী) (৪)

বার খাওআনো[২] ক্রি. কাউকে লোভ দেখানো ।। বাং. ভা. (মস্তান) (১৪)

বারুআ[১] বি. পুলিশের ইন্‌ফরমার্ ।।

বাড়ি বন্‌ধো করা বেশ্যালয়ে কোনো খদ্দের আসতে বাধা দেওয়া ।। দালালরা নোতুন খদ্দের আনে, দালালের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হলে এরা সহজেই বাধা সৃষ্টি করে । (৯)

বাড়িওআলা[১] বি. জাহাজের ক্যাপ্‌টেন্ ।। (বন্দর চোর) (৩)

বাড়িআলি[৩] বি. কোটনী ।। (২২)

বালা[১] বি. ১। হাতকড়া ।। তু. *E.* bracelets—handcuffs. বিণ. ২। বোকা ।। (২৫)

বালিস্[৩] বি. ১। মেয়েদের পাছা ।।*E.* pads—female buttocks.(ইভ-টিজর্) ২। টাকার থলি ।। বালিস্ ভরা। (১২)

বালুআ[১] বি. টাকা।। উত্তর ভারতের পতিতাদের অনেকে এই শব্দের ব্যবহার করে থাকে। তু.হি. বাটুয়া অথবা বালুকণা । ২। উত্তর ভারতের লোক ।। (২)

বাল্‌লি[২] বি. ১। টাকা ।। <অ.ভা. বালুআ। হি.ভা.। ২। উত্তর ভারতের লোক।।

বাস্‌কো বি. ১। রেডিও।। ২। মালগাড়ি।। ৩। স্ত্রীলোক । (৫)

বাহারকা[২] বি. ১। বিদেশী লোক ।। হি.ভা.। (পকেটমার) বাহারকাসে সওদা বানাও —বিদেশীর কাছ থেকে চুরি করো । ২। পকেটমারের সাকরেদ । (৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহার্-বাজু[১] বি. জাহাজে সংরক্ষিত মাল।। (বন্দর চোর) (১০)

বাঁক্[১] বি. তার ।। অনেক সময়ে বন্ধ ঘরের খোলা জানলা দিয়ে তার গলিয়ে জিনিসপত্র বার করে নেওয়া হয়। (গব্বাবাজ) ২। কাঁধ ।। (৭)

বাঁক্-খাল্[১] বি. ১। কাপড়ের কোঁচার খুঁট ।। খুঁটের মধ্যে প্রায়ই টাকাকড়ি লুকিয়ে রাখা হয় । তু. ট্যাঁক । (পকেটমার) ২। হাতা।। ৩। ছাতা।। (২)

বাঁকা[১] বি. ১। জানলা ভাঙার যন্ত্র ।। ২ । জানলার গরাদে ।। (গব্বাবাজ) (১৩)

বাঁকাসিঙ্[১] বি. । জানলা ভাঙার যন্ত্র ।। (গব্বাবাজ) ২। গাঁজা । (৮)

বাঁট্[১] বি. ১। নকল সোনার তাল ।। (জুয়াচোর) ২। পাছা ।। ৩। আঙুল।। (৪)

বাঁটুল্ বি. ১। মেয়ে ।।[৩] ২। কোঁচার খুঁট ।।[১] (পকেটমার) (১০)

বাঁধাকোপি[৩] বি. ১। শিখ।। ২। বুদ্ধিবৃত্তি।। F. chou—head, intelligence. (৭)

বাঁধাগাই[২] বি. ১। রক্ষিতা ।। ২। বিকলাঙ্গ ভিখারী, যাদের তাঁবেদারিতে রেখে উপার্জন করা হয় ।। (৯)

বাঁধাছুটো[২] বি. ১। যে একাধিক পুরুষকে দেহদান করে।। তু. ছুটকো স্ত্রীলোক।। ২। ছোট জমির মালিক ।। (২৭)

বাঁধাবাবু[৩] বি. বেশ্যার বাঁধা খদ্দের ।। (১৭)

বাঁস্[৩] বি. ১। লোক ২। যে লোক বাঁশ দেয় ।। (৭)

বাঁসপাতা[২] বি. ১। ছুরি; দু-মুখ ধারালো ছুরি ।। ২। রুটি-কাটা ছুরি ।।(৯)

বাঁসপাত্তা[২] বি. দ্র. বাঁসপাতা (২)

বাঁসি[২] বি. ১। কণ্ঠস্বর ।। তু. বাঁশী । ২। সিগারেট ।। ৩। ফাউনটেন পেন ।। ৪ । ক্ষুদ্রাকার ছুরি ।। ৫। গাঁজার কলকে ।। ৬। মদের গেলাস ।।

রইবে না বাঁস, বাজবে না বাঁসি— গলার আওয়াজও যাবে লোকও যাবে। বাঁসি পেটখালে জমিএ নে— পেটের মধ্যে ছুরি লুকিয়ে রাখ। বাঁসি মাচায় লাগানো আছে — ছুরি চালার মাথায় লুকানো আছে । (৭২)

বাঁস্লি[২] বি. হি. ১। মালগাড়ির দরজা ।। ২। দরজা ভাঙার যন্তর ।। (মালগাড়ি ভঙ্গকারী)

বি-এইচ-এম-এইচ[৩] বড়ো হলে মাল হবে।। (৭)

বিগি[১] বি. তামা সীসা প্রভৃতি ধাতু ।। (৩)

বিচি[২] বি. ছটরা ।। (১৫)

বিট্ খাওআ[৩] ইং+বাং. মার দেওয়া ।। ইং. beat. (২৮)

বিট্দেআ[৩] মার দেওয়া ।। (১৯)

বিটুরি[২] বি. বুড়ি ।। বিটুরি ড্যাঙগুলি খেল্‌ছে —বুড়ি মারা গেছে । (২)

বিট্নি[২] বি. ১। স্তনবৃন্ত ।। তু.হি. বিটিয়া— কন্যা । ২। বাচ্ছা মেয়ে ।। (৯)

বিধোবা[৩] বি. ১। যে ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই।। ২। বোকা লোক।। বাং. ভা. । বিধোবা মালা-জোড়ি দেখে হাঁফাচ্ছে (ছেলে-মেয়ে) (৭)

বিনা-টোটিকা[২] বি. হিজড়া ।। (অ্যাঙলো-ইনডিয়ান্ কোটনা) (৫)

বিনু[১] বি. রেডিও ।। (৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনদি[২] বি. কপালের টিপ ।। (মস্তান)

বিড়ি[১] বি. ১। ফাউনটেন পেন ।। (পকেটমার) ২। সিঁড়ি।। ৩। পিস্তল ।।

বিড়ি লাগানো[১] পকেট থেকে কোনো কিছু তোলা ।। ট্রামে বাসে যখন ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল না তখন এর ব্যবহার ছিল। বিড়ি লাগিএ চাকাএ ফোট্— পকেট মেরে অন্য গাড়িতে পালা। (পকেটমার)

বিল্ খোব্‌রা[২] বিণ. কুৎসিত।। তু. বিল<বিলা। (হিজড়া) (২)

বিলা বিণ. ১। কুৎসিত[৩]। →বি. কুৎসিত ২। স্ত্রীলোক[৩] ।। ৩। খবর[৩] ।।৪। দারোয়ান[১] ।। (গব্বাবাজ) ৫। প্যান্টের লম্বা পকেট যার মধ্যে চুরির মালকড়ি রাখা যাবে[১] ।। ৬। ইনফরমর ।। ৭। পুলিশ ।। ৮। পলায়ন ।। তু.হি. বিলানা। (৭২)

বিলা আওআজ[২] অশ্লীল গালিগালাজ ।। (৪)

বিলাখানা[২] বি. বেশ্যাবাড়ি ।। বিলা=খারাপ অর্থাৎ খারাপ বাড়ি। (৬)

বিলাচাকা[২] বি. ১। চোরাই গাড়ি ; সাইকেল ।। ২। বিগড়ে যাওয়া গাড়ি ।। (১৬)

বিলা ছেচকিবাজ[১] নোট বা মুদ্রা জালকারী ।। (৩)

বিলাফিট্ বি. নকল চাবি ।। তু. ইং. fit. (গব্বাবাজ) (৫)

বিলা-দেখন্[১] বি. ১। বাড়ির মধ্যে যখন চুরি হয় সে সময়ে যে লোক বাইরে পাহারা দেয় ।। ২। যে 'ঢুকু'র হাত থেকে মাল টেনে নেয় ।। দরজা সামান্য ফাঁক করে অনেক সময়ে ছোট ছেলের গায়ে প্রচুর তেল মাখিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সে ঘরের ভেতর থেকে দামী জিনিস বাইরে বার করে দেয়। ঠোলা চম্‌কাচ্ছে বিলা-দেখন্ হুসিআর—পুলিশ আসছে বাইরের পাহারদার সাবধান (১১)

বিলা পাত্‌তিবাজ[১] দ্র. বিলা ছেচ্‌কিবাজ।

বিলাপু[১] বি. পরিচিত পুলিশ ।। (৪)

বিলা বাট্‌টা[৩] গোলমাল; হৈ চৈ ।। (৪)

বিলাবাজ[২] বি. মাতাল ।। (৬)

বিলামাল্[৩] বি. চোলাই মদ ।। (৫)

বিলারা[২] ক্রি. পালানো।। (৫)

বিলাহলত্[২] চরম প্রহার।। তু. হি. হলত্। (৯)

বিলা হওআ[৩] ১। জানাজানি হওয়া ।। ২। গর্ভধারণ করা। ভাতি বিলা হোএ গেছে—মেয়েটি গর্ভবতী। বিলা বাতাই মাত্ কর্‌না—ফাঁস করে দিও না। (৬)

বিল্‌লা[১] বিণ. সাবধানী। তু.অ.ভা. বিলা। ধুর্ বিল্‌লা। (১৯)

বিল্‌লি[৩] বি. ১। বেশ্যা ।। ২। বাচ্চা মেয়ে।। ৩। বিণ. চতুরা। (৩)

বিললে হওআ[২] পালানো ।। গল্‌তা ফুটে বিল্‌লে হোএ জা—আড্ডা থেকে পালা। অর্থাৎ বিড়ালের মতো পালানো। (৭)

বিল্‌লোরি বাচ্চা[২] জারজ সন্তান ।। তু.হি. বিলারী—বিড়াল (স্ত্রী)। (৫)

বিসখোব্‌ড়া[৩] বি. কুৎসিত মেয়ে ।। বাং. ভা.। তু. বিষ । অ.ভা. খোবড়া—মুখ ।

বিস্‌সের[২] আশি টাকা ।। বাং.ভা. ।

বিসাখাদানা[৩] অণ্ডকোষ ।। (পূর্ববাঙলা থেকে আগত উদ্বাস্তু) (৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিসনি[১] বি. ১। চোর ।। ২। মস্তান ।। তু.অ.ভা. । বিসুনি । (৫)

বিসুনি[১] বি. চোর ।। তু. ইং. businesss (৩)

বুখাল্[১] বি. বুক পকেট ।। (পকেটমার) (৪৭)

বুকচাপটি[৩] বি. শুকনো স্তন।। বাং. ভা.। (৬)

বুঝাল্[১] বি. বুক পকেট ।। তু. ঝাল<ঝোলা। (পকেটমার) (১০)

বুটটি[৩] বি. ১। স্তন ।। ২। মূল্যবান পোষাক ।। (৩)

বুদা[১] বি. ভবঘুরেদের দলে যে জ্যোতিষীর ভূমিকা নেয় ।। (২)

বুদদা[১] বি. পুলিশ ।।

বুড়ি[৩] বি. ভাগ; অংশ ।। (৫)

বুড়িদার[২] বি. পকেটমারির অংশীদার ।। (৯)

বুড়িবাট্টা[১] বি. চুরির টাকাকড়ির ভাগ ।। (১৮)

বুড়ো গব্বা[১] বি. বড়োলোকের বাড়ি ।। বাং. ভা. । (৩)

বুড়ো সালিক[২] ১। ধূর্ত ।। ২। বদমেজাজের বুড়ো লোক।। বাং. ভা. ।

বুরুস্[১] বি. জাহাজে পিতলের জিনিসপত্র।। (২)

বেকার[২] বিণ. পুরুষত্বহীন ।।

বেগুন্ বি. ১। মালগাড়ি[১] ।। ২ স্তন[৩] ।। (৭)

বেগুনপোড়া[৩] বি. অপরিণত স্তন ।। বাং. ভা.।

বেনা[১] বি. ১। আলমারির টানা ।। ২। মালগাড়ি ভাঙার যন্ত্র ।। তু. টানা>টেনা>বেনা । (৩৬)

বেনাপিস্[১] বি. দ্র. বানাপিস্ । (২১)

বেনি[৩] বি. ১। মেয়ে ।। তু. বেণী ।। ২। আগুন লাগানো ট্রাম বা বাস । বেনি চমকাচ্ছে—ট্রামে আগুন জ্বলছে (১০)

বেনিআ[২] বি. পান ।। তু. পান>পানিআ>পেনিআ>বেনিআ ।

বেড়ি-বেড়ি[১] বি. দুই ।। তু. বেড়ি; বেড়ি-বেড়ি অর্থাৎ দুটি বেড়ি ।। (৫)

বেসাতি[৩] বি. ১। বেশ্যাবৃত্তি *E.* trade — prostitution. ২। চোরাই মাল কেনাবেচা ।।

বেহলা[১] বি. কনে ।। (হিজড়া) (২)

বেহেরা[২] বি. বোবা এবং কালা মানুষ ।। তু. হি. বহরা—কালা । হি.ভা. ।

ব্যাকা[১] বি. ১। ছাতা ।। তু. বাঁকা ।২। রোগা মানুষ ।। ৩। অহংকারী লোক ।। বাং.ভা. । (৪)

ব্যাজারবেজি[৩] বি. হট্টগোল ।। জিবনটা ব্যাজারবেজিতে ভোরে জাবে । বাং. ভা. । (১৩)

ব্যান্ডেল দেআ[৩] ক্রি. ধাপ্পা দেওয়া । তু. ইং bundle. বাং. ভা. । (৫)

ব্যানিমা[১] ছেলেদের জামা ।। তু. অ. ভা. নিমা । (পকেটমার) (১৯)

ব্যাপটকা[৩] বি. হাতবোমা ।। তু. পটকা । (৩)

ব্যাপাই[২] বি. পুলিশ ।। (২)

ব্যাপারি[২] বি. ঘুষখোর পুলিশ ।। (৭)

ব্যাপউরি-বাঁদি[২] বি. বেশ্যা । (ওড়িয়া বেশ্যা) (২)

বইঠি[১] বি. পলায়ন ।। বইঠি খা যা—পালা। (জুয়াড়ী) (৫)

বইঠকি[১] বি. বসে থাকা অবস্থায় পকেটমারি ।। তু.হি. বইঠকি ।। (পকেটমার) (১৩)

বউলিবাজ[২] বি. যে ভিখিরি পঙ্গুত্বের ভান

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ।। তু.হি. বোলী । (ভবঘুরে) (২)

বইদা[১] বি. পর্যবেক্ষণ ।। (৪)

বাউলি[২] বি. ধাপ্পা ।। তু.বুলি, বোলি । (২)

বাওড়া[৩] বি. লম্বা বেণী ।। তু. বাবড়ি । বাং. ভা. । বাওড়া ছিট্ জমাদার—লম্বা বেণীঅলা কড়া প্রকৃতির মেয়ে ।

বিআ[১] বি. তলপেট ।। (ওড়িয়াভাষী)

বিআল্লিস্[১] বি. মদের বড়ো বোতল ।। বাং.ভা. (৭)

বেআব্রো[১] ক্রি. তাড়াতাড়ি ছোটা ।।

বেওড়াবাজ[৩] বি. মাতাল ।। (৯)

বোইঠি খাওআ[১] ক্রি. সঙ্গম করা ।। (২)

বোইঠিক্ খাওআ[১] ক্রি. সঙ্গম করা ।। (৩)

বোইঠু[১] বি. যে জালিয়াৎ নিজেকে বাড়িঅলা বলে জাহির করে ।। (৪)

বোইঠো[১] আঘাত ।। বোইঠোতে ধুর রেখে আসা—কোনো লোককে মার দিয়ে ফিরে আসা । (৫)

বোইঠোক্ বাজি[২] ১। ঠকানো ।। ২। হঠাৎ আক্রমণ এবং খুন ।। ৩। মেরে বার করে দেওয়া ।। বোইঠোক্ বাজিতে ধুর্ পরি খেএচে—মার দিয়ে লোকটাকে বার করে দেওয়া হয়েছে । (২৫)

বোইঠোকি চাল্[২] বি. চক্রান্ত ।। বাং. ভা.। (২)

বোইতরনি[২] বি. জুতো ।।

বোউলিদেআ[৩] ক্রি. ঠকানো ।। (২)

বওআ[৩] (বয়া) বি. স্তন ।। তু. ইং. buoy. (১১)

বওআল্ করা[৩] ক্রি. মার দেওয়া । (মস্তান) (৩)

বওআলি ভাতি[২] বি. ঝগড়াটে মেয়ে ।।

ব্রিন্দাবোন্[৩] বি. মাথার চুল ।।

ভ

ভক্কি[৩] বি. ধাপ্পা ।। তু. অনু. ভক্ অথবা হি. ভক্কী—বাচালতা । (১৬)

ভপ্পর[২] বি. চুরির সময়ে গোলযোগ ।। অনু. অথবা তু. ভীড়। (৫)

ভব্বর[২] বি. ১। প্রকাশ ।। ২। গুণ্ডামি ।। ভব্বর্ হলো আর একজন ডোলি হলো—মারামারিতে একজন মারা গেল। (২২)

ভব্বরিআ[২] বি. মাতাল ।। তু. ভরভরিয়া । (৩)

ভর[২] বি. বড়ো নৌকো ।। তু. হি. ভর্ — নৌকো। উত্তর বাঙলায় চল রয়েছে (জলচোর) (২)

ভরম[১] বি. পকেটমারদের সর্দার ।। তু. ভরণ। সর্দার অনেক সময়ে সাকরেদদের ভরণ পোষণের আংশিক ভার বহন করে। ভরমের দরগায় হত্তে দাও—সর্দারের কাছে কেঁদে পড়ো । বাং. ভা.। (১৯)

ভরা[২] ক্রি. ১। ছিনতাই করা ।। ২। পুলিশ হাজতে পাঠানো।। ৩। পকেটমারা।। ঠোলা ছোপে নাথাতে নিএ জাচ্ছে ভরবে বোলকে—পুলিশ হাজতে দেবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। (২৯)

ভরাবাজ[২] বি. ধাপ্পাবাজ।।

ভরেলা[২] ক্রি. ১। ছিনতাই করা।। তু. অ. ভা. ভরা। ২। ধর্ষণ করা।। ৩। কামড়া-কামড়ি করা।।

ভরোটি[২] বি. ভোররাত ।। (৭)

ভরোতি[২] বি. ভোর রাত ।। (২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরোস্[১] বি. যে লোক বেশ্যার টাকায় খাওয়া পরা চালায়।। তু. ভরসা। (১১)

ভস্কা[১] ক্রি. ভাঙা । বাং. ভা. । ফুল ভস্কানো—তালা ভাঙা। (১৩)

ভস্কানো[২] ক্রি. ১। মেরে মুখ বিকৃত করে দেওয়া ।। ২। ভেঙে ফেলা ।। খোমা ভস্কানো—মুখ তুবড়ে দেওয়া। ভস্কাকে ছোপা—ভেঙে পালিয়ে যা । (৯)

ভসক্কা[১] বি. কুরূপা বেশ্যা ।। তু. ভস্কা। (৭)

ভাগার্[১] ক্রি. ১। আত্মগোপন করা ।। তু. ভাগা। বি. ২। আত্মগোপনকারী ব্যক্তি ।। ৩। লুকানোর জায়গা ।। (১০)

ভাগের্[১] ক্রি. দ্র. ভাগার ।

ভাজি[১] বি. মদ ।। তু. মদের চাট। (৩)

ভাটটা[১] বি. হাতের মুঠ।। বাং. ভা. ।

ভাত্-কা-ভাতি[১] বি. দরিদ্র বেশ্যা ।। ভাত জোটে না এমন অবস্থা। (৭)

ভাতি[১] বি. ১। বেশ্যা।। তু. ভাতা। সচরাচর দরিদ্র বেশ্যাদের লাল পল্লীতে ভাতি বলা হয়। (৫১)

ভাতিবাজ[৩] বি. যারা মেয়েদের বিরক্ত করে (Eveteaser) ।। (২৫)

ভাত্তা[১] বি. ভাত-তরকারি ।। জেলের মধ্যে কয়েদীরা খেতে যাবার ঘণ্টা পড়লে বলে থাকে, ভাত্তা নিবি চল্। (কয়েদী)

ভাব্[১] ক্রি. দেখা।। ভাব্ করে চাপ্—দেখে শুনে দলে টানা। (৪)

ভালোপাতা[১] বি. নোটের বাণ্ডিল ।। (৩)

ভাসান্[১] বি. নদী ।। ভাসান্ কেটে ভর্ টানা—নদীতে নৌকো বেয়ে যাওয়া। (জলচোর) (২)

ভাঁড়[২] বি. যে লোক বেশ্যার উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করে।। (৯)

ভিড়ি[১] বি. বিড়ি ।। (ত্রিপুরা আগত) (৪)

ভিত্খাল্[১] বি. জামার বুক পকেট।। (পকেটমার) তু. ভিত্<ভিতর ; 'খাল' পকেট অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। (৪)

ভিতর্[১] বি. জেলখানা ।। *E.* in—in prison. (৭)

ভিতর-বাজু বি. জাহাজের মাল ।। (জলচোর) (১২)

ভিত্তর্[১] বি. দ্র. ভিতর ।

ভিড়ু ভট্কা[৩] বি. ১। ভিড় ।। ক্রি. ২। ভিড় মারানো ।। (৯)

ভুক্কর্[৩] বিণ. ১। গরীব ।। তু. হি. ভুক্কড় । (৪)

ভুক্কার্[৩] ১। উড়নচণ্ডে ।। দ্র. ভুক্কর্। ২। খিটখিটে ।।

ভুক্ড়ি[৩] বিণ. গরীব ।। (২)

ভুক্ড়িদার্[৩] বি. মোটা মানুষ ।। তু. ভুঁড়ি । (৫)

ভুচ্চার্[৩] বি. গেঁয়ো মানুষ।। (১৬)

ভুগো[৩] বিণ. ১। কুৎসিত ।। ২। ধৃত ।। বাং. ভা.। (৪)

ভুনন্নাস্[১] বি. পুং-জননেন্দ্রিয় ।। (৩)

ভুনাজ্[১] বি. কুখ্যাত সমাজ-বিরোধী মানুষ ; দাগী আসামী। (৭)

ভুত্তি[১] বি. মেয়ে ।। তু. অ. ভা. ভাতি। (২৫)

ভুতোল্[১] বি. পতিতা ।। তু. আ. ভা. ভাতি। (২৭)

ভুতোল্বাজি[১] বি. পতিতাবৃত্তি ।। (১৯)

ভুড়ি[১] বি. ঘুষ ।। তু. ভুঁড়ি । বরাব্বরকে ভুড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরেদে—ঘুষখোর পুলিশকে কিছু টাকা দিয়ে দে। (৮)

ভুড়িদার[১] বি. ঘুষখোর পুলিশ ।। (৮)

ভেজা[১] বি. মনিঅর্ডার ।। তু. হি. ভেজনা। (৫)

ভেট্[১] বি. ১। পিয়নের থলি।। ২। মোটা টাকার মালিক। (৩)

ভেমো[৩] বি. বোকা লোক ।। (২২)

ভেরা[৩] বি. জেলখানার প্রাচীর ।। তু. ঘেরা। বাং. ভা.। (৩)

ভেরালো[১] ক্রি. টাকা খাটানো ।। বাং. ভা. ।

ভেড়ুআ[২] বি. পতিতার উপার্জনে নির্ভরশীল লোক। (১৮)

ভেড়ুস্[১] বি. কোটনা ।। তু. ভেড়ুআ । (১৩)

ভ্যান্‌ত্রাবাজ[৩] বিণ. মাতাল।। সাধারণ স্ল্যাং অর্থ : বোকা। (৭)

ভ্যালা[৩] বি. বুকের কালো দাগ ।। (৫)

ভ্যাতা[২] বি. বেশ্যা ।। তু. অ. ভা. ভাতি। (৫)

ভোগ্‌লু[১] বি. পোষা কুকুর।। (গর্ব্বাবাজ) ভোগলুর দানা—পোষা কুকুরের খাবার। (কোলকাতার শহরতলী) (১৯)

ভোগানো[১] ক্রি. গুলি করা ; ছুরি মারা।। গজ চমকাবি ভোগাবি না—ছুরি দেখাবি মারবি না। বাং. ভা. । (৬)

ভোগিরথ-জনোনি[২] বি. সমকামী স্ত্রীলোক।। (৫)

ভোতোরবাজি[২] বি. বেশ্যাবৃত্তি ।। তু. অ. ভা. ভুতোলবাজি।

ভোমা[২] বি. জেলখানার ঘন্টা।। তু. অনু. ভোঁ ভোঁ শব্দ। (জেলখানা) (৭)

ভোরি[২] বি. ১। স্তন ।। তু. ভারী। ২। পকেটমারদের সর্দার।।

ভোরে জাওআ[৩] শরীরে ছুরি চালিয়ে দেওয়া ।। বাং. ভা.। (মস্তান) (১৭)

ভোরোটি[২] বি. ভোর রাত ।। তু. অ. ভা. ভরোটি। (২০)

ভোলানাথ[২] বি. গাঁজা ।। (৭)

ভোঁক[৩] বি. ছুরি ।। তু. হি. ভোঁক্‌না (মস্তান) (২)

ভোঁকে দেআ[৩] ক্রি. ছুরি মারা ।।

ভাউ[২] বি. দাগী বদমায়েস চোর ।। (৩)

ম

মকর বি. ১। বেশ্যা[২] ।। < সখার পাতানো নাম । ২। সাঁতারু[৩] ।। < গঙ্গার বাহন। (৩)

মকর-পুতুর[৩] বি. জারজ পুত্র ।। (২)

মঙ্‌ঘি[২] বি. দরজা ভাঙার যন্তর ।। (৩)

মট্‌কা[৩] বি. মাথা ।। মট্‌কমারা—ঘুমের ভান। মেরে মট্‌কা বিলা করা—মাথায় আঘাত করা। মটকাএ চামোর চুল থিও—মাথার চুলগুলা সুন্দর। বাং. ভা. (৪)

মন্‌পাট্‌টিআ বি. গরীব লোক ।। (২)

মন্‌দিরা বি. আসবাবপত্র।। বাং. ভা. । (৩)

মনোস্ বি. খিটখিটে মেয়ে।। তু. মনসা । (২)

মরা[৩] বিণ. ১। দুর্বল ।। বি. ২। সংশোধিত অপরাধী ।। *E.* dead one — a reformed criminal. (২)

মসালা[৩] বি. বোমার মশলা।। (৩১)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্তি লড়ানো[২] সমকামী ।। তু. হি. মস্তী । (৪)

মস্তিঅলা[৩] বি. খেলুড়ে মেয়ে ।। তু. ফা. মস্ত্—উদাসীন। (৩)

মস্তিদার্[৩] বি. তরুণী ।। (৩)

মহুআ[৩] বি. প্রেমিক ।। *E.* honeyman—a lover. (২)

মা কালির পাঁটা[৩] বি. কুরূপা মেয়ে ।। (৫)

মাকড়া[২] বি. ১। গাঁজা ।। ২। নিয়মিত বেশ্যালয়গামী ।। (২)

মাক্‌কিচুস্[৩] বিণ. কৃপণ ।। বি. ২। যে লোক ঝি-চাকরাণী সম্পর্কে দুর্বল ।। মহাজন মাক্‌কিচুস্ আছে। (২)

মাক্‌কিবাজ্ ধনী লোকটি কৃপণ। (২)

মাক্‌রা বি. ঠাট্টা ।। <মস্করা >মক্‌করা > মাকরা >মাক্‌রা। (১২)

মাগ্‌লাস্[১] বি. ধাতু ।। <গামলা >গাম্‌লাস্ > মাগ্‌লাস্ । (২)

মাঙ্‌ঘি[১] বি. দ্র. মঙ্‌ঘি। (২)

মাঙচুঙ বি. যৌনবিকারগ্রস্ত লোক ।। (২)

মাঙ্‌পাত্‌তি[১] বি. তাসের জুয়া ।। (৪)

মাঙ্‌পারা[২] বি. ১। সিঁদুর ।। →২। বিবাহিতা মহিলা ।। চিট্‌টা কি মাঙ্‌পারা?—মেয়েটি কি বিবাহিতা ? (২)

মাচর্[১] বি. পুলিশ ।। <চামার >মাচার > মাচর। (৩)

মাচি[২] বি. পুলিশ ।। (২)

মাছি[২] বি. পুলিশ ।। মাছি ঘনো জাল গোটা—চারিদিকে পুলিশ পালা । মাছি উড়্‌তা হ্যায়—পুলিশ এসে গেছে। F. mouche — (bce) police. (১৫)

মাজা[৩] বি. ১। পোষাক ।। > জামা । ২। বাটি ।। ক্রি. ৩। টাকা চুরি করে লুকিয়ে রাখা ।। (২৫)

মাজাঘসা ক্রি. ১। জামা কেটে টাকা বার করা[১] ।। (পকেটমার) ২। বাহুমূল লোমশূন্য করা[৩] ।। (৭)

মাজাকি[৩] বি. ১। চালাকি ।। ক্রি. ২। গোপন করা ।। (৩)

মাজাগি[৩] বি. দ্র. মাজাকি। (২)

মাজোঙ্ বি. চীনাদের মধ্যে প্রচলিত জুয়া ।। (২)

মাটি[৩] বি. পটাসিয়াম ।। (৫)

মাত্[২] বি. ১। মানুষ ।। ২। টাকাঅলা লোক ।। ৩। গণিকার বারমেসে খদ্দের ।। (১১)

মাত্‌করা[৩] ক্রি. ১। জানা।। ২। খুন করা।। ৩। বোমা ছুঁড়ে পালানো ।। (৩)

মাত্‌হওআ[৩] ক্রি. দ্র. মাত্ করা । (২)

মাতথাল্[২] বি. মাথার চুল ।। তু. মাথা। (২)

মাথাফুটো[১] বি. চালাক লোক।। (বর্ধমান জেলার চোর) (২)

মাথা-মএলা[২] বি. মেয়েদের ঋতুকাল ।। (৪)

মাধু[১] বি. চোরাইমালের ক্রেতা ।। (২)

মান্‌জা[৩] বি. ১। জামা ।। ২। সাজগোজ ।। ৩। মস্তান ছেলে ।। (২৮)

মাপ্[১] বি. দড়ি ।। তু. মাপা। (গব্বাবাজ) (৪)

মাপা[১] ক্রি. তদারক করা; খোঁজ খবর নেওয়া ।। গব্বা মেপে আসা—যে বাড়িতে চুরি হবে তার খোঁজ খবর নেওয়া। (৯)

মামা[১] বি. ১। সাধারণ পোষাক পরিহিত পুলিশ ।। ২। মদ ।। মামার খোল্—মদের দোকান । ৩। দলের সর্দার ।। বাং. ভা. । (৬২)

মামার বাড়ি[৩] বি. ১। থানা ।। ২। মদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোকান।। (২)

মার্কা-পাওআ[১] ক্রি. ভালোভাবে থাকার জন্য কয়েদীর সাজা কমে যাওয়া ।। তু. ইং. mark. (জেলখানা) (৩)

মারি[১] বি. আলমারি ।। (গব্বাবাজ) (৭)

মার্ভাত্[২] বি. জেলের সেল ।। তু. বাং. ভাতমারা। (জেলখানা) (২)

মারভাতি[১] বি. যে স্ত্রী স্বামীকে প্রহার করে ।। তু. বাং. ভাতার। যদিও অন্যত্র 'ভাতি' অর্থে স্ত্রীলোক বুঝিয়েছে, কেবলমাত্র মার্ভাতি শব্দের দ্বারা ভাতার বা স্বামী বোঝানো হয়েছে। (২)

মাড়ি[২] বি. সকালের খাবার ।। তু. ভাতের মাড়। (জেলখানা) (২)

মাল্ নামানো[২] বি. গর্ভপাত ।। (৩)

মাল্ পট্কানো[১] ক্রি. মালগাড়ি ভেঙে মাল নামানো ।। (১)

মাল্ ফেঁর্[১] বি. মোটাটাকার চোরাইমাল ।। (৪)

মালফেঁরা[১] ক্রি. চোরাইমাল সংগ্রহ করা ।। (২)

মাল্ লাগানো[১] ক্রি. চোরাইমালের একাংশ লুকিয়ে ফেলা ।। (পকেটমার) (৭)

মাল্ সাটানো[১] ক্রি. মালগাড়ি ভেঙে চুরি করা ।। ২। অস্ত্রশস্ত্র লুকানো ।। (৫)

মালবি[১] বি চোর।। তু. বামাল>বেমাল> মালবে>মালবি। (২)

মালা বি. ১। মেয়েবন্ধু[১] ।। তু. ফুলের মালা । ২। সাঁতারের প্রয়োজনে কটিবন্ধ (life belt)[১] ।। (পোর্ট চোর) ৩। স্ত্রীলোকের নাভি[৩] ।। তু. গোলাকার অর্থে। ৪। স্তন[৩]।। (১৮)

মালাজোড়া[৩] বি. বিবাহ ।। (২)

মালাই ভাতি[২] বি. ধনী মহিলা ।। (২)

মালার ফুল্[৩] বি. ১। স্তনবৃন্ত ।। ২। রুপোর টাকা ।। (২)

মাল্দু[১] বি. চোরাই মাল ।। তু. দু<দুদ্দা< দুদ্দাড়িয়ে, দুদ্দাড়। অনু.। তাড়াতাড়ি চুরি করে পালানো অর্থে 'মাল্দু'। মাল্দু মুদ্দা লাড়্নি—বামাল সমেত ধরা পড়েছে। (২)

মালু[৩] বি. ১। ধনীব্যক্তি ।। ২। রূপসী মেয়ে।। তু. চালু শব্দের সাদৃশ্যে। (৩)

মাল্দুদ্দা[১] বি. চোরাই মাল ।। অনু. । (২)

মাস্[৩] বি. ১। জেলখানা ।। স্বল্পমেয়াদী কারাবাস বোঝাতে 'মাস' শব্দের ব্যবহার। ২। শিশু ।। (৭)

মাসা[৩] বি. চারআনা ।। (২)

মাসুক[৩] বি. ফা. ছেলে বা মেয়ে বন্ধু ।। তু. ফা. প্রেমিক। (উ ভারত) (২)

মাস্কাবারি[২] পুলিশের জন্যে বরাদ্দ মাসিক ঘুষ।। ২। মেয়েদের ঋতুকাল ।। ৩। মৃত্যু ।। (৫)

মাহিল্[১] বি. ১। যে ঘন ঘন দল পালটায়।। ২। নিন্দুক লোক।। (৩)

মিট্ঠু-গব্বা[১] বি. মাটির ঘর ।। তু. হি. মিট্টী —মাটি। (২)

মিট্মিট্[৩] বি. চোখের ইশারা ।। (৪)

মিঠাপানি[২] বি. ১। দুধ ।। →২। মাতৃস্তনের দুধ ।। ৩। মদ ।। (৯)

মিছরি[৩] বি. ১। সুন্দরী মেয়ে ।। *E.* honey — an attractive young woman. ২। নোটের বাণ্ডিল ।। (২)

মিলোরি[২] বি. জারজ ।। তু. বিড়াল । (২)

মিস্ত্রি[১] বি. ১। পকেটমার ।। ২। চোরদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড্ডা ।। ৩। সাকরেদ ।। (১১)

মুক্‌খাল্‌[৩] বি. মুখ ।। (১৯)

মুঘল্‌-এ-অজম্‌[৩] বি. ফা. তরুণী।। (২)

মুটিআ[২] বি. পুলিশ ।। তু. অ. ভা. ঝাঁকামুটে। (২)

মুঠ[৩] বি. ঘুষি ।। (৪)

মুঠিআ-মার[৩] চোখে ধুলো ছোঁড়া ।। (৩)

মুদ্‌দা[২] বি. গ্রেপ্তার ।। (২)

মুন্‌জার্‌[২] বি. পুরুষাঙ্গ ।। (২)

মুন্‌না[২] বি. পুরুষাঙ্গ ।। (২)

মুর্‌[২] বি. বিড়ি ।। (৮)

মুর্‌গা[১] বি. ডাকাতদের দলে ক্লীব ।। মুর্‌গা গব্‌বাএ পিল্‌বে আগে—ক্লীব প্রথম ঘরে ঢুকবে । (২)

মুর্‌গি[১] বি. ধনী ব্যক্তি ।। (২)

মুর্‌দা[১] বি. সৎব্যক্তি ।। তু. হি. মৃত ব্যক্তি। (৭)

মুর্‌দার্‌[৩] বি. ক্লীব ব্যক্তি ।। (২)

মুড়[৩] বি. বিড়ি ।। (১১)

মুল্‌কি[৩] বি. বিহারী ।। তু. হি. মুল্‌কী। (৩)

মুসি[১] বি. যে পকেটমার ব্লেড ব্যবহার করে ।। তু. হি. মূষিৎ—যার চুরি গেছে। মুসি থুব্‌বিতে লাম—পকেটমার লম্বা গেঁজে কেটেছে । (৩)

মেঘু[১] বি. এল্‌. এস্‌. ডি. ।। তু. ঘুম। (২)

মেন্‌ট্‌[১] বি. কোকেন ।। (চীনাপটি) (৫)

মেন্‌মারি[১] বি. মেয়েদের ঋতু।। হি. ভা.। (২)

মেমারি[১] বি. ট্রাম-বাস।। তু. মারি—মারা। (পকেটমার) (৩)

মেরুন্‌[১] বি. কোকেন খাবার নল ।। (২)

মেরো[১] বি. চণ্ডু ।। (২)

ম্যারামোত্‌ করা[৩] ক্রি. মারধোর করা ।। (৪)

ম্যালেরিআ[১] বি. পুলিশ ।। (৩)

মাএআলি[১] বি. ১। গলায় বাঁধা রুমাল ।। ২। ছ্যাবলা মেয়ে ।। (৫)

মোগাপুত্র[৩] বি. জারজ সন্তান ।। তু. হি. মৌগা—হিজড়া । (১২)

মোক্‌বর্‌[১] বি. পুলিশের ইন্‌ফর্‌মর্‌ ।। তু. আর. মুখ্‌বির—গোয়েন্দা । (৩)

মোক্‌বার্‌[১] বি. দ্র. মোক্‌বর।

মোটা-চামড়া[১] বি. ১। টাকা ।। ২। লটারির টাকা ।। (২)

মোনিহারি[১] বি. টাকার থলি ।। মোনিহারিতে দাম্‌রি আছে, ভোরে নে—থলিতে টাকা আছে সরিয়ে ফেল । (২)

মোন্‌তোর্‌[১] বি. ১। বাতি ।। (গব্বাবাজ) ২। ঘর।। সাধারণত 'খালি-কুঠি' বোঝায়। ভাতির মোন্‌তোর্‌ দিনে বন্‌ধো— পতিতার ঘর দিনে বন্ধ। ৩। গাঁজা।। (৫)

মোন্‌সা[৩] বি. খিটমিটে মেয়ে ।। (১৩)

মোড়া[৩] বি. ১। খাম ।। ২। ঘোমটা।। ৩। কাপড় ।। (১০)

মোড়িআ[১] বি. যে লোক পকেট থেকে নোটের তাড়া তুলে নেয় ।। (পকেটমার) (৫)

মোড়্‌চা[১] বি. রাস্তার মোড়।। (মস্তান) (৭)

মোড়েট্‌টি[১] বি. ১। বড়ো রাস্তার মোড়।। ক্রি. ২। মটকা মেরে পড়ে থাকা ।। (মস্তান) (২)

মোহাজোন্‌[১] বি. চোরাইমালের ক্রেতা।। (১৯)

মএদানি[৩] বি. যৌন বিকার ।। (১২)

মএদানি খাউ[১] বি. কলকাতার ময়দান এলাকায় যে পথচারিণী অসৎ উদ্দেশ্যে ঘোরা-ফেরা করে।। তু. খাউ =খাওয়া। (১০)

মএলাখোর্‌[১] বি. সক্রিয় কামুক ; সমকামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ ।। (কয়েদী) (২)

মওগা[৩] বি. হিজড়া বা যে হিজড়াদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে । (১০)

মইন্‌অরি[১] বি. ঋতুকাল ।। অ. বাং. ভা.।(৩)

মাওলাসা[১] বি. টাকা পয়সা তুলে নেওয়া।। তু. মারো শালা। (২)

মেআদি[২] বি. কয়েদী ।। তু. আর. কয়েদী । (৩)

র

রক্‌তো[১] বি. ১। খুন।। ২। মূল সন্ন্যাসী।। বিণ. ৩। সুন্দরী ।। (৯)

রক্‌তো-গড়্‌আঁ[১] বি. তাসের জুয়া ।। (৭)

রগড়া[২] ক্রি. ১। জুয়ায় হারানো।। বি. ২। হারানোর পদ্ধতি।। পাটিকে রগড়াতে আনা—কাউকে জুয়া খেলায় প্রলুব্ধ করা। ৩। সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান ।। (৩)

রঙ ক্রি. ১। মেজাজ দেখানো[৩] ।। বি. ২। রক্ত[৩] ।। ৩। মেয়েদের মাসিক[২]।। ৪। বিষ[১] ।। (২২)

রঙ্‌করা ক্রি. পানে বিষ মেশানো।। বাং. ভা.। (৪)

রঙের কাজ[১] বি. ১। বাড়ির জানলা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ ।। (গব্বাবাজ) ২। মদ গাঁজা ইত্যাদির ব্যবসা ।। (৯)

রঙ্‌গিলি[২] বি. চা।। (হিজড়া) (৪)

রত্‌তি[১] বি. দুআনি, বর্তমানে দশ পয়সা।। তু. হি. রত্তী । (৩৬)

রন্‌জু[৩] বি. গাঁজা ।। তু. হি. গঞ্জু। (৫)

রসিদ[১] বি. প্রকাশ ।। তু. ফা. রসিদ—খবর। (২)

রসোগোল্‌লা[১] বি. দশ ।। (গব্বাবাজ) (৯)

রাগ্‌বা[১] বি. জুয়াচোর ।। (২)

রাঙি[২] বি. রক্ত ।। (২)

রাঙি হড়্‌কানো[২] রক্ত ঝরা ।। বাং. ভা. ।(৫)

রাঙ্‌গি বি. রক্ত ।। (৩)

রাঙ্‌তা[১] বি. অচল টাকার ধাতু । (২)

রাঙ্‌তাবাজ[৩] বি. ছেলেধরা ।। (৩)

রাজাবাবু[২] বি. পতিতার প্রিয়জন ।। (২)

রাজামার্‌কা[৩] বি. পুলিশ ।। (৪)

রাজার খাট্‌নি[২] বি. পায়খানা পরিষ্কারের কাজ ।। (কয়েদী) (১৬)

রাজার ছেলে বি. ১। পুলিশ[৩] ।। ২। যে বেশ্যালয়ে টাকা ওড়ায়[৩] ।। (৭)

রাদ-ঠোকর[১] বি. পুরানো জুতো ।।(গব্বাবাজ) (২)

রাবোন্ বিভিসোন্[২] বি. পুলিশ।। (২)

রাব্‌ড়ি[৩] বি. জল মেশানো মদ ।।(মদবিক্রেতা) (৮)

রাম্‌-সিতা[৩] বি. প্রেমিক-প্রেমিকা ।। *E.* Jack and Jill — a pair of lovers. (২)

রামপুরি[৩] বি. ভাঁজ-করা ছুরি ।। (২)

রামি[২] বি. জুয়া (তাসের) ।। (৩)

রামিহড়্‌কানো[২] ক্রি. বৃষ্টিপড়া ।। তু. ইং. rain. বাং. ভা. (৩)

রাস্‌তা[২] বি. বেশ্যালয় গমনকারী। হি. ভা. । (কোটনা) (৩)

রাস্‌তাকি বেশ্যালয় গমনকারী।। (২)

রাস্‌তাবাজি[১] বি. ১। রাস্তায় পকেটমারি ।। ২। রাস্তায় গুণ্ডামি ।। (৪)

রিতি[১] বি. দামী পাথর ।। (৫)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিস্‌কা[১] বি. বন্দুক । তু. রিক্‌সা । (২)
রিস্‌তা[১] বি. ১। বন্ধুত্ব ।। ২। প্রেম ।। তু. ফা. সম্পর্ক। (হিজড়া) (৭)
রুটি[৩] বি. হাতবোমা।। বাং. ভা.। (১৩৬)
রুটিটপ্‌কানো[৩] ক্রি. বোমা ছোঁড়া ।। বাং. ভা.। (১১৭)
রুটিহা[১] বি. অপরের সঙ্গে ভাগ করে খাওয়া রুটি ।। (কয়েদী) (৭)
রুমাল[১] বি. ১। দরজা ভাঙার যন্ত্র ।। রুমাল ছিঁড়ে খোলে পোরা—দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা। ২। কাঁচা টাকা।। ৩। সুন্দরী ছিমছাম চেহারার মেয়ে ।। (২)
রেনু[১] বি. তামার তার ।। (হাওড়া রেল স্টেশন) (২)
রেফারি[২] বিণ. পলাতক তু. ফেরারি। (২)
রেলা[৩] বি. ১। ধাপ্পা ।। ২। ভীড়; জমায়েৎ।। ৩। লক্ষ্য।। ৪। জাঁকজমক ।। ৫। মেজাজ।। খোচোরের রেলা থেকে ফুটে এসেছি—পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার উপর খোচোরের রেলা খুব—পুলিশ আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। রেলা খুব জোর—অবস্থা সুবিধের নয়। রেলা দেআ—ধাক্কা মারা। (৯৬)
রেলার খাপ্‌[৩] মিথ্যা ; মিথ্যা ভাষণ।। রেলার খাপ্‌ খোল মাৎ—মিথ্যা বলো না । (১৯)
র‍্যাজা[১] বি. ব্লেড ।। তু. ইং. razor. (৭)
রোগেগো[২] ক্রি. উপভোগ করবে।। হি. ভা.। (পতিতা) (২)
রোগড়া[১] বি. ১। পদ্ধতি ।। (জুয়াড়ী) ২। টাকা ।। তু. হি. রোকর—টাকা । পার্টি রোগড়া আছে—লোকটা ধনী। (২৫)
রোটি[১] বি. এক-অষ্টমাংশ ভাগ ।। (৬)
রোলা[১] বি. টাকার বাণ্ডিল ।। তু. ইং, roll ।। (৫)
রোস্‌নি[১] বি. ফা. টর্চ ।। (গব্বাবাজ) (৭)
রোস্‌নিতে তাগত্‌[৩] বাবু ; সৌখিন লোক।। রোস্‌নিতে তাগত্‌ লাগিএ চলেচে। (২)
রোস্‌নাই[২] বি. ফা.১। আলো।। ২। ভোর।। ৩। ফরসা মেয়ে ।। (১২)
রাও বি. দক্ষিণ ভারতের লোক ।। (২)
রোসন্‌লাল বি. খুনী লোক ।। (২)

ল

লকা[২] ক্রি. কাউকে কিছু দেয়া ।। দামড়ি লকা—কিছু পয়সা দেয়া। (১৩)
লক্‌ কড়া[৩] বি. ১। ছুরি।। ২। ব্লেড ।। ৩। বন্দুক।। (৫)
লক্‌ড়ি[২] বি. ১। ব্লেডের টুকরো।। (পকেটমার) ২। গাড়ির wiper। ৩। পুরুষ ।। ৪। দরজা ভাঙার যন্ত্র ।। (১২)
লগ্‌মারা[৩] ক্রি. ১। তাকানো (মেয়েকে লক্ষ্য করে)।। ২। বিরক্ত করা ।। ৩। ইশারা করা।। (২)
লগ্‌বাজ[৩] বি. যারা মেয়েদের বিরক্ত করে ।। (৫)
লগা[১] বি. পাকানো তার; তারের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণ্ডিল ।। (২)

লগ্‌গা ক্রি. ১। দেখা[১]।। বি. ২। টাকা[১]।। তু. নগদা। (২)

লগ্‌গাবাজ[১] বি. যে চোর লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করে ।। (৫)

লগ্‌লগ্[১] বি. মই।। (গব্বাবাজ) (৩)

লঙ্‌গো[১] বি. ১। গরীব লোক।। তু. লঙ্গরখানা অথবা উলঙ্গ। ২। কলকাতার বড়বাজারের মশলাপটি।। (২)

লচ্[১] বি. পলায়ন ।। তু. চল্ । (২)

লচ্ খাওআ[১] মন দেওয়া ।। (৭)

লচ্‌বা[১] ক্রি. পালানো ।। লচ্‌বো—আমি পালাবো। কোদ্ লচবা হোএচে—চোর পালিয়েছে। (২)

লজ্[১] বি. জলচোর ।। তু. ইং. launch. (৩)

লট্[১] বি. জানলার ছিটকিনি।। (গব্বাবাজ)(৩)

লট্‌কন্ বি. মেয়েদের ঝোলা ব্যাগ ।। তু. হি. ভা । (২)

লট্‌কা[১] বিণ. বৃদ্ধা।। (৫)

লট্‌কানো[১] ক্রি. কোনো মেয়ের ওপর কর্তৃত্ব আনা ।। (১৭)

লট্‌কান্ বানানো[১] ক্রি. ঘুমন্ত লোকের টাকাকড়ি চুরি করা।। (৪)

লদ্‌দন্ খাওআ[১] ক্রি. ধরা পড়া।। তু. হি. লদ্‌না—ধরা পড়া।। (৯)

লপা[১] বি. পুরুষ ।। (২)

লপ্‌পা[১] বি. পুরুষ ।। (২)

লপ্‌ফর্[১] বি. পুরুষ ।। (৪)

লপ্‌সি[১] বি. জেলের খাবার ।। (কয়েদী)(২০)

লব্‌কানো[১] বিণ. ধৃত ।। তু. হি. লপকনা — ধরা । (৩)

লমারিস্[১] বি. ধরা পড়া।। (২)

লম্‌পো[১] বি. পিস্তল ।। (৫)

লম্‌বরি[১] বি. একশো টাকা ।। তু. ইং. number. (২)

লম্‌বা[১] বি. ১। তার ।। →২। ইলেকট্রিক ট্রেনের তার ।। (২)

লম্‌বা-খানা[১] বি. বড়ো হোটেল।। (৪)

লম্‌বা ঘর্[১] বি. মদপূর্ণ রবার টিউব ।। (৫)

লম্‌বা থুব্‌বি[১] বি. গেঁজে।। তু. থলে। (২)

লম্‌বা ভেতোর[১] বি. দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস ।। (৭)

লম্‌বি[১] বি. ১। পার্কার পেন ।। ২। বড়ো ছুরি ।। (৯)

লড়্না[১] বি. স্ত্রী ।। *E.* strife—wife(one's).

লস্‌সি[১] বি. জেলের খাবার ।। তু. হি. লস্‌সী এবং অ. ভা. লপ্‌সি । (১৯)

লাগাম্ লাগানো[১] ক্রি. গুপ্তি দ্বারা খুন করা।। বাং. ভা.। (মস্তান) (২)

লাগোচ্[১] বি. ১। নোট।। তু. কাগজ অথবা ইং luggage. ২। শূন্য মনিব্যাগ ।। (২)

লাগোজ্[১] বি. দ্র. লাগোচ । (২)

লাগোআ দেআ[১] ক্রি. ছিন্‌তাই করা ।। (২)

লাট্টু[১] বি. স্তন ।। (মস্তান) (২)

লাট্টুবাজ[১] বি. কোটনা।। (৬)

লাঠি বি. ১। পুলিশ[১] ।। ২। গুপ্তি[১] ।। ৩। টর্চ[১] ।। ৪। মালি[১] ।। (২১)

লাঠিআল্ বি. ১। টর্চবাতি[১] ।। ২। বিকৃত যৌন ব্যক্তি[১] (৭)

লাড্ডু[১] বি. ১। হাত বোমা।। ২। স্তন।। ৩। শূন্য ।। (২৫)

লাতার্[১] বি. ১। তালা ।। ২। ইলেকট্রিক ট্রেনের তার ।। (২)

লাথির্[১] বি. কেপমারি চোর ।। (২)

লাথোর্[১] বি. পাথর ।। (৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাদনি[১] বিণ. ধৃত ।। তু. হি. লদ্না। (৫)
লাম্[১] বি. মাল ।। শব্দ বিপর্যয় । (৩)
লাল্ বি. ১। জেলখানা ।। ২। রক্ত ।। ৩। জিভ ।। চারমাস লাল ঝেড়ে এসেছি —জেল খেটে... । লাল ভেসে গেল—রক্ত ... । (৫৭)
লাল্ ঝান্ডা[৩] বি. মেয়েদের মাসিক ।। (৯)
লাল্ গজা[৩] বি. জিভ ।। (৫)
লালজি[৩] বি. পুলিশ ।। (৩)
লাম্বি[৩] বি. বিড়ি ।। হি. ভা. । (৪)
লাল্গির্জা[৩] বি. জেলখানা ।।
লালঘর[২] বি. লালবাজার থানা ।। (৩)
লালচোর বি. পুলিশের চর ।। (২)
লাল্পানি[৩] বি. ১। রক্ত ।। ২। মদ ।। (১৮)
লাল্বোই[৩] বি. অশ্লীল বই ।। (৩)
লালমিআ বি. পুলিশ ।। (৭)
লালি[২] বি. ১। সোনা ।। ২। মদের ব্লাডার ।। (৫)
লাস্পরানো[৩] ক্রি. হারানো ।। (৫)
লিকাম্[২] বি. পুং-জননেন্দ্রিয় ।। (হিজড়া) লিকামটাকে বিলা করা—পুং-জননেন্দ্রিয় কেটে ফেলা । (৬)
লিগর্[২] বি. সুন্দরী মেয়ে ।। (১৭)
লিগোর্[২] বি. দ্র. লিগর (২)
লিগাম্[১] বি. মালগাড়িতে চুরি ।। (মালগাড়ি ভঙ্গকারী) (৩)
লিঙ্গা করা[২] ক্রি. পতিতার হাতে সব কিছু খুইয়ে আসা । তু.হি. নঙ্গা করনা—উলঙ্গ করা>হরণ করা । (৪)
লিঙ্গা[২] বি. গরীব বেশ্যা ।। (২)
লিঙ্গা মাকড়ি[২] বি. গরীব বেশ্যা ।। (২)
লিটো[২] বি. মদ ।। তু.ইং. liquor. (৩)
লিডা[২] বি. মদ।। (৩)
লিডো[২] বি. মদ।। লিডো খুম্বা—মদ খাওয়া। (৭)
লিডোআ[২] দিশি মদ ।। (২)
লিপ্পাকর[১] বি. ১। চোরাই মালের ক্রেতা ।। ২। ধুনুরী । (২)
লিপ্পি[৩] বি. বিড়ি ।। তু.ইং. leaf. ইং. leaf-এর সঙ্গে 'লিপ্পি'র যোগ থাকলে অনুমান করা যেতে পারে যে শব্দটি শিক্ষিত লোকের হাতে গড়া । (৪)
লিপ্পু[৩] বি. বিড়ি ।। (৪)
লিফাবা[২] বি. গাঁজার প্যাকেট।। তু. লেপাফা। (৩)
লুচ্ছারগাই[৩] বি. প্রৌঢ়া ।। (মস্তান) (৭)
লুডিপ্পা[৩] ক্রি. চুরি করা ।। তু. লঘু শব্দ লুড়ি—চুরি । (৯)
লুপ্ বি. ১। লম্বা টর্চবাতি[১] ।। (গ্রামের চোর) ২। রমণ।। ৩। অবৈধ প্রেম।। (১১)
লুপিস্ বি. পুলিশ ।। তু.ইং. rupees. চীনারা ব্যবহার করে থাকে । (২)
লেটা[১] বি. টর্চ ।। তু.অ.ভা. লাঠিআল্ (৫)
লেটনি[২] বি. বিশ্রামের জায়গা ।। (৩)
লেঠা[১] বি. ঠেলাগাড়ি ।। বিপ. (মাল-তোলনকারী) (২)
লেঠেল[২] বি. ১। বিকৃত যৌন মানুষ ।। ২। তবলা বাদক । (৯)
লেদে গ্যালো[২] ধরা পড়লো ।। (১১)
লেপাই[২] বি. পুলিশ ।। (৬)
লেবু[৩] বি. ১। বোমা ।। ২। স্তন ।। (২৭)
লেবু টাইট[২] বি. বড়ো বোমা ।। (৫)
লেবেড[২] বি. ব্লেড ।। (১১)
লিটলিট্ বি. শিক্ষিত লোক ।। তু. ইং.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

literate. (৩)

লোক্[২] বি. বেশ্যালয়ে গমনকারী ।। বাং. ভা. (৩)

লোকে নেআ[৩] বি. ছিনিয়ে নেওয়া ।। তু.বাং. লুকিয়ে । (১৭)

লোগে নেআ[৩] বি. দ্র. লোকে নেআ । (২)

লোগি[১] বি. ১। তালা ভাঙার যন্ত্র।। তু. লগি। ২। কয়লা। (আসানসোল—রাণীগঞ্জ) (৭)

লোট বি. চোরাইমাল ।। তু. লুঠ (৭)

লোঠা[১] বি. ১। পুলিশ ।। তু.অ.ভা. ঠোলা। (১২)

লোফা[২] বি. ব্লেড ।। (হিজড়া) (২)

লোহা[১] বি. জানলার গরাদে ।। (চোর) (২)

ল্যাঙোট্[২] বি. টয়লেট পেপার ।। (৩)

ল্যাঙড়া[১] বি. ১। পিস্তল ।। ২। পা । (২)

ল্যাজা-মুড়ো[১] বি. পকেট ঘড়ি ও চেন ।। বাং. ভা. । (পকেটমার) (৪)

ল্যাটামাছ[৩] বি. পিস্তল ।। (৩)

লউন্ডা[২] বিণ. বৃদ্ধা ।। তু.হি. লউঁডা / মহিলা (২)

লউন্ডি[২] বি. তরুণী মেয়ে ।। (২)

লেউন্[১] বি. কোকেন ।। (২)

স

সক্‌রি-খুর্[২] বি. কয়েদী ।। তু. হি. সাঁকরী, সঁকরা—চেন । (২)

সক্‌ড়ি[২] বি. মেয়ে ।। তু. লড়্‌কী >লক্‌ড়ি >সক্‌ড়ি। (৯)

সঙ্‌গত্[২] বি. স্ত্রী ।। (৩)

সটঙ্‌কি[১] বি. গাঁজার ব্যবসায়ী ।। (২)

সটটল্[১] বি. পাশপকেট ।। (পকেটমার) (৪)

সটটাবাজ্ বি. জুয়াড়ী ।। তু. হি. সটটা—গোপন মতলব । (৭)

সত্তি[১] বি. টর্চবাতি।। তু.হি. বাত্তী। (১১)

সদর্ করা[১] ক্রি. দরজা খোলা ।। (গব্বাবাজ) (৫)

সনটা[৩] বি. ট্রাম বা বাসের কনডাকটর ।। তু.ঘণ্টা । (২)

সফেদ্[৩] ফা. বি. রোগা লম্বা ধরনের মেয়ে ।। (৩)

সফেদি[৩] ফা. বি. টর্চবাতি ।। তু. হি. সাদা। (২)

সনাটটা[১] বি. ১। অন্ধকার ।। বিণ. ২। নির্জন ।। (১৩)

সবজা[১] বি. গাঁজা । তু. সব্জী । অনেক সময়ে সব্জী ঢাকা দিয়ে গাঁজা চালান দেওয়া হয় । হাট বাজারের ফড়িয়াদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয় যে তারা কাঁচা তরকারী চাপা দিয়ে গাঁজা গন্তব্যস্থলে পাচার করে দেবে । (৬)

সম্ভু[২] বি. পুলিশ ।। তু. শম্ভু । (৩)

সম্মা[২] বি. গাড়ির হেডলাইট ।। তু. হি. শমা—আলো; শমাদান—বাতিদান। (২১)

সমম বি. ডাকাত ।। (২)

সরবান্[১] বি. দারোয়ান ।। (৯)

সরওয়াজা[১] বি. সদর দরজা ।। হি.ভা. । (গব্বাবাজ) (৫)

সরকা[২] বি. সমাজবিরোধীদের ডেরা ।। তু.হি. সঁকরা । (২)

সরদি-খাসি[১] বি. খুচরো টাকা ও নোট ।। সর্দির সঙ্গে নোট এবং কাসির সঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুচরো টাকা তুলনীয় । (৪)

সড়া[১] বি. খেলার তাস ।। (১৯)

সলাই[১] বি. চাবি ।। তু. দেশলাই ।। (২)

সল্‌তে চাকি[১] বি. পাঁচ টাকা ।। (পকেটমার) (২)

সল্‌লা[১] বি. গলার হার ।। তু. অ. ভা. কল্‌লা। (৫১)

সহি[১] বি. খেলার তাস ।। (২)

সাকিআ[১] বি. চোরাইমালের ক্রেতা ।। (২)

সাগর[১] বি. বাজার ।। তু.হি. সগর—সকল । (২)

সাঙার-বাড়ি[৩] বি. বেশ্যালয় ।। (৩)

সাঙ্‌গার বাড়ি[৩] বি. বেশ্যালয় ।। (৩)

সাঙালি[৩] বি. বাঙালি ।। (৩১)

সাঙরা[৩] বি. খৈনি ।। হি.ভা. । (৫)

সাঙলা[৩] বি. জানলা ।। (৯)

সাজ[১] বি. নোট ছাপানোর ব্লক । বাং.ভা. । (৫)

সাজ্‌গর[১] বি. জুয়েলারী দোকান । তু. সাজঘর । (২)

সাজাওলা[১] বি. কয়েদী ।। (২)

সাটাল্‌[১] বি. সোনা-রুপো-তামা ইত্যাদি ।। তু.ইং. metal. (২)

সাটু বি. জাল আড়তদার ।। তু. বাং. সাট; হি. সট্‌টা । (৫)

সাট্‌টি[১] বি. পাছা ।। তু. অ. ভা. বাট্‌টু >বাট্‌টি >সাট্‌টি । (২)

সাটুটু[১] বি. কাপড়ের তাড়া।। তু.অ.ভা. মোট্‌লা (৪)

সাঠি[১] বি. মোটা লাঠি ।। (৩)

সাত্‌তা[৩] বি. ১। সাত ।। ২। হাত-কাটা।। (৯)

সাদ্‌দি[৩] বিণ. সুন্দর ।। হি.ভা. । ডাক্‌টা কান্‌সি সাদ্‌দি থাঙ্‌গে—দুটি সুন্দরী মেয়ে । (৪)

সাদা[১] বি. ১। সিগারেট।। ২। পটাসিয়াম।। ৩। রুপো ।। ৪। শূন্য মনিব্যাগ । ৫। চাঁদনি রাত ।। দিনের বেলা ।। *E.* white—silver (১৭)

সাদানা[১] ক্রি. সিগারেট দেওয়া ।। (৩)

সাদাকাটি[৩] বি. সিগারেট ।। (২)

সাদাসাবান্‌[৩] বি. দস্তা ।। (২)

সানাট্‌টা বি. ১। অন্ধকার ।। বিণ. ২। নির্জন ।। তু.হি. সান্‌নাটা ।(গব্বাবাজ) সানাট্‌টাতে বার খাবো—সন্ধ্যায় বা রাতের অন্ধকারে বার হবো। (১৬)

সান্‌কা[১] বি. কলকাতা ময়দান ।। (৩)

সানকি[১] বি. উন্মাদ ।। তু.হি. সন্‌কি—মেজাজী। (২)

সান্‌ত্রা[১] খুব জোরে মোচড়ান ।। (২)

সান্‌লা[১] বি. জানলা । (৭)

সানু[১] বি. পিতল তামার বাসন ।। অ.বাং.ভা.। (৬)

সানোক্‌[১] বি. পিতল তামার বাসন ।। হি.ভা. (৪)

সাপ্‌কা[১] বি. চাকর।। তু.সাফ করে যে ।(৩)

সাপ্‌টানো[১] ক্রি. প্রস্তুত করা ।। (গব্বাবাজ) কালুর কাছে গামছা সাপটাও—কামারের কাছ থেকে দরজা-ভাঙা যন্ত্র বানাও । (৯)

সাপ্‌টাবাজ্‌[১] বি. ১। গব্বাবাজ ।। ২। জুয়াচোর ।। তু. সব জায়গায় থাকা । (১২)

সাব্‌রা[১] বি. দারোয়ান । তু. সব জায়গায় থাকা । (৩)

সাব্‌রা-উমাকে[১] ঘুমন্ত দারোয়ান ।। তু.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উমাকে=ঘুমাতে । সাব্‌রা উমাকে ছপ্‌পর্ দিএ গব্‌বা পেলা—দারোয়ানকে আড়াল করে বাড়িতে ঢোকা । (৬)

সাব্‌রা-কুর্‌কে[১] জেগে বসে থাকা দরোয়ান ।। তু.কুর্‌কে = ঘুর্‌কে । (২)

সাবু[৩] বি. ভদ্রলোক ।। তু. বাবু । (১৭)

সাবুচি[৩] বি. চীনে জুয়া ।। (২)

সাম্‌খাল্[১] বি. ফতুয়ার পকেট ।। তু. সাম=সামনের । বিপরীতার্থ । (৭)

সাম্‌ছা[১] বি. গামছা।। গাম্‌ছা সাম্‌ছাতে লিবি —দরজা কাটা যন্তর গামছায় মুড়ে নিবি । (২)

সাম্‌না[১] বি. জামার ভেতর পকেট ।। (পকেটমার) (২)

সামা[১] বি. ১। জামা ।। ২। তামা ।। ৩। গাড়ির হেডলাইট ।। (২)

সামাবাজ্[১] বি. গাড়ি চোর ।। (২)

সাম্‌সু[১] বি. চোলাই মদ (৫)

সামিআনা[১] বি. ১। দামী পাথর ।। ২। দরজা-জানলা ভাঙার যন্ত্র চালাবার সময়ে অনেকে হাতলে কাপড় জড়িয়ে নেয় । এই কাপড়ের নাম 'সামিআনা' । (গব্‌বাবাজ) ৩। আলো । ৪। জামা-কাপড় ।। (১৫)

সার্‌কাখাইতে[১] গোপন ফন্দি ফাঁস হয়ে যাওয়া ।। (২)

সার্‌গা[১] বি. ছিন্‌তাইকারী ।। (২)

সার্‌গন্‌জা[২] বি. টাকা ।। অর্থাৎ নেড়া মাথায় সার পড়লে চুল গজাবে । (২)

সাড়ে-বারো সের্[১] পঞ্চাশ টাকা ।। (৯)

সাড়ে-বাইস্ সের্[১] নব্বই টাকা ।। (৯)

সাড়ে-সতেরো সের্[১] সত্তর টাকা ।। (১১)

সাড়ে-সাত সের্[১] তিরিশ টাকা ।। (৫)

সাল্[২] বি. চুল ।। (৫)

সাল্‌তা[৩] বি. পিস্তল ।। তু. সাত বা.অ.ভা. সাত্‌তা । (১৭)

সাল্‌মারি[২] বি. আলমারি ।। (৫)

সালমা[১] বি. আলমারি ।। (২)

সাম্‌কো[২] বি. বড়ো বাক্স ।। (৩)

সা-এন্-সা[২] বি. ভবঘুরেদের সর্দার যে সন্ন্যাসী সেজে থাকে ।। (২)

সাঁজোগা[১] বি. গাঁজা ।। (২১)

সাঁজোউটি[১] বি. সাঁঝবেলা ।। (গব্‌বাবাজ) সাঁজোউটি হ্‌এছে কত্‌রান্ নে—সন্ধে হলো কেটে পর । (১৩)

সাঁজোউটি হ্‌এ কাট্— অন্ধকারে গা ঢাকা দে ।। (১৩)

সাঁটা[১] ক্রি. যাওয়া ।। (২)

সাঁটানো[১] ক্রি. লুকানো ।। সেঁটে সাটানো চাই —গিয়ে লুকানো চাই । (৪)

সাঁটি[২] বি. হাতুড়ি পিটিয়ে মেরে ফেলা।।(২)

সাঁটু[১] বি. ১। জুয়াড়ীদের সভ্য ।। ২। পকেটমার ।। তু. গায়ে সেঁটে থাকা। (২০)

সাঁত্‌রা[১] বি. শাড়ি ।। (৬)

সাঁড়্ আসা পালানো।। তু. সরে পড়া (?)। (২)

সিক্[১] বি. চাবি ।। ২। খুচরা পয়সা ।। ৩। আঙুল ।। বিশেষত যখন দুই আঙুলের সাহায্যে পকেট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয় । (পকেটমার) (৩৭)

সিক্-চাক্কি[১] বি. এক টাকা ।। (৫)

সিক্‌পা[১] বি. এক পয়সা ।। (২)

সিক্‌টা[১] বি. ১। কোকেন ।। ২। জুয়ার আড্ডা । (৫)

সিক্‌লিচাপা[১] ট্রেনে চেন টানা ।। (মালগাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গকারী) (৭)

সিকলবাজ[১] বি. গলার হার ছিনতাইকারী ।। (২)

সিকা[১] বি. আঙুল ঢোকানো (পকেটমার) । (৫)

সিকানা[১] বি. এক আনা ।। (১১)

সিকাপেলো[১] পিছন থেকে ধাক্কা মারা ।। অ.বাং.ভা. (পকেটমার) (২)

সিকাবাজ[১] বি. পকেটমার ।। (৫)

সিকাভর্ বি. পকেটমার ।। (৩)

সিকার[১] স্টেনগান ।। (২)

সিগানি[১] বি. চোর ।। তু. অ. ভা. ইগানি। (২)

সিঙ্কাটি[১] বি. দরজা ভাঙার যন্ত্র ।। (২)

সিঙারা[১] তিন ।। (জুয়াড়ী) (৭)

সিট্[২] বি. মেয়ে ।। এ শব্দটি ভারতবর্ষের অপরাধ-জগতে একটি পুরাতন বুলি । (৯)

সিটিআ[১] বি. বারাঙ্গনা ।। হি.ভা. । (১)

সিটুব্[১] বি. সাইকেলের টিউব ।। তু. ইং. tube. (১১)

সিটে[৩] বি. রোগা মেয়ে ।। (২)

সিটো[১] বি. অন্তর্বাস ।। (৬)

সিটউবি[১] বি. পতিতা ।। তু.অ.ভা. সিট । (২)

সিতোল্[১] বি. পিতল ।। (১৯)

সিদ্ধেস্সোরি[৩] বি. সধবার বেশে পতিতা।। (১৩)

সিধুমুখি[৩] বি. সধবার বেশে পতিতা ।। (১৫)

সিনদি[১] বি. অপরাধ ।। তু. সিঁধ । (উত্তর ভারতের অপরাধী) (৫)

সিনধি[১] বি. দেয়ালের গর্ত।। তু. সিঁধ । (২৬)

সিপি[১] বি. বারাঙ্গনার জাহাজী খদ্দের ।। তু. ইং. ship. (৩)

সিএফা[১] বি. একজাতীয় জুয়া ।। (চীনা) (২)

সিমা[১] বি. প্যান্ট ।। তু.অ.ভা. নিমা । (৭)

সিমুল[১] বি. বাড়ি-ঘর ।। অ. বাং. ভা. (গব্বাবাজ) (২)

সির্[১] বি. সাবধানতা । সির্ হোতে হবে। (২)

সিরফাটটা[৩] বি. বিবাহিতা মেয়ে ।।

সিরবাজ্ বি. বদলোক ।। (২)

সিরথাকা[৩] সজাগ থাকা ।। (২)

সির্ হওআ[৩] জানাজানি হওয়া ।

সিরিঙগার্[২] বি. চটকদার পোষাক ।। তু. শ্রীঙ্গার । (হিজড়া) (২)

সিড়ি[২] বি. বিড়ি ।। (১০)

সিড়ুকি[১] বি. জানলা ।। তু. হি. খিড়কী । (৫)

সিল্[৩] বি. স্ত্রীলোক ।। (২)

সিসি[১] বি.এল.এস.ডি. ।। (৩)

সিসকা[১] বি. রিক্সা ।। (২)

সিঁড়ি[২] বি. বিড়ি ।। (৬)

সুকিল্[২] বি. উকিল ।। (২)

সুক্‌খন-সিড়ি[২] বি. ১। গাঁজা।। ২। বিড়ি।। (৭)

সুক্‌কম্[১] বি. পুলিশ ।। (৩)

সুক্‌খা[৩] বি. অভাব ।। (২)

সুক্‌রু[১] বি. সঙ্গী ।। তু.সুক্‌রু<ছুক্‌রু<ছোকরা। (২)

সুকলিবাজ বি. গলার হার চোর ।। তু. শিকলি। (২)

সুখম্[১] বি. পুলিশ ।। (২)

সুখা[১] বি. গাঁজা ।। (৭)

সুচ[১] বি. পকেটমার ।। তু. সূচ । (৫)

সুজাক্[২] বি. যৌন ব্যাধি ।।

সুজজা[১] বি. অপুষ্ট স্তন ।। তু. হি. সূজা—ফোলা ।

সুটা[১] বি. সিগারেট ।। তু.সু. (খ) টা(ন)। (৪)

সুটাম্[১] বি. বোতাম ।। (২)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুচটি[২] বি. স্তন ।। তু. বুটটি । (২)

সুড্ডা[৩] বি. বৃদ্ধ ব্যক্তি ।। তু. হি. বুড্ঢা । ২। বাবা ।। ৩। প্রাক্তন অপরাধী ।। (৩৬)

সুড্ডি[৩] বি. ১। বৃদ্ধা ।। ২। মা ।। তু. হি. বুড্ঢী। (৪২)

সুড়ির-পে[২] বি. হুল্লোড় । (৬)

সুতা[১] বি. ১। গলার হার ।। ২। কাপড়।। তু.সুতা থেকে প্রস্তুত । ৩। তামার তার ।। (৩৯)

সুতাম্[১] বি. বোতাম ।। (২৩)

সুতাবাজ্[১] বি. হার ছিন্‌তাইকারী ।। (৯)

সুতি[১] বি. ১। পকেটমার ।। ২। কাপড়।। (১০)

সুতুলিবাজ্ বি. ১। চুরির নির্দিষ্ট স্থানে যে লোক ঘুমিয়ে থাকার ভান করে ।। ২। হার ছিন্‌তাইকারী ।। (১২)

সুতো[১] বি. গলার হার ।। (১০)

সুতো খোলা পার্টি গলার হার বোতাম চুরিতে অভ্যস্ত । (৫)

সুতো-চাকতি[১] বি. গিনি সোনার হার (৭)

সুতো-মারা[১] ব্যাগের চেন খোলা । (৩)

সুত্তা[১] বি. কুকুর ।। তু.হি. কুত্তা। (গব্বাবাজ) (২)

সুত্‌লি[১] বি. ১। কাটা কাপড় ।। তু. পুঁটুলি। ২। গলার হার ।।

সুত্‌লিবাজ্[১] বি. মেয়ে চোর ।। (২)

সুত্‌লিবিচি[১] বি. বোতাম ।। (৫)

সুদ্[১] বি. চুরি ।। (২)

সুদি[২] বি. মুদি ।। সুদির ঘরে সুদ—মুদির দোকানে চুরি । (২)

সুপা[২] বি. সিগারেট ।। (৬)

সুপ্‌তি[৩] বি. গুপ্তি ।। (৩)

সুমাল্[২] বি. রুমাল ।। (১২)

সুরাহি[১] বি. জুয়াখেলা ।। (৩)

সুরাই[২] বি. জুয়াখেলা ।। (৩)

সুরটা হওআ[২] ধরা পড়া ।। (২)

সুরপা[৩] বি. সিগারেট ।। তু.অ.ভা. সুপা। (৪)

সুরপি[১] বি. তীর ।। (৩)

সুরবাজ্[১] বি. চুরির কাজে সাহায্যকারী ।। (গব্বাবাজ) (৮)

সুরমা[১] বি. কালি ।। (৩)

সুরুআ[১] বি. ১। রক্ত ।। ২। ডাল ।। (৭)

সুরুঙগা[১] বি. পাইপ ।। (গব্বাবাজ) (৩)

সুড়ি[১] বি. ঘড়ি ।। (২)

সুল্‌পা বি. ১। সিগারেট ।। ২। চণ্ডু ।। (২)

সুল্‌ফি[৩] বি. ১। সিগারেট ।। ২। কুলফি।। ৩। গোপন পরামর্শ ।। (১১)

সুল্‌ফু[১] বি. চুরির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের খোঁজ-খবর ।। আগে সুল্‌ফু, পরে গব্বা পেলা—প্রথম চুরি যেখানে হবে তা তদারক করা, পরে সেখানে প্রবেশ করা । (৪)

সুললুকে তোলা[১] আলতোভাবে তোলা ।। (পকেটমার) (৩)

সুস্‌তি[৩] বি. বিশ্রাম ।। (২)

সুজা[৩] বি. অপুষ্ট স্তন ।। হি.ভা. । (২)

সুঁড়[৩] বি. মেয়েদের মাথার চুল ।। পরি এলো সুঁড় লাগিএ চলে গেল—মেয়েটা এলো চুরি করলো এবং কেশ দুলিয়ে চলে গেল । (৮)

সেজ্‌গি[৩] বি. রেজকি ।। (২৫)

সেজ্‌গিঅলা[১] বি. পাশ পকেট থেকে যারা খুচরো পয়সা তোলে । (পকেটমার) (১২)

সেঁটা[২] বি. মাথার চুল ।। (২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটে জাওয়া[১] গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়ানো।। (পকেটমার) (১০)

সেট্‌টো[১] বি. মাড়োয়াড়ি ব্যবসাদার ।। তু. সেট। (৩)

সেঠিআ[২] বি. টাকাওলা পতিতা ।। (২)

সেডিও[১] বি. রেডিও ।। (৫)

সেত্‌রোল্‌[১] বি. পেট্রল ।। (৭)

সেন্টু বি. ভাঙ, গাঁজা ।। তু. ইং. scent. (৬)

সেপাই[১] বি. মেয়ে-ধরা ।। (২)

সেমা-চউকি[২] বি. জলচোর ।। (২)

সের্‌ বিণ. ফ. পারদর্শী ।। তু. শের্‌ । (৩)

সেরুআ[১] বি. হিন্দীভাষী ।। (৩)

সেরোআ[২] বি. রক্ত ।। তু. অ.ভা. সুরুয়া। (৫)

স্যাক্‌রা[১] বি. 'টপকা' চিটিংবাজিতে যে লোক রাস্তায় মেকি সোনা ফেলে ।। (১৮)

সেটো-ওত্‌রা[২] বি. ভবঘুরের দল ।। (৫)

সোজালি[৩] বি. ভোজালি ।। (৩)

সোটাম্‌[১] বি. বোতাম ।। (পকেটমার) (১১)

সোটেল্‌[৩] বি. সোডার জলের বোতল ।। (৭)

সোটোল্‌ বি. দ্র. সোটেল । (৭)

সোট্‌লা[১] বি. ১। মোটা টাকার তাড়া ।। তু. পোঁটলা । ২। বিড়ি ।। (৭)

সোড়্‌লা[১] বি. ১। অস্ত্র ।। ২। মোটা টাকা ।। (পকেটমার) সোড়্‌লা চেমে নাও—যন্তর লুকাও । (১৩)

সোনাট্‌টা[১] বি. ১। অন্ধকার রাত ।। ২। নির্জনতা ।। সোনাটটাতে বার্‌ খসানো —গভীর রাতে বার হওয়া । (৫)

সোন্‌দুক্‌[২] বি. বন্দুক ।। সিক্‌টা সোন্‌দুক্‌ থিও ওর কাছে—ওর কাছে একটা বন্দুক আছে। (২১)

সোনালি[১] বি. সোনা ।। (৬)

সোরির খারাপ[২] বি. ঋতুকাল ।। বাং. ভা. (পতিতালয়) (৪)

সোজা-সুঁড় বি. ঘুষখোর ।। (৩)

সোন্‌[৩] বি. বেনে ।। (২)

সোনে বি. জেলে ।। (২)

সোনার-হোরিন্‌ বি. ধনী ব্যক্তি *E.* gold fish—wealthy person.।। (২)

সোর্‌কা[১] ক্রি. বাঁকানো ।। লোহা সোর্‌কে পিল্‌লুম্‌—গরাদ বাঁকিয়ে ঢোকা । (গব্বাবাজ) (২)

সোড়ি[১] বি. ঘড়ি ।। (৩)

সোল্‌মাচ[২] বি. বন্দুক ।। (৭)

সোল্‌মাছ্‌ বি. দ্র. সোলমাচ । (৭)

সোটেলীরাজ[১] বি. মালতোলনবাজ ।। তু. পোঁটলা । (৫)

সইরাখা[১] ক্রি. লক্ষ্য রাখা ।। ধুরকে সই রাখে গা—লোকটাকে চোখে চোখে রাখবি । (২)

সএটান্‌ বি. মনিব্যাগ ।। হি. ভা. । (২)

সওআসাড়ি[১] পাঁচ টাকা ।। (২)

সওদা[২] বি. ১। মাল (গব্বাবাজ) ২। টাকা ।। (পকেটমার) ৩। তরুণী ।। (কোটনা) সওদা মাত্‌ কবুল না—মাল সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করিস না। (২৭)

সওদা আনা[২] ক্রি. পতিতার ঘরে খদ্দের আনা ।। (১৯)

সওদাগর্‌ বি. ফা. চোরাই মালের ক্রেতা।। (৩)

সিআই[২] বি. কালি ।। (২)

সিআনা[২] ১। চারআনি।। ২। পঁচিশ টাকা।। (চীনাপাড়া) (২)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সআঠেক্[১] বি. গোরস্থান ।। তু. সুআ=শোয়া। (৫)
সেআনা[৩] বি. চোর ।। (৩৬)
সোইলো[১] বি. দশ টাকা ।। (৪)
সাঁই[১] বি. ভাই ।। (২)
সাইট্[১] বি. পাঁইট ।। (১১)
সাঁইআ[৩] বি. শিখ ।। (৬)
স্রিরিতি[১] বি. মূল্যবান পাথর (২)

হ

হট্কানো[১] ক্রি. বাধা সৃষ্টি করতে না পারা ।। তু. হটকানো + আটকানো। ঠেক্ ছিলো না হট্কে গ্যালো—সাথী না থাকায় বাধা দেওয়া গেল না । বাং. ভা. । (পকেটমার) (৬)
হনুমান্জি[৩] বি. বিকৃত যৌন মানুষ ।। (৭)
হপ্তা[১] বি. ১। পুলিশের সাপ্তাহিক ঘুষ ।। ২। যে খদ্দের সপ্তাহে একবার বেশ্যা-গৃহে গমন করে ।। (১২)
হম্সি সর্ব. আমি ।। (হিজড়া) (৫)
হর্মা[৩] বি. কড়া পুলিশ অফিসার ।। তু. হারামি। (২)
হরিন্ঘাটা[৩] বি. তরুণী ।। বাং. ভা. (১৭)
হড়্কানো[১] বি. কালোবাজার ।। (২)
হল্দি[১] বি. সোনা ।। (১৬)
হল্দে[১] বি. সোনা ।। (১৬)
হস্তিবাজ[১] বি. পুলিশের পরোক্ষ সাহায্যে অপরাধ প্রবণতা ।। (৩)
হাকোই[২] বি. ভারতীয় ।। চীনা অপরাধপ্রবণদের অনেকে ভারতীয়দের এই নামে ডাকে। (২)
হাটি[১] বি. ছেলে চুরি ।। তু. হটানো ।। মেলাতে ছাবা হাটি হএ গ্যালো—মেলায় ছেলে চুরি হলো । (২)
হাতা[২] বি. লাঠি ।। (৩)
হাতাল্[২] বি. ছুরি ।। (৩)
হাতি[২] বি. স্টেনগান ।। (৩)
হাত্তাল[১] বি. ১। হাত ।। ২। হাতঘড়ি।। (৭)
হাত্তালের চর্কি[২] বি. হাতঘড়ি।। (৫)
হাতথাল্[২] বি. ওপর-হাত ।। (২)
হাতদানি[২] বি. ব্যাঙ্ক-কাউন্টার ।। (কেপমারী) (২)
হাতভারি[১] বি. টর্চবাতি ।। (গ্রামের চোর) (৪)
হাথা বি. মুঠ ।। (২)
হাপিস্[৩] বি. চুরি ।। বাং. ভা.। (২৫)
হাপুস্ করা[৩] ক্রি. চুরি করা।। (১১)
হাফিজ[২] বি. আর. জাহাজ থেকে পালানো।। (জলচোর) (২)
হারমাত্[৩] বি. বজ্জাত ।। (৩)
হালুআ[২] বি. হীরা ।। (২)
হাঁড়ি বি. ১। মেথর ; পায়খানা পরিষ্কারকারী ।। (কয়েদী) ২। তাসের রাজা-রানী।। ৩। গাড়ির চাকার ক্যাপ ।। ৪। বড়ো স্তন ।। ৫। ছয় ।। (জুয়াড়ী) ৬। পকেটমার ।। (৮)
হাঁড়ি কোদ্[২] বি. মেয়ে চোর ।। (২)
হাঁসুলি[২] বি. মালগাড়ি ভাঙার যন্তর ।। (আসানসোল রেল ইয়ার্ড) (৩)
হিকে দেআ[৩] বি. রমণ ।। (২)
হিকলি[২] বি. হীরা-মুক্তা ।। (৫)
হিরা[১] বি. সঙ্গী ।। (৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিরিস্ বি. ১। বেশ্যাগৃহে হুল্লোড় ।। ২। দুর্বল স্বাস্থ্যের লোক ।। (৩)
হিরকি বি. আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য ।। (৭)
হুক বি. বোতাম ।। (৪)
হুক্কু বি. ১। হাজার টাকা ।। ২। মাতলামি ।। পিপাকে হুক্কু হোগেয়া —মদ খেয়ে মাতাল (১৩)
হুমসি[১] বি. লোক ।। তু. মিনসে । (৫)
হুল্ ফোটানো[১] যৌন ব্যাধি ।। (৪)
হুলিআ[১] বি. মুখ ।। (৩)
হুলো পার্টি[৩] বি. ১। তোম্বামুদে ।। ২। পুলিশ ।। (২১)
হুস্কি[১] বি. পকেটমার ।। (৩)
হুঁকো[১] বিণ. বোকা।। হুঁকো বানানো, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে ছাত্রসমাজে এই উক্তিটির চল ছিল । বর্তমানে অপরাধ-জগতে শব্দটি তার অর্থসহ টিঁকে রয়েছে। (৪)
হুসহুস্[১] বি. পুলিশ । (৭)
হেকোরবাজ্[৩] বি. নপুংসক ।। (২)
হেঁকো[৩] বি. নারীধর্ষণ ।। (মস্তান) (২)
হেটেলে জাওআ[৩] ক্রি. পালানো ।। (২)
হোল্দে বি. পেট্রল ।। (৬)
হোল্দ আড্ডা[১] বি. জুয়েলারি দোকান ।। হোল্দ আড্ডাএ কাম্ হল না দুস্‌রা ঘর্ চল্ । (১৯)
হোল্দে-ভাতি[২] বি. বারাঙ্গনার প্রিয়জনের মোগলাই খাবার।। বাং. ভা. । (৩৬)
হ্যাকা[১] বি. রমণ ।। বাং. ভা. । (৭)
হ্যাকোর্বাজি বি. চালবাজি ।। বাং. ভা. ।(৫)
হ্যাটা বিণ. ১। প্রকাশিত ।। বি. ২। কুৎসিত মেয়ে ।। ৩। বুড়ো মানুষ ।। ভুতোল্ হ্যাটা থিও—মেয়েটার বয়েস হয়েছে বা কুৎসিত দেখতে ।। (১০)
হ্যারা[৩] বি. অপমান ।। (২)
হাকর্-নক্সা[৩] বি. নগ্ন ছবি ।। বাং. ভা.। (২)
হাওআই[১] বি. দারোয়ান ।। হি. ভা. । (৪)

AMARBOI.COM

শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত বাঙালি অবাঙালি এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত ইংরেজি ধার-করা শব্দ

A. P.	'অভিজাত' গণিকা ।। <aristocrat prostitute.	(১৭)
American door	Collapsible দরজা ।।	(৩)
baby	ট্যাক্সি ।।	(৯)
ball	১। রোমা ।। ২। স্তন ।। ৩। মদে ভর্তি রাবার থলি ।। তুই একটা বল্ পাঠিয়ে মাত্ করবি—হাতরোমা মেরে জিতবি	(২৫)
big-box	গাড়ির battery ।।	(৬)
block-plate	অঙ্গ ।।	(২)
board	জুয়ার আড্ডা ।।	(১২)
bomb	প্রকাশিত ।।	(৫)
bye-lane	জানলা ।।	
C. D.	D. D. (ডিটেকটিভ পুলিশ) ।।	
Calcutta Police	সিগারেট ।।	(৭)
camera	ছবি ।। লাইনে আমার ক্যামেরা আছে—পুলিশে আমার ফটো আছে	(৪)
case	গাড়ির ড্যাশবোর্ড ।।	(৭)
chain	গলার হার ।।	(৩)
cigarette	ফাউন্টেন পেন ।।	(৫)
club-house	বেশ্যালয় ।।	(১২)
club-room	বেশ্যাগৃহ ।।	(৩)
collapsible gate	অঙ্গ ।।	(৫)
command	দড়ি ।। (দ. ভারতীয় চোর)	
convalescent	যৌনক্ষুধা ।। (শিক্ষিত কয়েদী)	(৬)
cool syrup	রক্ত ।। (মস্তান)	(১০)
cord	জালিয়াতি ।।	
cutting master ; C. M.	ব্লেড ব্যবহারকারী পকেটমার ।।	
D. C. M.	সর্দার পকেটমার ।।	(২)
daily messenger	নিয়মিত বেশ্যালয় গমনকারী ।।	(৮)
dangers	সবল লোক ।।	
dead-letter	সনাক্তকরণ হয়নি এমন মৃতদেহ ।।	(৬)
degree	১। চোর ।। ২। জেলের সেল ।।	(১১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

diary	মনিব্যাগ ।। (পকেটমার)	(৫)
double card	তাসের রাজারানী ।।	(১০)
double decker	মোটা মেয়ে ।।	(৫)
entry	চোলাই মদের দোকান ।।	(৫০)
fighter	সিগারেট লাইটার ।।	(৩)
fik	হুক ।। তু. ইং. fi(t) + k(ey) চাবি ।	(৭)
file	১। জেলের খাবার লাইন ।। ২। অভিযোগ ।।	(৯)
fire	গণিকা ।।	
fit	১। জাল চাবি ।। ২। সুন্দরী মেয়ে ।।	
flat-nose	তিব্বতী কুকুর ।। (কুকুর চোর)	(৩)
focus	১। টর্চবাতি ।। ২। ।। ইলেকট্রিক বাতি ।।	(৭)
food	ছট্‌রা ।। (মস্তান)	(৭)
foot	বড়ো রাস্তা ।।	(৫)
fuse	গাড়ির দরজা খোলার চাবি ।।	(৩)
gasolene	মদ ।।	(২৫)
german	উদ্বাস্তু মেয়ে ।।	(১১)
H. G. (heavy gun)	বন্দুক ।।	(২)
helmet	নিরোধ (পরিবার পরিকল্পনা) ।।	(৩)
hit	মাতাল ।।	(৩)
humping	সম্ভোগ ।।	
inside	১। ভেতর পকেট ।। ২। লুকাবার স্থান ।।	(১৩২)
juice	রক্ত ।।	(৭)
junior	জুনিঅর পার্কার কলম ।।	(৭)
landing ground	বুক ।।	(৯)
letter-box	হাতবোমা ।।	(৫)
license	রেলগাড়ির টিকিট ।।	(৫)
lifer	দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড ।।	(৪)
lifter	চোরাইমাল ।।	
line	চুরির কাজ ।।	(২২)
lock	মালগাড়ি ভাঙার যন্ত্র ।।	(৪)
love	মেয়ের ঠোঁট ।।	(৩)
love-love card	নগ্ন ছবি ।।	(৩)
luggage	মনিব্যাগের মধ্যে কাগজ ।। (পকেটমার)	(১৮)
M. P.	চৌরঙ্গী অঞ্চলের গণিকা ।। <market prostitute.	(৬)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

machine	সেলাইকল ।।	(৪)
manager	'টপকা' জাতীয় জালিয়াতিতে অংশগ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি ।।	(৩)
merchant	বেশ্যার ধনী খদ্দের ।।	(২)
meter-down	বিবাহিতা মহিলা ।।	(৯)
money order	পকেটমারি ।। মনিঅর্ডার হলো, রসিদ নাই—পকেটমার হলো অথচ কেউ জানলো না ।	(২)
new trail	নোতুন চোর ।।	(৩)
nursing	কুকুর ।।	
oil	বাঁদর ।।	(৪)
operation	ব্লেড দিয়ে পকেট কাটা।।	(১৯)
papa	১। বেশ্যালয়ে জাহাজের খালাসী ।। ২। মদের দোকানের খদ্দের ।।	(২২)
party	১। লোক ।। ২। টাকওলা খদ্দের ।।	(১০)
passenger	বেশ্যালয় গমনকারী ।।	(৪)
pencil	১। সিগারেট ।। ২। চাবি ।।	(৭)
petrol	মদ ।।	(৪)
pistol	১। সাত টাকা।। (জুয়াড়ী) ২। গাঁজার কলকে । ৩। সর্দার।। (জলচোর)	(১৯)
plate	১। বুক ।। ২। ছাত ।।	(১১)
pocket diary	মনিব্যাগ ।। (পকেটমার)	(২)
private	গোপনে বেশ্যাবৃত্তি ।।	(৩)
pudding	তরুণী ।।	
quarter inch (i)	সিগারেটের অংশ ।।	(৫)
red-flag	ঋতুকাল ।।	(২)
ring	হাতঘড়ি ।। (পকেটমার)	(৫)
rifle	গাঁজার কলকে ।।	(৫)
roller	দুশো টাকা পর্যন্ত ।।	(৩)
rolling	লোহার রড ।। (জলচোর)	(৪)
running	চলন্ত ট্রেন ।।	
rule	দরজা-ভাঙা যন্তর ।।	
service	বেশ্যার প্রিয়জন ।।	
scnt	Parker 51 (পকেটমার)	
shelter	পকেটমার যার হাতে টাকা চালিয়ে দেয় ।।	(৬)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

short talk	চোরদের ভাষা ।।	(১৫)
shunting	১। লুকাবার স্থান ।। ২। টাকা পাচার ।।	(৯)
silver	সুন্দরী ।।	(২)
single card	যে ছেলের মেয়ে বন্ধু নেই ।।	
tomato	মোটা মেয়ে ।।	
triangle	পার্ক ।।	(২)
unfit	কুৎসিত মেয়ে ।।	(৩)
veil	সন্ন্যাসীর জটা ।।	
wrong route	নয়া চোর ।।	

English + Bengali/Hindi

back-চোর	গাড়ির পিছনের আলো ।।	(৩)
back-মারি	ব্যাঙ্ক, দোকান প্রভৃতি স্থানে ভিড়ের মধ্যে চুরি ।। তু. কেপমারি ।	(৭)
bigger টুটিকা বদ্না	হিজড়া ।। (Anglo-Indian pimps)	
bomb হওয়া	ধরা পড়া	(৩)
bulb ছপ্পর্	ছাতা খুলে আড়াল দিয়ে বাধা সৃষ্টি করা । বাল্ব ছপ্পর্ নিয়ে ধুরকে ছকাও —লোকটার সুমুখে ছাতা খুলে আড়াল করো।	(২)
C-class-i পনা করা	কুম্ভীরাশ্রু ।। c-class=দাগী অপরাধী ।।	
degree পাওয়া	কোনো মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া ।। অনেক করেছ সাধনা তবু তুমি আমার ডিগ্রি পাবে না।	(১৬)
double ঢক্কন্	দোতলা বাস ।। <ঢাকা । (পকেটমার)	
fifty-one কাটি	পার্কার 51 ।।	(৯)
full গজ্	একশো টাকা ।।	(১১)
full রঙ্	খুন ।।	(৭)
government টুপি	কলকাতার পুলিশ।।	
map পরানো	কোনো লোককে ভয় দেখানো ।।	(৯)
screw কাটি	তালাভাঙার যন্তর ।।	(৪)
signboardওলা	বিবাহিতা মেয়ে ।।	(২০)
towel বাজ	ভবঘুরে ।।	(৭)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট ভাগ

[শব্দ, ব্যুৎপত্তি ও অর্থ — যা মূল অংশে বাদ পড়েছিল তা এখানে অকারাদিক্রমে সন্নিবিষ্ট হলো]

আণ্ডাজি[২] বি. পাতলা ছিপছিপে চেহারার ছেলেমেয়ে ।।

আরিআল[২] বি. জাহাজ বা মালগাড়ির চোরাই মাল ।। তু. অ. ভা. অরিআ, আরিআ । হি. ভা. (৩)

আরছে[৩] ক্রি. দেখছে ।। তু. আড়চোখে দেখা। বাং. ভা.। (৬)

উচু[২] বি. গরীব লোক ।। বিপ তু. অ. ভা. নিচু—ধনীব্যাক্তি।

উটা[২] বি. ঘরবাড়ি ।। তু. ইট । (গব্বাবাজ)

উসরিধুর[২] বি. বিচারাধীন কয়েদী ।। (৩)

উলট-গাড়ি[২] বি. ১। ছেলে ।। ২। নিষ্ক্রিয় সমকামী ।। (কয়েদী) (২)

এক নম্বর গুন[১] বি. মোটর ট্যাক্সি ।।

এক-পেআলা[২] সক্রিয় সমকামী ।। (২)

ওগরা[২] ক্রি. দোষ স্বীকার করা ।। ওগলানো । (৩)

ওঠা[১] ঘর ।। (২)

আএনা-কাঁসা[২] বি. বদমেজাজী লোক ।। (২)

আএনা-সাদা[২] বি. সাদামনের মানুষ।। (২)

ক-ঘনটা পতিতার ঘরে থাকার সময় ।। (৫)

কচ[১] বি. হীরামুক্তা।। তু. অ. ভা. কাচ। (২)

কপরু[২] বি. দ্র. কাপরু ।

কবজি[২] বি. দরজা ।। < কবজা। (৫)

কলম-দান[১] বি. দরজা ।। (৬)

কাঙ। ক[২] চিরুনি ।। < কানকো । বাং. ভা. (মেদিনীপুর জেলা) (৩)

কাচু[২] বি. ফাউনটেন পেন ।। (৩)

কাঁটাঘর[২] বি. জেলখানা ।।

কুটিবিট[৩] ক্রি. উত্তম-মধ্যম প্রহার করা ।। < ইং. cut and beat. (৪)

কেটো[২] বি. যার একটি হস্ত বা পা কাঠের ।। E. timbers—one with a wooden leg. (৪)

কোটা[১] ক্রি. ছিনিয়ে নেওয়া।।

কোঁট[২] বি. সাকরেদ ।। অ. ভা. কোদ। (৪)

কোঁদি[২] ক্রি. চুরি করা ।। (৫)

কাঁইছিমার চলন্ত ট্রেনে যে চুরি করে ।।

খরবিসিআ[৩] বি. আর. পাড়ার বুড়ি ।। (৩)

খরমনডল হওআ[৩] ক্রি. সব কিছু পণ্ড করা ।।

খাপচু[৩] বিণ. ১। সুন্দর।। ২। ছিমছাম।। < খুবসুরৎ। ৩। সুবক্তা ।। (৩)

খামালিলা বি. পরিচিত মুখ ।। < অ. ভা. (মস্তান) (৩)

খালি[১] বি. জাল নোটের কারবারী ।। < জালি । (২)

খাড়ি-খাওআ ক্রি. দাঁড়ানো । (১৮)

খুটনিখাটা বি. কথাবার্তা ।। (হিজড়া)

খুনচাবাজ বি. গব্বাবাজ ।। (৭)

খেঁট[২] বি. জেলের খাবার ।। <ঘ্যাঁট ।

খোকাবাবু[২] বি. জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ।। (৪)

খোচার[৩] বি. মস্তান পার্টি ।। (৭)

খোচুর[৩] বি. পুলিশ।। তু. অ. ভা. খোচোর ; খোঁচর ইত্যাদি । (৩)

খোঁচর বি. দলের কাঁটা ; যে দল ভাঙতে চায় ।। (২)

খাউ[১] বি. দড়ি ।। <খেই। (ডেক-চোর)

গবভা বি. বাচ্ছা মেয়ে ।। তু. গাভী ।

গরম-গরম বি. কামুক মেয়ে ।। (২)

গানি[৩] বি. পাইপগান ।। (২)

গুট[২] বি. সাকরেদ ।। < ইং. group.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুব্ড়ি° বি. ছেঁড়া কাপড় ।। তু. হি. গুবড়ী। হি. ভা.।
গুলালা² বি. রক্ত ।। < হি. গুল্লালা— লাল রঙের ফুল । হি. ভা. ।
ঘাতুটাকা ক্রি. খুন করা ।। (২)
ঘাস্কিবাজ বি. চাল-চোর ।। তু. ঘাস । (২)
ঘুম্ বি. চোর ।। রাতের চোর । (৩)
চাম্চে বি. ১। ছুরি° ।। ২। চশমা² ।। (৯)
চাঁদ্ বি. দেয়ালের গর্ত ।। (গব্বাবাজ) (৭)
চুক্ বি. নির্দোষ মানুষ ।। –হি. ত্রুটি, ভুল ।
চুট্টা° বি. সিগারেট ।। < চুরুট।
চুড়া° বি. মেয়েদের বুক ।। < চূড়া ।
চুস্কি নেআ° ক্রি. মজা করা ।। তু. চুটকী ।
চেগুন্¹ বি. জিপচেন ।। < ইং. chain + বাং. গুটানো । (৩)
চোখ্° বি. ডিটেকটিভ পুলিশ ।। (৩)
ছালিআ° চারশো বিশ ।। < ছল ।
ছিট্ জমাদার° কড়া প্রকৃতির মেয়ে । (৫)
ছুম্ছুম্° বিণ. সুন্দর ।। (২)
ছেলা² বি. সাকরেদ ।। < চেলা । (২)
ছোট-কুত্তা² বি. জেল পুলিশ।।
ছোব্ড়া² বি. মাছ ।। (২)
জল্তা² ক্রি. বন্দুক ছোড়া । (২)
জালম্ বি. যে লোক টাকা নিয়ে খুন করে, তু. আর. জালিম্ —অত্যাচারী ।
জোগারি সাল্² বি. মাল ।। তু. অ. ভা. জোগারকা চিজ ।
ঝট্কা ক্রি. প্রহার করা ।। (৬)
ঝাঁও° বি. রাগী মেয়ে ।।
টপ কাটপ্ কি¹ তাড়াতাড়ি পকেটমারা ।। (পকেটমার)
টম্টম্° বি. ধনী লোক ।।
টাকু¹ বি. লোক ।। (২)
টাটকা মাছ বি. লোক ।।
টান্ডা-পানি দ্র. ঠান্ডা পানি ।
টাবক্ মোটা টাকা ।। <tight + box. (৫)
টুসিটুসি° বি. কাতুকুতু ।। (৩)
টোকা° বিণ. ভয়ঙ্কর ।। < কোটা । (৩)
টোম্যাটো° বি. ১। মেয়ে ।। বিণ. ২। গোলগাল ।। (৭)
ঠাকুর্ বাড়ি° বি. জেলখানা ।।
ড্যাঙগুলি খ্যালা° মারা যাওয়া ।। (২)
ঢল্ঢল্° মেয়েদের অন্তর্বাস ।। (৩)
টাটা¹ ছেলে ।। তু. ডাঁটা বা ঢেঁটা (?) ।
তব্লি° সংগীত পটীয়সী ।। < তবলা । (৫)
তাস্° ব্লেড ।। (২)
থোল্লেনডার্ বি. দলের সর্দার ।। (২)
থাম্বা° বি. পা ।। < থাম । (৩)
দম্মু° বি. গাঁজা ।। (৯)
দানাদার্ বি. ১। বন্দুক ।। ২। দাগী জুয়ারী ।।
দাদা° সর্দার ।। (৯)
দাল্দা¹ বি. ১। টাকা ।। ক্রি. ২। ঘুষ দেওয়া ।। দাল্দা ঢালো । (৫)
দাগ্² বি. ১। বুকের কালো দাগ ।। ২। কালি ।। ৩। যৌনব্যাধি ।। (৭)
দাগাবাজ° বি. জুয়াচোর ।। (১৬)
দাগি² বি. ১। কামড়।। ২। যৌনব্যাধি।। (৪)
দান্² বি. জয়লাভ।।
দানা° বি. ১। ছটরা ।। ২। মূল্যবান পাথর।।¹ ৩। চাল।।¹ ৪। সুপুরী ।।
দানপুস্ বি. গাঁজা খাওয়া ।। < অ. ভা, দম্পি । (৩)
দাম্রি ছড় ধারের টাকা ।। ছড় < ছাড় । (২)
দিবে আর নিবে¹ রক্ষিতা।। E. give and take — prostitute. (৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতল্লা[২] বি. দাগী চোর ।।
ধরমের সাঁড়[২] পুলিশ ।। (২)
ধুরপিট[১] বি. সমকামিতা ।। (হিজড়া) (২)
ধুঁকনি[৩] বি. সিগারেট।।
নাপ্‌কু বি. চুরির জায়গা ।। তু. অ. ভা. নাপ্‌পু । (৫)
নেদানা[১] বি. বিছানা ।। < হি. নীদ্‌না + বিছানা । (৩)
নিকুআ ক্রি. চুরিতে বার হওয়া।।
নিমস্‌তানি বি. ছেলেদের পোষাক ।। > অ. ভা. নিমা। (৩৩)
পাট্‌কু বি. 'টপকা' খেলার সঙ্গী ।। (৩)
পাটটা বি. ছুরি ।। (৯)
পালি বি. কারেন্সি নোট ।।
পান্‌ডা-কর[২] ফাঁসিকাঠ ।। < হি. ফন্দা – ফাঁস । (কয়েদী) (২)
পরম[২] বি. প্ল্যাটফর্ম ।। তু. অ. ভা. ফরম্‌ । (২)
পল্‌তা[৩] বি. টোটা ।।
পাগ্‌ড়ি বি. দারোয়ান ।।
পান্‌ পাতা[৩] বি. ১। মেয়ে ।। ২। ব্ল্যাকবোর্ড ।। ৩। আয়না ।। (৫)
পিত্‌লি[৩] বি. মাথা ।। < পিতল । E. lump of lead—the head.
পোসানি[২] বি. বাচ্ছা মেয়ে ।। যাকে ভবিষ্যতে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হবে । (২)
পউনিআ[৩] বি. হিজড়া ।। তু. পূর্ণ থেকে কিছু কম ।
ফাঁকা কাটা[২] চুপিসারে জানলার গরাদ কাটা ।। ফাঁকা=খোলা।
ফুচুকল্‌[৩] বি. সিগারেট লাইটার ।।
ফুচো[২] ক্রি. চুরি করা।।
ফেরা ক্রি. কোনো মেয়ের পিছু নেওয়া ।।
বড়োকুত্তা[২] বি. পুলিশ ।। (২)
বাছুর[৩] বি. বোকালোক ; অসুস্থ লোক ।। E. fresh cow—sick and injured person.
বাতাসি[৩] বি. উধাও ।। তু. বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া । (২)
বাবোন্‌[৩] বি. বারাঙ্গনা ।। < বা (জার) > + বোন । (২)
বিলি[৩] বি. মেয়ে (দুষ্ট প্রকৃতি সম্পন্না) ।। < বিল্লী ।
বোক্‌স[৩] বি. সর্দার ।। ইং. boss.
বাকার[২] বি. ছিন্‌তাই ।। < বার করা। (৩)
বোকুল্‌-টিঙ[১] বি. বুকপকেট ।। মধ্যপ্রদেশ থেকে আগত অপরাধীরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে। (২)
বোগি[১] বি. বাঁকানো ছুরি ।। তু. বক । (৩)
বোগরা[১] বি. জেলখানা ।। তু. ঘোপরা ।
বোগলি[১] বি. জানালা-দরজা ভাঙার যন্ত্র ।। (৩)
বোচা[২] বি. স্ত্রীলোক ।। তু. বোঁচা ।
বোঝা[৩] বি. পতিতা ।। (৪)
বোডা[১] বি. গর্ভ ।। তু. ডোবা । (গ্রামের চোর) (৭)
বোতোল্‌[১] বি. কোকেন ।। (৭)
বোতোল্‌ ঢোকানো[২] ক্রি. মদ খাওয়া ।। (১৩)
বোদাম্‌[৩] বি. বুক ।। (১৫)
বোদ্‌না[২] বি. উল্কি ।। তু. হি. গোদনা । হি. ভা. (৪)
বোনদুক্‌[৩] বি. গাঁজার কলকে ।। (১২)
বোবা[২] বি. ১। যে অপরাধী সহজে মুখ খোলে না।। ২। বুক ।। (৭)
বোম্‌ খাওআ[৩] ক্রি. ১। মুখোস খুলে যাওয়া ।। ২। রেগে যাওয়া ।। (১২)
বোম্‌বাই-বুড়ি[১] বি. চুরির মোটা অংশ ।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পকেটমার) (৮)

বোম্¹ বি. কোকেন, চণ্ডু প্রভৃতি । (৫)

বোর্¹ বি. অর্থ সংগ্রহ ।। (২)

বোরুফি¹ বি. চার ।। (জুয়াড়ী) (১৭)

বোড়ি² বি. বোমা ।। E. pill—a bomb. (৫)

বোড়ে¹ বিণ. অপরাধী ।। (৫)

বোসা¹ বি. চুম্বন ।। (৯)

বোসিপ্পা¹ বি. অপরাধীদের আড্ডার জায়গা ।। ক্রি. ২। আমি বসি ।। (৬)

বোল্¹ বি. ইলেকট্রিক বাল্‌ব ।। হি. ভা. । (৪)

বোঁচা³ বি. বোকা মেয়ে ।। (২)

বোঁটাকাটা বেল্ ফুল² বি. স্তনবৃন্ত ।। (৩)

বওআল্ হওআ¹ ক্রি. জানা ।। তু. হি. গোলমাল সৃষ্টি করা ।। (২)

ভাগি¹ বি. সাকরেদ ।। < ভাগ । (৩)

ভারি³ বি. ধনী লোক ।। (২)

ভারি-আঁখ³ বি. স্তন ।। E. big brown eyes— female breasts. (৩)

ভিটি বি. বিড়ি ।। (২)

ভোবিস্‌সত্¹ বি. বাচ্ছা মেয়ে ।। ভবিষ্যতে যাকে পতিতার ব্যবসায়ে নামানো হয় ।

মামলা³ বি. সুন্দরী মেয়ে ।। (২)

মাথাকাটা পুরুষত্বহীন ।। তু. নাককাটা ।

মাস্ বি. ১। মাল¹ ।। (চোর) ২। মাসিক² ।। (পতিতা) ৩। সমাজং ।। (মস্তান)

রাত্³ বি. অন্ধ ভিখিরি ।।

লড়লা¹ বি. স্ত্রী ।। E. strife—wife. (৩)

লালগজা বি. জিভ ।।

লসুন¹ বি. রূপা ।। < রসুন ।

শ্যাগামা¹ বি. মালগাড়িতে চুরি ।। < ধ্বনি বিপ.।

শোধাক্কা রাখা ।।

শাড়লি² ধরা পড়েছে ।। হি. ভা. ।

শাল কিলনা² জেলখানা ।।

শূল³ ন্যালা-ক্ষেপা ।।

শ্যাঙগোটিআ² ছেলেবেলার বন্ধু ।।

সর বি. ঘর ।।

সাদাসাজ কয়েদীর পোষাক ।।

সড়ক সোআরি² ভিক্ষা করা ।। (২)

সঙ্গত³ বি. স্ত্রীর বান্ধবী ।। (৩)

সফেদ্ বি. স্ত্রীলোকের চেহারা ।।

সুদরোতে জাওআ প্রস্রাব করা ।। (হিজড়া)

সোজাসুঁড় ঘুষ নেওয়া ।।

হামসি সর্ব. আমি ।। (হিজড়া) (৪)

সাখালু² বি. লোক ।।

সাঠা³ বি. দুধ বিক্রেতা ।। < ষাঠ অর্থাৎ ষাঠ বছরেও গয়লার বুদ্ধি জন্মায় না ।

স্নাসুড়ি² বি. অপরাধীর প্রেমিকা ।।

সুকনাহি² বি. শুকনো চেহারার মেয়ে ।। হি. ভা. ।

হুলোমনো³ ১। মেয়ে ।। ২। সুন্দর বস্তু ।। < মনোমোহন । (২)

হাজ্ঞানি² দলে নবাগত ।। < আসামী।

হোটেল² জেলখানা ।। E. hotel — jail.

artist বি. যে ভিখিরি পঙ্গুত্বের ভান করে ।। (৩)

bull dog বি. সাহসী লোক ।।

chloroform বি. নস্যি ।।

pilot বি. সর্দার ।।

regular বি. পেশাদার চোর ।।

railing বি. পার্ক ।।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমি (পরিসংখ্যা)-প্রয়োগ সহ শব্দতালিকা

১

অগ্‌গল্‌
অঘোর্‌
অন্‌দর্‌ -বার্‌
অন্‌ধোকার্‌
অন্‌ না-মেলানা
অবয়ত্‌
অসাড়্‌
আক্‌বাজি
আগ্‌গল্‌
আগর্‌ -বিচ্‌চি
আঙ্‌লি
আঙ্‌লিদার্‌
আচ্‌কি
আজ্‌কা
আট্‌কানো
আতা
আদত্‌
আদা
আন্‌ধা
আরিআ
আড়াইসেরি
আলগ্‌
আলো
আঁখ্‌
ইক্‌
ইচ্‌চু
ইছিটোবি
ইনচে
ইট্‌
ইটাপাথর
উচু

উটা
উঠাবম্‌
উসি
এক্‌তল্‌লি
এক্‌কা
এককি
একটা
এক্‌নমবর্‌ গুন্‌
এক্‌লা হওআ
এবেলা
এম্‌লেছু
এল্‌ মারা
এ্যানটি
গুগ্‌লানো
ওঠাইবাজ
ওত্‌রান্‌
ওতোল্‌
ওড়ামো
আইনা
আওআজবাজ
আওআজমারা
কন্‌দাই
কপ্‌রু
কপাটি
কবোচ্‌
কাচ্‌চা-ঢোল্‌
কাট্‌
কাটাউ
কাটিআ
কাঠি
কানকি

কান্‌সি
কাপুড়ে
কাফি
কামান্‌
কাম্‌লা
কালো-জিরে
কাঁচা-দেআল্‌
কাঁটাঘর্‌
কাঁটাতে থাকা
কাঁপা
কাঁপা-গব্‌বা
কিমে
কেকোই
কেতোরি
কেপ্‌
কোটা
কোড়ি
কাঁইচিবাজ্‌
কাঁইছিমার্‌
কোইলাস
কোঁউটা
কোঁউটো
খর্‌মন্‌ডল্‌ হওয়া
খসরাপাক
খাতাননাদ
খিপ
খিলিলি খাওআ
খুট্‌ নিখাটা
খমাবিলা
খোবড়া
খাই

খাউ
গন্‌বাজ্‌
গরোম্‌
গল্‌লা
গাছ্‌
গাছি
গাব্‌বা-ডাব্‌বা
গব্‌ভা
গিনি
গিল্‌লি
গুট্‌
গুট্‌কা
গুবড়ি
গুম্‌দার্‌
গুল্‌গুলিআ
গুলালা
গ্যান্‌ভ্যান্‌
গোস্‌তি
গোল্‌মাল্‌
গওআ
গাইপ্‌পা
গেই
ঘস্‌কনতু
ঘাতু
ঘাঁটি
ঘুট্‌কা
ঘের্‌ঘার্‌
ঘোজো
খুমুচিস
খেটখেল
খেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেঁট্ চেলা জালান্ টানাটাল্
চর্খা চোক্খাল্ জালি টান্ডাপানি
চর্খি চোখ্-পাওয়া জিগর্ টান্ডি
চর্সা চোড়্ডা জুটেখাওআ টাপু
চড়া চোড়ে জাওআ জের টিপ্কিবাজ
চলের্ চউলি জেম্স্ টিপ্নিকসা
চল্তা-পুরজা চৌউকানা জোগ্ টুক্রো
চাকার-পাএআ চৌউকো জোগারি সাল্ টুমি
চাদোড়ওড়ানো ছট্নাই জোহানি টোকে জাওআ
চাপ্বাস্ ছরু জাউ টোনা
চাপলেনা ছড় খাওআ জাও টিআ-টপ্পা
চামাদেআ ছলা ঝাপ্ ঠসক্
চামু ছাদো ঝাঁট ঠাকুরবাড়ি
চামের্ ছাবা-উতর্না ঝাঁটাকাটি ঠান্ডা-পানি
চাম্কুরেতে ছাব্বিসিআ ঝাঁপেলাঠি ঠান্ডি
চার গুড়ুআ ছামিআ ঝাঁপু ঠিকানা
চার্সু ছালিআ ঝুল্কি ঠুন্কা
চাড়া ছিক্চাকি ঝুল্লা ঠর্রি
চালু ছিব্ড়ি ঝোলানি ঠেক্বাজ
চালু-পুরিআ ছুট্কি ঝোঁটোন্ ঠোক্কু
চালুফুট ছুট্কি-সার্ ঝাঁও ঠোআঁ পরানো
চাহুদা ছুটো কামানো ঝিট্ ডল্
চাঁদিআ ছুট্কি-মাড় ঝিলেদেআ ডহর্
চিন্ ছেচকিনেওলা ঝোপ্ড়াদার্ ডাকানা
চিম্নি ছেন্কা ঝোম্ ডাব্
চির্কলা ছোট কুত্তা টপ্কা ডাব্বু
চিলপার্টি ছোটোদেওআন্ টপ্ কাটপ্কি ডাঁটা
চিসা জদুবঙ্সের্ দল্ টপ্কান্ ডি
চুক্ জনা টপঙ্ ডিমু
চুট্টা জর্কাটি টম্বোলার্ ডেক্চি
চুড়া জাকার্তা টমটম্ ডোর্করা
চুস্কি নেআ জাদু টাট্ ডোরা
চুটি জার্কানো টাট্কামাছ ডোরে জাওআ
চুনা চেকাপোলো জালম্ টান্খাল্ ড্যাক্রা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডইমুলি
টাঁটা
তক্লা খাওআ
তরালি
তল্তাই করা
তাজা
তামাকু
তাল্বাজ
তিনুফি
তিরিশ
তোড়া
তেআরি সাড়ি
তোআজ
ত্যাওরানো
থর্কানো
থর্রা
থাপা
থিও
থোলেন্ডার্
দর্খাস্তো
দসা
দর্সোন্,
দানাদার্
দানাবাজ
দামাদা
দাল্লা
দিঙ্গুর্
দিপ্পেগো
দু-ওজন গালা
দু-পএসা
দুব্রি
দুম
দোগ্লাবাজ
দোচেনেআ

দোতল্লা
দোলি
দউনি
দওআনি
দাইমালি
ধড়্ফড়্
ধানধা
ধাম্রি
ধুব্ড়ি
ধুর্মারা
ধুঁক্নি

নগেরা
নট্‌টি
নসর্বাজ
নস্তাই
নাঙলি
নাচ্
নাট্‌টি
নানক্
নাকাসি
নামা
নিগোডি
নিচ্ছল্
নিঝুআ
নিস্
নুড়ি বাট্টা
নোতুন রেল।

পত্থর্বাজ
পপি
পর্কি
পর্না
পড়িখিচা

পড়িদেআ
পড়িবাজ
পল্তা

অসূর্
আকাট্লাস্
আগে দাঁড়ান্
পাখির্ মুখ্
পাগ্ড়ি
পাচ্লি
পাতি
পাথ্
পান্পাতা
পান্জাব্রা
পান্জু
পারিশ
পাঁচ্থাল্
পাঁচুবাবু
পিত্লি
পিরামিড্
পিলা
পিল্কুরি
পিল্ পিলি
পিস্কুরি
পুর্চা
পুড়িআ
পেটো টপ্কানো
পেস্তা
পেঁদি
পোতে জাওআ
পোড়িদেনেআলা
পউনি
পউনিআ
পউআ

পেআরেলাল
পেআলা পিলানো
প্যাঁদা

২
আরচা
ইগানি
ইপ্পে-উপ্পে
ফাঁকাকাটা
ফুচুকল্
ফুচো
ফেরা
বাছুর্
বিলি
বোক্স্
বোগ্রা
বোচা
মাথাকাটা
মাস্
রাত্
লালগজা
লসুন্
লাম্গা
লাথারমা
লাড়নি
লাল্কিল্লা
লূল
ল্যাঙগোটিআ
সর্
সাদাসাজ্
সফেদ্
সুদরোতে জাওয়া
সোজাসুঁড়
সাখালু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঠা
সার্সুড়ি
সুক্লাই
হাসামি
হোটেল

উঠ্তাই
উতর্গেআ
উলটাগাড়ি
এ্যাক্পাতি
এক্পেআলা
ওভিসার্-জারি
ওঠা
আইরন্চ্
আওআজ
আএনাডাঁসা
আএনাসাদা
কচ্
কদুকা-পানি
কম্রি
কাজোরোগেগো
কাট্রারো
কামাস্
কিট্ সট্টাবাজ্
কোদালো
কটউরি
খড়্খড়িআ
খাড়া
খালি
খুট্নি-খুট্না
খেমট্কেল্
খ্যাকসেআল
খোপিআখানা
খোমোচর্

খোঁচর্
খেওআর
গরান্চি
গরমগরম
গার্মি
গাড্ডাখানা
গাব্বা-গুব্বা
গাহাক
গিন্ডারা
গুন্
গুলডুগ্
গোদি-ভালো
গোঁড়া
গাঁইআ
ঘঁপাছ্কানো
ঘাতুটাকা
ঘাস্কাবাজ্
ঘুর্তিনেআ
ঘুসি-চৌকি
চাপাত্তাবাজ্
চাপ্দা
চাবি
চাঁই
চুক্রু
চররু
চোঙা
চউআনি-খোঁচা
চোউরোল
ছত্রিস্
ছাব্কা
ছুট্কোদ্
ছুমছুম্
ছুলুক্
ছুললি

ছেলা
ছোবড়া
জদু
জল্তা
জাম্জির্
জিগ্গাঁসা
ঝনাপ্পুবাজ
ঝিনুক
ঝুনো
টল্মল্
টাকু
টিগ্
টুসি
টেনা
টোন্সা
ঠিকুছে
ঢোঙা পরানো
ডানডা বেড়ি
ঢ্যাঙ্গুলি খ্যালা
ডুঙ্গা
ডেড়্
তামাসা
তাস্
তিলি
তুফান জাওআ
তেজি
তাওআ
থামানি
থোলেনডার্
দত্তো
দখোল্
দর্মা
দাম্
দাম্রিছড়্

দাল্সু
দুলা
দোকান্দারি
দোগ্লা
ধরাম্মি
ধরম্মের সাঁড়্
ধরপা
ধুরপিট্
ধোম্বে জাওআ
নাচ্গোলি
নাপি
নারাঙ্গা
নিমক
নিলু
নেটি
নেটটি
নোতুন-পাখি
নোসা
নোউকো-চলে
পট্
পটল্
পরম্
পাকাটি
লাত্
পাত্কুআ
পান্ডা
পান্ডাকর্
পাড়
পুডিং
পোলা
পোসানি
পাএআ
পেআলি
ফনডাকার্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাট্
ফাট্‌বাজি
ফাঁকাচুস্‌তা
ফি
ফিতা
ফুচকি
ফুত্‌কার্
ফুদ্‌দার্
ফুর্‌ফুরি
ফুল্‌কো
ফোঙ্‌আ
ফোট্‌ফোট
ফোটানো
ফরিআ
ফাউ
ফাউআ
ফোআরা
বক্‌রি
বক্কবাজি
বকা
বকেআ
বচাল হওআ
বচোস্
বট্‌-লড়ানো
বট্‌টম্
বতুআ
বতুলা দেআ
বরাব্বর্
বরুস্
বড়োকুত্‌তা
বড়োজল
বড়োটল্
বড়োআ
বড়ো দেওআন

বাক্‌লাগাছ
বাগুরে
বাচ্‌ছাতোর
বাক্‌ছা
বাত্‌লি
বাতাসি
বাতুআ
বানানো
বাবোন্
বামন্
বার্
বারুআ
বাল্‌লি
বালুআ
বাঁক্‌-খাল্
বাঁট্
বাঁস্‌গাত্‌তা
বাঁস্‌লি
বিটুরি
বিন্‌দি
বিড়ি
বিড়ি লাগানো
বিলাপাত্ তিবাজ
বিল্‌খোব্‌রা
বিস্‌খোব্‌ড়া
বিস্‌সের্
বুদা
বুদ্‌দা
বুড়োসালিক্
বেকার্
বেগুন্ পোড়া
বেনিআ
বেসাতি
বেহুলা

বেহেরো
বোকুলটিঙু
ব্যাপাউরি-বাঁদি
ব্যাপাই
বাউলি
বাউলিবাজ
বাওড়া
বিআ
বিআব্রো
বোইঠি খাওয়া
বোইঠিকিচাল্
বোইতরনি
বোউলিদেআ
বওআলিভাতি
ব্রিন্‌দাবোন্
ভর্
ভরাবাজ
ভরেলা
ভরোতি
ভাগের্
ভাট্‌টা
ভাত্‌তা
ভাসান্
ভিত্‌তর্
ভূক্কার্
ভোরালো
ভ্যাতা
ভোতোর্‌বাজি
ভোরি
ভোঁক্
ভোঁকে দেআ
ভোঁক্
ভোরি
ভোতোরবাজি

ভ্যাতা
ভোরালো
ভূক্কার
ভূকড়ি
ভিত্‌তর্
ভাসান্
ভাত্‌তা
ভাট্‌টা
ভাগের্
মকর্‌-পুত্‌তুর্
মন্‌পাট্‌টিআ
মনোস্
মরা
মহুআ
মাক্‌ড়া
মাক্কিচুস্
মাক্কিবাজ
মাগ্‌লাস্
মাঙ্‌খি
মাঙ্‌চুস্ত
মাথাফুটো
মাধু
মাম্‌লা
মাল্‌দু
মাল্‌দুদ্‌দা
মাসা
মাসুক্
মাঙ্‌পারা
মাচি
মাজাগি
মাজোঙ্
মাত্ হওআ
মাত্‌থাল্
মামার বাড়ি

AMARBOI.COM

মার্‌ভাত
মার্‌ভাতি
মাড়ি
মাল পট্‌কানো
মালফেঁরা
মালবি
মালাজোড়া
মালাইভাতি
মালার ফুল
মিছরি
মিট্‌ঠুগব্‌বা
মিলোরি
মুঘল-এ-অজম্‌
মুটিআ
মুদ্‌দা
মুন্‌জার্‌
মুন্‌না
মুর্‌গা
মুর্‌গি
মেধু
মেন্‌মারি
মেরুন্‌
মেরো
মোক্‌বার্‌
মোটা চামড়া
মোনিহারি
মোড়েট্‌টি
মএলাখোর
মাওলাসা
রসিদ্‌
রাগ্‌বা
পাণ্ডি
রাজবাজ
রাতা

রাদ্‌ঠোকর্‌
রাবোন্‌
রামপুরি
রাস্‌তাকি
রিস্‌কা
রুমাল্‌
রেনু
রোফারি
রোগেগো
রোসন্‌লাল
লকড়ি
লগ্‌মারা
লঙ্‌গো
লচ্‌
লচ্‌বা
লপা
লপ্‌পা
লম্‌বা
লমারিস্‌
লম্‌বরি
লম্‌বা থুর্‌রি
লড়্‌না
লাগাম্‌লাগানো
লাগোআ দেআ
লাগোচ্‌
লাগোজ্‌
লাটটু
লাতার্‌
লাথির্‌
লাল্‌ গির্জা
লাল্‌চোর্‌
লিগোর্‌
লিঙ্‌গা
লিঙ্‌গামাকড়ি

লিডোআ
লিপ্‌পাকর্‌
লুপিস্‌
লেঠা
লেপাই
লোগে নেআ
লোফা
লোহা
ল্যাঙ্‌ড়া
লউন্‌ডা
লউন্‌ডি
লেউন্‌
সকারি ধুর্‌
সটঙ্‌কি
সন্‌টা
সফেদি
সম্‌মু
সর্‌কা
সড়ক সোআরি
সল্‌তেচাকি
সলাই
সই
সাবিআ
সাগর্‌
সাজগর্‌
সাজাওলা
সাদাসাবান
সান্‌কি
সান্‌ত্রা
সাটাল্‌
সাট্‌টি
সাদাকাটি
সাব্‌রাকুর্‌কে
সাবুচি

সাম্‌ছা
সাম্‌না
সামা
সামাবাজ
সার্‌কা খাইতে
সার্‌গন্‌জা
সার্‌গা
সা-এন্‌-সা
সাল্‌মা
সাঁটা
সাঁটি
সাঁড় আসা
সিকল্‌বাজ
সিক্‌পা
সিকাপেলো
সিকার্‌
সিগানি
সিঙ্‌কাটি
সিটিআ
সিটে
সিটউরি
সির্‌
সির্‌কাট্‌টা
সির্‌থাকা
সির্‌হওআ
সিরিঙ্‌গর্‌
সিমুল্‌
সির্‌বাজ
সিল্‌
সিস্‌কো
সুকিল্‌
সুক্‌খা
সুক্‌রু
সুক্‌লিবাজ

AMARBOI.COM

সুখম্
সুজাক্
সুজা
সুজজা
সুটটি
সুটাম
সুতোখোলাপার্টি
সুতোমারা
সুত্তা
সুত্লি
সুত্লিবাজ
সুদ
সুদি
সুরটা হওআ
সুড়ি
সুল্পা
সুস্তি
সেটা
সেঠিআ
সেপাই
সেমা চউকি
সোজালি
সোন্
সোনার হরিন্
সোনে
সোর্কা
খারাপ
সোড়ি
সোট্লা
সোট্লবাজ
সইরাখা

আধো আতা
আবার্ ঠেক্

আরট্ আন্
আরিআল্
আটকাবাজ্
উঠাই গিআ
উঠ্ বন্
উম্রি ধুর্
উস্রিধুর্
এক্পা
ওগ্রা
ওড়ান্ খাওআ
কচ্চা
কদ্লি
কবজা
কর্রু
কাঙ্কি
কাচু
কাজের লোক্
কাত্রিআলা
কাপা-গব্বা
কাপি
সএটান্
সওআসাড়ি
সিআই
সিআনা
সিএফা
সাঁই
স্রিরিতি
হ্নোমনো
হর্মা
হড়্কানো
হাকোই
হাটি

৩
কুন্জি
কোট্
কোঁত্
খট্
খত্রা হওআ
খদ্রা
খর্বিসিআ
খাপচু
খামালিলা
খাড়া-জোত্
খালাস্
খিল্লি লেঢ়আ
খিলিআ
খুব্রি
খুন্সা
খেপের কাজ্
খোচুর্
খোটটি
খোড়্কে দেআ
খোলি
খাউ পোট্না
গন্জাম
হাত্থাল্
হাত্দানি
হাথা
হাফিজ
হালুআ
হাঁকর্-নক্সা
হাঁড়ি কোদ্
হিকে দেআ
হেকোরবাজ
হেঁকা
হ্যারা

হোট্লে জাওআ

গন্তা
গরম খাওআ
গর্মু
গাড়্ডা গুড়্ডা
গাব্
গাল্না
গুটা
গুন্ডেলম্বু
গুড়্
গ্যাজারি
গ্যান
গোড়া
ঘর্পার্
ঘা
ঘাবড়ি
ঘুম্
ঘুর্নি
ঘইতা
চমকনা
চড়ু
চল্তাই
চাক্কামারা
চাদোর
চাপ্টাবাজ
চাপ্লা
চামুন্ডা
চাম্কেফাট্ জাওআ
চাম্মু
চিলম্
চিলু
চুসা
চেঙুন্

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেটাই
চোখ্‌
চোত্তিকস্‌
চোড়কা
ছাটা
ছানকি
ছানকোআ
ছাপ্‌
ছাপকি
ছালাও
ছুমকি
ছোটোদালান্‌
ছোমুরে দেআ
জগ্‌-তলাও
জটাসিঙ্
জল্‌না
জল্‌লাদ্‌
জাত্‌
জারকাটি
জাল্‌
জোড়্‌ খাওয়া
জোড়া
ঝাটাকাদারু সেমা
ঝাড় হওআ
ঝিটা করা
ঝিরি
ঝেড়ে দিএ বাকহওআ
ঝোনা
টপকি দেআ
টাককু
টানাটল্‌
টিকি
টিপকিবাজ
টুননি

টুসিটুসি
টেকুকাল্‌
টেমিআ
ট্যাপ্‌
টোকা
টোন্‌মা
টাইমোর্‌-ভাতি
ঠবকি
ঠুঙ্কা
ঠোকর্‌
ঠোনা
ডিঙ্‌গুর্‌
ড্যাবরা
ঢল্‌ ঢল্‌
ঢালা-মামা
তোলা
তোড়্‌ বাজ
তোড়োম্‌
তেজা
তিলক্‌-কাটা
তিনসি
তিনদিনের অসুখ
তালাচাবি-কনধো
তারাএ থাকা
তার্‌
থও
থর্‌-নামা
থাম্‌বা
থুমবা-গেয়া
দমদম্‌
দরাজ্‌
দমপি
দামফু
দারা

দাস্‌বাবু
দুধ্‌-ভাই
দুর্‌ বইট্‌ গই
দেখাদার্‌
দোকানিআ
দোড়ি হাজ্জত
দাও
দ্রিসটি
ধাম্‌রি হওআ
ধুমো
ধাই
নসোপান্‌ চাস্‌
নক্ষত্‌
নাগড়ুমাড়ুম্‌
নাপপু দেআ
নাফাসি জাওআ
নারকেল
নিরখা
নেশানা
নেপালা
নেহনি
নোমুনা
নোলি করা
নএআ (নয়া) ভাইআ
নোই
নোউআ
পনচবাজ
পরকা
পলটিবাজ
পাকা-টালি
পাককি-লচ্‌ছা
পাখির্‌ বাসা
পাগলিবাজি
পাত্‌কু

পাতোলাবাজ
পানমি
পালকি দেআ
পিন্‌হা
পুকুর
পুলটিস্‌
পোত্তানু
পোত্‌নু
পোপ্‌ড়ি
পউনে-আট্‌টা
পউআ
পএলা বিলা
পাএআ
পেজালি
ফকির
ফালতু-মাল্‌
ফাঁড়া
ফিনিক্‌
ফুচুকল্‌
ফুটটি কোরানো
ফুটিপপা
ফুন্‌
ফুল পরানো
বকরা
বরকি
বড়কা
বড়োকুত্‌তা
বসানো
বাকর্‌
বাচচা চাকা
বাদ্‌সাহ
বাপের সমপোত্‌তি
বাড়িওআলা
বিগি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনু্
বিলাছে্চকিবাজ্
বিল্শি
বিসূনি
বূট্টি
বূড়ো গব্বা
ব্যাপটি্কা
বোগি
বোগ্লি
বোঁটাকাটা বেলফুল
বোইঠিক্ কাওআ
বওআল্ করা
ভব্বরিআ
ভাগি
ভাজ্জি
ভারিআঁখ
ভালো পাতা
ভূন্ নাস্
ভেট্
ভোরা
ভাউ
মকর্
মঙ্ঘি
মন্দিরা
মস্তিঅলা
মস্তিদার্
মাচর্
মাজাকি
মাত্করা
মার্কা-পাওআ
মাল নামানো
মালু্
মাহিল
মূঠিআমার্

মূল্কি
মূশি
মেমারি
ম্যালেরিআ
মোক্বর্
মইন অগ্নি
মেঅাদি
রগ্ড়া
রাঙ্গি
রাঙ্তাবাজ
রামি
রামি হড়কানো
রাস্তা
লগ্ লগ্
লজ্
লট্
লব্কানো
লড়্না
লাম্
লালজ্জি
লাল্ ঘর্
লিকাম্
লিগাম্
লিটৌ
লিড়া
লিফাবা
লেট্নি
লিট্লিট্
লোক্
ল্যাঙোটি
ল্যাটামাছ
সঙ্গাত্
সফেদ্
সম্ভু

সাত্তার-বাড়ি
সাঙ্গার বাড়ি
সাঠি
সাদামা
সান্কা
সাপ্কা
সাব্রা
সাম্কো
সিকান্তর্
সিপি
সিসি
সূক্কাম্
সূপ্তি
সূরাহি
সূরাই
সূরপি
সুর্মা
সূরুঙ্গা
সূল্লূকে তোলা
সেট্টৌ
সের্
সেরুআ
সোজাসূঁড়্
সওদাগর্
হস্তিবাজ
হাত্তা
হাত্তাল্
হাত্তি
হার্মাত্
হাঁসুলি
হিরা
হিরিস্
হুলিআ
হুলিআ

হুম্কি

আগ্লি-বাগ্লি
আড়া
আলদ্
এ্যান্টিবাজ
কম্রোটি-বিট্
কলম্-বির্
করউটি
কাজোকূত্তো
কাটিম্
কানি
কূড়ি-চর্কা
কূট্টি
কূটিবিটি
কেটৌ
কেন্নো
কোটা
কোমোর্ খোনি
কৌঁট্
খট্টাস্
খাটটাস্
খিত্তারি
থূক্ড়ি
খোকাবাবু্
খোপা
খোল্টা
ঘাই
গব্বা ঠেরা
গব্বাপেলা
গোটৌ
গোএন্দা
চক্মাদারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চগ্‌মা
চগ্‌মা জিনিস্‌
চপ্‌পোকি
চালাক হওআ
চিছা
চেগু
চোরা আলো
ছড়া
ছাবাবাজ
ছোটো খোকা
জন্‌কাট্‌টা
জল্‌পানি
জার্‌বাদি
জুম্‌লি
জুর্‌ঠেক
ঝর্‌না
ঝল্‌কা
ঝপ্‌পা
ঝাড়িকসা
টাঙ্‌কি
টিপ্‌ দেআ
টুন্‌কে জাওআ
ঠিক্‌রি
ঠিক্‌রে
ঠ্যাক্‌
ড্যাঙগুলি খ্যালা
ডোঙা
ডলি
তালম্‌
তালুক্‌
তির্‌
ত্তিল
তেড়ে নেআ
থাহা
থুড়ি
থুড়ো
দফা
দম
দাগি
দিবে আর নিবে
দুস্‌রা
দুআরি করা
ধুন্‌ লাগা
ধোকাবাজ
ধোআনি
ননা
নিপাই ঠাকুর্‌
নুক্‌দার্‌
নেত্‌ত্রোসো
নোস্‌
পঙ্‌গত্‌
পাতিদার্‌
পাল্‌টি খাওআ
পাঁচসেরি
পিন্‌চট্‌
পুরোনো কাপালিক
পুলিস্‌ হওআ
পোতা
পএদাগির্‌
পোইতে পরানো
ফরিআ
ফান্‌ডা
ফুল্‌ তোলোন্‌
ফুল্‌কি
ফেও
বাক্‌লা গাছ
বার্‌
বাট্‌
বিলা আওআজ
বিলাপ্‌
বিলা বাট্‌টা
ব্যাকা
বোঝা
বোদ্‌না
বোল্‌
বইদা
বোইঠ্‌
ভাব্‌
ভিড়ি
ভিত্‌ খাল
ভুক কর্‌
ভুগো
মট্‌কা
মস্‌তি লড়ানো
মাঙ্‌পাত্‌তি
মাথা মএলা
মাপ্‌
মালফেঁর্‌
মিট্‌ মিট্‌
মঠ
ম্যারামোত্‌ করা
রঙ্‌করা
রঙ্‌গিলি
রাজা মার্‌কা
রাস্‌তাবাজি
লটকান্‌ বানানো
লপ্‌ ফর
লম্‌বাখানা
লাথোর্‌
লাম্‌বি
লিঙ্‌গা করা
লিপ্‌পি
লিপপ্‌
ল্যাজামুড়ো
সট্‌টল্‌
সর্‌দি খাসি
সাট্‌টু
সাদ্‌দি
সানোক্‌
সাঁটানো
সূটা
সুর্‌পা
সুল্‌ফু
সোইলো
হাত্‌ভরি
হাম্‌সি
হুক্‌
হুঁকো
হাওআই

৫

অজমানা
আরেলা
আলি
আস্‌সাদ্‌
ইন্‌ধার্‌
ইরাকি
উপপ্‌
এটা
এমে
টিটা
টিনু
টেক্‌ দেআ
টোনছা
ঠক্‌
ঠান্‌ডা

AMARBOI.COM

ঠান্ডা-গরমি
ঠুনডুক্
ঠেক্ নেআ
ঠোক্ কর্
ডবোল্-টোন্
ডবোল্ ডেকার্
ডাক্
ডাক্চাকি
ডাক্খানা
ডাকি
ডাক্টা
ডাটি
ডান্ডা
ডুরি
ঢালাই
ঢিটালেড়া
ঢুন্ ঢুন্
তব্লি
তাড়া
তাসা
তেআরি
থামা
দক্
দরোআন্
দলিজ্
দসোমিক্
দাল্দা
দেনেঅলা
দেমাক
দোস্তি
ধাক্
ধোস্
ধরের্
নজর্ নেআ
নত্থি
নান্খাতাই
নাপ্কু
নামিখাড়া
নিমার্ উল্টি
পলিতা
পাকা-টান্চি
পাখা
পাটিসাপ্টা
পান্পাতা
পানাধেআ
পিছ্লি
পিলে আওআ
পুটুলি
পুতনা বধ
পেতোল্-চোক্
পোকা
পোচারা
পোনেরা সের্
ফাগ্লি
ফাঁদা
ফুট্টা
ফুল্তোলা
ফুল্ মারা
ফেগ্লু
ফেল্না
বত্লা দেআ
বন্কি
বড়োমাল্খানা
বাক্কি
বাকোল্
বাজ
বাঙ্গা
বাতিল
বাধাপড়া
বাবু
বাস্কো
বাহার্কা
বিনা-টৌটিকা
বিলা ফিট্
বিলা মাল্
বিলারা
বিল্লোরি বাচ্চা
বিস্নি
বুড়ি
বেড়ি-বেড়ি
ব্যান্ডেল দেআ
বোমু
বোড়ি
বোড়ে
বইঠি
বোইঠো
ভপ্পর্
ভুক্ড়িদার্
ভেজা
ভ্যালা
ভোগিরথ জনোনি
মাকালির পাঁটা
মাটি
মাল সাটানো
মাস্কাবাড়ি
মেন্ট্
মাএআলি
মোনতোর্
মোড়িআ
রন্জু
রাঙি হড়্কানো
রিতি
রোলা
রোসনিতে তাগত্
লক্কড়া
লগ্বাজ
লগ্গাবাজ
লট্কা
লম্পো
লম্বা ঘর
লাদ্নি
লাল্ গজা
লালি
লাস্ পরানো
লেটা
লেবুটাইট্
সদর্ করা
সর্ওয়াজা
সাঙ্রা
সাজ্
সাটু
সামসু
সাড়ে সাত সের্
সাল্
সাল্মারি
সিক্চাকি
সিক্টা
সিকা
সিকাবাজ
সিন্দি
সিড়্কি
সুচ্
সুত্লিবিচি
সেটোওত্রা
সেডিও
সেরোআ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনাট্‌টা
সম্আঠেক্‌
হম্‌সি
হাত্‌তালের
চর্‌কি
হিক্‌লি
হুম্‌সি
হ্যাকোরবাজি

৬

অন্ধা
আর্‌ছে
উন্‌ডা
কলম্‌দান্‌
কুতো
কাঁটালিআ
কাঁটা হওআ
কালিবাবু
কামোর্‌
কাট্‌বাজ
কদ্‌মা
কর্‌চানি
ক্রিচ্‌
খোমারি
খবর্‌দারি
গাঁজার্‌ কোল্‌কি
গহক্‌
ঘুড়ি
চাল্‌লিস্‌
চাম্‌কে রাখা
চিলোআ
ছাঁটা
ঝাকামুটে
ঝিল্‌লি

ঝুড়ি
টাব্‌লাখাওআ
টৈচ্‌
ডাল্‌
ঢাটি লেড়া
তালামারা
দর্‌
দুর্‌কি
দাঁও
দাঁওবাজ
নাগিন্‌
নেত্‌তা
পট্‌রি
পন্‌চাস্‌
পাল্‌লাদার্‌
পিল্‌লু
পাএকার্‌
ফরিআলে
ফস্‌মা
বরন্‌
বাঘ্‌
বাবাজি
বাবার চাকা
বিলাখানা
বিলাবাজ
বিলা হওআ
বিসাখাদানা
বুক্‌চাপ্‌টি
বোসিপ্‌পা
ভোগানো
রোটি
লাট্‌টুবাজ
লালবই
সব্‌জা

সানু
সাব্‌রাওমাকে
সাঁতরা
সিটো
সিঁড়ি
সুড়ির্‌পে
সুপা
সেনটু
সোনালি
সাঁইআ
হট্‌কানো
হোল্‌দে

৭

অগল্‌ বগল্‌ করা
আব্‌ছা মেঘ
আম্‌সত্‌তো
উল্‌টিবাজ
ইক্‌কা
এলাকাটিঙ
এ্যাক্‌ হাত্‌
এয়্যান্‌টিখোর্‌
এ্যারিমারা
ওভিসার্‌
ওস্‌তাগর্‌
এজিদ্‌
অওজর্‌
কচ্‌
কম্‌লি
ক-ব হলো
কড়িকাঠ্‌
কাজা
কাটালে
কাতিল্‌

কাতুকুতু
কান্‌
কালি-লকড়ি
কাস্‌বোন্‌
কুত্‌তা
কুল্‌ফি
কুল্‌সি
কুলিন্‌
কুচি
ক্রাইবি
খট্‌ খট্‌
খড়্‌পা
খাটিআ
খানেঅলা
খাব্‌বিস্‌
খান্‌
খাম্‌খাম্‌
খার্‌
খিনে
খুপ্‌রি
খুমচাবাজ
খেপ্‌লু
খেঁচে নেআ
খোচর্‌ shelter
খোচার্‌
খোল্‌
খাঁডি
গদ্‌দর্‌
গব্‌বাভরা
গেরাস্‌তি
গেন্‌ডা
গুম্‌টি
গুম্‌চাক্‌কা
গিনিভাঙানো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাহাক্কি
গাড়্
গাছ পাঁঠা
ঘটোক্
ঘিড়ি
চপ্মা জাএগা
চরাবাজ
চলতি
চাকাদার
চাপ্
চাব্নিমারা
চাম্কে টপ্কা
চাম্চে
চাম্চেবাজ
চিট্টাবাজ
চিরা
চিসান্
চুতর
চোআনি কম্তি
চউআনি কম্তি
ছক্
ছকানো
ছড়্
ছাতু
ছিপ্
ছোক্রাবাজ
ছোলে দেআ
জল্তা
জান্টান-আন্টান
জিগর্বাজ
জুমলাবাজ
জোগাড়্মাল
জোমেজাওআ
ঝাকাওলা

ঝাপর্
ঝাড়ির্ পাতা
ঝুল্পি
ঝুল
টক্কর্
টাট্টি করা
টান্ খাওআ
টিকুআ
টিন্ওলা
টিন্
টিন্ মিস্ত্রি
টেক্
টেকুআ
টোম্যাটো
টিআ
ঠিক্রা
ঠুম্কি
ঠেক্দার্
ঠোলালেমারিস্
ঠোসা
ডিবিআ
ঢাড্ডা
তামাক্
তারোকেস্সর্
তাল্দেআ
তাল্বাজিকর
তোড়্ভাঙা
তোল্লাবাজ
থাপাস্
থিওএ
দল্লা
দাগ্
দালাইলামা
দূর্কি

দোকান্
দোখিন্ পাড়া
ধোসে নেআ
নক্সাবাজ
নাকালদিস্তে
নাপ্পু
নিচল্ভরা
নেত্ত্রো
নোলোক্
পট্কা
পটাস্
পাক্কিবাজ
পাক্কি সওদা
পাছ্লি
পাতিআলা
পাঁচ-ক্কি
পিত্তিল্
পিন্লেওলা
পুন্কুরি
পেটি
পইত্রাবাজ
পাও-সাড়ি
পাঁউরুটি
ফাটানো
ফিডঠোক্কর
ফের্
ফের্কার্
বকুল্
বড়োদালান্
বস্খাল্
বাঙাল্ ধুর্
বাতাবি
বাতোলা
বাঁক

বাঁধাকোপি
বাঁস্
বি.এইচ্.এম্.এইচ.
বিধোবা
বিল্লে হওআ
ব্যাপারি
বিআল্লিস্
বোড়া
বোবা
বোতোল
ভরোটি
ভসক্কা
ভাত-কা-ভাতি
ভিতর্
ভুনাজ্
ভ্যান্ত্রাবাজ
ভোমা
ভোলানাথ
মাজাঘসা
মারি
মাল্লাগানো
মাস্
মুর্দা
মোড়্চা
রক্তো-গঙ্আ
রাজার ছেলে
রুটিহা
র‍্যাজা
রোস্নি
লচ্খাওআ
লম্বা ভেতোর্
লাঠিআল্
মাল্ মিআ
লিড়ো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুচ্ছার্গাই
লোগি
লোট্
সট্টাবাজ
সান্লা
সাম্খাল
সিক্লিচাপা
সিঙারা
সিমা
সুক্খন্-সিড়ি
সুখা
সুতো-চাক্তি
সুরুআ
সেত্রোল্
সোটোল্
সোটোল্
সোল্ মাচ্
সোল্ মাছ
হনুমান্জি
হাত্তাল্
হির্কি
হুস্ হুস্
হ্যাকা

৮

উটিরব্
উটাইগিরো
ওখ্রান্
একনম্বরি
কালোমামা
করচা
কেড়ারা
গালা
গুটি

ছ-ঘরা;—ঘড়া
ছাব্কি
জুগু
ঝাড়তি
টাকা
টিপ্নি
টোর্
তব্লা
ত্রিভুজ
দস্সের্
দহ্লা
ধক্কা
নল্গিট্টি
নাফা
পাগ্লাপানি
পাতিলি
ফন্ড়া
বাট্টু
বাঁকাসিঙ্
বোম্বাই বুড়ি
ভুড়ি
ভুড়িদার
মুর
রাবড়ি
সুর্বাজ
সুঁড়
হাঁড়ি
সুতাবাজ
সিড়ি
সুতি
সুতো
সেটে জাওআ
হ্যাটা

৯

অগর্
অরিআ
আধিআ-সাই
আরজা
আড়াইসের্
আড়াইহাতি সাড়ি
আল্গা
আস্কি
আসানে কাটা
আঁড়োআ
এ্যাক্টো
ওদুস্
কুজা
কিমিরে
কানাদাই
কাটিখাওয়া
কাট্লাস্
কতোদিবি-কতোনিবি
কত্তি
কট্নি
কচ্চা ঢোল্
কলিঙ্
কোরা
খানাখিনা
খাসি
খাইখাই
গব্বাতোর
গদর্করা
গাঁই
গোথনি
ঘোরানো
চামচে
চিনা

চোক্ পাই
চউঠ্ঠি
ছপ্পর্ দেআ
ছাবি
ছিটোবি
ছেচ্কিটপ্কা
জানদার্
জিরি
জুঁই
ঝাড়্
ঝাড়িখাওয়া
টানাচাকা
ট্যাচিঙ্
ঠাকুর্দা
ঠুকুদার্
ঠ্যাঙ্
থাগ্
থাব্বা
দম্ফু
দাদা
দু-দুআরি
দো-তল্লি
দো-নম্বর্ গুন্
দএলা-নএলা
দোউড়্
ধান্দা
ধোআ
নিচের্
নিমাখাল
নোতুন-চ্যাঙ্লা
নোউকো
পাত্তা
পাত্তাবাজ
পাপ্ড়ি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ-পো
পোক জাওআ
পোড়িবাজ
ফল্
ফুল্ কাটা
বদলা নেআ
বাক্‌লা
বাজার খাটা
বাতেলা
বাড়ি বন্‌ধো
বাঁধাগাই
বাঁসপাতা
বিট্‌নি
বিলাহলত
বুড়িদার্
বোসা
বেওড়াবাজ
ভস্‌কানো
ভাঁড়
ভিড়্‌ভট্‌কা

মাপা
মিঠাপানি
মির্‌দার্

রক্‌তো
রঙের কাজ
রসোগোল্‌লা
রামসিতা

লদ্‌দন্ খাওআ
লম্‌বি
লাল্ ঝানডা
লুড়িপ্‌পা

লেঠেল্

সক্‌ড়ি
সর্‌বান্
সাত্‌তা
সাপ্‌টানো
সাড়ে বারো সের্
সাড়ে বাইস্ সের্
সিট্

১০

আধি
উগ্‌রানো
এ্যান্‌ড
এ্যালারাম
কট্
কখান্
কদিন্
কাপ্‌রু
কাটিকাটা
কল্‌সি
কোনা
খাপ্‌খোলা
খুচরা
গাঁথি
গুল্
গেদা
ঘুপি
ঘুরিপ্‌পা
ছাব্‌কিবাজ্
জোতোন্‌বাজ্
ঝাড়িকরা
ঝাড়ির্ পাতা
টোন্‌করা

ঠুলি
ঢেলা
থুর্‌রম্ করা
দুখি
নক্‌দি
নেবে গ্যালো
পাকা-খপ্‌পোর
পাগ্‌রি
পাঁচকড়ি
পিক্‌খাল্
পিল্
ফরম্
ফেটে জাওআ
বাহার্ বাজু
বাঁটুল্
বুঝাল্
বেনি
ভাগার্
মোড়া
মএদানি-খাউ
মওগা

১১

আড়োআ
আঁচোড়্
ইক্‌মিক্ কুকার্
ইধর্-উধর্
উতরে্ দেআ
উত্‌রে নেআ
এ্যাক্‌কড়ি
এ্যাকেরচার্
আওআজ্
কাল্
কাপাখানা

কর্‌কি
কড়ি
কুমড়ো
কেত্‌রি
খুম্
খোঁপ্
খাও
গরম্
গাঁটরি-বাঁধা
গ্যানা
ঘর্-বন্‌ধ, বন্‌ধো
পল দেআ
চল্‌তাপুরিআ
চানা
চাপ্‌নি
চামিস্
চিল্‌লর্
চুটকি
চুলুম্
ছামি
ছিটি
জুড়িদার্
ঝিচো
ঝোড়ে জাওআ
টেক্‌কা
ঠন্‌ঠনি
ঠুঙি
ড্যাস্ করা
থুড়্‌ডা
থুড়্‌ডি
দরদ্
নাচোন্-কোদোন্
নাল্‌ঝাড়া
ন্যাকোর্ চ্যাকোর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোআ
পচা
পাটকরা
পান্নাভাগ
পাঁচসের্
ফাঁটোলা
বন্ধ্
বড়োমাঠ
বসা
বাগ্
বাতোলাবাজ
বিলা দেখন্
বএআ
ভরোস্
মাত্
মিস্ত্রি
মুড়্
লুপ্
লেদে গ্যালো
লেবেড়্
সত্তি
সাড়ে সতেরো সের্
সিকান্
সিটুব্
সুল্ফি
সাইট্
হাপুশ্ কর্

১২

অনটি
অড়িআ
আটক্
আঁক
উঠাওবাজ্

কাগোজ্
কালি
কালে্
কিটটা
কোলারি
কোঁত্কা
খোচ্
গত্তো
গব্বাতোড়্
গিনাই
ঘেউআ
চরাঘি
চল্তাইমার্
চাকার্ লাইন্
চামর্
চিড়িআ
চোক্
চোট্
ছিল্তর্
ছুট্
ছেটকি
ছোপ্
জাম্বাটিতে ভাত খাওআনো
জোড়িগুটি
তড়া
তার (মাল্)
তিগ্গি
তাও দেআ
দণ্ডগোল্
দস্থান্
দালাল্
দুরানি
ধোস্বাটটা

দুএ দেআ
নুচে
পরানো
পাক্কা-ঢোল্
পাতর্কি
পিছোল্
পিলাভাত
পুল্
পিআক্কর্ ভাতি
বোন্দুক্
বোম্ খাওয়া
বাটি
বালিস্
ভিতর্ বাজু
মাকরা
মোগাপুত্তি
মএদানি
রঙ
লোঠা
সাপটাবাজ
সুতুলিবাজ
সুমাল্
সেজ্গিঅলা
হপ্তা

১৩

অনদর্খানা
অনদার্
আকর্
আনারকলি
আনোন্দোবাজার্
আড়াই পএসা
ইনের্ ধান্দা
আওআজঅলা

কাপড় মএলা
কদু
কল্কার কাজ
কোদান্
কোমাথাএ
খাবার্
খ্যাটিকেল্
খোচোরের টাকা
চক্মা
চস্মা
চউআ
ছাব্কাবাজ
ছোটু (বাবু)
জিরে
জোড়া চাকা
ঠাট
ঢালা
তিরথো
থোবর্
নাপ্লা
পাল্টি করা
পিনিক্ নেআ
পেআলা
ফর্বাজ
বাঁকা
ব্যাজারবেজি
বোতোল ঢোক্কানো
বইঠকি
ভস্কা
ভেড়ুস্
লকা
সনাটটা
সাজোউটি
সিদধেস্ সোরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোড়লা
হক্কু

১৪

আড়কানো
ওস্তাদ্
কাত্‌লা ছেড়ে মাত্‌লাকর্
খাড়েলা
খেচ্‌কিবাজ
গাদা
চার্-চোকো
তেস্‌রা নসর্‌বাজ
থাপ্পর্
দইমলি
নসর্
পোদ্দার্ বাবু
পউনি
বার্‌খাওআনো

১৫

অসোক্ ফুল্
আখারা
আড়াই-হাতি গোদি
আড়ুআ
উম্‌রা
উঠাও
কুকুর্
কাটটস্
কাটির্ গাড়ি
কাটোস্
কোব্‌লে দেআ
খাটটা
খাপেখাপ্
খেচ্‌কি
গিটটি
গিরমিট্
চরু
চাককাবাজ
চিঙড়ি
চুত্তর্
ছক্কা
ছলাও
ছিট্
টিঙ
টোকর্
ধুপ্‌নি
পাগলি
পোড়িএ দেআ
ফনটুস্
ফাট্
বিচি
বোদাম্
মাছি
রোস্‌নাই
সামিআনা
সিধুমুখি

১৬

এ্যাক্‌দা
এ্যাস্‌সা
চ্যাঙলা
ছার্‌পোকা
টিট্
ঠাককু
ঠুকু
তোর্ হওআ
বাদি
বিলাচাকা
ভক্‌কি
ভুচচার্
রাজার খাটনি
সামাটটা
হল্‌দি
হল্‌দে

১৭

অনার্
আধো
আসামি
উঠাউবাজবাবু
কথা
কলাগাচ
কপালে ফাটা
কাটিবাজ
কাম্
কালিবাড়ি
কাঁচ
কাঁচাকলা
কাঁচা জিনিস্
কোব্‌জি
খাটটু
গন্
চাক্‌কাকি সওদা
চাড়্
চাসি
ছুআ
জান্
ঝাপ্‌পু
টিটি
টিপের কাজ
টোপোর
থক্‌কি
দস্‌তি
নেপ্
পতাকা
পাঁচু
পুরিআ
পোড়্ খাওআ
ফরু
ফুট্

১৮

বাঙাল্ পার্টি
বাবু খাটনি
বামাল্
বাঁধাবাবু
বোর্‌ফি
ভোরে জাওআ
লোকে নেআ
লিগর্
সাদা
সাবু
সাল্‌তা
হরিন্‌ঘাটা

১৮

আমসি
আএনা
কালোবাবু
কাঁইচি
খাড়াখাওআ
খিল্‌লোচর
খোপোর্
গুপটি
চড়ান্
চড়্ডা
চেপেবলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেচ্‌কিবাজ
জাএগানাপা
টিপ্‌লি
তাব্‌ড়ি
তোড়্‌করা
থুর্‌রম্‌
দহরিআ
দাহারিআ
নোতুন-সেআনা
পানি
পুলিন্‌দা
বস্‌নি
বুড়িবাট্‌টা
ব্যানিমা
ভরম
ভূতোল্‌বাজি
ভেড়ুয়া
বোগ্‌লু
মালা
মুক্‌খাল্‌
মোহাজোন্‌
লাল্‌ পানি
ন্যাকরা

১৯

আখেআ
আন্‌সান্‌
আস্‌তো
এলাকা গরম্‌
কমর্‌বাজ
কাটউ
কাঁকন্‌
খাউবিলা
চাম্‌
চোরা
ছপ্‌পর্‌বাজ
ছোবি
জল্‌
জোতু
টাইমের বাবু
ঠিকা
তোড়্‌
নম্‌বরি
পিনিএ দেআ
ফ্যালোঙ্‌বাজ
বব্‌ বর্‌
বাখারি
বিট্‌দেআ
বিল্‌লা
রেলার খাপ্‌
লস্‌সি
সড়া
সিতোল্‌
সওদা আনা
হোল্‌দে আড়্‌ডা

২০

উন্‌সি
কর্‌কা
কালামাল্‌
কুপিআ
গচ্‌চা
গন্‌ধা
চাকি
চামা
চামিস
ঢ্যাম্‌না
ঢোঁড়া
তুলোন্‌বাজ
তেল্‌
দ্রোব্‌বো
ধুরুআ
পেটোআ
ফান্‌ডাকার্‌
ফাল্‌তু
ভোরোট্‌টি
লপ্‌সি
সাঁটু

২১

আঙ্‌লি
আড়ু
কাঁটা
খাপ্‌চা
খালিকুটি
খুঁটি
গব্‌বাঝাড়া
গেনা
নাথার্‌
বানাপিস্‌
বেনাপিস্‌
লাঠি
সমমা
সাঁজোগা
সোটাম্‌
সোনদুক্‌
হুলোপার্টি

২২

আধা
ককরো
কাজ করা
কেচুআ
কোঁক খাল্‌
খুলি
ঘোড়া
চর্‌কি
চাড়্‌বাজ
চিট্‌টা
চেন্‌
চোক্‌-চাকি
ছপ্‌পর্‌-খাল্‌
ছুপ জাওআ
ঝাড়ি
টপক্‌ গেআ
দু-ওজন
দএলা
নিচুকামাল
নএকা
পনচম্‌
বাকসো
বাড়িআলি
ভব্‌ বর্‌
ভেমো

২৩

আড়িআ নেআ
আঁক্‌
কাঁচিমার্কা
কত্‌ রান্‌ নেআ
খব্‌ রাখব্‌ রি
খিরুআ
ছাপাই
তাল্‌তা
ন-খাল্‌
পাত্‌তি
সুতাম্‌

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫
অন্‌ধেরা
আঙুল্‌
আনোন্‌দো করা
আল্‌ তা
উল্‌টে-বাঁধা
কুদি
গব্‌বাদার্‌
গাম্‌ছাবাজ
চাকতি
ছেটোচাকা
ঝাড়িদার্‌
দুগ্‌গি
ফেরি
বাচ্‌চা
বালা
বোইঠোক্‌বাজি
ভাতিবাজ
ভুতি
মাজা
রোগ্‌ড়া
লাড়ডু
সেজ্‌গি
হাপিস্‌
২৬
উটতি
কামানেআলা
গেচুরে
চপ্‌পলু
চাঁদা
ছ্যাল্‌লা
জন্‌তোর্‌
জুট্‌
নাড়ু
পাখি
পিচ্ছল্‌
সিন্‌ধি
২৭
আধিআ
ইন্‌চি
কাট্‌নি
খুপে নেআ
গামলা
গনা
গউনা
গওনা
চম্‌কানো
চালবাজ
চাপা
চিট
চেহারা
টিপে জাওআ
ঠেকু
ঢোল্‌
তুরনবাজ
নমিস্‌তি
পুর্‌
পোর্‌
বাঁধাছুটে
ভুতোল্‌
লেবু
সওদা
২৮
খাওআ
চুপ্‌কি
ছাব্‌
নোচে নেআ
তোল্‌ন
তোলন্‌বাজ
ধামা
বাজারতোলা
বিট্‌খাওআ
মান্‌জা
২৯
গাঁতি
নাটা
ফুল্‌কাটা
ফেরিআলি
বাগবাজার্‌
ভরা
৩০
কাপা
গব্‌বাবাজ
খুমনি
পাট্টি খাওআ
পাক্‌কি
৩১
মসালা
সাঙালি
৩২
আঙটা
উত্‌তর্‌-দোক্‌খিন্‌
কাঁচা-খপ্‌পর্‌
কিচাইন্‌
গজের্‌ পাত্‌তি
ছাওআ
টালি
টুপি
তাও
পি. এন্‌.
ফেক্‌লু
ফেউ
৩৪
চর্‌কা
ঠেক্‌
৩৫
আগুন্‌
কর্‌মু
কালোদা
চাকা
৩৬
কালাকুত্‌তা
কোচোর্‌
খাকি
ঢুকু
নিমা
ফর্‌
বেনা
বত্‌তি
সুড়ডা
সেআনা
হোলদেভাতি
৩৭
আতপ্‌
আরাম্‌
উপর্‌খাল্‌
খোমা
গল্‌তা
চাটাই
ছেচ্‌কি
বড়োচাকা
সিক্‌
৩৮
আড়ি
উল্‌টি-বাতোলা
কোদিগিরি
কোদিকরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাব্বুস্
দাওআই
নাতা
ফুটা
৩৯
আখ্
খাঁচা
ছুপ্পর
টিক্‌টিকি
সুতা
৪০
তর্‌কারি
৪১
কড়্
তানুক্
৪২
কাটা
ফাটবাজ
সুড়ঙ্গি
৪৩
ছল্‌লা
বাবা
৪৭
খিটা
পানজা
বুখাল্
৪৮
খোকা
তরোআলি
৫০
কাটারি
কিটা
৫১
অন্‌ডা
কান্‌পুরি
পাতা
সল্‌লা
৫২
আলু
উপর্
খাঙালি করা
টিঙ্‌বাজি
নক্‌সা
নাপ্ নেআ
ভাতি
৫৩
চামর্
ছোলা
৫৬
কালোমানিক্
৫৭
কাচ্‌চি
কোল্‌কে
চড়াইবাজ
লাল্
৫৮
গব্‌বাবাজি
৫৯
ঘাওবাজ্
চাক্‌কা
৬১
আঙুটি
৬২
মামা
৬৩
আম্
৬৫
আন্‌তাবড়ি
৬৭
বাজা
৬৮
গব্‌বা
তিন্ পাত্‌তি
৬৯
টিন্‌বাজ
৭১
গজের পাতা
ঘাউ
তোর্ খাওআ
দামরি
৭২
আলুবাজি
ঠোলা
নাথা
পিনিক্
পেটো
বাঁসি
বিলা
৭৩
ছিট্
থান
৭৬
কোদ্
ফুটি
৭৮
কেপ্‌মারি
ছিন্‌তাই
৭৯
কালা
গামছা
৮২
খমা
৮৫
ফুল্
৮৭
কলম্
৯২
উলটি
চুক্‌কি
৯৬
রেলা
১০২
এন্‌টি
১০৩
কল্‌লা
খাউ
চামড়া
১০৭
ঢোল্‌বাজ
ধুর্
১১৬
ঘাও
১১৭
রুটি টপ্‌কানো
১২৩
খোচর্
খোচোর্
খোঁচর্
নাল্
১২৭
টিঙ্‌বাজ
১৩৬
কাটি
রুটি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজি ও ইংরেজি-বাঙলা/হিন্দী শব্দের ভূরি-প্রয়োগ তালিকা

১
bye-lane
C. D.
command
cord
C.M.
dangers
fire
fit
humping
lifter
nursing
pudding
running
rule
service
sent
single card
veil
wrong route
double-ঢক্কন
government-টুপি

২
block-plate
D.C.M.
H.G.
love
merchant
money order
pocket diary
red flag
silver
tomato
triangle
bulb-ছপপর্
bigger-টুটিকা বদ্না

৩
American door
chain
club room
fighter
flat-nose
fuse
helmet
hit
love-love card
manager
new trial
private
roller
unfit
back-চোর
bomb-হওয়া

৪
camera
lifer
lock
machine
oil
passenger
petrol
rolling
screw-কাটি

৫
bomb
cigarette
collapsible gate
diary
double-decker
foot
letter box
license
ring
rifle

৬
big-box
convalescent
dead-letter
M.P.
shelter

৭
Calcutta Police
case
fik
focus
food
juice
junior
pencil
back- মারি
full-রঙ্
towel-বাজ

৮
daily messenger

৯
baby
file
landing ground
meter-down
shunting
fifty-one-কাটি
map-পরানো

১০
cool syrup
double card
party

১১
degree

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

german
plate
full-গজ
১২
board
club house
১৫
short talk
১৭
A. P.
১৮
luggage
operation
১৯
pistol
signboard-ওলা
২০
line
papa
২২
ball
gasolene
২৫
entry
৫০
inside

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারণী ১

Estimates of Child Labour in India

Source	Age Group (years)	Rural Male Millions	Rural Female Millions	Urban Male Millions	Urban Female Millions	Grand Total Millions
Census 1961	0 — 14	8.16	5.56	0.58	0.23	14.53
	5 — 9	0.80	0.52	0.03	0.01	1.36
	10 — 14	7.36	5.04	0.55	0.22	13.17
	5 — 14	8.16	5.56	0.58	0.23	14.53
NSS	5 — 9	0.88	0.63	0.05	0.03	1.59
(1972-1973)	10 — 14	7.78	5.75	0.80	0.41	14.74
(27th round)	5 — 14	8.66	6.38	0.85	0.44	16.33

Source : Planning Commission

AMARBOI.COM

Children Working in Different Areas of Employment in India According to 1971 Census.

	Name of Activity		Percentage
a)	Cultivators	...	36.05
b)	Agricultural Labours		42.72
c)	Livestock, forestry, fishing, plantations, orchards etc.		8.25
d)	Mining and quarrying		0.22
e)	Manufacture, processing, serving, repairs, etc.,		6.08
	i) Household industry		3.15
	ii) Others		2.93
f)	Construction		0.55
g)	Transport, Storage & communication		0.39
h)	Trade & Commerce		1.97
i)	Other Services	...	3.77

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Source : *A Hand Book of Educational & Allied Statistics,*
Ministry of Education & Culture.

	Class	Total Enrollment	Girls' Enrollment
1960-61	I	13391347	4680909
	V	4964247	1524406
1967-68	VIII	3244645	863354

AMARBOI.COM

সারণী ২

সংগৃহীত শব্দাবলীর পরিসংখ্যান প্রয়োগ তালিকা :

যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে	মোট ব্যবহৃত শব্দ-সংখ্যার শতকরা অংশ
১ বার	৪%
২-৫ বার	২১%
৬-১০ বার	২৯%
১১-৪০ বার	৩৬%
৪০ এবং তদূর্ধ্বে	১০%

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

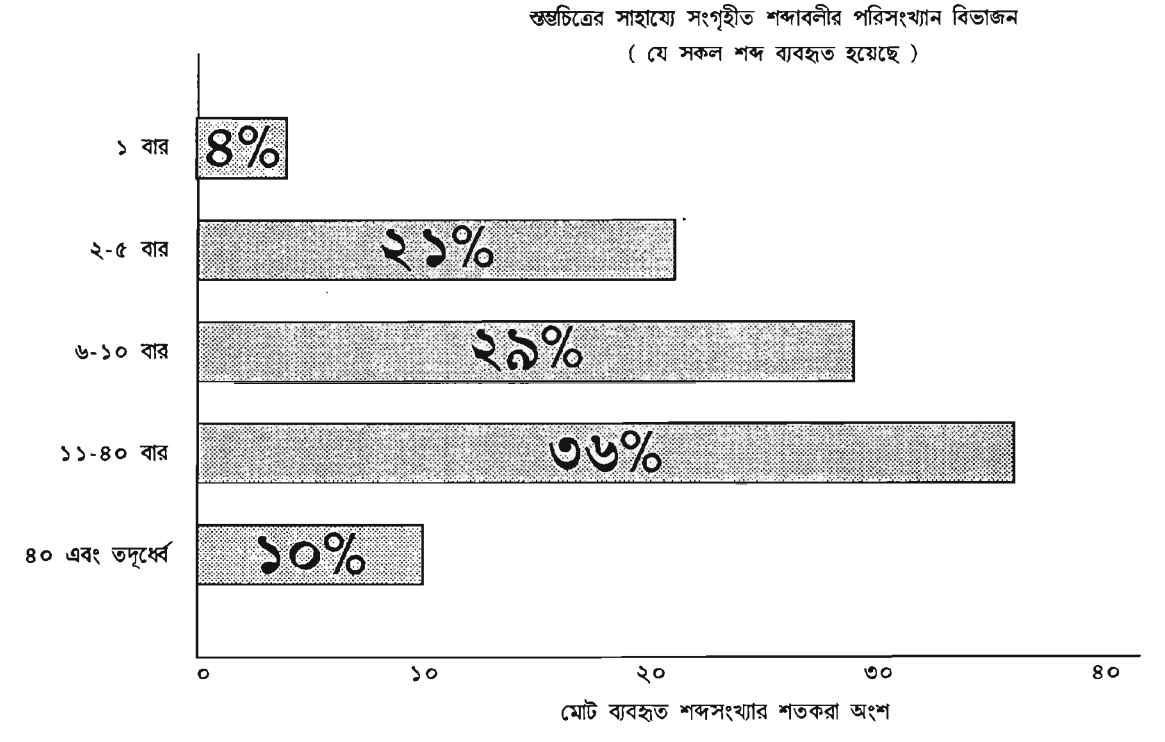

সারণী ৩

অপরাধ এবং সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের শতকরা পরিসংখ্যান বিভাজন

অপরাধী এবং সমাজ-বিরোধীর শ্রেণী	পরিসংখ্যা	শতকরা পরিসংখ্যা (মোট ২৪০০ জন অপরাধীর মধ্যে)
(১)	(২)	(৩)
ডাকাত এবং তস্কর	২০৫	৮.৫৪
ছিনতাইকারী	২১৬	৯.০০
গব্বাবাজ	২২০	৯.১৭
চোর	৩২৭	১৩.৬৩
পকেটমার	৩০৭	১২.৭৯
চোরাইমালের ক্রেতা	৪৫	১.৮৭
তোলনবাজ	২২৭	৯.৪৬
ছেলেধরা	৫	০.২১
ঠগ	২০	০.৮৩
জালিয়াৎ	১৮	০.৭৫
পতিতা	১১	০.৪৬
পতিতাদের বাড়িঅলা	১৯	০.৭৯
পতিতাদের দালাল	১৮৭	৭.৭৯
চোরাইকারবারী	৭৭	৩.২১
সমাজ-বিরোধী যুবক (উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন)	২৭৬	১১.৫০
মেয়েদের পথেঘাটে যারা বিরক্ত করে	১৪০	৫.৮৩
হিজড়া	২৬	১.০৮
ভিখারী ও তাদের দালাল	৫২	২.১৭
রেলগাড়ি-ভঙ্গকারী	২২	০.৯২
মোট	২৪০০	১০০.০০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

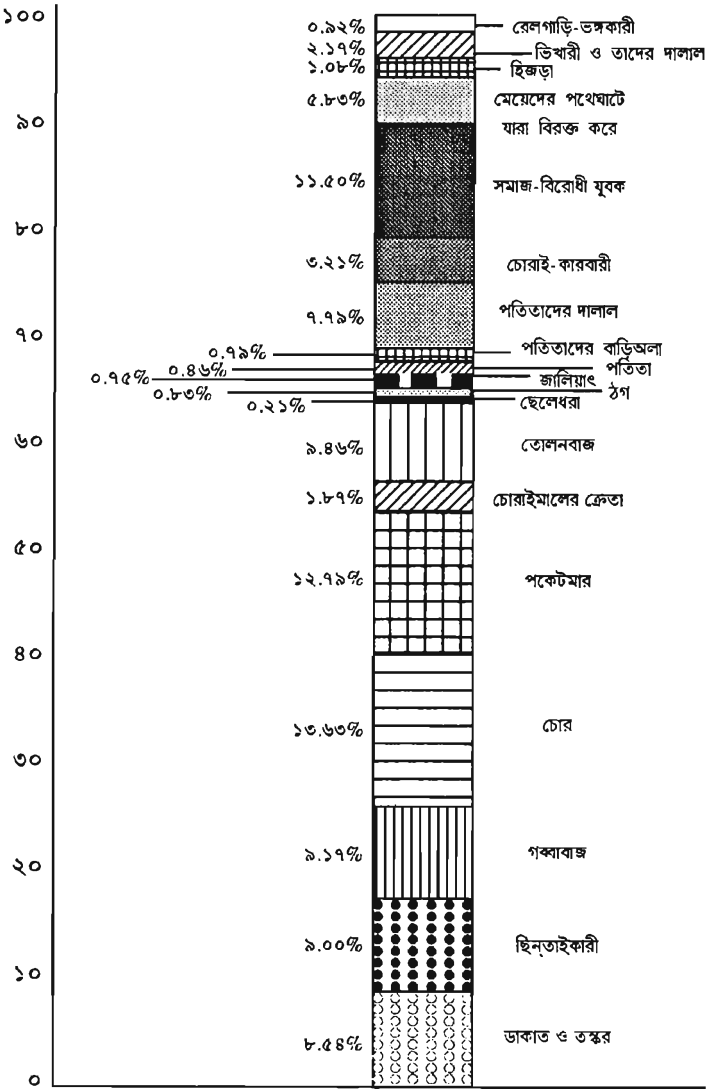

বিভিন্ন অংশে বিভক্ত স্তম্ভচিত্রের সাহায্যে অপরাধ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের পরিসংখ্যান বিভাজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারণী ৪

বিভিন্ন বয়স-শ্রেণীর মধ্যবিন্দুতে ঐ বয়স-শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব উপস্থাপন করে বয়স এবং পরিসংখ্যানের সম্পর্ক ছবিতে দেখানো হল ।

কোনো বয়স-শ্রেণীর পরিসংখ্যান ঘনত্ব হল ঐ বয়স শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং বয়স-শ্রেণীর দৈর্ঘ্যের ভাগফল ।

বয়স	বয়স (Continuous type)	শ্রেণী দৈর্ঘ্য	পরিসংখ্যা	পরিসংখ্যা ঘনত্ব
১০ বছর পর্যন্ত	০.৮ — ১০.৫	১০.০	১	০.১০
১১ — ১৬ বছর	১০.৫ — ১৬.৫	৬.০	২৮৫	৪৭.৫০
১৭ — ২০ "	১৬.৫ — ২০.৫	৪.০	২৮৬	৭১.৫৫
২১ — ৩০ "	২০.৫ — ৩০.৫	১০.০	৭৩৩	৭৩.৩০
৩১ — ৪০ "	৩০.৫ — ৪০.৫	১০.০	৫৩৮	৫৩.৮০
৪১ — ৫০ "	৪০.৫ — ৫০.৫	১০.০	১১২	১১.২০
৫১ — ৬০ "	৫০.৫ — ৬০.৫	১০.০	৫৬	৫.৬০
৬১ ও তদূর্ধ্বে	৬০.৫ — ৭০.৫	১০.০	৯	০.৯০

AMARBOI.COM

বিভিন্ন বয়স-শ্রেণীর মধ্যবিন্দুতে ঐ বয়স-শ্রেণীর পরিসংখ্যান ঘনত্ব উপস্থাপন করে বয়স এবং পরিসংখ্যানের সম্পর্ক ছবিতে দেখানো হল ।

বয়স	পরিসংখ্যা	পরিসংখ্যান ঘনত্ব
১০ বছর পর্যন্ত	১	০.১০
১১ — ১৬ বছর	২৮৫	৪৭.৫০
১৭ — ২০ "	২৮৬	৭১.৫৫
২১ — ৩০ "	৭৩৩	৭৩.৩০
৩১ — ৪০ "	৫৩৮	৫৩.৮০
৪১ — ৫০ "	১১২	১১.২০
৫১ — ৬০ "	৫৬	৫.৬০
৬১ ও তদূর্ধ্বে	৯	০.৯০

[Note : কোন বয়স শ্রেণীর পরিসংখ্যান ঘনত্ব হল ঐ বয়স শ্রেণীর পরিসংখ্যা এবং বয়স শ্রেণীর দৈর্ঘ্যের ভাগফল]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারণী ৫

জিফ (Zipf) -এর সূত্রানুযায়ী শব্দের ক্রম পরিসংখ্যার সম্পর্ক :
f = frequency = পরিসংখ্যা (শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে)
r = f-এর অধঃক্রম অনুসারে rank

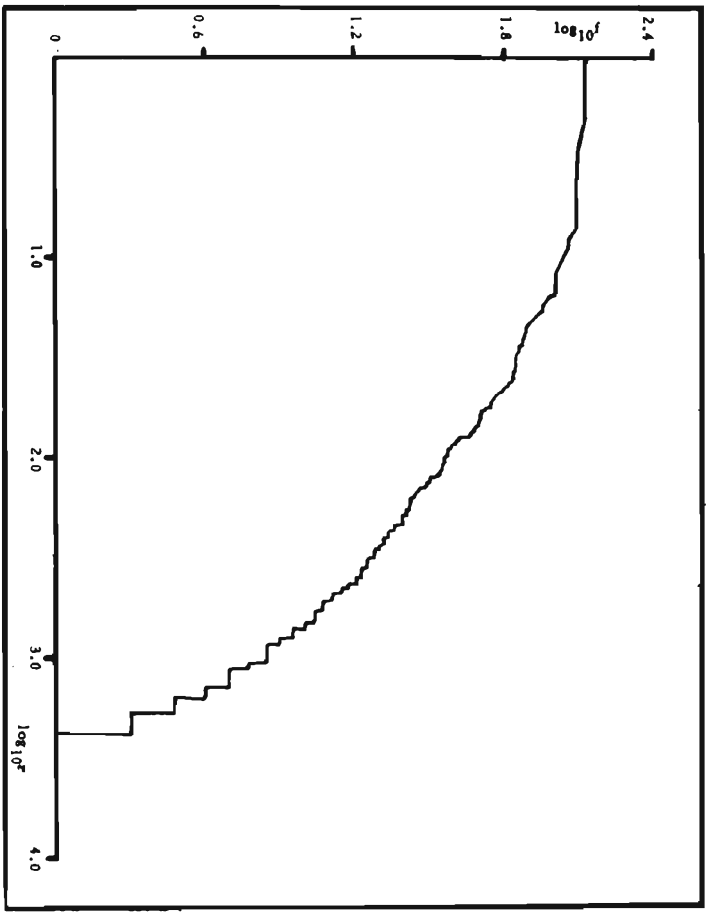

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Berry, Lester V. & Bark, Melvin Van Den (1947), *The American Thesaurus of Slang*. New York, Thomas Y. Crowell Company.

Carroll, John B. (1959), *The Study of Language*, Cambridge, Harvard Univ. Press.

Casciani, Clément (1957), *Dictionnaire d' Argot*. Paris.

Daly, F. C. (1916) *Manual of Criminal Classes Operating in Bengal*. Calcutta, The Bengal Secretariat Press.

Franklin, Julian (1960), *A Dictionary of Rhyming Slang*. London, Routledge and Kegan Paul.

Halliday, M. A. K. (1978) "Antilanguages" (Ch. 9) in *Language as Social Semiotic*. London, Edward Arnold.

Macmunn, George (1932), *The Underworld of India*. London, Jarrolds Publishers.

Mukherji, Biren (1953), *Calcutta Police Journal*. Vol. I

Partridge, Eric (1961), *A Dictionary of the Underworld*. London, Routledge and Kegan Paul Ltd.

Umegaki, Minoru (1955), *Ingo-jiten* (Dictionary of the Underworld). Published by Tokyo-do.

Vendryes, J (1952), *Language*. London, Routledge and Kegan Paul.

Wentworth, Harold and Flexner, Stuart Berg (1960), *Dictionary of American Slang*. New York, Thomas Y. Crowell Company.

Wolf, A. Siegmund (1956), *Wörterbuch des Rotwelschen*. Mannheim, Bibliographisches Institut AG.

Mallik, B. P. (1971), "Language of the Underworld in Bengal and Bihar" : read at Canberra, Australia and published in *Searchlight*, Patna (1971).

—(1971) "পাতালপুরীর সন্ধ্যা ভাষা" । *আনন্দবাজার পত্রিকা* ।

—(1967) "Language of the Underworld". *Journal of the Asiatic Society*, Vol. IX.

Sleeman, W. H. (1836) Ramasecana. G. H. Huttmann, Military Orphan Press.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিভাগে কয়েকজন প্রখ্যাত স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিত এবং কিছু পত্র-পত্রিকার মতামত প্রকাশ করা হলো । কলেবর পাছে বৃদ্ধি পায় তাই বক্তব্যের মূল অংশটুকুরই উপস্থাপনা করা হয়েছে ।

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
PHILADELPHIA 19174

Faculty of Arts and Sciences

Department of Linguistics
3812 Walnut/B2

December 23, 1977

Dr. Bhakti P. Mallik
Indian Journal of Linguistics
Bangiya Vijnan Parishad
P-23, Raja Rajkrishna St.
Calcutta- 700 006
India

AMARBOI.COM

Dear Dr. Mallik,

It was very kind of you to send me copies of your works on the language of the underworld of West Bengal. I have read through your general discussion with the greatest of interest and examined individual entries with profit. Of course I cannot benefit from your work in the same way as those who are working actively with Bengali, but I appreciate the thoroughness of your work and the richness of the vocabulary shown.

The field of vocabulary is still too widespread and complex to be readily subject to structural analysis. Descriptive studies such as yours are the most valuable contributions that can be made today.

I am familiar with Halliday's ANTI-LANGUAGE paper, and I think that your work does contribute to our understanding of this area.

There is one suggestion that I might make. In your discussion of the speakers, you deal with them as if they were a separate species : "criminals." Perhaps it is correct to say that we are dealing with a separate sub-culture. But you might want to try to eliminate in future writings implicit suggestion that we are dealing with a different kind of human being, rather than people like ourselves who are faced with different conditions for survival.

Yours sincerely,
WILLIAM LABOV

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

In Elizabethan England, the counterculture of vagabonds, or 'cursitors' in Thomas Harman's (1567) mock-stylish designation, a vast population of criminals who lived off the wealth of the established society, had their own tongue or 'pelting (= paltry) speech' ; this is frequently referred to in contemporary accounts, though rarely described or even illustrated with any detailed accuracy. The anti-society of modern Calcutta has a highly developed language of its own, substantially documented by Bhaktiprasad Mallik in his book **Language of the Underworld of West Bengal** (1972). The 'second life', the term used by Adam Podgórecki (1973) to describe the subculture of Polish prisons and reform schools, is accompanied by an elaborated antilanguage called 'grypserka'. We shall take these as our three cases for discussion.

M. A. K. HALLIDAY 1978 : "Antilanguages" (p. 164) in **Language as Social Semiotic.** Edward Arnold (Publishers) Ltd.

Prof. Mallik has done an excellent piece of work by his study of the slang in use among the criminals of the city and the State of West Bengal. The first book is in the form of a dictionary ; while in the second, he has tried to analyse the "culture" of the criminals, namely their taboos, sign languages and general characteristics. Then he proceeds to analyse, from a linguist's point of view, how they have transformed certain words, or created new ones, for use in their secret code.

Ten years were spent by the author on this study, for it naturally takes a long time before sufficient intimacy and confidence can be established. **It is the only study of the slang of criminals in West Bengal,** and we hope that the labours of the author will inspire students of social science to conduct parallel studies which will be meaningful from their point of view. Dr. Mallik's books will open up a new way for them.

NIRMAL KUMAR BOSE
Man in India
Vol. 52, 1.

I have in the meantime glanced through enough of your two valuable publications to be able to say that you have been doing a very important piece of study in the field of Bengali language and linguistics. It is a new line of research to which you have made a fine contribution. But, I believe it would not be correct to say that the speech of the Bengali criminal world is a 'language' ; all that can be said is that it is a 'patois.' The distinction between the two is obvious.

Nevertheless, I must repeat that your study is very significant and deserves careful notice by all those who are interested in the subject.

NIHARRANJAN RAY
15.12.71

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

As to the content of the entries, the author has done a good job of indicating whenever possible the etymological source of the lexical item, or, if the item is unchanged in form, its normal meaning. Such information is absolutely essential, especially for the non-native speaker, in identifying and categorizing the semantic shifts that have occurred. Without such information it is virtually impossible to draw any kind of sociolinguistic conclusions, and the information is readily available here. Also worth noting are the inclusion of the geographic area and the precise social class that is the source for each item and each of its uses, as well as the relative frequency of the item in the collector's corpus.

In general, this dictionary should prove a rich mine for those wishing to exploit it. The reviewer understands that the author is already engaged in further work of this kind. To him and others his dictionary stands as an open invitation.

WILLIAM M. CHRISTIE, JR.,
University of Arizona.

This book is an outcome of the first academic research ever carried out by an Indian scholar regarding the language of the underworld in India. Dr. Mallik's present volume, however cannot be called simply a linguistic work. It is certainly more than that. It can also be regarded as a sociological study of the underworld in West Bengal together with psychological analysis of its occupants. In a word, it is a socio-psycho-linguistic field research in the lingua and modus operandi of the criminals and their associates of West Bengal, India. Going through this painstaking work, the reader may joyfully share with the author 'the tears and joys of research in full'.

TSUYOSHI NARA
Tokyo Univ. of Foreign Studies.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক সম্প্রতি (আশ্বিন ১৩৭৮) দুইখানি অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। বই দুইখানি হইতেছে (১) "অপরাধ-জগতের ভাষা", এবং (২) "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ"। "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ" বইখানি দর্শন মাত্রেই আমাদের আকৃষ্ট করে, এবং অভিধানের মত বই যাহার রস বিশেষজ্ঞগণেরই পক্ষে গ্রহণীয় তাহাকেও যেন সকলের নিকট সুখপাঠ্য করিয়া তোলে। বই দুইখানি বিষয়-বস্তুতে বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নূতন। ...আমার জ্ঞানগোচর মত, শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদের পূর্বে এই কার্য্যে আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ এই গবেষণায় ও শব্দ সংগ্রহে আত্মনিয়োজিত রহিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালায় সমাজ-বিরোধী নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিবার সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন, জেল-খানার ভিতরে গিয়া কলিকাতায় ও অন্যত্র ইহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। কোথাও, কোথাও ইহাদের মধ্যে বিরূপ ভাব পাইলেও সাধারণতঃ ইহা সংগ্রহ-কার্য্য ভালই হইয়াছে বলিতে হয়। ইহা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অপরিহার্য্য অঙ্গ বা আধার—Field work বা খোলা মাঠে খোঁজ করা, কেবল কেদারায় বসিয়া পুস্তকাগারের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া পিষ্টপেষণ করিয়া গবেষণা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া নহে। বই দুইখানি দেখিয়া আমি সত্যসত্যই খুব আনন্দ লাভ করিয়াছি, এবং শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতেছি। সাধারণ মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙ্গালী পাঠক "শব্দকোষ" খানি হইতে প্রচুর তথ্য ও অভিজ্ঞতা—কি করিয়া ভাষাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া সমাজ-বিরোধী মানব-শ্রেণী নিজের গুপ্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে কার্য্যকর করিয়া লয়—তাহা লাভ করিবেন। কোথাও কোথাও বা এই সমস্ত শব্দ ও সেগুলির অর্থে প্রসার বা সঙ্কোচ বা বিকাশ দেখিয়াও চমৎকৃত হইবেন। "শব্দকোষ" বইখানিতে যে-সব শব্দ স্থান পাইয়াছে, সংগ্রহককার তাহার পরিধির সম্বন্ধে ঠিকভাবেই আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন। এগুলি মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের (ও কলিকাতা শহরের বিশেষ করিয়া) সমাজ-বিরোধী জনগণের মধ্যে প্রচলিত শব্দ। বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা এই দলে যথেষ্ট পরিমাণে তাহারা থাকিলেও, বিহারী হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষাভাষীরাই দলে ভারী, এবং প্রভাবশীল। সংগৃহীত শব্দাবলীর সংখ্যা, বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের আপেক্ষিক অনুপাত-সংখ্যাও সংগ্রাহক অঙ্ক কষিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। ...সবচেয়ে মূল্যবান কথা এই—সংগ্রাহক যথাশক্তি প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি জানাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। উপরন্তু বিভিন্ন অর্থে একটি শব্দ প্রযুক্ত হইলে, সেইসব বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ হইতে দেখাইয়াছেন — ইহাতে অপরাধ-জগতের ভাষার একটি বিশিষ্ট ছাপ বা ধাঁচ পাওয়া যাইবে। একটি গ্রন্থপঞ্জী এবং সাঙ্কেতিক চিহ্নাদির ব্যাখ্যা এই শব্দকোষের মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

"অপরাধ-জগতের ভাষা" শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের নিজ মৌলিক ভাষাতত্ত্ব-মূলক গবেষণার ফল। এই বইও বাঙ্গালায় একবারে নূতন। ইহার আবেদন বা আকর্ষণ অবশ্য প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ব-রসিকদের জন্য, বাঙ্গালা বাক্‌তত্ত্বের অনুশীলকদের জন্য। কিন্তু সাধারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠকও উহা হইতে প্রচুর কৌতুক ও আনন্দের উপাদান পাইবেন । এই বইয়ের প্রথমে যে 'সূচনা', "পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ", "নিষেধ ও কুসংস্কার", "ইঙ্গিত" ও "ভাষার কারিকুরি" শীর্ষক প্রসঙ্গগুলি আছে, সেগুলি অতি উপাদেয়—ভাব ও তথ্য উভয়েই সমৃদ্ধ —বিশেষতঃ প্রথম দুইটি প্রসঙ্গকে অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে বলা যায় । শেষ প্রসঙ্গটিতে বহু শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে । ইহার পরেকার প্রসঙ্গ—"ধ্বনিতত্ত্ব" (Phonetics and Phonology), "রূপতত্ত্ব" (Morphology) এবং "শব্দার্থতত্ত্ব" (Semantics বা Semasiology) । বাক্‌তত্ত্বের শাস্ত্র মতে, অপরাধ-জগতের ভাষার বিশ্লেষণ ও আলোচনা যুক্তিযুক্তভাবে করা হইয়াছে । এই বইখানিতে শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদ যে একাধারে মানব-প্রেমী, সমাজের সবদিকের প্রতি যে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও হিতৈষণামূলক আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন ।

দুইখানি বই পরস্পরের পরিপূরক । বই দুইখানি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি । পাঠ করিয়া নূতন তথ্য পাইয়াছি এবং মনে মনে শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদকে সাধুবাদ দিয়াছি । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইকে বাঙ্গালী পাঠক সাদরে গ্রহণ করিবে । বাঙ্গালা ভাষার একটি অবহেলিত অঙ্গের প্রতি ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ ইহার মাধ্যমে স্বীকৃত হইবে, এবং দেশবাসীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার আরব্ধ সংগ্রহ, বিচার ও গবেষণার ক্ষেত্রে আরও নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব চয়ন ও দর্শন করিয়া মাতৃভাষার তথা ভারতীয় মানবিকী বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন ।

AMARBOI.COM

ইতি ১৯ পৌষ ১৩৭৮, ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৭১
(যীশুর জন্মদিন—"বড়দিন")

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞান ও বিজ্ঞান
ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

শ্রীমান ভক্তিপ্রসাদের দুখানি বই 'অপরাধ-জগতের ভাষা' ও 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ' উল্টেপাল্টে দেখেছি । রসাতলের ভাষা নিয়ে আমাদের দেশে কোন কাজকর্ম বিশেষ হয়েছে বলে আমার মনে হয় না । বাংলাভাষায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে হয় নি । তবে এ সম্পর্কে সুনীতি [কুমার চট্টোপাধ্যায়] বলবে । এটা আমার এক্তিয়ার নয় । বৈজ্ঞানিক হিসেবে বলতে পারি ভক্তিপ্রসাদের গবেষণা বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে । ভক্তিপ্রসাদকে দেখলে তো মনে হয়, খুব ঠাণ্ডা শান্ত-শিষ্ট । এত সাহস তার মধ্যে আছে এটা খুবই আনন্দের কথা । পাঁক থেকে মুক্তো কুড়োবার ক্ষমতা সে রাখে । সাহসী কাজ এদেশে হয় নি তা নয়, তবে তার সংখ্যা খুব কম । বুদ্ধিবিহারীদের ভক্তিপ্রসাদকে অনুসরণ করা দরকার । একটু খোলা মাঠে কাজ হওয়া চাই । সেই প্রকার একটি কাজ সম্পন্ন করল ভক্তিপ্রসাদ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি চাইব ভক্তিপ্রসাদ বাংলাভাষাতে সমৃদ্ধ করুক নানা গবেষণা করে ।

ইওরোপে তিনশো বছর ধরে স্ল্যাং নিয়ে কাজ হয়েছে । ফরাসী সাহিত্য স্ল্যাং-এর দাপটে কলেবর বাড়িয়েছে । শেক্সপীয়ার স্ল্যাং ব্যবহার না করলে কাব্যরস হয়তো অত জোরালো হত না । বাংলায় স্ল্যাং বলতে লোকে যা বোঝে আমি তা বোঝাচ্ছি না ।

সত্যেন বোস
জাতীয় অধ্যাপক

অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক অপরাধী সমাজে যেসব সাংকেতিক ও পারিভাষিক শব্দ প্রাত্যহিক কথাবার্তায় ব্যবহার হয়, অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দ তাদের শ্রেণীগত বাগভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, তা নিয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছেন । তাঁর গবেষণার ফল অপরাধ জগতের ভাষা ও অপরাধ জগতের শব্দকোষ নামক দুখানি বইয়ে গ্রথিত হয়েছে ।

* * *

বই দুটি পড়ে খুশী হয়েছি । শুধু তাই নয়, জেনেছিও অনেক না-জানা প্রসঙ্গ । যদিও এ বয়সে আমার অপরাধ মুল্লুকের ভাষায় পারদর্শী হয়ে বাস্তব লাভের সম্ভাবনা নেই, কারণ তা প্রয়োগ করবার উপলক্ষ হবে না, তবু বিদ্যা বিদ্যাই এবং তা আহরণের কোন বয়স নেই । তাই ডঃ মল্লিককে আমি সাধুবাদ দিচ্ছি একনিষ্ঠ শ্রমে এই অভিনব ও অনেকের অজ্ঞাত দুনিয়ার বন্ধ দুয়ার খোলার জন্যে ।

AMARBOI.COM

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে প্রতিনিয়ত যে সব গবেষণা নিবন্ধ পেশ হয়, তার অনেকগুলির ওপরই আমার চোখ বুলানর দুর্ভাগ্য হয়েছে । বেশিরভাগই দেখেছি নির্মৌলিক তথ্যপঞ্জী ছাড়া কিছু নয় এবং যে সমস্ত বৃত্তান্ত ও বিচারে পাক খাচ্ছে প্রাক-স্নাতক বয়সের নাবালকী গন্ধ তাকেই রাশিরাশি পাদটীকায় কণ্টকিত করে দাঁত ভাঙা মৃত্যুঞ্জয়ী বাংলায় পরিবেশন করা হয়েছে । বিশল্যকরণী না চিনে গন্ধমাদন আনার মত বলে একে বলতে পারেন হনুমদ্বিদ্যা !

* * *

আমাদের কপাল ভাল যে ডঃ মল্লিকের গবেষণা সেই ছেলেমির স্তর ছাড়িয়ে পরিপক্ক সন্ধিৎসা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর হতে পেরেছে । পশ্চিমবাংলা ও বিহারের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা চোর, ডাকাত, মালগাড়ী তোড়, খুনী, চোরা চালানদার, পতিতা ও হিজড়াদের মহল ঢুঁড়ে তিনি তাঁর গবেষণার মাল মশলা সংগ্রহ করেছেন । প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ভিত্তিক বলেই তাঁর আহৃত শব্দগুলির মধ্যেই তাদের প্রামাণিকতার সুস্পষ্ট ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় ।

* * *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেবল শব্দমালা আহরণেই তাঁর কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়নি, অপরাধীদের পর্যায় অনুসারে পরের পর সাজিয়ে যুক্তিসহ সিদ্ধান্তের ছাঁচে সেগুলিকে আবদ্ধ করেও তিনি সার্থক নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন । আর এই জন্যেই তাঁর গবেষণাটি ভাষাতত্ত্বের নিরূপিত সীমা ছাড়িয়ে নৃতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতির মাটি ছুঁয়েছে । চক্ষুষ্মান পাঠকের কাছে লেখকের এই বহুমুখী বৈদগ্ধ্য অনাবিষ্কৃত থাকবে না ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যুগান্তর ২০. ৩. ৭২

বাঙলায় ভাষাতত্ত্বকুশল আলোচনা যে কতটা অগ্রসর তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যাবে ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের এই দুখানা বইয়ে । ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা ও গবেষণা লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্যেষ্ঠদের সঙ্গেই ক্ষান্ত হয়নি, নবীন পণ্ডিতেরাও এগিয়ে আসছেন, তাঁরা নতুন দিক্‌চক্রের সন্ধানী, তাঁরাও একক অধ্যবসায়ে বহু কর্মীর সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে সমর্থ, এ সবের নিদর্শন এই বই দুখানাতে দেখতে পেয়ে যে কোনো বাঙলা ভাষা-অনুরাগী আনন্দলাভ করবেন । আমার বিচারে (সন্দেহ নেই আরো অনেকের বিচার অনুরূপ হবে) ভক্তিপ্রসাদের বই দুখানাতে ভাষাচিন্তার একটি দুর্লভ অথচ প্রচুর সম্ভাবনাময় দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাঙলা পাঠকের কাছে ।

আমি যতদূর জানি, ভারতের কোনো ভাষাতেই নিয়মনিষ্ঠ আলোচনা হয়নি । (আদৌ কোনো আলোচনা যদি হয়েও থাকে), বস্তুত পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও খুবই কম হয়েছে । ....ভক্তিপ্রসাদের আলোচনায় ইতস্তত সমাজশাস্ত্রীয় চেতনা লক্ষ্য করেছি । ভক্তিপ্রসাদ যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার ভাষাশাস্ত্রীয় মূল্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরো দু-ধরনের মূল্য—সমাজশাস্ত্রীয় মূল্য, সৃজনী সাহিত্যের সম্ভাবনা । এই দ্বিতীয় মূল্য নিয়ে ভক্তিপ্রসাদ আপাতত আলোচনা করেননি কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে তিনি স্বয়ং অথবা অন্য কেউ করবেন এমন আশা করি । ইংরেজি পাতালপুরীর ভাষা নিয়ে এরিক্ পার্‌ট্রিজ্ যে মহার্ঘ আলোচনা করেছেন তার মূলে ছিল আলোচকের শেক্‌স্‌পিয়র-প্রীতি । শেক্‌স্‌পিয়রের নাটকে (বস্তুত এলিজাবেথীয় নাটকের বহু স্থলেই) অজস্র স্ল্যাং পাওয়া যায়, ইতর বুলির প্রয়োগে নাটকের ধমনী দ্রুত বেগায়িত হয়েছে বহুবার, অতএব এই ইতর বুলির প্রকৃতির ও উৎসের সন্ধান করেছেন আধুনিক ভাষাশাস্ত্রী ।

অপরাধীবুলি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করতে হয়েছে তাঁকে field work দ্বারা, অর্থাৎ অপরাধীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের কথাবার্তা থেকে তাদের বুলির বিশিষ্ট লক্ষণাদি জানতে হয়েছে ।....এই ফিলড ওয়র্ক অতীব দুরূহ । পুলিশ বিভাগ তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন বটে কিন্তু (সঙ্গত কারণেই) অপরাধীদের নামধাম প্রকাশের অনুমতি দেননি । অনুমতি পাবার পরে অনেক অপরাধী হয় তাঁকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছেন অথবা স্বাভাবিক গোপন-পরায়ণতার জন্য সাহায্য করেননি । কখনো কখনো অনুসন্ধানকালে খুন জখমের সম্মুখীন হতে হয়েছে ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তিপ্রসাদ শুধু শব্দসংগ্রহ করেননি, শব্দগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন, তাদের ভাষাগত উৎপত্তি, ব্যাকরণগত চরিত্র, তাদের ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। ... ভক্তিপ্রসাদের সংগ্রহ কত বিচিত্র, তাঁর শ্রেণীবিভাগ কত সূক্ষ্ম। 'অপরাধ-জগতের ভাষা' বইখানায় ইতস্তত সামাজিক সমস্যার উল্লেখ আছে।.... লোকে কেন অপরাধে প্রবৃত্ত হয়? ভক্তিপ্রসাদ এই প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত থাকতে পারতেন, তাঁর ভাষাশাস্ত্রীয় মৌলিক গবেষণাই একখানা গ্রন্থের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর সহৃদয়তা তাঁকে সমব্যথার দিকে নিয়ে গেছে।....আমার আশা, ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক বাঙলায় যে নূতন চিন্তার সূচনা করেছেন তার নব নব রূপ তাঁর ও অন্যান্য কর্মীর গবেষণায় দেখতে পাব।

অমলেন্দু বসু

পরিচয় মে-জুন ১৯৭২

ভাষাতত্ত্বের নানা প্রকারভেদ আছে। কখনও তা বিশেষ জাতিগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, কখনও একটি দেশ বা অঞ্চল বিশেষকে কেন্দ্র করে, কখনও বা সম্প্রদায়বিশেষকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের আলোচনা কখনও নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে করা হয়, কখনও ভূগোলের ভিত্তিতে কখনও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, কখনও বা আর কোন ভিত্তিতে।

এই বই দুখানির যা উপজীব্য তার ভিত্তি বোধহয় সাম্প্রদায়িক। তবে যেমন-তেমন সম্প্রদায় নয়, অপরাধী সম্প্রদায়। এদের এই সাংকেতিক ভাষা বুঝতে হলে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব, অপরাধের পদ্ধতি-প্রকরণ অপরাধ ঢাকবার কৌশল ইত্যাদি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তাদের ভাষা এবং তাদের আচরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অধ্যাপক ডক্টর ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক অপরাধীদের আচার-আচরণের পরিপ্রেক্ষিত তাদের এই সাংকেতিক বা সন্ধ্যাভাষার জগতে প্রবেশ করেছেন গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে। এ এক কঠিন গবেষণা। প্রথমতঃ বিদ্বজ্জনেরা সচরাচর যে ধরনের গবেষণার বিষয়ে লিপ্ত থাকেন, এই গবেষণার প্রকৃতি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; দ্বিতীয়তঃ এমনতর গবেষণায় অধ্যাপক-বর্গের মানুষদের মধ্যে অনেকেই বোধহয় স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে আত্মনিয়োগ করতে চাইবেন না। তার কারণ বিষয়টি যেমন অ-গতানুগতিক, তেমনি বিপদের ঝুঁকিযুক্তও বটে। ডক্টর মল্লিকের সাহসকে তারিফ করতেই হবে যে, তিনি অন্যান্য বিষয় থাকতে অপরাধীদের ভাষা ও শব্দের অভ্যাস নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার তাগিদ অনুভব করেছেন এবং এ-কাজে দশ বছরেরও অধিক কাল ঘনিষ্ঠভাবে লেগে রয়েছেন। নির্মোহ জ্ঞানস্পৃহা থেকেই যে তিনি এই জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষণক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য তাঁর এই দুরূহ প্রয়াস অপুরস্কৃতও থাকেনি। তিনি তাঁর এই গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন; উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারও পেয়েছেন।

১৯৬০ সালে এই গবেষণার কাজ আরম্ভ করে তিনি একটানা দশ বছর এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অপরাধীদের ব্যবহৃত ভাষা সংগ্রহ এবং সে ভাষার মর্ম-উদ্ধারের জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন অপরাধীদের জগতে বিচরণ করতে হয়েছে। তিনি এ বাবদে পুলিশ বিভাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে নানা অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত জেলের কয়েদীদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেছেন, শহরের বিচিত্র শ্রেণীর দাগী অপরাধীদের সঙ্গে মিশেছেন, নিষিদ্ধ এলাকাগুলি পরিভ্রমণ করেছেন, সেখানকার বাসিন্দাদের মনোজগতের খোঁজখবর করেছেন। এ সবই নিরপেক্ষ তথ্যসন্ধানের দুর্বার প্রয়োজনে। এমন একটি কাজে দীর্ঘদিন লেগে থাকা অত্যন্ত কঠিন। এতে শুধু গ্রন্থকারের সত্যসন্ধানের আকুলতা আর নিষ্ঠারই পরিচয় পাওয়া যায়নি এটা তাঁর অপরিমেয় মনোবলের পরিচায়ক।

বাংলায় ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার পরিমাণ নিতান্ত অপ্রতুল নয়। বিশিষ্ট ভাষাবিদ মনীষী থেকে শুরু করে একালের তরুণতর গবেষক পর্যন্ত নবীন প্রবীণ সুধী অনেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই বিভাগে মূল্যবান কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে এঁদের অধিকাংশেরই গবেষণা কেন্দ্রিত হয়েছে সুসভ্য সমাজের শিষ্ট ভাষা, মুখ্যতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষাকে অবলম্বন করে। এই সমাজ-অনুমোদিত সাংস্কৃতিক ভাষার চৌহদ্দির বাইরেও যে লোকভাষা এবং অন্যবিধ ভাষার এক বিশাল জগৎ পড়ে রয়েছে তার রূপ বোধহয় এখনও পুরাপুরি তো পরের কথা আংশিক ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি একটি নতুন আয়তন যোগ করলেন।

শ্রাব্যতার দিক দিয়ে খিস্তি-খেউড়ের ভাষার সঙ্গে পাতালপুরী ভাষার কিছু মিল থাকলেও অর্থ ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে এ একেবারেই আলাদা ধরনের ভাষা।

সত্য নিরূপণের আগ্রহে অপরাধীদের জগতে বিচরণ করতে গিয়ে ডঃ মল্লিক অপরাধীদের মানসিকতা সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার কয়েকটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকারের সুচিন্তিত অভিমত (১) সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বেদীভূমিতে অপরাধ-প্রবণতার জন্ম। সামন্ততান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটলে অপরাধ জগৎও লোপ পাবে। (২) অপরাধের অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ কর্মবিমুখতা। পরিশ্রমের পথে না গিয়ে স্বল্প আয়াসে রোজগারের ধান্দায় একাধিক অপরাধী অপরাধের পথে পা বাড়ায়। (৩) অপরাধীদের অধিকাংশের ধারণা তাদের ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী বর্তমান সমাজ। সভ্য সমাজের উপর এদের কল্পনাতীত অভিমান। (৪) অপরাধ প্রবণতা মানসিক ব্যাধি। সুস্থ পরিবেশের অভাব অপরাধ প্রবণতার জন্মদাতা। (৫) শতকরা প্রায় কুড়ি জন অপরাধী লেখকের কাছে স্বীকার করেছে যে তারা জীবনে মা-বাবার স্নেহমমতার স্পর্শ পায়নি। বর্তমানে এই জাতীয় তরুণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এই দুষ্ট ব্রণের জন্য রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা মূলত দায়ী।

খুবই ভাববার মতো কথা। গ্রন্থখানি তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণজাত এই এবং এই জাতীয় আরও সব মূল্যবান উক্তিতে পূর্ণ। সমাজের কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই গ্রন্থের বক্তব্য ধীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। অভিধানখানি মূল গ্রন্থের অনুপূরকরূপে পঠনীয়।

নারায়ণ চৌধুরী

বেতারস্থ কথিকা থেকে গৃহীত।
বেতারজগৎ ১-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় সমীপে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ" আমার চোখ খুলে দিয়েছে । বাংলাভাষার অমূল্য এক সম্পদকে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা ক'রে সব লেখকদের ধন্যবাদার্হ হলেন আপনি । একজন সামান্য নাট্যকারের সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন । পাতালপুরীর বাক্যালংকারকে সাহিত্যের অন্তর্গত করেই না ইংরাজি, মার্কিন, ফরাসী সাহিত্যের দার্ঢ্য আজ এত মর্মস্পর্শী । বাংলা সাহিত্যকে অনুরূপ পৌরুষমণ্ডিত করার পথ আপনি খুলে দিলেন ।

ইতি—

শ্রদ্ধাবনত

উৎপল দত্ত

৯. ৩. ১৯৭৪

অপরাধ জগতের ভাষা :

আগে কি জানতুম, 'ভিতখাল' মানে বুকপকেট, 'নানখাতাই' বারবনিতা, 'দালাইলামা' গাঁজা, 'ঠোককু' চোর, 'চমপলু' পকেটমার ? সব জানলুম, ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের দুখানা বই 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ' আর 'অপরাধ জগতের ভাষা' পড়ে । অসাধারণ দুখানি বই, বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কোন চেষ্টা তার আগে হয়নি । ডঃ মল্লিক খ্যাতনামা গবেষক, দীর্ঘকাল তিনি পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অপরাধীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে নতুন নতুন অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন । অনেক সময় তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছে । দাগী আসামী, খুনী, পতিতা, হিজড়া, ছিঁচকে চোর সবাই তাঁর গবেষণার আওতায় এসেছে । এই অসাধ্যসাধনেরই ফসল এই দুখানি বই । 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ' পৌনে দু'শ পাতার পরিপূর্ণ অভিধান । শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থের বিস্তার সবই চমৎকার সাজানো হয়েছে ভূমিকা সমেত । আর 'অপরাধ-জগতের ভাষা' বইয়ে শুধু ভাষা নয়, অপরাধজগতের একটা চিত্র মোটামুটি তিনি তুলে ধরেছেন । সেই জগতে বিশেষ একটি ভাষার বিকাশ কিভাবে ঘটছে তারও বিশ্লেষণ আছে বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে । ডঃ মল্লিককে ধন্যবাদ, বাংলার গ্রন্থজগতে তিনি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন । তাঁর কাছে আমাদের আরও অনেক প্রত্যাশা রইল ।

আনন্দবাজার

১৯. ৩. ৭২

গবেষণাগ্রন্থ :

গবেষণাগ্রন্থ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি সেই ধরনের বইকে, যার বিষয়বস্তু অস্পষ্ট কুহেলীতে ঢাকা আর ভাষা পণ্ডিতী-গদ্যের দেখানোপনায় অসহ্য বিরক্তিকর । ফলে এমন কোন গবেষণামূলক বই যদি হাতে পড়ে, যার বিষয় উপন্যাসের চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক এবং পরিবেশন-রীতি তর্কের মেজাজে তৈরী বৈঠকী ঢঙের, তবে পাঠকের বিস্মিত হওয়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক। সম্প্রতি এমন দুটি বই হাতে এসেছে : 'অপরাধ-জগতের ভাষা' ও 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'। বই দুটির লেখক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রী ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। দুটি বই না বলে বলা ভাল একই পরিকল্পনার দুটি রূপ। প্রথম বইটিতে সমাজ-বিরোধী শ্রেণীর ভাষা নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন, দ্বিতীয়টি সেই অপরাধ-জগতের ভাষার অভিধান বা শব্দকোষ।

দেশ

২০. ১. ১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~